

নিপিতক গ্রন্থমালা—৪

অশ্রুপদার্থকথা

ষমক বর্গ

(বাংলা অনুবাদ সমেত)

শ্রীশীলালঙ্কার শ্রুবির

কর্তৃক অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী—

শ্রীবরদা চরণ চৌধুরী

ও

চট্টগ্রাম সাতবাড়ীয়া নিবাসী—

শ্রীহারাণ চন্দ্র চৌধুরী

কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

রেজুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

২৪৭৮ বুক্রাক

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

উৎসর্গ পত্র



যিনি আমাকে শুভ ইচ্ছায় বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ
কবিতা দিয়াছেন, যাহাব একান্তিক প্রচেষ্টায় আমি
লক্ষা-ব্রহ্মায শিক্ষা লাভ করিয়া সঙ্কল্পে যৎসামান্য
হটলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি, যাহার
সহায়তায় আজ আমি “ধর্মুপদার্থকথা” বঙ্গানুবাদ
কবিতার সাহস পাউতেছি, সেই আমার সর্ব মঙ্গল-
কামী পবিত্রচেতা পিতার শ্রীকব কমলে এই গ্রন্থ খানি
সাদবে অর্পণ কবিলাম

শীলালঙ্কার স্থবির ।



শ্রীশীলানন্দার স্মৃতির

নিবেদন

ধর্ম্মাধর্ম্মে সুবিজ্ঞ শাক্যমুনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ-পঞ্চজ-নিঃসৃত এক একটি ধর্ম্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সদৃশ। ধর্ম্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গর্ভ ৪২৩টি গাথা বা শ্লোক আছে। ইহা সূত্র পিটকে ক্ষুদ্র নিকায়ের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ধর্ম্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত। এই ধর্ম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত। যথা— ষমক, অল্পমাদ, চিন্ত, পুষ্ক, বাল, পাণ্ডিত, অরহন্ত, মহত্ত, পাপ, দণ্ড, জরা, অহ, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোষ, মল, ধর্ম্মচর্চ, মঙ্গ, পকিঙ্কক, নিরয়, নাগ, তণহা, তিঙ্কু ও ব্রাহ্মণ বর্গ।

ধর্ম্মপদের এক একটি গাথার উপমা-যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান যুক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে “ধর্ম্মপদার্থকথা” বলে। এই ধর্ম্মপদার্থকথা প্রথম সঙ্গীতি কারক অর্হৎ মহাকশ্যপ স্ববির প্রমুখ প্রতি-সম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অর্হৎ মহেন্দ্র স্ববির এই ধর্ম্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধর্ম্মপদার্থকথা অন্যান্য দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখিয়া

কুমারকণ্ঠপ শ্ববিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপিটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত অনুবুদ্ধ “বুদ্ধঘোষ” শ্ববির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাষায় ৭২ ভাগবার যুক্ত “ধর্মপদার্থকথা” লিখিয়াছিলেন।

এই ধর্মপদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বর্ণিত ধর্মপদের গাথা সমূহের কুশলাকুশল-বিপাক, সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক চক্ষুপাল শ্ববিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধর্মাসুর বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাশ্ববির কর্তৃক আদিষ্ট ও উদ্ভূক্ত হইয়া ধর্ম-পদার্থকথার প্রথম যমক বর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে কৃত সঙ্কল্প হই। এই যমক বর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পূর্ণ।

ধর্মাসুর বিহারে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ধর্ম-পদার্থকথার যমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ যাহাতে সরল ও সুখবোধ্য হয় তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটি করি নাই।

আমার গুরুদেব অতিশয় যত্নের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া ও একখানা সুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া বি, এ, বি, এল মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আত্মপান্ত উত্তমরূপে দেখিয়া অনেকটি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার সর্বদাঙ্গীন মঙ্গল কামনা

করিতেছি। আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ
ধর্ম্মতিলক শ্রবির মহোদয় ইহার শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া
প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ
রহিলাম।

চট্টগ্রাম বাকুখালী নিবাসী উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত
বরদা চরণ চৌধুরী ও সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র
চৌধুরী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে পুস্তকটি যথাশীঘ্র প্রকাশ
করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের এই মহৎ দান বৌদ্ধ-মিশন
তথা বৌদ্ধ-সমাজের মহত্বপকার সাধন করিল। তাঁহারা এই
উদারতা গুণে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হই-
য়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও তাঁহাদের
সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেছি। তাঁহাদের এই বদান্যতা বৌদ্ধ
সমাজের একান্ত অনুকরণীয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম
না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমা-
দাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ
তজ্জন্ম দোষ গ্রহণ করিবেন না। এই গ্রন্থ জন সাধারণ কর্তৃক
সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা
৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট,
২৪৭৮ বুঙ্গাব্দ, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীশীলালঙ্কার শ্রবির
ধর্ম্মদূত বিহার
রেঙ্গুন।

ব্রহ্ম-পরিচয়

শ্রীশ্রী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-দেহিত সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রখানি ধর্ম ও বিনয় নামে কথিত । ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্মকে বুঝায় । বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায় । আবার * সমগ্র বিনয় পিটককে (আণাদেসনা) আঞ্জা দেশনা বলা হয়, কেননা ইহাতে আঞ্জা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আঞ্জা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন । সূত্র পিটককে (বোহার দেসনা) ব্যবহার দেশনা বলা হয়, কেননা ব্যবহার কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । অভিধর্ম পিটককে (পরমথ দেসনা) পরমার্থ দেশনা বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান্ বহুলভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

আবার সমগ্র ত্রিপিটক খানি ত্রি শিক্ষার অন্তর্গত । কারণ বিনয় পিটকে শীল বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিশীল শিক্ষা নামে অভিহিত । সূত্র পিটকে চিত্ত (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য বিধায় ইহা অধি চিত্ত শিক্ষা নামে

* এখ হি বিনয়পিটকং আণারহেন ভগবতা আণাবাহুল্লতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সূত্রপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহার বাহুল্লতো দেসিতত্তা বোহার দেসনা, অভিধর্মপিটকং পরমথ কুসলেন ভগবতা পরমথবাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমথদেসনাতি বুচ্চতি ।
ইতি অট্টসালিনী ।

অভিহিত । অভিধন্য পিটকে প্রজ্ঞা বিবয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায়
উহা অধি প্রজ্ঞা শিক্ষা নামে অভিহিত ।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বিভঙ্গ, উভয়
খন্ধক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড । সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায় ।
অভিধন্য পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত । এই সতরখানি মূল
গ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করি-
য়াছেন । এখানে কেবল অর্টকথা ও টীকা গুলি কাহা দ্বারা
প্রণীত উহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে ।

শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ শ্রবির প্রণীত—

- ১ । দীঘনিকায়র্টকথা স্তমঙ্গল বিলাসিনী ।
- ২ । মজ্জিম নিকায়র্টকথা পপঞ্চ সুদনী ।
- ৩ । সংযুক্ত নিকায়র্টকথা সারথপ্পকাসিনী ।
- ৪ । অঙ্গুত্তর নিকায়র্টকথা মনোরথ পূরণী ।
- ৫ । জাতকর্টকথা ।
- ৬ । স্তুতনিপাতর্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৭ । ধম্মপদর্টকথা সঙ্কম্ম জ্যোতিকা ।
- ৮ । খুদ্ধকপাঠর্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৯ । বিনয়র্টকথা সমন্তু পাসাদিকা ।
- ১০ । ধম্মসঙ্গনী অর্টকথা অর্টসালিনী ।
- ১১ । বিভঙ্গর্টকথা সম্মোহবিনোদনী ।
- ১২ । পঞ্চপ্লকরণর্টকথা ।
- ১৩ । কঙ্খাবিতরণী টীকা ।

শ্রীমৎ ধর্ম্যপাল শ্ববির প্রণীত—

- ১ । ইতি বৃত্তকর্টকথা পরমথ দীপনী ।
- ২ । বিমানবথু অর্টকথা " "
- ৩ । পেতবথু অর্টকথা " "
- ৪ । খেরগাথার্টকথা " "
- ৫ । খেরীগাথার্টকথা " "
- ৬ । উদানর্টকথা " "
- ৭ । চরিয়পিটকর্টকথা " "
- ৮ । নেতিপ্লকরণর্টকথা ।
- ৯ । বিশ্বন্ধিমঙ্গমহাটীকা ।
- ১০ । দীঘনিকায়র্টকথা টীকা ।
- ১১ । মঞ্জিমনিকায়র্টকথা টীকা ।
- ১২ । সংযুক্তনিকায়র্টকথা টীকা ।
- ১৩ । বিনয় বিমতিবিনোদনী টীকা ।
- ১৪ । সচ্চসম্বোধ ।

শ্রীমৎ উপসেন শ্ববির প্রণীত—

- ১ । চুলনিদ্দেশর্টকথা সঙ্কম্পপঞ্জোত্তিকা ।
- ২ । মহানিদ্দেশর্টকথা " "

শ্রীমৎ মহানাথ শ্ববির প্রণীত—

- ১ । পটিসত্তিদা মঙ্গার্টকথা সঙ্কম্পকাসনী
- ২ । মহাবংশ (১ম ভাগ) ।

অন্যতর শ্রবির প্রণীত—

১। অপাদানট্টকথা বিশুদ্ধজনবিলাসিনী ।

শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত শ্রবির প্রণীত—

১। বুদ্ধবংসট্টকথা মধুরথ বিলাসিনী ।

২। বিনয় বিনিচ্ছয়ো (সম্পূর্ণ বিনয়ার্থকথা পড়ে) ।

শ্রীমৎ সারীপুত্র শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয় সারথদীপনী টীকা ।

২। পালিমুক্তক বিনয় বিনিচ্ছয়ো ও এ টীকা ।

শ্রীমৎ বজ্রিয়ারাম শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয় বজ্রিবুদ্ধি টীকা ।

শ্রীমৎ জাগর শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয়ট্টকথা সমস্তপাসাদিকা যোজন্য ।

শ্রীমৎ বুদ্ধনাগ শ্রবির প্রণীত—

১। কথ্যাবিতরণী টীকা বিনয়গ মঞ্জুসা ।

শ্রীমৎ ধর্মশ্রী শ্রবির প্রণীত—

১। শুদ্ধসিদ্ধা ।

২। মূলসিদ্ধা ।

শ্রীমৎ সঙ্ঘরক্ষিত শ্রবির প্রণীত—

১। শুদ্ধসিদ্ধা টীকা সুমঙ্গলগ্নসাদনী ।

২। মূলসিদ্ধা টীকা " "

ব্রহ্মদেশের তম্বদীপ রাজ্যে রতনপুঞ্জ নগরে তিরিয় পর্বত-
বাসী জনৈক ত্রিপিটকাচার্য্য শ্ববির কর্তৃক ২১০১ স্কৃত বর্ষে
লিখিত—

১। বিনয়ালঙ্কার টীকা।

শ্রীমৎ আৰ্য্যবংশ শ্ববির প্রণীত—

১। স্তম্ভসঙ্গহট্টকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ শ্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ স্তম্ভল শ্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথসঙ্গহ টীকা বিভাবনী।

২। " " পরমথদীপনী।

(লেডি চেয়াদকৃত)

৩। " " অঙ্কুর (বিমল শ্ববির কৃত)।

৪। " " অতুল বিসোধনী।

(অতুল শ্ববির কৃত)

৫। " " মণিসার মঞ্জুসা।

ধম্মপদ

ধম্মপদ সূত্রপিটকান্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্ব প্রথম শ্রীযুত চারু চন্দ্র বসু ইহার
মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৯০৪ ইং), তৎপর হিন্দী
ভাষায় ইহার ছয়টি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্য কুমার
বর্ম্মা (১৯০৪ ইং) ; চন্দ্রমণি শ্ববির (১৯০৯ ইং), স্বামী সত্যদেব

পরিব্রাজক, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ (১৯৮৫ সংবত), গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় (১৯৩২ ইং), রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯৩৩ ইং) ও আরও দুই খানি বাঙ্গালা পড়ে ইহার পড়ানুবাদ প্রকাশিত হয় । ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজ্জবোল ধম্মপদের এক অত্যাৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন । ঐ সময়ে তিনি লাতিন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন । তদনন্তর বার্নফ, গগালি, উফম, ওয়েষার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন । ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর ইংরেজী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নন্দ হু ফরাসী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেণ্ড বীল্ চীনভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ সিমনার তিব্বতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এই ধম্মপদ কলিকাতা বুদ্ধিক টেক্স সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় । রেভারেণ্ড বীল্ বলেন— চীনভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয় । এই ধম্মপদ ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত । ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে ।

ধম্মপদট্টকথা

ধম্মপদের অ ট্ট ক থা খানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক লিখিত হয় । খ্রীষ্টীয় ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাম নামক পণ্ডিত মহা বং স নামে

সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহা-
নামের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ
হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং
সিংহলীয় অর্ট ক থা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।”

লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ স্তবির খৃষ্টপূর্ব
২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া
গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ স্তবির ধর্ম পদ ট্ট
ক থা পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই তিনি স্বীয় রচিত
গাথায় গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—“সিংহলী ভাষায় ইহার
অর্ট ক থা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসি-
তেছে না, আমি কুমার কশ্যপ স্তবির কড়ক প্রার্থিত হইয়া ইহা
বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।”

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম পদ ট্ট ক থার প্রণেতা মহানাম
রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাঁহার পরবর্তী কালে অণু
বুদ্ধঘোষ কড়ক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের
বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের বহু
মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী
ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কল্লোৎপন্ন
মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ
শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া
থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত
হইয়াছে :—

“সা মাগধী মূল ভাসা নরা য়ায়াদিকপ্লিকা,
ত্রক্ষানো চ-স্মুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে ।”

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মা গ ধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না। বলিয়া দেশীয় মা গ ধী নামে কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ মালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার গায় স্তুমার্জিত নহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা স্রুতি মধুর ও লালিত্য গুণ বিধায় শুদ্ধ মা গ ধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধীভাষা উহা মুখ্যতঃ সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত ধম্ম বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি বা পঙ্ক্তি ক্রমে বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পালি ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পালি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা, খোজনা প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে এই ভাষাকে মা গ ধী পালি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃতচার্য্য গণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে মাহাই হউক বুদ্ধের নিব্বাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্য্যন্ত পালি বিশারদ

আচার্য্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শুদ্ধ মাগধী ভাবকে আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া আসিতেছেন ।

বর্তমান প্রতিপাঠ ধর্ম্মপদট্টকথা খানির ২৬ বর্গে ২৯৯টি উপাখ্যান আছে । ইহা ৭২ ভাগবারে বিভক্ত । ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার অক্ষর এই গ্রন্থে আছে । তাই কথিত হইয়াছে—

থেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,
 ধর্ম্মপদট্টকথা চ সোদন্তাভিধানক ।
 সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,
 সতন্তয়মিহ বগ্ননং একেন্ন সমুট্ঠিতা ।
 তাসং অট্টকথং এতং করোন্তুন স্ত্ৰনিম্মলং,
 ঘাসন্ততি পমাণায় ভাগবারেহি পালিয়া ।

পূর্বে বর্ণিত ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি, উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি । লক্ষাধিপতি শীলমেঘ বর্ণাভয় কশ্যপ সিংহলী ভাষায় এই ধর্ম্মপদট্টকথার একখানি গঠিত পদ-
 খ বর্ণনা সম্পাদন করাইয়াছিলেন । কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীমৎ
 ধর্ম্মসেন শ্ববির রতনাবলী নামে ধর্ম্মপদট্টকথার এক সিংহলী
 ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই রতনাবলী হইতেই ধর্ম্মপদট্ট-
 কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।
 কিন্তু ভাবখ সূদনী নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া
 কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা
 মহামনস্বী আচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।
 তিনি এই উপাখ্যান গুলি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ভাবসম্পদে পূর্ণ

করিয়া রচনা চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালিভাষাভিহ্ন পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন । এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অশ্রুত বিরল বলিলেও অতুল্য হয় না । বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয় । দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই । আমি এই মহৎ অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্রতী হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, তখন অশ্রুত গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা চাপিয়া যায় । আবার যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্গুর বিহারে অবস্থান করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয় । পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন অনুবাদের ভার আমার উপর গুস্ত হওয়ায় ধর্ম্মপদট্টকথার অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রকাশক শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র চৌধুরীর বদান্যতায় আজ ধর্ম্মপদট্টকথার যমক বর্গ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অর্পিত হইল ।

যদি বরদা বাবু ও হারাণ বাবুর মত সঙ্কল্প প্রকাশের ভার কোন কোন শ্রদ্ধাবান দায়ক গ্রহণ করেন, যথাক্রমে অপর ২৫ অধ্যায়ও প্রকাশিত হইবে ।

আশা করি সমাজের অশ্রুত বদান্য ব্যক্তিরা এক একজন অন্ততঃ এক একটি পরিচ্ছেদ প্রকাশের অর্থ সাহায্য করিয়া

১৯/০

সদস্য প্রচারে সহায়তা করিবেন ও জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান
বৌদ্ধ-মিশনকে অনুবল প্রদান করিবেন ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
বিদর্শনারাম
কানাইমাদারী
২৫।৭।৩৪ইং

শ্রীপ্রজ্ঞালোক হৃদীর

সুন্ধি পত্ৰং

(সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পঙ্ক্তি বোধক)

২—৪ দীপভাসায়, ১৩—৭ পশুসেনাসনাভিরতঙ্গ, ২০—১০
তন্ময়া, ২৪— ১৮ আশ্বস্ত, ২৮— ১ কতপটিসম্বারো, ২৮— ৬
আগমিঅতি, ৩৩— ৪ যট্টিকোটীগহণ কিচ্চং, ৪১—২ নব-
বট্টায়, ৪১— ৯ চক্রমামীতি, ৪৬— ৫ নিঅন্ত নিজ্জীব.
৪৬—১৫ তন্মধ্যে, ৪৯—৮ বচীতুচ্চরিতমেব, ৪৯—১২ দূষিত.
৫০—২ চতুস্ত, ৫৮—১০ কহং একপুস্তকা (দুইবার হইবে),
৬০— ১৮ করাগ, ৬১— ১২ সূবোর, ৬৩— ১১ স্ততসিক্ত,
৭৪—৬ সেনিসেট্টো, ৭৮—২০ হইয়া স্থলে করিয়া, ৯১—৪
কেচি, ১০৯—২ মুসাবাদী, ১১২—১ বিগ্গাহেন, ১১২—১৯
সৌহৃদ, ১২৩—৭ আনন্দথেরো, ১২৬— ৫ কোসম্বকা.
১৭০—১৯ শিবিকা, ২১৭— ১৮ দশবিঘয়িনী, ২২৪—১৫
দুঃখিত, ২৪৮—৬ ভিক্ত, ২৫৩—১৬ বাধা, ২৭৭—১ আয়স্মন্তং.
২৯০—১৪ আবার. ৩০৭—১৭ মার্গফল ।

ব্যবহৃত সাক্ষেতিক অক্ষর ।

ইং = ইংরেজী পুস্তক ।

ব্রঃ = ব্রহ্মদেশীয় পুস্তক ।

লঃ = লক্ষা বা সিলোন মুদ্রিত পুস্তক ।

হঃ = হস্ত লিখিত পুস্তক ।

সুচিপত্র

ষমক বঙ্গো (১)

বন্ধু সংখ্যা, কথাবন্ধু	পিট্ঠকো
১ । চক্ৰপালথের বন্ধু	৪
২ । মটুকুঙলী বন্ধু	৫২
৩ । খুল্লতিঅথের বন্ধু	৭৭
৪ । কালিয়ক্খিনিয়া বন্ধু	৯৩
৫ । কোসম্বক বন্ধু	১০৭
৬ । চুলকাল মহাকাল বন্ধু	১৩১
৭ । দেবদত্ত অ বন্ধু (১ম)	১৪৯
৮ । অঙ্গসাবক বন্ধু	১৬০
৯ । নন্দথের বন্ধু	২১৯
১০ । চুন্দসূকরিক বন্ধু	২৪০
১১ । ধম্মিক উপাসক অ বন্ধু	২৪৭
১২ । দেবদত্ত অ বন্ধু (২য়)	২৫৬
১৩ । স্তমনা দেবিয়া বন্ধু	২৯২
১৪ । ধে সহায়ক ভিক্কুনং বন্ধু	২৯৯

THE PALI ALPHABET IN BENGALI CHARACTER.

—◦*◦—

.

Vowels.

अ a आ ā इ i ई ī उ u ऊ ū ए e ओ o

Consonants.

क ka	ख kha	ग ga	घ gha	ङ ga
च ca	छ cha	ज ja	झ jha	ञ ja
ट ta	ठ tha	ड da	ढ dha	ण na
ड da	थ tha	द da	ध dha	न na
प pa	फ pha	ब ba	भ bha	म ma
य ya	र ra	ल la	व va	स sa
ह ha	ल la	अं an		

का kā कि ki की ki कु ku कृ kṛ के ke को ko

खा kha खि khi गी ghi खु khu खू khū थे थे थे थे थे थे थे थे

गा ga " " " " " " " "

क kka क्ख kkh क्य kya क्रि kri क्व kva

ख khya ख्ख khva ग्ग gga ग्घ gggha ग्री gra

ङ nka ङ्ख nkha ————— ङ्ग nga ङ्घ nggha

च cca च्छ ccha ज्ज jja ज्झ jjgha ञ्ण nna

ण्ह nha ण्ण nca ण्ण ncha ण्ण nja ण्ण njha

ट् tta ट्ठ ttha ड्ड dda ड्ड ddha ण्ण nna

ण्ठ nta ण्ठ nth ण्ण nda ण्ण nha ण्ठ tta

थ ttha थ्थ tva त्र tra द्द dda द्द ddha

द्र dra द्ध dva ध्ध dhva ध्ध nta ध्ध nth

ण्ण nda ण्ण ndha ण्ण nna ण्ण nha ण्ण ppa

प्प ppha प्प bba पु bbha पु bra प्प mpha

म्प mpha म्प mba मु mbha म्म mma मह mha

य्य yya य्य yha ल्ल lla ल्य lya ल्ह lha

व्ह wha व्ण ssa स्म sma स्व swa क्क hna

ह्वा hva ल्ह lha

ā ī ī ū ū ē ē' o' o'

धर्मपद-उक्तिः ।

नमो तत्र भगवतो अरहतो

सम्प्रदायस्य ।

महामोह तमोन्मत्तः • लोके लोक-~~दर्शिनः~~
येन सकृन्म पञ्जातो जालितो जलितिकिना ।
तत्र पादे नमस्त्रिहा समुद्रस्य सिरिमतो,
सकृन्मथः पृजेहा कथा सज्जस च ङ्गलिः ।
तं तं कारणमागम्य धर्म्या धर्म्येभ्यु कोविदो,
सम्पत्तु सकृन्मपदो सथा धर्मपदं सुभतं ।

धर्मपद-अर्थकथा ।

सेइ भगवान् अहं सम्यक् समुद्रके नमस्कार ।

महा मोह-तमाच्छ्र जालिग्राहे लोके येइ,
दीप्त-शक्ति लोकदर्शी सकृन्मैर ह्यति सेइ ।
श्रीमं समुद्र पदे करि भक्ति नमस्कार,
सकृन्मैरो करि पूजा कृताङ्गलि सज्ये आर ।
धर्माधर्म्ये सुकोविद् सम्प्राप्तु सकृन्म पद,
तत्तं कारण जेने शास्ता * सुभ धर्म पद ।

* शासन कर्ता, बुद्ध ।

দেসেসি করুণাবেগ সমুজ্জাহিত মানসো,
 যং বে দেবমনুজ্জানং পীতি-পামোজ্জ বন্ধনং ।
 পরম্পরাভতা তস্ম নিপুণা অথবধনা,
 যা তস্মপল্লি দীপমিত্ত দীপভাষায় সত্তিতা ।
 ন সাধয়তি সেসানং সত্তানং হিতসম্পদং,
 অপ্পেবনাম সাপেয়্য সৰ্বলোকস্স সা হিতং ।
 ইতি আসিংসমানেন দন্তেন সমচারিনা,
 কুমারকস্সপেনাহং থেরেন থিরচেতসা ।
 সন্ধস্সট্ঠিতিকামেন সন্ধস্সঃ অভিযাচিতো,
 তং ভাসং অতিবিথার গতঞ্চ বচনকমং ।

করেছেন উপদেশ প্রীতি-মুদ বিবর্দ্ধন,
 দেব-নরে সমুৎসাছে করুণার বরিদণ ।
 নিপুণ বিয়তি তা'র পরম্পরা সমাহত,
 তাম্পপল্লী দীপে + বাতা দীপ-ভাষে + অবস্থিত ।
 অপর লোকের নাহি সাধিছে সম্পদ-হিত,
 সমস্ত লোকের ইতা সাধিবে নিশ্চয় তিত ।
 সমচারী স্থিরচিত্তে কুমার কস্সপ দনী x ,
 স্থবির কর্তৃক হয়ে সন্ধস্সের হিতকামী ।
 এ'রূপে অকঙ্কামান, সন্নেছে যাচিত আর,
 ভ্যজ্জি' যত্নে আমি অতি বিস্তুত বচন-ভার ।

পহায়াৰোপয়িদ্ধান তন্তি ভাসং মনোরমং,
গাথানং ব্যঞ্জনপদং যং তথ ন বিভাবিতং ।
কেবলং তং বিভাবেহা সেসং তমেব অথতো,
ভাসন্তুরেন ভাসিঙ্গং আবহন্তো বিভাবিতং ;
মনসো পীতিপামোজ্জং অথধম্মুপনিঙ্গিতন্তি ।

মনোরম তন্তী-ভাষা + করি' ভায় আরোপিত,
গাথার ব্যঞ্জন-পদ অপ্রকট প্রকটিত ।
সমস্ত প্রকাশ করি সেই অর্থ অনুসারে,
পণ্ডিত জনের চিত্ত বিনোদন করিবারে ।
সুধী-মন-প্রীতি-মুদ অর্থ-ধম্ম অনুসৃত,
মাগধী § ভাষায় হবে এই ধম্ম সুভাসিত ।



ষমক বর্গ । ১

চকুপালখের বধু । ১

“মনোপুবঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পহুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং দুক্খময়েতি চক্কং'ব বহতো পদং” তি

অয়ং ধম্মদেসনা কথ ভাসিতা'তি ? সাবণিয়ং ।

কং আরহু'তি ? চকুপালখেরং ।

ষমক বর্গ । ১

চকুপাল স্থবিরের উপাখ্যান । ১

মনস্পুবঙ্গম ধম্মচয়,

মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;

দোষবুক্ত মনে যদি কোন এক জন,

বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

শকটের চক্র যথা বুল পদে ধায়,

দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।

এই ধর্মোপদেশ কোথায় বলা হইয়াছিল ? শ্রাবস্তীতে । কাহাকে উপলক্ষ
করিয়া ? চকুপাল স্থবিরকে ।

১। সাবথিয়ং কির মহাসুবল্লো নাম কুটুম্বিকো অহোসি
অদ্ভো মহানো মহাভোগো অপুত্তকো। সো একদিবসং নহান-
তিং গম্বা নহাত্বা আগচ্ছন্তো অশুরামগ্গে সম্পন্নসাখং একং
বনস্পতিং ১ দিম্বা “অয়ং মহেসম্ভায় দেবতার অধিগ্গহীতো
ভবিম্মতী”তি। তস্ম হেট্ঠাভাগং সোধাপেত্বা পাকারপরিচ্ছেপং
কারাপেত্বা বালিকং ২ ওকিরাপেত্বা ধজপতাকং উম্মাপেত্বা বন-
স্পতিং ১ অলঙ্করিত্বা “পুত্তং বা ধীতরং বা লভিত্বা তুম্হাকং
মহাসঙ্কারং করিম্মামী”তি পণনং কত্বা পক্কামি।

২। অথস্ম ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিট্ঠাসি। সা গত্তস্ম পতিট্ঠিত্ত
ভাবং এত্বা তস্ম অরোচেসি। সো তস্মা গত্তু পরিহারং অদাসি।

১। শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ নামে এক মহাধনী, মহাভোগী, ধনাঢ্য
কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্নানার্থীর্থে গমন
পূর্বক স্নান করিয়া আদিবার সময় পশ্চিমব্ধে শাখাসম্পন্ন এক বনস্পতি *
দেখিতে পাইলেন। “এই বৃক্ষটিকে হস্তে কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রয়
করিয়া থাকিবেন,” এই ভাবিয়া তিনি ইহার তনুদেশ পরিস্কার করাইলেন,
চারিদিকে প্রাকার বেঁধে রাখাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং
ধ্বজাপতাকা উড়ান করাওত বনস্পতিকে সমলঙ্কৃত করিয়া “পুত্র বা কন্যা
লাভ করিলে আপনার মহাসংকার করিব।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান
করিলেন।

২। অনন্তর তাঁহার ভাৰ্য্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ভাৰ্য্যা গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে
জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাঁহাকে গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন।

১। ম— বনস্পতিং। ২। ম—বালুকং

* পুষ্পহীন ফলদ বৃক্ষ; মহাধন।

স্বা দশমাসচ্চয়েন পুত্রং বিজায়ি । সেট্ঠি অন্তনা পালিতং বন-
স্পতিং নিম্মায় লঙ্কতা তন্ম 'পালিতো'তি নামং অকাসি । অপর-
ভাগে অশ্রং পুত্রং লভি । তন্ম 'চুল্লপালো'তি নামং কহ্বা
ইতরন্ম 'মহাপালো'তি নামং অকরি । তে বয়স্শন্তে ঘরবন্ধনেন
বন্ধিংশু ।

৩ । তন্মিৎ সময়ে সখা পবন্তবরধর্মচক্কো অনুপুবেবনা-
গহ্বা অনাথপিণ্ডিকেন মহাসেট্ঠিনা চতুপন্নাস কোটি ধনং
বিম্মজ্জেক্কহ্বা কারিতে জেতবন মহাবিহারে বিহরতি মহাজনং
সগ্গমগ্গে চ মোক্ষমগ্গে চ পতিট্ঠাপয়মানো । তথাগতো হি
মাত্তিপক্কতো ১ অসীতিয়া পিত্তিপক্কতো অসীতিয়া*তি ধ্বেসীতি
ঞাতিকুল সহস্শেহি কারিতে বিহারে একমেব বস্সাবাসং বসি ।

তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতি-
পালিত বনস্পতির প্রসাদে তাহাকে লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার
নাম রাখিলেন 'পালিত' । কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ
করিলেন । তাহার 'চুল্লপাল' নাম রাখিয়া জ্যেষ্ঠের নাম পরিবর্তন করিয়া
'মহাপাল' রাখিলেন । তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে বিবাহ-
সূত্রে আবদ্ধ করিলেন ।

৩ । তখন শান্তা ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্যটন
করিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন । অনাথপিণ্ডিক মহাশ্রেষ্ঠী কর্তৃক
চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত জেতবন বিহারে জনগণকে স্বর্গমার্গে
ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়ান পাইতেছিলেন । তথাগত
মাতৃ পক্ষের অশীতি সহস্র ও পিতৃ পক্ষের অশীতি সহস্র, এই দ্বি অশীতি
সহস্র জ্ঞাতিকুল দ্বারা নির্মিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন ।

অনাথপিণ্ডিকেন কারিতে জেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি,
 বিসাখায় সত্ত্ববীসতি কোটিধন পরিচ্চাগেন কারিতে পুৰ্ব্বারামে
 ছ বজ্জাবাসে'তি, দ্বিন্নং কুলানং গুণমহত্ততং পটিচ্চ সাবখিং
 নিম্মায় পঞ্চবীসতি বজ্জাবাসে বসি । অনাথপিণ্ডিকো'পি
 বিসাখা'পি মহাউপাসিকা নিবন্ধং দিবসস্স দেবারে তথাগতস্স
 উপট্ঠানং গচ্ছন্তি । গচ্ছন্তা চ—“দহর সামণেরা নো ইথে
 ওলোকেস্সন্তী”তি তুচ্ছহথা নাম'ন গতপুৰ্ব্বা । পুরেভত্তং গচ্ছন্তা
 খাদনীয়াদীনি গাহাপেত্তাব গচ্ছন্তি. পচ্ছাতত্তং পঞ্চভৈসজ্জানি
 অর্ট চ পানানি । নিবেসনেস্স পন তেসং দ্বিন্নং ১ ভিক্কুসহস্সানং
 নিচ্চপঞ্ছত্তানেবাসনানি হোন্তি ; অন্নপান ভৈসজ্জেস্স

অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে ঊনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা কর্তৃক
 সপ্তবিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পূর্ব্বারাম বিহারে ছয় বর্ষা, এই
 দুই কুলের গুণমহত্ত্বের জন্য শ্রাবস্তী আশ্রয়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষাবাগ করিয়াছিলেন ।
 অনাথপিণ্ডিক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুইবার তথাগতের
 সেবা করিতে যাইতেন । “তরুণ শ্রামণের গণ কিছু প্রাপ্তির আশায়
 আমানের হাতের দিকে তাকাইবেন ” এই মনে করিয়া তাঁহারা
 কখনও রিক্ত হস্তে যাইতেন না । পূর্ব্বাহ্নে গেলে সঙ্গে করিয়া
 অনেক খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন ও অপরাহ্নে পঞ্চ ভৈষজ্য * ও
 অষ্ট পানীয় লইয়া যাইতেন । তাঁহাদের আবাসেও নিত্য দুই
 সহস্র ভিক্কুর জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত । অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্য

১ । ম— দ্বিন্নং দ্বিন্নং ।

* ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় ।

+ মধু, কিশ্‌নিশ্‌, শালুক, কাঠালীকলা, আটিকলা, আম, জাম ও পানীফল
 এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক না করিয়া ইঁাকিয়া ভিক্কুরা ইচ্ছা করিলে
 বিকালে পান করিতে পারেন ।

ধর্মপদটঠকথা

যো য়ং ইচ্ছতি তস্য তং যথিচ্ছিতমেব সম্পাদ্ভতি । তেস্য
অনাথপিণ্ডিকেন একমেব দিবসম্পি সখা পঞ্হং অপুচ্ছিত
পুৰো । সো কির—“তথাগতো বুদ্ধসুখুমালো খত্তিয়সুখুমালো,
উপকারো মে গহপতী”তি ময়্হং ধম্মং দেসেত্তো কিলমেয়্যা”তি
সখরি অধিমত্ত সিনেহেন পঞ্হং ন পুচ্ছতি । সখা পন তস্মিং
নিসিন্নমত্তে য়েব “অয়ং সেট্ঠি মং অরচ্ছিতব্বট্ঠানে রচ্ছতি ।
অহং হি কল্পসতসহস্সাধিকানি চত্তারি অসংথেয়্যানি অলঙ্কত-
পটিয়ত্তং অত্তনো সীসং ছিন্দিহা অচ্ছীনি উপ্পাটেহা হৃদয়মংসং
উব্বত্তেহা ১ পাণসমং পুত্তদারং পরিচ্ছজ্জিহা পারমিয়ে পুরেত্তো
পরেসং ধম্মদেসনথমেব পুরেসিং, এস মং অরচ্ছিতব্বট্ঠানে
রচ্ছতী”তি— একং ধম্মদেসনং কথতি য়েব ।

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাহা যথেষ্ট লাভ করিতেন । এতদিনের মধ্যে
অনাথপিণ্ডিক শাস্তাকে একদিনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন—
“বুদ্ধ সুকুমার ক্ষত্রিয় সুকুমার তথাগত ‘গৃহপতি আমার উপকারক’ ইহা মনে
করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে ক্লান্ত হইবেন ।” এই মনে করিয়া শাস্তার
প্রতি ঘেহাধিক্য বশতঃ তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না । কিন্তু তিনি
বসিবা মাত্র শাস্তা “এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অস্থানে রক্ষা করিতেছে । আমি
যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজের অলঙ্কৃত প্রতিমণ্ডিত শির ছেদন
করিয়া চক্ষুবুগল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় মাংস ছিন্ন করিয়া ও প্রাণসম
ঙ্গী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্মদেশনা
করিবার জন্মই করিয়াছি । এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় কারণে রক্ষা
করিতেছে ।” ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন ।

৪। তদা সাবথিয়ং সত্তমনুঅকোটিয়ো বসন্তি । তেসু সথু
ধম্মকথং সুত্তা পঞ্চকোটিমত্তা মনুঅা অরিয়সাবকা জাতা, দে
কোটিমত্তা পুথুজ্জনা । তেসু অরিয়সাবকানং দেযেব কিচ্চানি
অহেসুং, পুরেভত্তং দানং দেন্তি, পচ্ছাতত্তং গন্ধমালাদিহথা ব-
ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্তা ধম্মসবণথায় গচ্ছন্তি ।

৫। অথেকদিবসং মহাপালে অরিয়সাবকে গন্ধমালাদিহথে
বিহারং গচ্ছন্তে দিম্বা “অয়ং মহাজনো কুহিং গচ্ছতী”তি পুচ্ছিহা
“ধম্মসবণায়”তি সুত্তা “অহম্পি গমিম্মামী”তি গত্তা সথারং বন্দিহা
পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি ।

৪। তখন শ্রাবস্তীতে সাতকোটি লোক বাস করিত । তাহাদের মধ্যে
পাঁচকোটি শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্ঘ্যশ্রাবক হইয়াছিল ; দুইকোটি
মাত্র পৃথক্জন * ছিল । ভোজনের পূর্বে আহাৰ্য্য বস্ত্র দান দেওয়া এবং
আগারান্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্গে নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি হস্তে
করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্ত বিহারে যাওয়া— এই দুইটি আর্ঘ্যশ্রাবকদের
কর্ম ছিল ।

৫। একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্ঘ্যশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমালা
হস্তে বিহারে যাইতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতলোক কোথায়
যাইতেছে ?” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন— “ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছেন ।”
তাঁহা শুনিয়া “আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আর্ঘ্যশ্রাবকদের
সঙ্গে সঙ্গে বিহারে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক সমাগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে
উপবেশন করিলেন ।

* যাহারা নির্বাণের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই

৬। বুদ্ধাচ নাম ধর্ম্যং দেসেন্তা সরণসীলপব্বজ্জাদীনং উপ-
 নিশ্রয়ং ওলোকেত্বা অজ্জাসয়বসেন ধর্ম্যং দেসেন্তি । তস্মা তং দিবসং
 সখা তস্ম উপনিশ্রয়ং ওলোকেত্বা ধর্ম্যং দেসেন্তো আনুপুব্বীকথং
 কথেসি ; সেয়াথীদং—দানকথং সীলকথং সঙ্গকথং কামানং আদীনবং
 ওকারং সংকিলেসং নেক্খম্মে চ আনিসংসং পকাসেসি । তং
 সূত্বা মহাপালো কুটুম্বিকো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তুং পুত্র-
 ধীতরো বা ভোগা বা নানুগচ্ছন্তি, সরীরম্পি অন্তনা সন্ধিং ন গচ্ছতি,
 কিম্মে ঘরাবাসেন ? পব্বজ্জিস্সামী”তি । সো দেসনা পরিয়োসানে
 সখারং উপসংকমিত্বা পব্বজ্জং যাচি । অথ নং সর্গা “নথি তে কোচি
 আপুচ্ছিতব্বয়ুত্কো এগাতী”তি আহ ।

“কনিট্ট ভাতা পন মে ভস্তু, অথী”তি ।

৬। বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যা-
 দির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়া তাহার অধ্যায় অনুসারে উপদেশ দিয়া
 থাকেন । তদ্বিত্তু সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া
 ধর্মদেশনা করিতে করিতে আনুপূর্বিক কথা কহিলেন ; যথা— দানকথা,
 শীলকথা, স্বর্গকথা, কাম (গুণ) সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্লেশ এন-
 নৈক্কম্যের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন । তাহা শুনিয়া মহাপাল
 কুটুম্বিকের মনে ভাবের উদয় হইল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“পরলোক
 গমন কালে পুত্র, দুহিতা বা ভোগ-সম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীর ও
 নিশ্চের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার কি হইবে ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ
 করিব ।” দেশনাবসানে তিনি শাস্তার সমীপে বাইয়া প্রব্রজ্যা বাঙ্কা করি-
 লেন । অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার কি বিদায়
 নিয়া আদার মত কোন আত্মীয় নাই ?”

“আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে ভস্তু ।”

“তেনহি তং আপুচ্ছা”তি ।

৭। সো‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্বা সখারং বন্দিয়া গেহং গস্তা
কণিট্ঠং পক্কোসাপেত্বা “তাত, যং ইমস্মিং কুলে সবিশ্রাগকাবি-
শ্রাগকং ধনং কিঞ্চি অখি সব্বন্তং তব ভারো, পটিপজ্জাহি-
নং” তি ।

“তুমেহ পন কিং সামী”তি ?

“অহং সখুসন্তিকে পব্বজিঙ্গামী”তি ।

“কিং কথেসি ভাতিক ! ভং মে মাতরি মতায় মাতা বিয়,
পিতরি মতে পিতা বিয় লক্কো ; গেহে বো মহাবিভবো, সক্কা
গেহং অজ্জাবসন্তেহেব পুত্রানি কাভুং, মা এবং অকণ্ণা”তি ।

“তাত, ময়া সখুধম্মদেসনা সূতা, সখারা হি সগ্হসুখুমং
তিলক্কণং আরোপেত্বা আদিমক্কপরিয়োসানে কল্যাণধম্মো দেসিতো,

“তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আস ।”

৭। তিনি সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা
পূর্বক গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন— “ভাই,
এই কুলে স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর.
তুমি তাহা গ্রহণ কর ।”

“দাদা, আপনি কি ?”

“আমি শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইব ।”

“কি বলিতেছেন দাদা ! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার গ্ৰায়,
পিতার মৃত্যুতে পিতার গ্ৰায় পাইয়াছি । আপনার গৃহে মহাবিভব বর্তমান ।
গৃহে বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না ।”

“ভাই, আমি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়াছি ; তিনি আদি, মধ্য ও অবসানে
কল্যাণময় ধর্ম ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

ন সন্ধা সো আগারমঙ্কে বসন্তেন পুরেতুং ; পব্বজিঙ্গামি তাতা”তি ।

“ ভাতিক, তরুণা পি চ তাবথ মহল্লককালে পব্বজিঙ্গথা”তি ।

“তাত, মহল্লকস্ম হি অন্তনো হথপাদাপি অনস্সবা হোন্তি ন
বসে বত্তন্তি, কিমঙ্গপন এণাতকা । স্বাহং তব বচনং নকরোমি,
সমণপটিপত্তিঃ পুরেঙ্গামী”তি

“জরাজজ্জরিতা হোন্তি হথপাদা অনস্সবা,
য়ঙ্গ সো বিহতথামো কথং ধম্মং চরিস্সতী”তি ।

“পব্বজিঙ্গামেবাহং তাতা”তি তঙ্গ বিরহন্তুঙ্গেব
সথু সন্তিকং গত্ত্বা পব্বজ্জং যাচিত্বা লঙ্কপব্বজ্জু-
পসম্পাদো আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে পঞ্চবঙ্গানি বসিত্বা

গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না ; আমি প্রব্রজিত হইব
ভাই ।”

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন ।”

“বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না,
জ্ঞাতিগণের আর কথাইবা কি ! তাই তোমার কথা রক্ষা করিতে আমি
অপারগ, শ্রমণব্রত পালন করিব ।”

“জরাজজ্জরিত হয়, হস্তপদ অনধীন ;
কেমনে সে আচরিবে ধম্ম, যিনি শক্তিহীন” ।

“বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব ।” কনিষ্ঠের রোদন শুনেও
তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাজ্জা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা
লাভ করিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন ।

বুথবস্ত্রো পবারেত্না সথারং উপসঙ্কমিত্তা বন্দিহা পুচ্ছি—“ভন্তে, ইমস্মিং সাসনে কতি ধুরানী”তি ?

“গন্তধুরং বিপস্মনাধুরস্তি ধ্বে ষ্বেব ধুরানি ভিক্ষু”তি ।

“কতমং পন ভন্তে, গন্তধুরং, কতমং বিপস্মনাধুরং”তি ?

“অন্তনো পপ্রণানুরূপেন একং বা ধ্বে বা নিকায়ে, সকলং বা পন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গাণিহিত্তা তস্ম ধারণং কথনং বাচনস্তি ইদং গন্তধুরং নাম । সল্লহকবুত্তিনো পন পন্তসেনাসনাভিরতস্ম অস্তভাবে খয়বয়ং পট্টপেত্বা সাতচ্চকিরিয়বসেন বিপস্মনং বডেত্বা অরহত্তগহগস্তি ইদং বিপস্মনাধুরং নামা”তি ।

অনন্তর তিনি বর্ষাবাস * শেষ করিয়া প্রবারণার † পর শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এই শাসনে কয়টি ধুর ?”

“গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর দুইধুর ভিক্ষু ।”

“ভন্তে, গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর কি ?”

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায় বা সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রহধুর । লম্বুতোজী হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমাস্থ বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার শরীরে ক্ষয়বায়ের ভাব অবলোকন করা হইতে অদম্য উদ্যমে বিদর্শন বাড়াইয়া অর্হত্ত গ্রহণের নাম বিদর্শনধুর ।”

* আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় ।

† দোষ হইলে বলিবার জন্তু অপরকে আরাধনা করা ।

“ভন্তে, অহং মহল্লককালে পব্বজিতো গম্বধুরং পূরেতুং
ন সঙ্খিআমি বিপন্নানাধুরং পন পূরেআমি কম্মট্ঠানম্মে কথেথা”তি ।

৮ । অথস্স সথা যাব অরহত্তা ১ কম্মট্ঠানং কথেসি । সো
সথারং বন্দিত্বা অত্তনা সহগামিনো ভিক্ষু পরিয়েসন্তো সট্ঠি
ভিক্ষু লভিত্বা তেহি সঙ্খিং নিস্সমিত্বা বীসংয়োজনসতং মগ্গং
গম্বা একং মহত্তং পচ্চত্তগামং পত্তা তথ সপরিবারো পিণ্ডায়
পাবিসি । মনুস্সা বত্তসম্পন্নো ভিক্ষু দিস্সা পসন্নচিত্তা আসনানি
পপ্পাপেত্তা নিসীদাপেত্তা পণীতেনাহারেন পরিবিত্তিত্বা “ভন্তে,
কুহিং অয়্যা গম্বন্তী”তি পুচ্ছিত্বা “য়থা ফাস্সকট্ঠানং উপাসকা”তি

“ভন্তে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব ; আমাকে ‘কম্মস্থান’ + সম্বন্ধে বলুন ।”

৮ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অরহত্ত্ব কম্মস্থান পর্য্যন্ত বলিলেন ।
তিনি শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না
অন্বেষণ করিলেন । ষাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি তাঁহা-
দের সহিত নিষ্ক্রমণ করিলেন । তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রম
পূর্ব্বক এক বৃহৎ প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জন্ত প্রবেশ
করিলেন । লোকেরা নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন
সজ্জিত করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার পরিবেশন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে আৰ্য্য, আপনারা কোথায় যাইতেছেন ?”

“সুবিধা জনক স্থানে উপাসকগণ ।”

১ । ম— অরহত্ত্বং ।

† ভাবনা ।

বুভে পণ্ডিতমনুজা বস্মাবাসং সেনাসনং পরিষেসন্তি ভদন্তা'তি
 ঐত্না “ভন্তে, সচে অয়্যা ইমং তেমাসং ইধ বসেয়্যং ময়ং সরণেসু
 পতিট্ঠায় সীলানি গণেহয়্যামা”তি আহংসু । তেপি “ময়ং ইমানি
 কুলানি নিস্সায় ভবনিস্সরণং করিস্সামা”তি অধিবাসেস্সং । মনুজা
 তেসং পটিঞং গহেহা বিহারং পটিজ্জিগিত্তা রত্তিট্ঠান দিবাট্ঠা-
 নানি সম্পাদেহা অদংসু । তে নিবন্ধং তমেব গামং পিণ্ডায়
 পবিনন্তি । অথ তে একো বেহ্জেহা উপসংকমিত্তা “ভন্তে, বহুন্নং
 বসনট্ঠানে গফাসুকম্পি নাম হোত্তি, তস্মিং উপস্নে ময়হং কথেষ্যাথ,
 ভেসজ্জং করিস্সামী”তি পবারেসি । থেরো বস্মপনায়িক দিবসে

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুঝিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপ-
 যোগী বাসস্থানের অন্ত্রমণ করিতেছেন । তখন তাঁহারা বলিলেন—“ভন্তে
 আর্গ্য, আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, আমরা শরণে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব । ভিক্ষুরাও “এই কুল সমূহের আশ্রয়ে
 থাকিয়া ভবদুঃখের অবদান করিব” এই মনে করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে
 সম্মত হইলেন । লোকেরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিহার সংস্কার
 করিয়া রাত্রি স্থান দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন । তাঁহারা নিত্যই
 সেই গ্রামে পিণ্ডের জন্ম প্রবেশ করিতেন । অনন্তর এক বৈজ্ঞ আসিয়া
 তাঁহাদিগকে কহিলেন—“ভন্তে, বহুজন একত্রে বাস করিতে গেলে অসুখ
 হয় ; আপনাদের অসুখ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব ;”
 এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন । স্থবির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে

তে ভিক্ষু আমন্তেহা পুচ্ছি—“আবুসো ইমং ভেয়াসং কতীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জথা”তি ?

“চতুহি ভন্তে”তি ।

“কিং পনেতং আবুসো, পতিরূপং ? ননু অপ্রমত্তেহি ভবিতব্বং ? ময়ং হি ধরমানস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে ১ কস্মট্টানং গহেহা আগতা, বুদ্ধা চ নাম ন সঙ্কা সাঠেয়েন আরাধেতুং, কল্যাণ-
জ্জাসয়েন হেতে আরাধেতব্বা । পমত্তস্স চ নাম চত্তারো অপায়়া সকেহেহে সাদিসা, অপ্রমত্তা হোথাবুসো”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ?”

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জামি, পিট্টিং

ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবুস. † তোমরা এই তিন মাস কয় ‘ইর্যাপথে’ † অতিবাহিত করিবে ?”

“চারি ইর্যাপথে ভন্তে ।”

“আবুস, ইহা কি প্রতিক্রম হইবে ? অপ্রমত্ত শ্রুত্যা উচিত নহে কি ? আমরা ভীদন্ত বুদ্ধের নিকট কস্মস্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে শঠতার দ্বারা আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ অধ্যায়ের দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিতে হয় । চারি অপায়় x প্রমত্তের পক্ষে স্বীয় গৃহ নদৃশ হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও আবুস !”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি তিন ইর্যাপথে অতিবাহিত করিব, পৃষ্ঠ

১। ম— সন্তিকা ।

† ভিক্ষুদের মধ্যে বয়কনিষ্ঠের প্রতি আহ্বান . বন্ধ ।

* শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইর্যাপথ বলে ।

x নরক, তিষ্যগ, প্রেত ও অম্বর লোক ।

ন পসারেআমি আবুসো”তি ।

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্তা হোথা”তি ।

৯ । থেরস নিদং অনোকমন্তুস পঠমমাসে অতিকন্তে অক্খিরোগো উপ্পজ্জি ; ছিদ্রঘটতো উদকধারা বিয় অক্খীহি ধারা পগ্ঘরন্তি । সো সৰ্বরত্তিং সমগধম্মং কথ্ধা অরুণুগ্গমনে গব্বুং পবিসিত্তা নিসীদি । ভিক্ষু ভিক্ষাচাববেলায় থেরস সন্তিকং উপসংকমিত্তা “ভিক্ষাচারবেলায়ং ভন্তে”তি আহংসু ।

“তেনহাবুসো গগ্হথ পত্তচীবরং”তি অন্তনো পত্তচীবরং গাহাপেত্তা নিক্খমি । ভিক্ষু তস্ম অক্খী পগ্ঘরন্তে দিস্সা “কিমত্তং ভন্তে”তি পুচ্ছিংসু ।

“অক্খী মে আবুসো, বাতা বিজ্জান্তা”তি ।

প্রদারিত করিব না আবুস ।”

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্ত হউন ।”

৯ । স্থবির নিদ্রা যাইতেন না, তাই প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইলেই তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল । ছিদ্রঘট হইতে জলধারার আয় চক্ষু যুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল । তিনি সারারাত্রি শ্রমণধম্ম অনুষ্ঠান করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন । ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে ।”

“তবে আবুস, পাত্র-চীবর গ্রহণ কর” এই বলিয়া তিনি নিজের পাত্র-চীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । ভিক্ষুগণ তাঁহার সজলধার-চক্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এ কি ?”

“আবুস, আমার চক্ষু বায়ুবিক্ত হইয়াছে ।”

“ননু ভন্তে, বেজ্জেনমহা পবারিতা ? তস্ম কথেনা”তি ।

“সাধাবুসো”তি ।

১০ । তে বেজ্জস্ম কথয়িংসু ! সো তেলং পচিদ্দা পেসেসি ।
থেরো নাসায় তেলং আসিঞ্চন্তো নিসিঙ্কোর আসিঞ্চিত্তা অন্তো-
গামং পাবিসি । বেজ্জো দিস্বা আহ— “ভন্তে, অয়স্ম কির অস্বী
বাতো বিজ্জতী”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিদ্দা পেসিতং, নাসায় বো আসিতং”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ইদানি কীদিসং”তি ?

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, বৈত্ত না আমাদের চিকিৎসার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ?
তাঁহাকে আমরা বলিব ।”

“সাধু আবুস ।”

১০ । ভিক্ষুরা বৈত্তকে কহিলেন । তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন ।
স্থবির উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া গ্রামে প্রবেশ
করিলেন । বৈত্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন— “ভন্তে, আগের
চোখে না-কি বাতাস সহ্য হইতেছে না ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“ভন্তে, আমি ত তৈল পাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উত্তা কি
নাকে দিয়াছেন ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন লাগিতেছে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

১১ । বেজেজা “ময়া একবারেনেব বৃপসমনসমখং তেলং পহিতং, কিম্মুখো রোগো ন বৃপসন্তো”তি চিন্তেজা “ভন্তে, নিসীদিহা বো আসিত্তং নিপজ্জিহা”তি পুচ্ছি । থেরো ভুণহী অহোসি, পুনপ্পুনং পুচ্ছিয়মানোপি ন কথেসি । সো “বিহারং গম্বা থেরস্স বসনট্ঠানং ওলোকেঙ্গামী”তি চিন্তেজা “তেনহি ভন্তে, গম্বাথা”তি থেরং বিস্সজেজা বিহারং গম্বা থেরস্স বসনট্ঠানং ওলোকেন্তো চক্ষমণ-নিসীদনট্ঠানমেব দিস্সা সয়নট্ঠানমদিস্সা “ভন্তে, নিসিল্লিহি বো আসিত্তং নিপলেহী”তি পুচ্ছি । থেরো ভুণহী অহোসি ।

১১ । বৈজ্ঞ চিন্তা করিলেন— “আমি একবার প্রয়োগেই উপশম-সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি ?” চিন্তা করিয়া স্ববিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, তৈল বসিয়া দিয়াছিলেন, না শুইয়া দিয়াছিলেন ?” স্ববির নীরব রহিলেন, পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু কহিলেন না । চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন— “বিহারে গিয়া স্ববিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে ।” প্রকাণ্ডে কহিলেন— “তাহা হইলে ভন্তে, আপনি এখন যান ।” স্ববিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে গেলেন । সেইখানে স্ববিরের বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি তাঁহার চক্ষমণস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন, শয়নস্থান দেখিলেন না । তিনি স্ববিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, আপনি কি বসিয়া তৈল সেচন করিয়াছেন, না শুইয়া ?” স্ববির নীরব রহিলেন ।

“মা ভণ্ডে, এবমকথ সমগধম্মো নাম সরীরে যাপেত্তে সন্ধা কাভুং, নিপজ্জিত্বা আসিঞ্চথা”তি পুনপ্পুনং যাচি ।

১২ । “গচ্ছথাবুসো মন্তেহা জানিআমী”তি । খেরস্স চ তথ নেব এগাতী ন সালোহিতা অথি, কেন সন্ধিং মন্তেয়া ? করজ্জকায়েন পন সন্ধিং মন্তেত্তো— “বদেহি তাব আবুসো পালিত, হুং কিং অক্ষী ওলোকেস্সসি উদাহু বুদ্ধসাসনন্তি ? অননতগগস্মিং হি সংসারবট্টে তব অনঙ্খিককালস্স গণনা নথি । অনেকানি পন বুদ্ধসতানি বুদ্ধসহস্সানি অতীতানি, তেস্সু তে একবুদ্ধোপি ন পরিচিন্ণো, ইদানি ইমং অন্তোবস্সং তয়ো মাসে ন নিপজ্জিত্বামী”তি তে মানসং বন্ধং : তস্সা চক্ষুনি তে নস্সন্তু বা ভিজ্জন্তু বা বুদ্ধসাসনমেব ধারেহি মা চক্ষুনী”তি । ভূতকায়ং ওবদন্তো

চিকিৎসক পুনঃপুন অমুরোধ করিয়া কহিলেন— “ভণ্ডে, আর এমন করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমগধম্ম পালন করিতে পারিবেন ; শুইয়া তৈল দিবেন ।”

১২ । “যাও আবুন, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব ।” দেউ-
খানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা সলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন কাহার
সঙ্গে ? স্থবির অশুভ কাণের সহিত মধুগা করিতে লাগিলেন— “আবুন
পালিত, বল ত দেখি, তুমি কি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও ?
আদি-অন্ত বিরহিত সংসারবর্ন্তে কত কাল যে চক্ষুহীন ছিলে তাহার গণনা
নাই । কত শতসহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও
তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া
সঙ্কল্প করিয়াছ ; কাজেই তোমার চক্ষু নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ শাসন-
কেই ধরিয়া থাক, চক্ষুকে নয় ।” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে

ইমা গাথা অভাসি :—

“চক্ষুনি হায়ন্তি মমায়িতানি
সোতানি হায়ন্তি তথৈব দেহো.
সব্বম্পিদং হায়তি দেহনিম্মিতং
কিং কারণা পালিত ত্বং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি জীরন্তি মমায়িতানি
সোতানি জীরন্তি তথৈব কায়ো.
সব্বম্পিদং জীরতি কায়নিম্মিতং
কিং কারণা পালিত ত্বং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি ভিজ্জন্তি মমায়িতানি
সোতানি ভিজ্জন্তি তথৈব রূপং.

এই সকল গাথা ভাষণ করিলেন :—

“ক্ষয় হয় আঁখি মমতাবুত,
কাণ ক্ষয় হয়, তেমতি দেহ ;
ক্ষয় হয় সব শরীরাপ্রিত,
কিহেতু পালিত প্রমত্ত রহ ?
জীর্ণ হয় আঁখি মমতাবুত,
কাণ জীর্ণ হয়, তেমতি কায় ;
জীর্ণ হয় সব শরীরাপ্রিত,
কি হেতু পালিত প্রমত্ত হায় ?
ভিন্ন হয় আঁখি মমতা যুত,
কাণ ভিন্ন হয়, তেমতি রূপ ;

সব্বম্পিদং ভিজ্জতি রূপনিম্বিতং

কিং কারণা পালিত ভং পমজ্জসী ?”তি ।

১৩ । এবং তীহি গাথাহি অভনো ওবাদং দহা নিসিন্নকোব
নখুকম্মং কহা গামং পিণ্ডায় পাবিসি । বেজ্জা দিস্বা “কিং
ভন্তে, নখুকম্মং কতং ?”তি পুচ্ছি ।

“আম উপাসকা”তি ।

“কীদিসং ভন্তে”তি ।

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“নিসীদিহা বো ভন্তে, কতং নিপজ্জিহা”তি ?

১৪ । থেরো তুণ্হী অহোসি । পুনপ্পুনং পুচ্ছিয়মানোপি
ন কিঞ্চি কথেসি । অথ নং বেজ্জা “ভন্তে, তুমেহ সপ্পায়ং ন

ভিন্ন হয় সব শরীরান্ত্রিত, .

কি হেতু পালিত প্রমত্ত এরূপ ?”

১৩ । এইরূপে গাথাত্রয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই
নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া ভিক্ষার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।
চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, নশ্র
নিয়াছেন ত ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন বোধ হইতেছে ভন্তে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

“শুইয়া নিয়াছেন, না বসিয়া নিয়াছেন ?”

১৪ । স্থবির নীরব রহিলেন । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু
বলিলেন না । অনন্তর বৈগ্ণ তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, আপনি ভাল

করোথ, অজ্ঞপট্টায় অন্তুকেন মে তেলং পকন্তি মাবদিথ,
অহম্পি ময়া বো তেলং পকন্তি ন বন্ধামী”তি আহ । সো
বেজ্জন পচক্ষাতো বিহারং গস্তা “বেজ্জনাপি পচক্ষাতোসি
ইরিয়াপথং মা দিঅজ্জ সমণা”তি ।

“পটিক্খিত্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জেনাসি বিবজ্জিত্তো,

নিয়তো মচ্চুরাজ্জস কিং পালিত গমজ্জসী”তি ।

১৫ । ঈমায় গাথায় অন্তানং ওবদিহা সমণধম্মং অকাসি ।
অথস্স মজ্জিমে যামে অতিকন্তে অপুৰ্বং অচরিমং অক্ষীনি চেব
কিলেসা চ পভিজ্জিৎসু । সো সুক্ষবিপস্সকো অরহা তহা গবুং
পবিসিহা নিসীদি । ভিক্ষু ভিক্ষাচারবেলায় আগস্তা

“ভিক্ষাচারকালো ভন্তে”তি আহংসু ।

করিতেছেন না, অথু হইতে বলিবেন না যে, অমুক আনাকে তৈল
পাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার জন্ত
তৈল পাক করিয়াছিলাম ।” তিনি বৈষ্ণু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে
গমন পূর্বক নিজকে নস্বোধন করিয়া কহিলেন— “বৈষ্ণুও তোমাকে ত্যাগ
করিল, ‘ইর্যাপথ’ ত্যাগ করিওনা শ্রমণ ।”

“বৈষ্ণু বিবজ্জিত হ’লে, তাকু চিকিৎসায়,

পালিত, নিয়ত মৃত্যু, রহেচ কি মত্ততার ?”

১৫ । এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে
লাগিলেন । অনন্তর রাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বেও নয়
পরেও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্রেশ (পাপ) দুই নষ্ট হইল । তিনি
স্বল্পবিদর্শক অর্হৎ হইয়া কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন । ভিক্ষার
সময় উপস্থিত হইলে ভিক্ষুরা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন— “ভন্তে, ভিক্ষার
সময় হইরাছে ।”

“কালো আবুসো”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

“তেন হি গচ্ছথা”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ।

“অক্কখীনি মে আবুসো পরিহীনানা”তি

১৬ । তে তস্ম অক্কখীনি ওলোকেত্বা অস্মু পুণ্ননেত্বা ভদ্রা “ভন্তে, মা চিন্তয়িথ ময়ং বো পটিজ্জিগামা”তি থেরং অস্মানেত্বা কন্তব্বযুক্তকং বত্তপটিবত্তং কত্বা গামং পবিসিংসু । মনুস্সা থেরং অদিস্সা “ভন্তে, অমহাকং অয়েয়া কুহিং”তি পুচ্ছিত্বা তং পবত্তিং স্তত্বা যাণ্ডু পেসেত্বা সয়ং পিণ্ডপাতং আদায় গত্বা থেরং

“আবুস, সময় হইয়াছে ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“তবে তোমরা যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আবুস, আমি চক্ষুহীন হইয়াছি ।”

১৬ । তাঁহারা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন— “ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমরা আপনার সেবা করিব ।” তাঁহারা স্থবিরকে আশ্বস্থ করিয়া এবং যথাবর্তব্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— “ভন্তে, আমাদের আঘা কোথায় ?” তাঁহারা তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ত যাণ্ডু পাঠাইয়া দিল এবং স্বয়ং নিজেরা তাঁহার জন্ত আহাৰ্য্য লইয়া বিহারে গমন করিল । বিহারে বাইয়া স্থবিরকে

বন্দিত্বা পাদমূলে পবটুমানা রোদিত্বা “ময়ং ভন্তে, পটিজ্জিগ্গাম ভুমেহ মা চিন্তয়িত্বা”তি সমস্মাসেত্বা পকমিংসু । ততো পট্টায় নিবন্ধং য়াণ্ডভত্তং বিহারমেব পেসেন্তি ; খেরোপি ইতরে সট্ঠিত্তি স্খু নিরন্তরং ওবদতি, তে ভগ্নোবাদে ঠত্বা উপকট্টায় পবারণায় সকেবব সহপটিসন্তিদাহি অরহত্তং পাপুণিংসু । তে বুখবস্মা চ পন সথারং দট্টুকামা হত্বা খেরং আহুংসু— “ভন্তে, সথারং দট্টুকামমহা”তি । খেরো তেসং বচনং সূত্বা চিন্তেসি “অহং দুব্বলো তন্তুরামগো চ অমনুষ্পরিগ্গহীতা অটবী অখি, ময়ি এতেসি সন্ধিং গচ্ছন্তে সকেব কিলমিঅন্তি, ভিক্কাম্পি সত্তিত্তং ন সন্ধিঅন্তি, ইমে পুরেত্তরমেব পেসেন্সামী”তি । অথ নে আহ—

বন্দনা করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল । তাহারা বলিল—“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্বাবধান করিব ।” তাহারা তাঁহাকে এইরূপে সমাখাসিত করিয়া চলিয়া গেল । সেই হইতে তাহারা নিয়মিত ভাবে বিহারেই যাণ্ড ও ভাত পাঠাইতে লাগিল । স্থবিরও অপর ষাটজন ভিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাঁহারা স্থবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই প্রতিসন্তিদা সহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন । বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” স্থবির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন— “আমি দুর্বল, পশ্চিমধ্যে অমনুষ্প পরিগ্গহীত বন আছে ; আমি যদি ইহাদের সঙ্গে যাই, সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহাদিগকে পূর্বেই পাঠাইয়া দিব ।” অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন—

“আবুসো তুমহে পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“তুমহে পন ভন্তে ?”তি ।

“অহং দুব্বলো অস্তুরামগো চ অমমুগ্ধপরিগ্গহীতা অটবী অপি,
ময়ি তুমহেহি সন্ধিং গচ্ছন্তে সবেষ কিলমিগ্গথ, তুমহে পুরতো
গচ্ছথা”তি ।

“মা ভন্তে, এবং কুরিথ, ময়ং তুমহেহি সন্ধিশ্চেত্ত
গমিগ্গামা”তি ।

“মা বো আবুসো, এবং কুচ্চিথ এবং সন্তে ময়হং
অফানুকং ভবিগ্গতি, ময়হং কণিটেটা তুমহে দিস্বা পুচ্ছিগ্গতি,
অথম্ম মম চক্ষুন্নং পরিহীনভাবং আরোচেয়্যাথ ; সো ময়হং
সন্তিকং কন্ধিদেব পহিগিগ্গতি, তেন সন্ধিং আগচ্ছিগ্গামি,

‘আবুস, তোমরা পূর্বে যাও ।’

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি দুর্বল, পথিমধ্যে অমমুগ্ধাশ্রিত বন আছে, আমি তোমা-
দের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই যাইব ।”

“আবুস, তোমরা এমন রুচি করিও না, এমন হইলে আমার
অনুবিধা হইবে । আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কণা
জিজ্ঞাসা করিবে, তাকে বলিও আমি চক্ষুহীন হইয়াছি । সে
আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি তাহার সাহিত যাইব ।

তুমিই মম বচনেন দশবলঞ্চ অসীতিমহাথেরে চ বন্দথা”তি তে উয়োজেসি।

১৭। তে খেরং খমাপেত্বা অন্তোগামং পবিসিংসু। মনুয়া তে নিসীদাপেত্বা ভিক্ষং দত্বা “কিং ভন্তে, অয়্যানং গমনাকারো পশ্চায়তী”তি ?

“আম উপাসকা সখারং দর্টুকামমহা”তি।

তে পুনপুনং যাচিহ্বা তেসং গমনচ্ছন্দমেব এত্বা অনুগত্বা পরিদেবিহ্বা নিবন্তিংসু। তেপি অনুপুৰ্বেন জেতবনং গত্বা সখারঞ্চ মহাথেরে চ খেরস্ব বচনেন বন্দিত্বা পুনদিবসে যথ খেরস্ব কণিটেঠা বসতি তং বীথিং পিণ্ডায় পবিসিংসু।

তোমরা আমার আদেশে দশবল * ও অসীতি মহাস্ববিরকে বন্দনা করিবে।” এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

১৭। তাঁহাদের কোন ক্রটি হইয়া থাকিলে স্ববিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনারা যেন কোথা ও যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে?”

“হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

তাহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জগ্ন পুনঃপুন বলিয়াও যখন জানিল যে একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাহারা কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্তাকে ও মহাস্ববির দিগকে স্ববিরের কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন। পরদিবস স্ববিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন।

কুটুম্বিকো তে সঞ্জানিত্বা নিসীদাপেত্বা কতপটিসন্তারো “ভাতিক-
থেরো মে কুহিং”তি পুচ্ছি । অথগ্ন তে তং পবত্তিঃ আরোচেষুং ।
সো তেসং পাদমূলে পবট্টেষ্টো রোদিত্বা পুচ্ছি— “ইদানি ভন্তে,
কিং কাতব্বং”তি ?

“থেরো ইতো কল্পচি গমনং পচ্চাসিংসতি, গতকালে
তেনসন্ধিং অগমিঅতী”তি ।

“অয়ং মে ভন্তে, ভাগিনেয়্যা পালিতো নাম এতং
পেসেথা”তি ।

“এবং পেসেতুং ন সন্ধা মগ্গে পরিপম্বো অথি ; পব্বাজেত্ত
পেসেতুং বট্টতী”তি ।

“এবং কত্তা পেসেথ ভন্তে”তি ।

কুটুম্বিক ‘চুল্লপাল’ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সম্মানের সহিত
উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আমার ভ্রাতা স্ববির কোথায় ?”
তাঁহারা তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । তিনি তাঁহাদের পাদমূলে
আবর্জিত হইয়া রোদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন কি করা
কর্তব্য ?”

“স্ববির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন, কেহ
গেলে তাহার সহিত আনিবেন ।”

“ভন্তে, এ আমার ভাগিনের, ইহার নাম পালিত ; ইহাকে
পাঠাইয়া দেন ।

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে ; প্রবর্জিত
করাইয়া পাঠাইতে হইবে ।”

“সেইরূপ করিয়া পাঠান ভন্তে ।”

১৮। অথ নং পৰ্ব্বাজেহা অক্ষমাসমস্তং চীবরগহণাদীনি সিদ্ধা-
পেহা মগ্নং আচিক্ষিত্বা পহিগিংসু। সো অনুপুৰ্বেন তং গামং
পত্বা গামদ্বারে একং মহল্লকং দিম্বা “ইমং গামং নিসায় কোচি
আরশ্রকো বিহারো অথী ?”তি পুচ্ছি।

“অথি ভন্তে”তি।

“কো তথ বসতী”তি ?

“পালিতথেরো নাম ভন্তে”তি।

“মগ্নেন্মে আচিক্ষথা”তি।

“কোসি হং ভন্তে”তি ?

“থেরস্ ভাগিনেয়্যোমহী”তি।

১৮। অনন্তর ভিকুগণ তাহাকে প্রবক্তিত করিয়া অর্দ্ধমাস যাবৎ
চীবর পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সন্ধান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন।
সে অল্পক্ৰমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে
পাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
কোন অরণ্য বিহার আছে কি ?”

“আছে ভন্তে।”

“তথায় কে বাস করেন ?”

“পালিত স্থবির ভন্তে।”

“আমাকে পথ দেখাইয়া দেন।”

“আপনি কে ভন্তে ?”

“আমি স্থবিরের ভাগিনের।

১৯ । অথ নং গহেত্বা বিহারং নেসি । সো খেরং বন্দিত্বা অন্ধমাস-
মন্তং বহুপটিবত্তং কত্বা খেরং সম্মা পটিজ্জগিত্বা “ভন্তে, মাতুল-
কুটুম্বিকো মে তুম্হাকং আগমনং পচ্চাসিংসতি, এথ গচ্ছামা”তি
আহ ।

“ভেন হি মে যট্ঠিকোটিং গণহাহী” তি ।

সো যট্ঠিকোটিং গহেত্বা খেরেন সন্ধিং অন্তোগামং পাবিসি ।
মনুস্সা তে নিসীদাপেত্বা “কিং ভন্তে, গমনাকারো বো পপ্রাণা-
য়তী”তি পুচ্ছিংসু ।

“আম উপাসকা গত্ত্বা সথারং বন্দিম্মামী”তি ।

২০ । তে নানপ্পকারেন যাচিহ্না অলভন্তা খেরং উয়োজ্জন্তা
উপডপথং গত্ত্বা রোদিহ্না নিবত্তিংসু ।

১৯ । অতঃপর বুদ্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন । শ্রামণের স্থবিরকে
বন্দনা করিল এবং অর্দ্ধমাস যাবৎ ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের
সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল । তৎপর বলিল— “ভন্তে, আমার মাতুল
কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই ।”

“চল তবে, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।”

সে যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ
করিল । লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল— “কি ভন্তে,
আপনি যেন কোথায়ও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে ?”

“হাঁ উপাসক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব ।”

২০ । তাহারা স্থবিরকে নানাপ্রকারে সেখানে থাকিবার জন্ত প্রার্থনা
করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল,
কিন্তু অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল । অতঃপর তাহারা রোদন
করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল ।

সামণেরো খেরং যট্ঠিকোটিয়া আদায় গচ্ছন্তো অস্তুরামগো
অটবিয়ং কট্টনগরং নাম খেরেন উপনিম্নায় বৃথপুৰ্বগামং সম্পাপুণি ।
সো ততো নিম্মমিত্তা অরশ্ৰে গায়িত্তা গায়িত্তা দারুনি উদ্ধরন্তিয়া
একিমা ইথিয়া গীতসদং সূত্ৰা সরে নিমিত্তং গণিহ ।

২১ । ইথিসদো বিয় হি অশ্ৰেণা সদো পুরিসানং সকল সরীরং
ফরিত্তা ঠাতুং সমথো নাম নথি । তেনাহ ভগবা :—

“নাহং ভিক্খবে , অশ্ৰেং একসদম্পি সমনুপম্মামি যো এবং
পুরিসম্ম চিত্তং পরিয়াদায় তিট্ঠতি, যথয়িদং ভিক্খবে , ইথিসদো”
তি । সামণেরো তথ নিমিত্তং গহেত্বা যট্ঠিকোটিং বিম্মজ্জিত্তা
“তিট্ঠথ তাব ভন্তে , কিচ্চম্মে অথী”তি তম্মা সন্তিকং গতো ।

শ্রামণের স্ববিরের যট্ঠিকোটি ধারণ করিয়া ঘাইতে ঘাইতে পথে বনমধ্যে
কাঠনগরে উপনীত হইল । পূর্বে স্ববির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
বাস করিয়াছিলেন । শ্রামণের সেই গ্রাম অতিক্রম করিল । জনৈক
স্ত্রীলোক অরণ্যে গান করিতে করিতে কাঠ আহরণ করিতেছিল । সে
তাহার গীতশব্দ শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল ।

২১ । পুরুষদের সমস্ত শরীর বিসৃত হইয়া স্থিত থাকিবার স্ত্রী শব্দের
ছায় অত্র কোন শব্দের সামর্থ্য নাই । তাই ভগবান বলিয়াছেন :— “হে
ভিক্কুগণ, আমি অত্র এক শব্দও সম্যক্রূপে দেখিতেছি না, যাহা এই-
রূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত আকৃত্ত করিয়া স্থিত থাকিতে পারে ; যেমন
এই স্ত্রী শব্দ ।” শ্রামণের সেই স্ত্রী শব্দে নিমিত্ত * গ্রহণ করিয়া যট্ঠির
অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল— “ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান,
আমার কাজ আছে ।” এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল ।

* কামরাগ সংমিশ্রিত স্বরূপ ভাব ।

সো তং দিম্বা তুণহী অহোসি । সো তায় সন্ধিং সীলবিপত্তিং পাপুণি ।
 খেরো চিস্তেসি— ইদানেবেকো গীতসদো সূয়িত্থ, সো চ খো ইথিরা ।
 সামণেরোপি চিরায়তি ; সো সীলবিপত্তিং পত্তো ভবিম্মতী”তি ।
 সোপি অন্তনো কিচ্চং নিট্ঠাপেত্তা আগম্মা গচ্ছাম ভন্তে”তি আহ ।
 অথ নঃ খেরো পুচ্ছি— “পাপো জাতোসি সামণেরা”তি ?
 সো তুণহী হত্তা পুনপ্পুনং পুচ্ছিতোপি ন কিঞ্চি কথেম্মি । অথ
 নঃ খেরো আহ :— “তাদিসেন”পাপেন মম ষট্ঠিকোটিগহণ কিচ্চং
 নথী”তি । সো সংবেগপ্তত্তো কাসায়ানি অপনেত্তা গিহীনিয়ামেন পরিদ-
 হিত্তা”ভন্তে, পুৰ্বে অহং সামণেরো, ইদানি পনমিহ গিহী জাতো ;
 পব্বজন্তোপি চাহং ন সঙ্কায় পব্বজিত্তো, মগ্গপরিপম্ম ভয়েন
 পব্বজিত্তো, এথ গচ্ছামা”তি আহ ।

স্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল সে তাহার সহিত সীলবিপত্তি
 প্রাপ্ত হইল । তখন স্রীর চিন্তা করিলেন— “এই মাত্রই এক গীতশব্দ
 শুনিতেছিলাম ; তাহাও স্রীর গীতশব্দ । শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে ;
 বোধ হয় সে সীলব্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করিয়া
 আসিয়া কহিল— “ভন্তে, চলুন আমরা যাই ।” অতঃপর স্রীর তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন— “তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ শ্রামণের ?” সে নীরব
 রহিল । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর স্রীর
 তাহাকে কহিলেন— “সেইরূপ পাপী আমার যষ্টির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন
 প্রয়োজন নাই ।” শ্রামণেরের সংবেগ উৎপন্ন হইল । সে চীবর খুলিয়া
 গৃহীর স্রায় পরিধান করিয়া কহিল— “ভন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাম.
 এখন গৃহী হইয়াছি । প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও স্রায় প্রব্রজিত হই নাই,
 পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজ্যা নিরাছি, আসুন আমরা যাই ।”

আবুসো, গিহীপাপোপি পাপো, সমগপাপোপি পাপো-
যেব, হং সমগভাবে ঠহাপি সীলমত্তং পুরেতুঃ নাসন্ধি,
গিহী হহা কিং নাম কল্যাণং করিঅসি ? তাদিসেন পাপেন মে
ষট্টিগহণকিচ্চং নখী”তি ।

“ভন্তে, অমনুঅ পদবো মগো, তুমেহপি অন্ধা, কথং উধ
বসিঅথা”তি ?

২২ । অথ নং থেরো— “আবুসো, হং মা এবং চিন্তয়ি,
ইধেব মে নিপজ্জিহা মরন্তুঅপি অপরাপরং পবট্টেত্তুঅপি ১ তয়া
সন্ধিং গমনং নাম নখী”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“আবুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ । তুমি শ্রামণের
অবস্থায় থাকিয়া মাত্র শীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর
কি কল্যাণধর্ম্ম আচরণ করিবে ? তোমার ণায় পাপীর আমার বষ্টি
গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ।”

“ভন্তে, পথ অমনুঅ উপদ্রব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইস্থানে বাস
করিবেন ?”

২২ । অতঃপর হুবির তাহাকে কহিলেন— “আবুস, তুমি এইজন্ম চিন্তা
করিও না, আমি এইখানেই শুইয়া মরিলেও অথবা এদিক ওদিক
গড়াইয়া পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত বাওয়া হইবে না ।” এই বলিয়া
তিনি এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :—

থেরআপি শীলভেজেন সর্টিয়োজনায়ামং পণাসয়োজন
 বিখতং পণরসয়োজন বহলং জয়সুমনপুঙ্কবর্ণং নিসীদনুট্টান-
 কালেশু ওনমনুমমন পকতিকং সক্রম দেবরশ্রেণা পণ্ডুকম্বল-
 সিলাসনং উগহাকারং দম্মেসি, সকে। “কো নুখো মং ঠানা
 চাবেতুকামো”তি লোকং ওলোকেন্তো দিব্বেন চক্ষুনা থেরং
 অদস । তেনাত্ত পোরাণা :—

“সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
 পাপগরহি অয়ং পালো আজীবং পরিসোধয়ি ।

সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
 ধম্মগরকো অয়ং পালো নিসিম্মো সাসনে রতো”তি ।

স্ববিরের শীলভেজে দেবরাজ ইন্দ্রের যাটয়োজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ
 যোজন প্রস্থ, পঞ্চদশ যোজন ঘন, জয়সুমনপুঙ্কবর্ণ, উপবেশন ও উত্থান
 কালে অবনয়ন ও উন্নয়ন স্বভাব পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উষ্ণ হইয়া উঠিল ।
 ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হইলেন ; “কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় না কি ?”
 তিনি দিব্যচক্ষুতে দেবমনুষ্যলোক অবলোকন করিয়া স্ববিরকে দেখিতে
 পাইলেন । এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

“দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ষু প্রকটিল,
 পাপগহী ওই পাল স্বজীবিকা বিশোধিল ।

দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ষু প্রকটিল,
 ধরম-গৌরবী পাল আদীন শাসনে রৈ’ল ।

২৪ । অথচ এতদহোসি— “সচাহং এবরূপম্ম পাপগরহিনো
ধম্মগরুকম্ম অয়্যম্ম সন্তিকং ন গমিআমি মুক্কা মে সন্তধা ফলেয়্য,
গমিআমিঅ সন্তিকং”তি । ততো হি :-

“সহম্মনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো,
থণেন এবাগম্মান চক্ষুপালম্মুপাগমি ।

২৫ । উপগম্মা চ পন খেরম্মাবিদুরে পদসদং অকাসি । অথ
নং খেরো পুচ্ছি— “কো এসো ?”তি ।

“অহং ভন্তে, অন্ধিকো”তি ।

“কুহিং য়াসি উপাসকা ?”তি ।

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

২৪ । অতঃপর দেবেন্দ্র এই মনে করিলেন— “যদি আমি এইকপ
পাপনিন্দক, ধর্মের প্রতি গৌরব ভাবযুক্ত আর্ঘ্যের নিকট না বাই তাহা
হইলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ; তাঁহার নিকট বাইব ।” সেই-
কথা বলা হইয়াছে :-

“দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দেবরাজ্য-শ্রীঃরে.

ক্ষণকাল মধ্যে গেল চক্ষুপাল-গোচরে ।

২৫ । দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্ববিরের অনুরে পদ-শব্দ করিলেন ।
স্ববির জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে তুমি ?”

“ভন্তে, আমি পথিক ।”

“কোথায় বাইতেছ উপাসক ?”

“শ্রাবস্তীতে ভন্তে ।”

“য়াহি আবুসো”তি ।

“অয়ে্যা পন ভন্তে, কুহিং গমিঅতী ?”তি ।

“অহম্পি তথ্বেব গমিঅামী”তি ।

“তেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

“অহং দুবলো ; ময়া সন্ধিং গচ্ছন্তুঅ তব পপঞ্চে
ভবিঅতী”তি ।

“ময়হং অচ্চায়িকং নথি, অহং পি অয়েয়ন সন্ধিং
গচ্ছন্তো দসন্তু পুঞ্চেকিরিয়বথুন্তু একং লাভিঅামি, একতোব
গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

২৬ । থেরো “একো সপ্পুরিসো ভবিঅতী”তি চিন্তেহা “তেন
হি য়াট্ঠিকোটিং গণহ উপাসকা”তি আহ । সক্কো তথা কহা
পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তো সায়ণহসনয়ে জেতবনং সম্পাপেসি ।

“যাও আবুস ।”

“ভন্তে আর্ষ্য, কোথায় যাইবেন ?”

“আমিও সেখানে যাইব ।”

“তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব ।

“আমি দুর্বল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলম্ব হইবে ।”

“তোমার তেমন জরুরী কিছু নাই, আর্ষ্যের সঙ্গে গেলে
আমিও দশপুণ্য ক্রিয়াবস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে ।”

২৬ । স্থবির “ইনি একজন সংপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া
কহিলেন— “তাহা হইলে উপাসক, আমার বষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।”
শক্র তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময়ে
জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন ।

থেরো সংখপণবাদি সদং স্তুত্বা “কথেসো সদো”তি পুচ্ছি ।

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

“উপাসক, পুরে ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা”তি ।

“অহং উজুকমগ্গং জানামি ভন্তে”তি ।

তস্মিং খণে থেরো “নায়ং মনুস্সো, দেবতা ভবিম্মতী”তি
সল্লক্খেসি ।

“সহস্সনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ;

সংখিপিত্তান তং মগ্গং খিণ্ণং সাবথি মাগমী”তি ।

স্থবির শঙ্খ-মৃদঙ্গাদির শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “এই শব্দ কোথায়
হইতে আসিতেছে ?”

“শ্রাবস্তী হইতে ভন্তে ।”

“উপাসক, পূর্বে আমরা বখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক
সময় লাগিয়াছিল !”

“ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি ।”

তখন স্থবির বসিতে পারিলেন— “ইনি মনুষ্য নহেন, দেবতা
হইবেন

“দেবেন্দ্র, সহস্সনেত্র দেবরাজ্য লক্ষ্মীধর,

শ্রাবস্তীতে গেল পথ সজ্জাপিয়া স্তম্ভর ।”

২৭। সো থেরং থেরঞেবথায় কণিট্টকুটুশ্বিকেন কারিতং পল্পসালং নেত্বা পল্পকে নিসীদাপেত্বা পিয়সহায়বল্লেন তস্ম সস্তিকং গস্ত্বা “সম্ম পাল্লা”তি পক্কোসিত্তা— “কিং সম্মা”তি ?

“থেরস্সাগত ভাবং জানাসী”তি ?

“ন জানামি, কিং পন থেরো আগতো”তি ?

“আম সম্ম ইদানাহং বিহারং গস্ত্বা থেরং তয়া কতপল্প-
সালায়ং নিসিল্লকং দিস্সা আগতোমহী”তি বত্বা পক্কামি ।

২৮। কুটুশ্বিকোপি বিহারং গস্ত্বা থেরং দিস্সা পাদমুলে পবট্টেন্তো
রোদিত্বা “ইদং দিস্সা অহং ভন্তে, তুমহাকং পব্বজ্জিত্তং নাদাসিং”তি

২৭। কনিষ্ঠ কুটুশ্বিক স্থবিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন। শত্রু স্থবিরকে সেখানে নিয়া পর্য্যকে উপবেশন করাইলেন
এবং প্রিয় সুহৃদের বেশে চুল্লপালের নিকট যাওয়া ‘বন্ধুপাল’ বলিয়া
তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

“কি বন্ধু ?”

“স্থবির আসিয়াছেন, জান ?”

“না, জানি না, স্থবির আসিয়াছেন কি ?”

“হঁা বন্ধু, আমি এখনই বিহারে গাইয়া স্থবিরকে তোমার
নিৰ্ম্মিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি।” বলিয়া তিনি
প্রস্থান করিলেন।

২৮। কুটুশ্বিক বিহারে গেলেন। তথায় স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার
পাদমূলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— “ভন্তে,
আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রব্রজিত চইতে বাধা দিয়াছিলাম।”

আদীনি বহা দে দাসদারকে ভুক্তিয়ে কথা খেরং সন্তিকে পব্বাজেহা “অন্তোগামতো যাগুত্তাদীনি আহরিহা খেরং উপট্টহথা”তি পটিপাদেসি ।

২৯ । সামণেরা বহুপট্টিবত্তং কথা খেরং উপট্টহিংসু । অথেক-
দিবসং দিসাবাসিনো ভিক্ষু “সথারং পম্মিআমা”তি জেতবনং
আগস্তা সথারং বন্দিত্বা অসীতি মহাথেরে দিস্বা বিহারচারিকং
চরন্তা চক্ষুপালখেরং বসনট্টানং পহা “তম্পি পম্মিআমা”তি
সায়ং তদভিমুখা অহেসুং । তস্মিং খণে মহামেঘো উট্টহি । তে
“ইদানি সায়ঞ্চ মেঘো চ উট্টহি ততো পাতোব পস্তা পম্মিআমা”তি
নিবত্তিংসু । দেবো পঠময়ানং বস্তিত্বা মচ্ছিময়ামে বিগতো ।

এইরূপ অনেক পরিতাপের পর দুইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া স্ববিরের
নিকট প্রব্রজিত করাইয়া কহিলেন— “গ্রাম হইতে যাগু-ভাতাদি আনিয়া
স্ববিরের সেবা করিতে থাকুন ;” বলিয়া শ্রামণেরদ্বয়কে স্ববিরের সেবায়
নিযুক্ত করিয়া দিলেন ।

২৯ । শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া স্ববিরের সেবা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর একদিবস বিদেশ বাসী ভিক্ষুগণ “শাস্তাকে দেখিব”
মনে করিয়া জেতবনে আসিয়াছিলেন । তাঁহারা শাস্তাকে বন্দনা
করিয়া অশীতি মহাস্ববিরকে দর্শন করিলেন । অতঃপর তাঁহারা বিহারে
বিচরণ করিতে করিতে চক্ষুপাল স্ববিরের বাগস্থানের সমীপবর্তী হইয়া
“তাঁহাকেও দেখিব” মনে করিয়া তদভিমুখী হইলেন । তখন সন্ধ্যা সমা-
গতা ; আকাশেও মহামেঘোদয় হইল । তাঁহারা ভাবিলেন— “এখন সন্ধ্যাও
হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব” মনে করিয়া
নিবৃত্ত হইলেন । প্রথম যামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম যামে থামিয়া গেল ।

থেরো আরকবিরিয়ো আচিগ্গচক্ষমণো, তস্মা পচ্ছিনয়ামে চক্ষমণং ওতরি । তদা পন নববুট্টায় ভূমিয়া বহু ইন্দগোপকা উট্টাছিংসু ।
তে থেরে চক্ষমন্তে যেভুয়োন বিপচ্ছিংসু । আবাসিকা ১ থেরস্স
চক্ষমণট্টানং কালস্সেব ন সস্মচ্ছিংসু । ইতরে ভিক্ষু “থেরস্স
বসনট্টানং পস্সিআমা”তি আগত্তা চক্ষমণে মতপাণকে দিমা “কে
ইমস্মিং চক্ষমতী”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং উপজ্জায়ো. ভন্তে”তি ।

৩০ । তে উজ্জাষিংসু “পস্সথ সমণস্স কস্মং, সচক্ষুকালে নিপ-
চ্ছিত্তা নিদায়ন্তো কিঞ্চি অকত্তা ইদানি চক্ষুবিকলকালে চক্ষমা-
তী”তি এত্তকে পাণে মারেসি; অথং করিস্সামী”তি অনথং করী”তি ।

স্ববির আরক-বীয়া চক্ষমণ-শীল ; তাই শের নামে তিনি চক্ষমণ স্থানে
অবতীর্ণ হইলেন । তখন নববুট্টাদিক্ত ভূমি হঠতে বহু ইন্দগোপ *
উট্টায়াছিল । স্ববিরের চক্ষমণ সময়ে ইত্যাদির অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল ।
আবাসিকেরা স্ববিরের চক্ষমণ-স্থান সকালে সস্মাজ্জন করে নাই । অপর
ভিক্ষুরা “স্ববিরের বানস্থান দেখিব” বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চক্ষমণ
স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে এখানে
চক্ষমণ করে ?”

“ভন্তে, আমাদের উপাধ্যায় ।”

৩০ । ভিক্ষুরা অনুবোধের স্বে কহিলেন— “শ্রমণটির কস্ম দেখুন, বখন
চক্ষুছিল তখন কিছুই না করিয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল ; এখন চক্ষুহার্য
হইয়া চক্ষমণ করিতে বাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন নাশ করিল । ভাল
কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বাসিল ।”

১ । ন—অপ্তেবাসিকা । * ব্রহ্মবণকুদ্র কীট বিশেষ ।

অথ তে গস্তা তথাগতস্য আরোচেষুঃ—“ভন্তে, চক্ষুপালথেরো ‘চক্ষুমামীতি’ বহু পাণকে মারেসী”তি ।

“কিং পন সো তুমেহি মারেষ্টো দিট্টো”তি ?

“ন দিট্টো ভন্তে”তি ।

“য়থেব তুমেহ তং ন পম্মথ, তথা সোপি তে পাণে ন পম্মতি, খীণাসবানং মরণচেতনা নাম নথি ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, অরহত্তস্য উপনিম্ময়ে সতি কস্মা অক্কো জাতো”তি ?

“অসুনা কতকস্মবসেন ভিক্ষবে”তি ।

“কিং পন ভন্তে, তেন কতং”তি ?

“তেনহি ভিক্ষবে, স্তুগাথ ঃ—

৩১ । “অতীতে বারাগসিয়ং বারাগসীরাজে রজ্জং কারেষ্টে একো বেজ্জা গামনিগমেসু চরিয়া বেজ্জকস্মং করোন্তো

অতঃপর তাঁহারা যাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, চক্ষুপাল স্থবির চক্ষু মগ করিতে যাইয়া বহু প্রাণীবধ করিয়াছে ।”

“তোমরা কি মারিতে তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

“দেখি নাই ভন্তে ।”

“যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণী সমূহ দেখিতে পার নাই । ক্ষীণাসবদের বধ-চেতনা নাই ভিক্ষুগণ ।”

“ভন্তে, অর্হত্তের হেতু থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্ধ হইলেন কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কস্ম বশেই”

“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?”

“তাছা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর ঃ—

৩১ । “অতীতকালে বারাগসীতে বারাগসী রাজা রাজত্ব করিতেন । তখন জনৈক বৈশ্য গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত ।

একং চক্ষুদুৰ্বলঃ ইথিং দিশ্বা পুচ্ছি— “কিন্তু অফাসুকং”তি ?

“অক্ষীহি ন পদ্মামী”তি ।

“ভেসজ্জং তে করোমী”তি ?

“করোহি সামী”তি ।

“কিন্মে দম্মসী”তি ?

“সচে মে অক্ষীনি পাকতিকানি কাতুং সন্ধিঅসি অহং
তে সন্ধিং পুত্তধীতাহি দাসী ভবিআমী”তি ।

৩২ । সো “সাধু”তি ভেসজ্জং সংবিদাহি, একভেসজ্জেনেব
অক্ষীনি পাকতিকানি অহেসুং । সা চিন্তেসি—“অহং এতঅ
পুত্তধীতাহি সন্ধিং দাসী ভবিআমীতি পটিজ্জানিং, ন খো পন মং
সণেহন সমুদাচরিঅতি, বঞ্জেআমি নং”তি । সা বেজ্জনাগস্তা

এক সময় কোন দুৰ্বলচক্ষু স্ত্রীলোককে দেখিয়া ভিজ্জাসা করিল— “তোমার
অস্থ হইয়াছে কি ?”

“আমি চক্ষে দেখিতে পাই না ।”

“তোমাকে ঔষধ দিব ?”

“দেন মহাশয় ।”

“কি দিবে আমাকে ?”

“যদি আমার চক্ষু স্বাভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদের
আপনার দাসী হইব ।”

৩২ । সে ‘ভাল’ বলিয়া ঔষধ দিল । একমাত্র ঔষধেই চক্ষু
স্বাভাবিক হইল । সেই স্ত্রীলোক চিন্তা করিল— “ছেলে-মেয়ে সহ
এঁর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সন্ধ্যাবহার
করিবেন না । তাঁহাকে বঞ্জন করিব ।” বৈজ্ঞ আদিয়া তাহার নিকট

“কীদিনং ভদ্রে”তি পুট্টা—

“পুবেষ মে অক্ষীনি ধোকং কজ্জিংসু, উদানি পন
অতিরেকতরং রুজন্তী”তি আত ।

৩৩ । বেঙ্কেচা—“অয়ং মং বকেহা কিঞ্চি অদাতুকামা, ন মে
এতায় দিনভতিয়া অখো, উদানেব নং অক্ষং করিঙ্গামী”তি
চিন্তেহা গেহং গন্তা ভবিয়ায় তমখুং আচিক্খি, মা তুগহী অহোসি ।
সো একং ভেসচ্ছং যোজেহা তস্মা সন্টিকং গন্তা “ভদ্রে, উমং
ভেসচ্ছং অঞ্জোহী”তি অঞ্জাপেসি, তস্মা ধে অক্ষীনি দীপসিখা
বিয় নিঙ্খায়িংসু । সো বেঙ্কেচা চক্ষুপালো অহোসী”তি

“ভিক্কেবে, তদা মন পুভেন কতকসুং পচ্ছতো পচ্ছতো

জিঙ্কাসা করিল— “এখন কেমন ভদ্রে ?”

প্রভাত্তরে কছিল— “পূর্বে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিন্তু
এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে ।”

৩৩ । সেই চিন্তা করিল— “এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া
কিছুই না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে । উহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার
কোন প্রয়োজন নাই । এখনই উত্কাকে অক্ষ করিল ।” সে গৃহে যাওয়া
ভাব্যাকে সেই কথা কাইল । গৃহিণী নীরব রহিল । বৈষ্ণ এক প্রকার
ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া কহিল— “ভদ্রে,
এই ঔষধের অঞ্জন দাও ।” এই বলিয়া অঞ্জন দেওয়াইল । অঞ্জন দেও-
য়াতে তাহার ডই চক্ষু দীপ-শিখার গ্রায় জলিয়া গেল । চক্ষুপালই সেই
বৈষ্ণ ছিল ।

“হে ভিক্কেগণ, আমার পুত্রের তখনকার রুতকস্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ

অনুবন্ধি । পাপকন্মং হি নামেতং ধুরং বহতো বলিবদম্ম পদং
চক্রং বিয় অনুগচ্ছতী”তি ।

৩৪ । উদং বথুং কথেন্না অনুসন্ধিং ঘটেত্বা পতিট্টাপিত মত্তিকং
সাসনং রাজমুদায় লঞ্জেত্তো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাত্ত ঃ—

“মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,

মনসা চে পদুটেঠন ভাসতি বা করোতি বা ;

ভতো নং দুস্কময়েতি চক্রং’ব বহতো পদং”তি । ১

৩৫ । তথা “মনো”তি— কামাবচরকুশলাদিভেদং সম্বন্ধিঙ্গ

অনুগমন করিয়া আনিয়াছে । ধুরবাহী বলীবদের পাদ-চক্রের আয় পাপ-
কন্ম অনুগমন করে ।”

৩৬ । ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূৰ্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
শিরোনামাক্রিত শাসনের উপর বাজমুদ্রা চিহ্নিত করাব আয় ধম্মরাজ এই
গাথা কছিলেন ঃ—

“মনস্পুব্বঙ্গম ধম্মচয়,

মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;

দোষগুক্ত মনে যদি কোন একজন,

যলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

শকটেষ চক্র যথা বৃষ পদে ধায় ;

দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।” ১

৩৭ । তথায় “মনঃ” বলিলে— কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত

চতুর্ভূমিক চিত্তং ; ইমস্মিঃ পন পদে তদা তন্ম বেজ্জন্ম উপ্নন্নচিত্ত বসেন
নিয়মিয়মানং ব্যবস্থাপিয়মানং পরিচ্ছিন্নিয়মানং দোমনন্ম সহগতং
পটিঘসম্পয়ুক্তচিত্তমেব লব্ধতি ।

“পূর্বঙ্গমা”তি— তেন পঠমগামিনা হুত্বা সমন্নাগতা ।

“ধম্মা”তি— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি, নিস্কন্ত বসেন চত্তারো
ধম্মা নাম । তেসু ঃ—

“নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সমবিপাকিনো,
অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগতিং”তি ।

অয়ং গুণধম্মো নাম ।

“ধম্মং বো ভিক্ষবে, দেশিআমি আদিকল্যাণং”তি— অয়ং
দেশনাধম্মো নাম ।

চাতুর্ভূমিক চিত্ত * বুঝায় । কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈদ্যের উৎপন্ন চিত্তভেদে
নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান দৌর্মনন্ম-সহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত
চিত্তই লক্ষিত হইতেছে ।

“পূর্বঙ্গম”— প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রণী, পূর্বগামী ।

“ধর্ম্মচর”— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্যাপ্তি) ও নিঃসত্ত ভেদে
ধর্ম্ম চতুর্বিধ । তাহাদের মধ্যে ঃ—

“ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের সমান বিপাক নয়,

অধর্ম্ম নিরয়ে নেয়, ধরমে সুগতি হয় ।”

এই গাথার ধর্ম্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধর্ম্ম দেশনা করিব”
ইত্যাদি— এইবাক্যে ধর্ম্মশব্দে দেশনা-ধর্ম্ম বুঝাইতেছে ।

* কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও মোকোত্তর চিত্ত ।

“ইধ পন ভিক্ষবে, একচে কুলপুত্রা ধম্মং পরিয়াপুগন্তি
সুত্তং গেয়্যং”তি— অয়ং পরিয়ন্তিধম্মো নাম ।

“তন্নিং ধো পন সময়ে ধম্মা হোন্তি খন্ধা হোন্তী”তি— অয়ং
নিঅন্তধম্মো নাম । নিজ্জীবধম্মোতিপি এসো এব । তেসু ইমন্নিং ঠানে
নিঅন্তনিজ্জীবধম্মো অধিপ্পেত্তো । সো অথত্তো তয়ো অরুপিনো খন্ধা—
“বেদনাখন্ধো, সংজ্ঞাখন্ধো, সংস্কারখন্ধো”তি । এত্তেহি মনো পুৰ্ব্বঙ্গমো
এতেসন্তি “মনোপুৰ্ব্বঙ্গমা”নাম । কথং পনেত্তেহি সন্ধিং একবন্ধুকো
একারম্মণো অপুৰ্ব্বং অচরিমং একবন্ধুণে উপ্পজ্জমানো মনোপুৰ্ব্বঙ্গমো
নাম হোতীতি ? উপ্পাদপচ্চয়র্ট্টেন; যথা হি বহুসু একতো
গামঘাতাদিকম্মানি করোন্তেসু “কো এতেসং পুৰ্ব্বঙ্গমো ?”তি বুত্তে,

“হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র সূত্র-গেয়্যাদি
ধম্ম শিক্ষা করে ,”— এইবাক্যে ধম্ম শব্দ পর্য্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হই-
য়াছে ।

“সেই সময়ে ধম্ম হয়, স্বক্ক হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে ধম্ম শব্দ
নিঃসত্ত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাকে নিজ্জীবধম্মও বলা হয় ।
তন্মধ্যে এইস্থানে নিঃসত্ত্ব-নিজ্জীব ধম্মই অভিপ্রেত । তাহা অর্থ ভেদে
“বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্বক্কে বুঝাইতেছে ।

মনঃ ইহাদের মধ্যে পূৰ্ব্বঙ্গম বলিয়া “মনস্পূৰ্ব্বঙ্গম” বলা হইয়াছে । মনঃ ধম্ম
সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বস্তু ও সমানালম্বন হইয়া এবং
অপূৰ্ব্বাপন্ন ভাবে একরূপে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ইহাদের পূৰ্ব্ব-
ঙ্গম হয় ? উৎপাদন ‘প্রত্যয়’ (কারণ), অর্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রামঘাতাদি
ক্রম্ম করিলে “কে ইহাদের পূৰ্ব্বগামী ?” এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,

য়ো তেসং পচ্চয়ো হোতি যং নিম্মায় তে তং কন্মং করোন্তি সো
 দ্ভো বা মন্ডো বা তেসং পুৰ্ব্বঙ্গমো'তি বুচ্চতি । এবং সম্পদমিদং
 বেদিতব্বং । ইতি উপ্পাদপচ্চয়ট্টেন মনো পুৰ্ব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-
 পুৰ্ব্বঙ্গমা ; নহি তে মনে অনুপ্পজ্জন্তে উপ্পজ্জিতং স্কোন্তি, মনো
 পন একচ্ছেসু চেতসিকেষু অনুপ্পজ্জন্তেষুপি উপ্পজ্জতিয়েব ।
 অধিপতিবসেন পন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো ।
 যথা হি চোরাদীনং চোরজেট্টকাদয়ো অধিপতিনো সেট্টো, তথা
 তেসম্পি মনো'তি মনোসেট্টো । যথা পন দারুআদীহি নিপ্পন্নানি
 তানি তানি ভাণানি দারুময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি
 মনতো নিপ্পন্নতা মনোময়া নাম ।

৩৬ । “পদুট্টেনা”তি— আগন্তুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি

তবে বাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেই কার্য্য করে, যে
 তাহাদের কার্য্যের প্রত্যয়, বা কারণ হয়, নে (বা তাহার নাম) দত্তই
 হউক আর মত্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পূর্ব্বগামী বলিয়া উক্ত হয় ।
 তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাতব্য । উৎপাদন প্রত্যয় অর্থে মনঃ পূর্ব্বঙ্গম ইহাদের,
 মনস্পূর্ব্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারে না । মন
 কিন্তু কোন কোন চৈতনিক বা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় ।
 অধিপতিরূপে মনঃ শ্রেষ্ঠ ইহাদের (ধর্ম্মসমূহের), মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন চোর
 প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগণ, দলের শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে
 মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিস্পন্ন ভাণসমূহ কাষ্ঠময়াদি বলিয়া
 কথিত হয়, সেইরূপ ইহারাও মন হইতে নিস্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া
 কথিত হয় ।

৩৭ । “প্রদুষ্টমনে”—আগন্তুক বা বহিরাগত অভিধ্যাদি (নোভাদি) দোসের

পদুর্ঠেন, পকতিমনো হি ভবঙ্গচিত্তং, তং অঙ্গদুর্ঠং, যথা হি পসন্নং উদকং আগম্বুকেহি নীলাদীহি উপক্লিষ্টং নীলোদকাদিভেদং হোতি, নচ নবং উদকং, নাপি পুরিমং পসন্ন উদকমেব; তথা চিত্তম্পি আগম্বুকেহি অভিহাদীহি দোসেহি পদুর্ঠং হোতি, নচ নবং চিত্তং নাপি পুরিমং ভবঙ্গচিত্তমেব । তেনাহ ভগবা—“পভস্মরমিদং ভিক্ষবে, চিত্তং, তঞ্চ খো আগম্বুকেহি উপক্লিসেসেহি উপক্লি-
লিষ্টং”তি । এবং “মনসা চে পদুর্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,”
সো ভাসমানো চতুর্বিধং বচিচ্চরিতমেব ভাসতি, করোন্তো
তিবিধং কায়চ্চরিতমেব করোতি; অভাসন্তো অকরোন্তো তায়
অভিহাদীহি পদুর্ঠমানসতায় তিবিধং মনোচ্চরিতং পুরেতি । এব-
মস্ম দস অকুসল কস্মপথা পারিপূরিং গচ্ছন্তি ।

দ্বারা ভষিত মন । প্রকৃতি মনঃ ভবঙ্গচিত্ত । তাহা অপ্রহুষ্ট যেমন
নির্মল জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল,
পীতজল নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ইহা নূতন জলও হয় না, পূর্বের
নির্মল জলও থাকে না; তদ্রূপ চিত্তও অভিধ্যা প্রভৃতি আগম্বুক দোসের
দ্বারা প্রহুষ্ট হয় । কিন্তু তাহাতে নূতন চিত্তও হয় না, পূর্বের ভবঙ্গ চিত্তও
থাকে না । সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন—“হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভা-
স্মর, তাহা আগম্বুক উপক্লেণের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয় ।” এইরূপ ‘প্রহুষ্ট মনে
বদি করে কিম্বা ভাষে’ কথা বলিলে চতুর্বিধ মন্দ বাক্যই (মিথ্যা, পরুধ-
বাক্য, পিশুন-বাক্য ও সম্প্রলাপ) বলে; কার্য্য করিবার সময় ত্রিবিধ
কারিক পাপ (প্রাণী হত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদত্ত গ্রহণ ও অবৈধ
কামাচার) করে; কিছু না বলিলে ও না করিলে অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও
মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা প্রহুষ্ট মানস হেতু উক্ত ত্রিবিধ মনোচ্চরিত করে ।
এইরূপে তাহার দশ অকুশল “কস্মপথ” পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

৩৭ । “ততো নঃ দুষ্কমশ্বেতী”তি— ততো ত্রিবিধ দু্চরিততো তং
 পুঙ্গলং দুষ্কমশ্বেতি । দু্চরিতানুভাবেন চতুস্ব অপায়েস্ব মনুশ্বেস্ব
 বা তমভাবং গচ্ছন্তুঃ কায়বপু কম্পি ইতরম্পীতি ইমিনা পরিয়া-
 যেন কায়িকং চেতসিকং বিপাকদুষ্কং অনুগচ্ছতি । যথা কিং ?
 “চক্রং ব বহতো পদং”তি ধুরে যুক্তস্য ধুরং বহতো বলিবদস্য
 পদং চক্রং বিয় । যথা হি সো একম্পি দিবসং ঘেপি পঞ্চপি
 দসপি অর্দ্ধমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চক্রং নিবন্তেতুং জহিতুং ন
 স্কোতি , অথথ্বস্য পুরতো অভিক্রমন্তস্য যুগং গীবাং বাধতি,
 পচ্ছতো পটিক্রমন্তস্য চক্রং উরুমাংসং পটিহন্তি, ইমেহি দ্বীহাকারেহি
 বাধন্তুং চক্রং তস্য পদানুপদিকং হোতি, তথৈব মনসা
 পদুর্ভেটন ত্রীণি দু্চরিতানি পুরেহা ঠিতং পুঙ্গলং নিরয়াদিস্ত

৩৭ । “তঃখ তা'র পাছে আসে”— সেই ত্রিবিধ দু্চরিত হইতে
 উৎপন্ন তঃখ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । দু্চরিত প্রভাবে চারি অপায়
 সা মনুষ্য-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কায়িক-চেতসিক
 বিপাক-তঃখ অনুগমন করে । যেমন তাহা কিরূপ—“বাহীপদে চক্র যথা”
 ধুরে যুক্ত ধুর বহনকারী বলীবর্দের পদ-চক্রের আদ্য । ধুরবাহী বলী-
 বর্দ একদিন, দুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অর্দ্ধমাস এমন কি একমাস
 ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়
 না, পঞ্চান্তরে সম্মুখ দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে গ্রীবা বাধে,
 পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উরুমাংস প্রতিহত করে ;
 এই ভাবে দ্বিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্র তাহার পদানুপদিক হয় ।
 চক্রপ প্রদৃষ্ট মনের দ্বারা ত্রিবিধ দু্চরিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের

তথ তথ গতর্ঠানে দুচ্চরিতমূলকং কায়িকম্পি চেতসিকম্পি দুচ্ছং
অনুবন্ধতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে তিঃসসহস্রা ভিক্ষু সহপটিসম্ভিদাহি
অরহত্তং পাপুনিংসু । সম্পত্তপরিমায়'পি দেসনা সাথিকা সফলা
অহোসী'তি ।



যেখানে যেখানে যায় সেই সেইখানে দুচ্চরিত মূলক কায়িক চৈত-
সিক দুঃখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে ।

গাথা পর্যাবসানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদা সত্তিত অর্হত্ত
প্রাপ্ত হইলেন । পরিষদে উপস্থিত অগ্নাগদেরও এই ধর্মদেশনা সার্থক ও
ফলবতী হইয়াছিল ।

মটুকুগুলী বথ ১ ২

“মনোপুৰুষমা”তি দুতিয়গাথাপি সাবথিয়ং য়েব মটুকুগুলিং
আরবু ভাসিতা ।

১ । সাবথিয়ং কির অদিমপুৰুকো নাম ব্রাহ্মণো অহোসি ।
তেন কঙ্গচি কিঞ্চি ন দিমপুৰুং, তেন তং অদিমপুৰুকোদেব
সঞ্জানিংসু । তঙ্গেকপুতুকো অহোসি পিয়ো মনাপো । অথঙ্গ
পিলক্ষনং কারেতুকামো “সচে সুবল্লকারজাচিঞ্চিআমি বেতনং

মটুকুগুলীর উপাখ্যান

“মনস্পূৰুষম” এই দ্বিতীয় গাথাও মটুকুগুলীর কথা প্রসঙ্গে শ্রাবস্তীতে
কথিত হইয়াছিল ।

১ । শ্রাবস্তীতে “অদিমপুৰুক” (অদত্তপূৰুষ) নামে এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তিনি পূৰুষে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিম
পুৰুক নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল । ছেলেটি
বেশ প্রিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ । ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জন্ম অলঙ্কার
তৈয়ার করেন । কিন্তু তাবিলেন—“স্বর্ণকারকে প্রস্তুত করিতে বলিলে মজুরী

দাতব্যং ভবিষ্যতী”তি সয়মেব সুবল্লং কোট্টেহা মট্টানি কুণ্ডলানি
কহা অদাসি, তেনস পুত্তো মটুকুণ্ডলীথেব পঞ্জাষিথ। তস
সোলসবসকালে পঞ্জুরোগো উদপাদি। মাতা পুত্তং ওলোকেহা
“ব্রাহ্মণ, পুত্তস তে রোগো উল্লম্মো তিকিচ্ছাপেহি নং”তি আহ।
“ভোতি, সচে বেজ্জং আনেআমি ভত্তবেতনং দাতব্যং ভবিষ্যতি,
কিং ত্বং মম ধনচ্ছেদং ন ওলোকেসসী”তি !

“অথ কিং করিষসি ব্রাহ্মণা”তি ?

“যথা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিষামী”তি ।

২। সো বেজ্জানং সন্তিকং গত্তা—“অসুকরোগস নাম ভুমেহ
কিং ভেসজ্জং করোথা”তি পুচ্ছতি। অথস তে যং বা তং বা
রুক্ষতচাদিং আচিক্খন্তি। সো তং আহরিহা পুত্তস ভেসজ্জং

দিতে হইবে” তাই নিজেই সোণা পিটিয়া মটুকুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া
দিলেন। এই মটুকুণ্ডল পরাতেই ব্রাহ্মণ-পুত্র মটুকুণ্ডল নামে পরিচিত
হইল। তাহার বয়স যখন বছর খোল, তাহাকে পাঞ্জুরোগে ধরিল।
মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—“ওগো ব্রাহ্মণ, তোমার
ছেলের যে রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাও।”

“ওগো, কবিরাজ আনিলে ত দর্শনী দিতে হইবে! তুমি কি
আমার ধন-নাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।”

“তবে কি করিবে ব্রাহ্মণ?”

“যাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিব।”

২। অতঃপর তিনি বৈজ্ঞের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—
“হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাঞ্জুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন?” বৈজ্ঞেরা
তাহাকে যাহা-তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ

করোতি । তং করোন্তুশ্চৈবশ্চ রোগো বলবা অহোসি, অতেকিচ্ছ
 ভাবং উপাগমি, ব্রাহ্মণো তশ্চ দুবলভাবং ঞ্জত্বা একং বেজ্জং
 পক্কোসি । সো তং ওলোকিত্বা “অমহাকং একং কিচ্ছং অথি অশ্ৰেং
 বেজ্জং পক্কোসিত্বা তিকিচ্ছাপেহী”তি তং পচ্ছক্কায় নিব্বমি ।
 ব্রাহ্মণো তশ্চ মরণসময়ং ঞ্জত্বা “ইমশ্চ দশ্চনথায় আগতাগতা
 অন্তোগেহে সাপতেয়াং পশ্চিস্সন্তি, বহি নং করিস্সামী”তি পুত্তং
 নীহরিত্বা বহি আলিন্দে নিপজ্জাপেসি ।

৩ । তং দিবসং ভগবা বলবপচ্চুসসময়ে মহাকরুণাসমাপত্তিতো
 বুট্টায় পুৰ্ব্ববুদ্ধেষু কতাধিকারানং উস্সন্নকুসলমুলানং বেনেয়্য

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন । ইহার ফলে রোগ অধিক
 হইল । চিকিৎসা না করার মতনই দাঁড়াইল । ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল
 দেখিয়া একজন বৈদ্য ডাকিয়া আনিলেন । বৈদ্য রোগী দেখিয়া কহিলেন—
 “আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া
 চিকিৎসা করান ।” এই বলিয়া বৈদ্য রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ।
 ব্রাহ্মণ পুত্র আর বাঁচবে না বুঝিয়া ভাবিলেন—“ইতাকে দেখিবার জন্য
 লোকজন আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে,
 ইতাকে বাহির করিয়া রাখিব,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া
 বারান্দায় গোয়াইয়া রাখিলেন ।

৩ । সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান ‘মহাকরুণা সমাপত্তি’ ধ্যান
 হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞান-জাল বিস্তার করিলেন ।
 ষাংহারা পূর্ববুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জন্ত রুত সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন,

বন্ধবানং দম্বনথং বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেন্তো দসসহস্রি
চক্রবালে এগাজালং পথরি ।

মটুকু গুলী বহি আলিন্দে নিপন্নাকারেণেব তস্ম অস্তো
পপ্রায়ি ।

৪ । সখা তং দিস্বা তস্ম অস্তোগেহা নীহরিত্বা তথ নিপজ্জা-
পিতভাবং এত্বা “অথি নুখো ময়্হং এথ গতপচ্চয়েন অথো”তি
উপধারেন্তো ইদং অদস :—

“অস্মং মাগবো ময়ি মনং পমাদেহা কালং কহা তাবতিংস
দেবলোকে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তিঅতি, অচ্ছরা-
সহস্রমস্ম পরিবারো ভবিঅতি, ব্রাহ্মণোপি নং ঝাপেহা রোদন্তো
আলাহণে বিচরিঅতি । দেবপুত্তো তিগাবুত্তম্মমাণং সট্ঠিসকট

বাহাদের অকুশল কৰ্ম্মের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার
উপযুক্ত প্রাণিগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন ।

মটুকু গুলীকে বহিরালিন্দে শায়িত অবস্থাতেই জ্ঞান-জালের মধ্যে
দেখা গেল ।

৪ । শাস্তা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া তাঁহার গমনে এই ব্যক্তির
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

“এই ব্রাহ্মণ-পুত্র আমার প্রতি মন প্রদর করিয়া দেহান্তে ‘তাবতিংস’
দেবলোকে ত্রিশযোজন প্রমাণ এক কনকবিমানে উৎপন্ন হইবে,
সহস্র অঙ্গরায় পরিবৃত হইবে । ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন
করিতে করিতে শ্মশানে বিচরণ করিবে । দেবপুত্র সহস্র অঙ্গরা-
পরিবৃত, ষষ্টি-শকট-ভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ত্রিগব্যুতি প্রমাণ

ভারালঙ্কারপতিমণ্ডিতং অচ্ছরাসহস্রপরিবারং অভভাবং ওলোকেহ্না
 “কেন নুখো কন্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পত্তি লঙ্কা”তি ওলোকেহ্নো
 ময়ি চিত্তপ্লসাদেন লঙ্কভাবং এত্বা “ধনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জং
 অকত্বা ইদানি আলাহণং গত্বা রোদতি বিপ্লকারপ্লত্বং নং
 করিআমী”তি পিতরি অক্খন্তিয়া মট্টকুণ্ডলীবপ্পেনাগত্বা আলাহণ-
 আবিদূরে নিপজ্জিত্বা রোদিঅতি । অথ নং ব্রাহ্মণো “কোসি
 হং ?”তি পুচ্ছিঅতি ।

“অহং তে পুত্তো মট্টকুণ্ডলী”তি ।

“কুহিং নিব্বত্তোসী”তি ?

“তাবতিংস ভবনে”তি ।

“কিং কন্মং কত্বা”তি ? বুও ময়ি চিত্তপ্লসাদেন নিব্বত্ত ভাবং

শরীর দেখিয়া “কোন্ কর্মের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল”
 তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ
 হেতু ইহা লাভ হইয়াছে ; আরও দেখিতে পাইবে যে—তাহার পিতা ধন-
 হানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে যাইয়া রোদন
 করিতেছে, “ইহাকে বিকার প্রাপ্ত করাইব বা অন্তায়ের প্রতিশোধ দিব ।”
 পিতার হঃখ সহ করিতে না পারিয়া মৃষ্টকুণ্ডলীর রূপে আসিয়া শ্মশানের
 অনতিদূরে শুইয়া রোদন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিবে—“কে তুমি ?”

“আমি আপনার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী ।”

“কোথায় জন্ম নিয়াছ ?”

“তাবতিংস” দেবলোকে ।”

“কি কর্মের ফলে ?” এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি

আচিঞ্চিঅতি । ব্রাহ্মণো “তুমেহস্ত্ৰ চিত্তং পসাদেহা সঙ্গো
নিববত্তা নাম অর্থী”তি মং পুচ্ছিঅতি । অথআহং এতকানি
সতানি বা সহস্রানি বা সতসহস্রানি বাতি ন সঙ্কা গণনায়
পরিচ্ছিন্দিতুস্তি বহা ধম্মপদে গাথং ভাসিঅামি । গাথা পরি-
য়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ো ভবিঅতি ।
মটুকুণ্ডলী সোতাপন্নো ভবিঅতি, তথা অদিন্নপূৰ্বকো ব্রাহ্মণো ।
ইতি উমং কুলপুত্রং নিঅায় ধম্ময়াগো মহা ভবিঅতী”তি এত্বা
পুন দিবসে কতসরীর পটিজ্ঞানো মহাভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবুতো
সাবণিং পিণ্ডায় পবিসিত্বা অনুপূৰ্বেন ব্রাহ্মণস্য গেহদ্বারং গতো ।

৫ । তস্মিং খণে মটুকুণ্ডলী অস্তো গেহাভিমুখো নিপন্নো
হোতি, সখা অস্তনো অপসন্নভাবং এত্বা একং রস্মিং বিঅজ্জেসি ।

‘চিত্তপ্রসাদ হেতু তথায় উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
করিবে—“আপনার প্রতি প্রশ্ন-চিত্ত হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”
প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শত-
সহস্র এমন তাহা গণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না; এই বলিয়া ধম্ম-
পদের গাথা বলিব । গাথা শেষ হইলে চুরাশী রাজার প্রাণীর ধম্মাববোধ
হইবে । মটুকুণ্ডলী সোতাপন্ন হইবে এবং ‘অদিন্নপূৰ্বক’ ব্রাহ্মণও সেইরূপ
হইবে । এইরূপে এই কুলপুত্রের জন্ম মহাধম্মানুযোগ হইবে ।” ইহা
জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীর কৃত্য সমাপন পূৰ্বক মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিব্রত
হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার স্ত্রু প্রবেশ করিলেন এবং অনুক্রমে ব্রাহ্মণের
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন ।

৫ । তখন মটুকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল । শাস্তা নিজের
অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে একবিন্দু রস্মিপাত করিলেন

মাগবো “কিং ওভাসো নামেসো”তি পরিবত্তিত্বা নিপন্নো’ব
সথারং দিস্বা “অন্ধবালপিতরং নিগ্নায় এবরুপং বুদ্ধং উপসংকমিত্বা
কায়বেয়্যাবত্তিকং বা কাতুং দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং
নালখং, ইদানি মে স্থথাপি অবিধেয়্যা, অপ্রং কত্তব্বং নথী”তি
মনসেব পসাদেসি । সথা “অলং একেচেন ইমগ্না”তি পক্কামি ।
সো তথাগতে চক্ষুপথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব পসন্নমনো কালং
কত্ত্বা স্তুত্তপ্ণবুদ্ধো বিয় দেবলোকে ত্রিংসয়োজনিকে কনকবিমানে
নিবত্তি ।

৬ । ব্রাহ্মণোপি’অ সরীরং ঝাপেত্তা আলাহণে রোদন-
পরায়ণো অহোসি । দেবসিকং আলাহণং গত্ত্বা রোদতি “কহং
একপুত্তকা”তি । দেবপুত্তোপি অন্তনো সম্পত্তিং ওলোকেত্তা

ব্রাহ্মণ-যুবক “ইহা কিসের আভা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পাশ ফিরিয়া
শাস্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—“অবোধ পিতার উত্ত
এইরূপ বুদ্ধের নিকট বাইরা তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে
কিছু দান করিতে বা তাঁহার মুখে ধর্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না ।
এখন আমার হস্তও অধশ, অতঃ আর কিছু করিবার উপায়ও নাই ;”
এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া রছিল । শাস্তা “ইহাট
উহার পক্ষে যথেষ্ট” মনে করিয়া প্রশ্ন করিলেন । তথাগত তাঁহার
চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাঁহার মৃত্যু হইল । মৃত্যুর
পর সে স্তুত্তপ্ণবুদ্ধের গায় দেবলোকে ত্রিংসং যোজন প্রমাণ এক কণক
বিমানে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৬ । ব্রাহ্মণ তাঁহার শরীর দাহ করিয়া শ্মশানে গিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন ।
প্রতাহ শ্মশানে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে—“হায়, আমার
একটি পুত্র কোথায় গেল ?” দেবপুত্রও নিজের শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া

“কেন মুখো কস্মেন লঙ্কা”তি উপধারেন্তো সখরি মনোপসা-
 দেনা”তি এত্বা “অয়ং ব্রাহ্মণো মম অফাসুককালে ভেসজ্জং
 অকারেত্বা ইদানি আলাহণং গস্ত্বা রোদতি ; বিপ্লকারপ্লভমেতং
 কাতুং বটুতী”তি মটুকুগুলী বগ্নেনাগস্ত্বা আলাহণআবিদূরে বাহা
 পগ্গযহ রোদন্তো অট্টাসি। ব্রাহ্মণো তং দিস্বা “অহং তাব
 পুত্তসোকেন রোদামি, এস কিমথং রোদতি পুচ্ছিমামি নং”তি
 পুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ :—

“অলঙ্কতো মটুকুগুলী মালভারী হরিচন্দমুঅদো,
 বাহা পগ্গযহ কন্দসি বনমঙ্কে কিং দুচ্ছিতো তুবং”তি ?

“কি কর্মের কলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারণ করিতে করিতে
 জানিতে পারিলেন যে—শাস্তার প্রতি চিন্তা প্রসন্ন করিবার ফলেই তাঁহার
 এই লাভ। তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—“এই ব্রাহ্মণ আমার
 অসুখের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে গিয়া কাঁদিতেছেন,
 এখন তাঁহার মনোভাবের বিপর্যয় ঘটান উচিত হইবে।” এই মনে
 করিয়া তিনি মটুকুগুলীর রূপ ধারণ পূর্বক শ্মশানের অদূরে বাহুতে চক্ষু
 আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে
 দেখিয়া ভাবিলেন—“আমি পুত্র-শোকে কাঁদিতেছি, এ কি জন্তু কাঁদিতেছে,
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।” তিনি তাঁহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন :—

“মটুকুগুল ভূষিত অবয়ব

হে কুমুমমালী চন্দন-লিপ্ত,

যুগল বাহুতে আবরি’ আনন

কাঁদ কি হুঃখে কাননে ক্ষিপ্ত ?”

সো আহঃ—

“সোবল্লময়ো পভসুরো উগ্নয়ো রথপঞ্জরো মম,
তস্ম চক্রয়ুগং নবিন্দামি তেন দুশ্চেন জহিস্যং জীবিতং”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহঃ—

“সোবল্লময়ং মণিময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়াময়ং.
জ্যাচিক্ষ মে ভদ্র মানব চক্রয়ুগং পটিলভয়ামি তে”তি ।

৭ । তং সূত্বা মানবো “অয়ং পুত্রস্ম ভেসজ্জঃ অকত্বা পুত্রপতি-
রূপকং মং দিস্বা রোদন্তো, ‘সুবল্লাদিময়ং রথচক্রং করোমী’তি বদতি ;

তিনি বলিলেন :—

“সোণালি তাম্বর রথের পঞ্জর
হইয়াছে মম জাত,
দুঃখ.—লভি নাই চক্রয়ুগ, তাই
তাঁজিব জীবন তাত।”

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“চক্র স্বর্ণ-মণিময়, লোহময়, রৌপ্যময়,
হে ভদ্র মানব, মোরে কত দিব যাছা কর।”

৭ । তাহা শুনিয়া স্বানবরূপধারী দেবপুত্র তাবিলেন—“ইনি পুত্রের
চিকিৎসা কারান নাই, কিন্তু পুত্রের প্রতিরূপী আমাকে দেখিয়া
কাঁদিতে কাঁদিত্তে বলিতেছেন— ‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব’ ;

হোতু নিগ্গাণিহ্মামি নং”তি চিস্তেহা “কীব মহন্তঃ মম চক্ৰযুগং
করিগ্গসী”তি বহা “যাব মহন্তঃ আকগ্গসী”তি বৃত্তে “চন্দসুরিয়েহি
মে অথো তে মে দেহী”তি যাচন্তো আহ :—

“সো মাণবো তস্স পাবদি চন্দসুরিয়া উভয়েথ ভাতরো,
সোবগ্গময়ো রথো মম তেন চক্ৰযুগেন সোভত্তী”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ :—

“বালো খো কুমসি মাণব যো হং পথায়সে অপথিয়ং,
মগ্গামি তুবং মরিগ্গসি নহি হং লচ্ছসি চন্দসুরিয়ে”তি ।

সেইরূপ চটলেও তথাপি গুরে কক্ষ করিব।” প্রকাশে বলিলেন—“আমার
চক্রবৃগল কত বড় করিয়া দিবেন ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তুমি কত বড় চাও ।”

“আমার চক্র-সূর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন ।” এইরূপ
খাঙ্গা করিয়া গাথায় কহিলেন :—

“সে মানব বলে, তবে দুই তাই রবি-শশী দিবে,
স্বর্ণময় স্বথ মম, ও’চক্রেতে সূশোভিত হবে।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন :—

“বুর্ধ তুমি হে মানব, অকাম্য কামনা কর,
নাহি পাবে রবি-শশী মনে হয় মরিবে সত্বর ।”

৮। অথ নং মাণবো “কিং পন পপ্রায়মানঅথায় রোদন্তো
বালো হোতি, উদাহ্ অপপ্রায়মানআ”তি বহ্না :—

“গমনাগমনম্পি দিম্মতি বধ্ধাতু উভয়থ বীথিয়ো.

পেতো পন কালকতো ন দিম্মতি কো নিধ কন্দতং বাল্যতরো”তি

তং স্ত্বা ব্রাহ্মণো “যুক্তং এস বদতী”তি সল্লঙ্ঘেহা আহ :—

“সচ্চং খো বদেসি মাণব অহমেব কন্দতং বাল্যতরো,

চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং”তি ।

৮। অতঃপর দেবপুত্র তাঁগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যাহা দেখা
যাইতেছে তাহার জন্ম কাঁদা মূর্খতা, না, যাহা দেখা যায় না তাহার জন্ম
কাঁদা মূর্খতা?” এই বলিয়া গাথায় কহিলেন :—

“উদয়ান্ত, উপাদান দৃষ্ট বর্ণ, বীথিদ্বয়

এই উভয়ের,

মৃত প্রেত দৃষ্ট নহে, কেঁদে কেবা বালতর

মাঝে আমাদের ।”

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ “ও’ত ঠিক কথাই বলিতেছে” এইরূপ জ্ঞাত
হইয়া কহিলেন :—

“বলেছ মানব, সত্য, ক্রন্দন মূর্খতা মোর

করিছে ব্যাপন,

চাঁদ পে’তে, তথা প্রেত মৃত-পুত্র পে’তে কাঁদা

বালতা নন্দন ।”

বহা তস্ম কথায় নিম্নোক্তো হুয়া মাণবস্ম খুতিং করোস্তো
ইমা গাথা অভাসি :—

“আদিত্তং বত মং সন্তং যতসিত্তং ব পাবকং,
বারিনা বিয় ওসিক্কাং সৰ্বং নিব্বাপয়ে দরং।

অব্বহী বত মে সল্লং সোকং হৃদয়নিম্মিত্তং,
য়ো মে সোকপরেতস্ম পুত্তসোকং অপানুদি।

স্মাহং অব্বুল্লহ সল্লোস্মি সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো,
ন সোচামি ন রোদামি তব সূত্থান মাণবা”তি।

ইহা বলিয়া দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে
করিতে এই সকল গাথা কহিলেন :—

“উদ্দীপ্ত আমাতে যত-শিক্ত পাবকেতে বথা,
সিক্খিয়া শান্তির ধারি নিভাইলে সব বাধা।

হৃদয়-নিহিত মম শোকশল্য উৎপাটিলে,
শোকাতুর মোর ওগো! পুত্রশোক নিবারিলে।

আমি রে বিগত শল্য, শীতিভূত, নিয়বৃত !
শোক-কারা গে'ছে, শু'নে যুবা তব কথামৃত।”

৯। অথ নং “কো নাম ত্বন্তি” পুচ্ছন্তো :—

“দেবতানুসি গন্ধকো আতু সকে পুরিন্দদো,
কো বা ত্বং কস্ত বা পুন্তো কথং জানেমু তং ময়ং”তি ।

আহ । অথস্ম মাগবো :—

“য়ঞ্চ কন্দসি যঞ্চ রোদসি পুন্তং আলাভণে সয়ং দহিত্বা,
স্বাহং কুসলং করিত্বা কস্ম্যং ত্বিদসানং সহব্যতং পন্তো”তি ।

আচিক্ষি । ব্রাহ্মণো আহ :—

“ভগ্নং বা বহুং বা নাদসং দানং দদন্তুস্ম সকে অগারে,
উপোসথকস্ম্যং বা তাদিসং কেন কস্মেন গতোসি দেবলোকং”তি

৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁতাকে “তুমি কে” বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন—

“দেবতা গন্ধক কিংবা বল শক্র পুরন্দর,
কিব’লে জানিব তোমা, কেবা, কার পুত্রবর ?”

অতঃপর দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন :—

“যে পুত্রকে শ্মশানেতে আপনি দাহন
করিয়া রোদন বিলাপ কর ।
সে আমি কুশলকর্ম্ম করি সম্পাদন
পেয়েছি ত্রিংশ সাবৃত্য পর ॥”

ব্রাহ্মণ কহিলেন :—

“অল্প বা বহু বা কভু আপন আগারে
দেখি নাই কিছু দান দিতে ।
উপোসথ কর্ম্ম কভু দেখিনি করিতে
কিসে গেলে অমর পুরীতে ?”

১০. মাগবো আহ :—

‘আবাধিকোহং দুষ্খিতো বাল্লহগিলানো
আতুররুপোমিহ সকে নিবেসনে ;
বুদ্ধং বিগতরজ্জং বিত্তিগ্গকচ্ছং,
অদ্দক্কিঃ সুগতং অনোমপপ্রং ।

স্বাহং মুদিতমনো পসন্নচিত্তো অঞ্জলিং অকরিং তথাগতম্,
তাহং কুসলং করিত্বা কস্ম্যং তিদসানং সহব্যতং পত্তো”তি ।

১১ । তস্মিং কথেন্তেয়েব ব্রাহ্মণম্ সকলসরীরং পীতিয়া
পরিপূরি । সো তং পীতিং পবেদেস্তো :—

১০ । দেবপুত্র কছিলেন :—

‘রোগাতুর হ’য়ে আপন ঘরে
ব্যাধিত দুঃখিত, পীড়িত আমি ।
সম্বুদ্ধ, বিরজ্জ, বিতীর্ণ কচ্ছা
দেখিনু সুগতে অমিত জ্ঞানী ॥

মুদিত মন, প্রফুল্ল চিত্ত আমি,
অঞ্জলি করিয়া তথাগতে নমি ।
সেই না কুশল করিয়া করম,
ত্রিংশ সাযুজ্য পেয়েছি পরম ।”

১১ । তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ
হটয়াছিল । তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন :—

“অচ্ছরিয়ং বত অদ্ভুতং
 অঞ্জলি কন্মজ্জ অয়মীদিসো বিপাকো,
 অহম্পি মুদিতমনো পসন্নচিত্তো
 অজেত্তব বুদ্ধং সরণং বজ্জামী”তি ।

আহ । অথ নং মাণবো :—

“অজেত্তব বুদ্ধং সরণং বজ্জাহি ধন্বঞ্চ সজ্জঞ্চ পসন্নচিত্তো,
 তথৈব সিক্কায় পন্নানি পঞ্চ অথগু ফুল্লানি সমাদিয়সু ।
 পাণাতিপাতা বিরমসু খিগ্গং লোকে অদিগ্গং পরিবজ্জয়সু,
 অমজ্জপো মা চ মুসা ভগাহি সকেন দারেন চ হোহি তুট্টো”তি ।

“আশ্চর্য্য বটে ! অদ্ভুত বটে !

এ' অঞ্জলি করনের এই পরিণাম ?

মুদিত মন, প্রসন্ন চিত্ত

আজই বুদ্ধ-শরণে করিব প্রয়াণ ।

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন :—

“আজই, বুদ্ধ-ধন্ব-সজ্জ-শরণে গমন করত জুট মনে,
 অথগু, অক্ষত পঞ্চ শিক্কাপদ গ্রহণ করছে এটুকুণে ।

প্রাণীহত্যা হ'তে হও বিরত ক্ষিপ্ত,

পরিত্যাগ কর যাগ্য অদত্ত লোকে ।

অমত্প হও, ত্যজ অসত্য বিপ্র,

রহ তুট্ট নিজদারে (নিরত থেকে) ॥”

আহ । সো 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিত্বা ইমা গাথা অভাসি :—

“অথকামোসি মে যক্ষ হিতকামোসি দেবতে,
করোমি তুযহং বচনং ত্বংসি আচরিয়ো মম ।

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধম্মক্ষাপি অনুত্তরং,
সজ্জ্বক নরদেবস্স গচ্ছামি, সরণং অহং ।

“পাণাতিপাতা বিরমামি থিগ্গং লোকে অদিগ্গং পরিবজ্জয়ামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভগামি সকেন দারেন চ হোমি তুট্টো”তি ।

১২ । অথ নং দেবপুত্তো “ব্রাহ্মণ, গেহে তে বহুং ধনং
অগ্গি, সখারং উপসংকমিত্বা দানং দেহি, ধম্মং শুণাহি, পঞহং

তিনি 'সাধু' বলিয়া সম্মত হওত এই গাথা সমূহ কহিলেন :—

“অর্থকামী মম বক্ষ, হিতকামী হে দেবতা
তুনিব তোমার বাক্য, তুমি মম শিক্ষাদাতা,
বুদ্ধের শরণে যাব, অনুত্তর ধরমের ।
শরণে সজ্জ্বর আর যাব নর-দেবেশের ।

প্রাণীহত্যা হ'তে হ'ব বিরত ক্ষিপ্ৰ
পরিত্যাগ করিব যা' অদত্ত লোকে,
অমগ্গপ হ'ব, মিথ্যা ত্যজিব বাণী
রব তুট্ট নিজদারে. (নিরত থেকে) ।”

১২ । অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—“ব্রাহ্মণ, আপনার গৃহে বহু
ধন আছে, শাস্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধম্ম শুনুন, ধম্ম বিষয়ক প্রশ্ন

পুচ্ছা”তি বহা তথেবন্তুরধায়ি । ব্রাহ্মণোপি গেহং গস্থা ব্রাহ্মণিং
আমন্তেহা “ভদ্রে, অহং সমণং গোতমং নিমন্তেহা পঞ্হং
পুচ্ছিআমি, সন্ধারং করোহী”তি বহা বিহারং গস্থা সখারং নেব
অভিবাদেহা ন পটিসন্তারং কহা একমন্তে ঠিতো “ভো গোতম.
অধিবাসেহি মে অজ্জতনায় ভত্তং সন্ধিং ভিক্ষুসজ্জেনা”তি আহ ।

১৩ । সখা অধিবাসেসি । সো সখু অধিবাসনং বিদিহা
বেগেনাগস্থা সকনিবেসনে খাদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিয়াদাপেসি ।
সখা ভিক্ষুসজ্জ পরিবুতো তস্ম গেহং গস্থা পঞ্হাসনে নিসীদি ।
ব্রাহ্মণো সন্ধচ্চং পরিবিসি । মহাজনো সন্নিপতি । ‘মিচ্ছা-
দিট্ঠিকেন কির তথাগতে নিমন্তিতে ঘে জনকায়। সন্নিপতন্তি ;—

করুন ।” এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অন্তর্ভিত হইলেন । ব্রাহ্মণও
গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভদ্রে, আমি শ্রমণ
গোতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সংকারের
আয়োজন কর ।” এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন । তিনি শাস্তাকে
অভিবাদনও করিলেন না, শিষ্টাচার সূচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন
না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—“ভো গোতম, ভিক্ষুসজ্জের সহিত
অন্যকার জন্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।

১৩ । শাস্তা সঙ্কত হইলেন । তিনি শাস্তার সম্মতি জানিয়া বেগে
আপনার নিবাসে আসিয়া খাণ্ড-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন । শাস্তা ভিক্ষুসজ্জ-
পরিবৃত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ব্রাহ্মণ
যত্নের সহিত পরিবেশন করিলেন । বহু জনসমাগম হইল । ভিন্ন মতাব-
লম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে দুই দলের লোক সমবেত হইত ;—

মিচ্ছাদিট্ঠিকা—“অজ্জ সমণং গোতমং পঞ্হপুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং পন্নিআমা”তি সন্নিপতন্তি ; সম্মাদিট্ঠিকা—“অজ্জ বুদ্ধাবিসয়ং বুদ্ধলীলহং পন্নিআমা”তি সন্নিপতন্তি ।

১৪ । অথ ব্রাহ্মণো কতভত্তকিচ্চং তথাগতং উপসংকমিত্বা নীচাসনে নিসিন্নো পঞ্হং পুচ্ছি—“ভো গোতম, তুমহাকং দানং অদত্তা, পূজং অকত্তা, ধম্মং অসুত্তা, উপোসথবাসং অবসিত্বা কেবলং মনোপসাদমত্তেনেব সগ্গে নিব্বত্তা নাম হোন্তী”তি ?

“ব্রাহ্মণ, কস্মা মং পুচ্ছসি ? ননু তে পুত্তেন মটুকুণ্ডলিনা ময়ি মনং পসাদেত্তা অত্তনো সগ্গে নিব্বত্ত ভাবো কথিতো”তি ?

“কদা ভো গোতমা”তি ?

“ননু ত্বং অজ্জ সুসানং গত্ত্বা কন্দন্তো অবিদুরে বাহা

ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত—“আজ্জ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রমণ গোতমকে উত্যক্ত দেখিব ; সঙ্কম্বীরা আসিত—“অণু বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেখিব ।

১৪ । ভোজন-কৃত্তা অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন করিয়া নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভো গোতম, আপনাকে দান না দিয়া, পূজা না করিয়া, আপনার মুখে ধম্ম না শুনিয়া, উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিত্ত-প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”

“ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার পুত্র মটুকুণ্ডলী আমার প্রতি মন প্রশ্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিষয় তোমাকে বলে নাই কি ?”

“কখন ভো গোতম ?”

“তুমি আজ্জ গুশানে যাইয়া যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদুরে বাহতে

পগয়হ কন্দম্বুং একং মাণবং দিস্বা “অলঙ্কতো মটুকুণ্ডলী মাল-
ভারী হরিচন্দনুজদো”তি দ্বিহি জনেহি কথিতকথং পকাসেস্তু
সব্বং মটুকুণ্ডলীবথুং কথেসি।

১৫। তেনেবেতং বুদ্ধভাসিতং নাম জাতং। তং কথেন্ন
চ পন “ন খো ব্রাহ্মণ একসতং, ন মে সতানি, অথ খো ময়ি মনং
পসাদেন্না সগ্গে নিব্বত্তানং গণনা নাম নথী”তি আহ। মহাজনো
ন নিব্বমতিকো হোতি। অথন্ন অনিব্বমতিকভাবং বিদিহ্না
সথা মটুকুণ্ডলীদেবপুত্তো বিমানেনেব সন্ধিং আগচ্ছতু’তি অধি-
ট্টাসি। সো তিগাবুতপ্পমাণেনেব দিব্বাতরণ পতিমণ্ডিতেন অদ্ভ-
ভাবেনাগস্থা বিমানা ওরুয়হ সথারং বন্দিহ্না একমন্তুং অট্টাসি।

চক্ষু ঢাকিয়া একজন মানব কাঁদিতেছিল দেখিয়া তুমি ‘মটুকুণ্ডল ভূমিত
অবয়ব’ ইত্যাদি কথায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি ?”
শাস্তা তই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া বলিতে গিয়া সমস্ত মটু-
কুণ্ডলীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

১৫। এই জন্ম এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইয়াছে।
এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত
নহে; আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক বে স্বর্গে গিয়াছে,
তাহার ইয়ত্তা নাই। সমবেত জনমণ্ডলী নিঃসন্দেহ হইল না। তাহাদের
সন্ধিগ্ধ ভাব জানিয়া শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মটুকুণ্ডলী দেবপুত্র
বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্যাতরণ প্রতিমণ্ডিত,
ত্রি-গব্যুতি প্রমাণ শরীরে আসিয়া বিমান হইতে অবরোহন করিলেন এবং
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে দাড়াইলেন।

অথ নং সখা “ত্বং ইমং সম্পত্তিং কিং কস্যং কস্মা পটিলভী”তি
পুচ্ছন্তো :—

“অতিক্রম্যেন বগ্নেন য়া ত্বং তিষ্ঠসি দেবতে,

ওভাসেস্তি দিসা সৰ্ব্বা ওসধী বিয় তারকা ;

পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুজত্বতো কিমকাসি পুত্রঃ”তি ?

গাথমাহ । দেবপুত্রো “অয়ং মে ভন্তে, সম্পত্তি তুমেহম্ মনং
পসাদেহা লক্ষা”তি ।

“ময়ি মনং পসাদেহা লক্ষা তে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

১৬ । মহাজনো দেবপুত্রং ওলোকেহা “অচ্ছরিয়া বত ভো
বুদ্ধগুণা অদিন্নপূৰ্বকব্রাহ্মণস পুত্রো নাম অত্রঃ কিঞ্চি পুত্রঃ

শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এই নিব্য ত্রীসম্পত্তি কোন্
কর্মের ফলে পাইয়াছ ?” এই বলিয়া গাথার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“স্থিত যে দেবতা তুমি কাঙ্ক্ষবরণেতে

উদ্ভাসিয়া দশদিক তারা ওষধিরে

যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভুলোকেতে

হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে ?”

দেবপুত্র কহিলেন—“প্রভু, আমার এই ত্রীসম্পত্তি আপনাতে মন প্রশন্ন
করিয়াই পাইয়াছি।”

“আমাতে মন প্রশন্ন করিয়াই পাইয়াছ ?”

“হাঁ প্রভু !”

১৬ । সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তোষ বাক্যে বলিতে লাগিল—
“অহো, বুদ্ধের গুণসমূহ আশ্চর্য্য ! অদিন্নপূৰ্বক ব্রাহ্মণের ছেলে অত্র কোন পুণ্য

অকত্বা সখরি মনং পসাদেত্বা এবরূপং সম্পত্তিং পটিলভী”তি
 তুট্ঠিং পবেদেসি । অথ “নেসং কুসলাকুসলকর্মকরণে মনো
 পূর্বঙ্গমো মনোসেট্টো পসম্নেন হি মনেন কতকস্মং দেবলোকং
 মনুস্মলোকং গচ্ছন্তুং পুঙ্গলং ছায়াব নবিজহতী”তি ইদং বথুং
 কথিত্বা অনুসন্ধিং ঘটেত্বা পতিট্টাপিতমস্তিকং সাসনং রাজমুদায়
 লঙ্কন্তো বিয় ধর্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপূর্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,
 মনসা চে পসম্নেন ভাসতি বা করোতি বা ;
 ততো নং সুখমস্বেতি ছায়াব অনপায়িনী”তি । ২

না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ শ্রীসম্পত্তি
 লাভ করিয়াছে ।” অতঃপর শাস্তা কহিলেন—“লোকদের কুশলাকুশল
 কর্মকরণে মন পূর্বঙ্গম, মন শ্রেষ্ঠ, মানব দেবলোকে উৎপন্ন হউক
 বা মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হউক প্রসন্ন মনে করা কাজ ছায়ার গায় তাহাকে
 ত্যাগ করে না ।” এই কাহিনী কহিয়া পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
 কৃত শিরোনাম শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করার গায় ধর্মরাজ এই
 গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্বঙ্গম ধর্মচয়,

মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়,

সুপ্রসন্ন মনে যদি কোন একজন,

বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

ছায়া যথা সকলেরি সঙ্গে সঙ্গে ধায়,

তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায় ।” ২

১৭। তথ কিঞ্চাপি “মনো”তি অবিসেসেন সৰ্বম্পি চতু-
ভূমকচিন্তঃ বুচ্চতি। ইমস্মিং পন পদে নিয়মিয়মানং ব্যবস্থাপিয়-
মানং পরিচ্ছিন্নিয়মানং অর্টবিধং কামাবচর কুসলচিন্তঃ লভুতি,
বথুবসেন পন হরীয়মানং ততোপি সোমনস্তসহগতং এগণসম্পয়ুক্ত
চিন্তমেব লভুতি।

• “পূর্বঙ্গমা”তি তেন পঠমগামিনা হুকা সমাগতা।

“ধম্মা”তি বেদনাদয়ো তয়ো খন্কা, এতেসং হি উপ্পাদ-
পচ্চয়র্টেন সোমনস্ত সম্পয়ুক্ত মনো পূর্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-
পূর্বঙ্গমা নাম। যথা হি বহুসু একতো হুকা মহাভিক্কুসজ্জস চীবর
দানাदीनि বা উল্লারপূজা ধম্মসবণ দীপমালা করণাদীনি বা পুণ্ণানি
করোন্তেসু “কো এতেসং পূর্বঙ্গমো”তি বুত্তে—যো তেসং
পচ্চয়ো হোতি, যং নিম্মায় তে তানি পুণ্ণানি করোন্তি, সো

১৭। তথায় “মন” বলিলে—সম্পূর্ণ চাতুর্ভূমিক চিত্ত সমূহ বুঝায়।
কিন্তু এই পদে নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান ভেদে আট
প্রকার কামাবচর কুসল চিন্তাই লক্ষিত হইতেছে। তৎমধ্যে বস্ত ভেদে
বিতক্ত করিলে সোমনস্ত সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তই লাভ করিতেছে।

“পূর্বঙ্গম”—তদ্বারা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

“ধর্ম্মচর”—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্কন্ধ, উৎপাদন
প্রত্যয়ার্থে সোমনস্ত সম্প্রযুক্ত মন ইহাদের পূর্বঙ্গম, এই বলিয়া মনস্পূর্বঙ্গম
বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্কুসজ্জকে
চীবর দান বা সাড়ম্বর পূজা, ধর্ম্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাকরণ প্রভৃতি
পুণ্যকর্ম্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—“ইহাদের পূর্বঙ্গম বা অগ্রণী
কে ?” তখন যেমন ধাঁহার চেষ্টার এই সকল পুণ্যকার্য্য হইয়াছে
বা ধাঁহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি

তিষ্ঠো বা ফুষ্ঠো বা তেসং পুৰ্ব্বঙ্গমোতি বুচতি ; এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং । ইতি উপ্পাদপ্পচয়ট্টেণ মনো পুৰ্ব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনোপুৰ্ব্বঙ্গমা । নহি তে মনে অনুপ্পজ্জন্তে উপ্পজ্জিতুং সঙ্কোন্তি । মনো পন একছেসু চেতসিকেসু অনুপ্পজ্জন্তেসুপি উপ্পজ্জতি য়েব । অধিপতি বসেন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো । যথা হি গণাদীনং অধিপতি পুরিসো গগসেট্টো সেণিসেট্টোতি বুচতি, তথা তেসম্পি মনোসেট্টো । যথা পন সুবর্ণাদীহি নিপ্পন্নানি তানি তানি ভণ্ডানি সুবর্ণময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি মনতো নিপ্পন্নতা মনোময়া নাম ।

“পসন্নেনা”তি—অনভিঞ্জাদীহি গুণেহি পসন্নেন ।

“ভাসতি বা করোতি বা”তি—এবরূপেন মনেন ভাসন্তো চতুর্বিধং বচীসুচরিতমেব ভাসতি, করোন্তো তিবিধং কায়সুচরিতমেব

তিষ্ঠই হউন আর ফুষ্ঠই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয় ; ইহাও সেইরূপ জ্ঞাতব্য । এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপূর্ব্বঙ্গম ইহাদের এই অর্থে মনস্পূর্ব্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না । মন কিন্তু কোন কোন চৈতনিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় । অধিপতিবশে মন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন গণাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; সেইরূপ মনও ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত ভাণ্ড সমূহ সুবর্ণময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময় ।

“প্রসন্ন”—অভিপ্যা বা লোভাদির অবিগ্ৰহমানতা হেতু সুপ্রসন্ন ভাবযুক্ত ।

“করে কিম্বা ভাষে”—এইরূপে ভাষণ করিবার সময় চতুর্বিধ বাক্যসুচরিতই ভাষণ করে, কার্য্য করিলে ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই

করোতি, অভাসন্তো অকরোন্তো তেহি অনভিঙ্ঘাদীহি পসন্নমন-
সত্যয় ত্ৰিবিধং মনো স্মৃচরিতং পুরেতি, এবমস্ম দসকুসলকস্মপথা
পারিপূরিং গচ্ছন্তি ।

“ততো নঃ সুখমশ্বেতী”তি— ততো ত্ৰিবিধস্মৃচরিততো তং
পুঙ্গলং সুখমশ্বেতি । ইধ তেভূমকস্মি কুসলং অধিশ্বেতং ।
তস্মা তেভূমকস্মৃচরিতানুভাবেন সুগতিভবে নিব্বত্তং পুঙ্গলং
দুগতিয়ং বা স্মৃথানুভবনট্টানে ঠিতং কায়বথুকস্মি ইতরবথু-
কস্মি অবথুকস্মপীতি কায়িকচেতসিকং বিপাকসুখং অনুগচ্ছতি ;
ন বিজ্জহতীতি অথো বেদিতক্কা । যথা কিং :—

“ছায়াব অনপায়িনী”তি— যথা হি ছায়া নাম সরীরপটিবদ্ধা,
সরীরে গচ্ছন্তে গচ্ছতি, তিট্টন্তে তিট্টতি, নিসীদন্তে নিসীদতি,

আচরণ করা হয় ; কিছু না করিলেও কিছা না বলিলেও লোভাদির অভাব
হেতু প্রশন্ন মানসতার কারণে ত্ৰিবিধ মনোস্মৃচরিত আচরণ করা হয় ।
এইরূপে দশকুশল কস্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

“তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায়”—ত্রিবিধ স্মৃচরিত হইতে
উৎপন্ন সুখ কারকের অনুগমন করে । এষ্টস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ
এই তিন ভূমির কুশলই অভিপ্রেত । তদ্ব্যতীত ত্ৰৈভূমিক স্মৃচরিত প্রভাবে
সুগতি ভবে উৎপন্ন ব্যক্তির দুর্গতি বা স্মৃথানুভব স্থানে স্থিত কায়বিষয়ক
বা অণু বিষয়ক বা অবিষয়ক কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অনুগমন
করে । অর্থাৎ এবম্বিধ সুখ তাহাকে ত্যাগ করে না । যথা তাহা কিরূপ :—

“অনপায়ী ছায়া নম”—ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবদ্ধ, শরীর
চলিলে চলে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে,

ন সকা সগেহন বা করসেন বা নিবস্তাহী'তি বহা বা পোঠেহা
 বা নিবস্তাপেতুং । কস্মা ? সরীরপটিবদ্ধতা । এবমেব ইমেসং
 দসন্নং কুসলকস্মপথানং আচিগ্নসমাচিগ্নমূলকং কামাবচরাডিভেদং
 কাযিকচেতসিকস্মুখং গতগতট্টানে অনপায়িনী ছায়াবিয় হুহা
 ন বিজহতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজ্ঞানং ধর্ম্যাভিসময়ো
 অহোসি । মটুকুণ্ডলীদেবপুস্তো সোতাপত্তিকলে পতিট্টহি । তথা
 অদিগ্নপুস্ককো ব্রাহ্মণো । সো তাবমহস্তং বিভবং বুদ্ধসাসনে
 বিগ্নকিরী'তি ।



নম্র বা পক্ষ বা ক্য বলিয়া নিবৃত্ত হও বলিলে, অথবা দণ্ডেরদ্বারা প্রহার করিলেও
 নিবৃত্ত করা যায় না। কারণ ইহা যে শরীর প্রতিবদ্ধ। সেইরূপ এই
 দশবিধ কুসল কস্মপথের দ্বারা আচরিত সমাচরিত কামাবচরাদি বিবিধ
 প্রকার কাযিক ও চৈতসিক স্মুখ অনপায়িনী ছায়ার গ্ৰায় কারক যেইখানে
 যাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করে না।

গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্ম্যাববোধ হইয়াছিল।
 মটুকুণ্ডলী দেবপুত্র সোতাপন্ন হইয়াছিলেন। সেইরূপ অদিগ্নপুস্কক ব্রাহ্মণও।
 ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধ শাসনে দান করিয়াছিলেন।

খুল্লতিস্‌সথের বণ্ড । ৩

“অকোচ্ছি মং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত্তবনে বিহ-
রন্তো তিঅথেরং আরত্তু কথেসি ।

১ । মো কিরায়ম্মা ভগবতো পিতুচ্ছাপুন্তো, মহল্লককালে
পক্কাজিতো, বুদ্ধানং উপ্পন্নলাভসকারং পরিভুঞ্জন্তো খুল্লসরীরো
আকোচ্চিতপচ্চাকোচ্চিত্তেহি চীবরেহি য়েভুয়োন বিহারমন্ডে উপ-
ট্টানসামায়ং নিসীদতি ।

স্থূলতিষ্ণ স্থবিরের উপাখ্যান । ৩

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেত্তবনে
অবস্থান কালীন তিষ্ণ স্থবিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । আয়ুস্মান্ স্থূলতিষ্ণ স্থবির ভগবানের পিসতুত ভাই । তিনি
বুদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাকবগণের পুণ্য-
প্রভাবে উৎপন্ন লাভ-সংকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি স্থূল হইয়া-
ছিলেন । তিনি পিটিয়া পিটিয়া সুন্দরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া
প্রায়ই বিহার-মধ্যস্থ উপস্থান-শাগার ধসিয়া থাকিতেন ।

২ । তথাগতং দম্মনায়ে আগতা অগম্ভুকা ভিক্ষু “একো মহাথেরো ভবিম্মতী”তি সপ্রায় তম্ম সন্তিকং গম্মা বত্তং আপুচ্ছন্তি, পাদসম্বাহনাদীনি আপুচ্ছন্তি, সো তুণ্হী হোতি । অথ নং একো দহর ভিক্ষু “কতিবম্মা তুম্হে”তি পুচ্ছিত্বা “বম্মং নথি, মহল্লককালে পব্বজ্জিতা ময়ং”তি বুত্তে “আবুসো দুব্বিনীত মহল্লক, অন্তনো পমাণং ন জানাসি ! এত্তকে মহাথেরে দিম্মা সামীচিমত্তম্পি ন করোসি, বত্তে আপুচ্ছিয়মানে তুণ্হী হোসি, কুক্কুমত্তম্পি তে নথী”তি অচ্ছরং পহরি । সো খত্তিয়মানং জনেত্তা “তুম্হে কম্ম সন্তিকং আগতা”তি পুচ্ছিত্বা “সথু সন্তিকং”তি বুত্তে

২ । তথাগতকে দর্শন করিবার জন্তু আগত ভিক্ষুরা, “ইনি একজন মহাস্থবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার প্রতি উঁহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদ-মর্দনাদি করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন । তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন । অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ ?” তিনি কহিলেন—“বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি ।” অপর ভিক্ষু বলিলেন—“আবুস দুব্বিনীত বৃদ্ধ, নিজের প্রমাণ জান না ! এতবড় মহাস্থবিরকে দেখিয়া সৌজন্তু মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, সঙ্কোচ মাত্রও তোমার নাই !” এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন । ভিক্ষু ক্ষত্রিয়াভিমানে অভিমান হইয়া কহিলেন—“আপনারা কাহার নিকট আসিয়াছেন ?” তাঁহারা বলিলেন—“শান্তার নিকট ।” তিনি

“মং পন কো এসো”তি সল্লক্খেথ , মুলমেব বো ছিন্দিন্নামী”তি
বহা রুদন্তো দুক্কি দুম্মনো সখুসন্তিকং অগমাসি ।

৩ । অথ নং সখা “কিন্নু খো ত্বং তিঅ, দুক্কী দুম্মনো
অম্মমুখো রুদমানো আগতোসী”তি পুচ্ছি । তে পি তিক্কু”এস
গত্তা কিঞ্চি আলোলং করেয়্যা”তি তেনেব সন্ধিং গত্তা সখারং
বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদিংসু, সো সখারা পুচ্ছিতো “ইমে মং
ভন্তে, তিক্কু অক্কোসন্তী”তি আহ ।

“কহং পন ত্বং নিসিন্নোসী”তি ?

“বিহারমক্কে উপট্টানসালায়ং ভন্তে”তি ।

“ইমে তে তিক্কু আগচ্ছন্তা দিট্টা”তি ?

“আম দিট্টা ভন্তে”তি

বলিলেন— “আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ? আপনাদের মূলোচ্ছেদ
করিয়া তবে ছাডিব ।” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তৎখভারাক্রান্ত
হৃদয়ে, দুম্মনাগমান হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন ।

৩ । অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “কি হে তিম্ম,
তুমি দুঃখী, দুম্মনা ও অশ্রমুখ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ বে ?”
সেই ভিক্ষুরাও, “ইনি বাইরা কথার গোলমাল করিতে পারেন” এই
ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপ-
বেশন করিলেন । ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিম্ম স্ববির করিলেন—
“ভন্তে, এই ভিক্ষুরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন ।”

“তুমি কোথায় বসিয়াছিলে ?”

“বিহারে উপস্থান-শালায় ।”

“তুমি এই ভিক্ষুরা আসিতে দেখিয়াছিলে ত ?”

“হাঁ ভন্তে, দেখিয়াছিলাম” ।

“উঠায় তে পচ্ছুগমনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“পরিষ্কার গহণং আপুচ্ছিতং”তি ?

“নাপুচ্ছিতং ভন্তে”তি ।

“আসনং অভিহরিয়া পাদসম্বাহনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“তিস্স, মহল্লক ভিক্ষুণং সৰ্বমেতং বত্তং কাতব্বং, এতং অকরোন্তেন হি বিহারমঙ্কে নিসীদিতুং ন বট্টিতি, তবেব দোসো, এতে ভিক্ষু খমাপেহী”তি ।

“এতে মং ভন্তে, অকোসিংসু, নাহং এতে খমাপেমী”তি ।

“তিস্স, মা এবং করি, তবেব দোসো, খমাপেহি নে”তি ।

“ন খমাপেমি ভন্তে”তি ।

“তুমি উঠিয়া ওদের আশুবাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি ?”

“তাহা করি নাই ভন্তে !”

“তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?”

“চাহি নাই ভন্তে !”

“বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ ?”

“না ভন্তে, করি নাই ।”

“তিস্স, বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিতং । এই সব বে না করে, সে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিতং নহে, তোমারই দোস, এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও ।”

“ওঁরাই আমাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি শুঁদের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“হে তিস্স, এমন করিওনা, তোমারই দোস, ক্ষমা চাও ।”

“না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না ।”

৪ । অথ সখা “দুৰ্বচো এস ভন্তে”তি ত্বেহি ভিক্ষুহি বুন্তে
“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্বোপেস দুৰ্বচোয়েব”তি বহা “ইদানি
তাবন্ ভন্তে, দুৰ্বচ ভাবো অমেহহি ঞ্ণাতো, অতীতে কিং অকাসী”তি
বুন্তে “তেন হি ভিক্ষবে, স্ফুণাথা”তি বহা অতীতং আহরি ।

“অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসী রাজে রজ্জং কারেন্তে
দেবলো নাম তাপসো অটমাসে হিমবন্তে বসিত্বা লোণশ্চিল
সেবনথায় চত্বারো মাসে নগরং উপনিষায় বসিতুকামো হিম-
বন্ততো আগত্বা নগরদ্বারে দারকে দিষ্বা পুচ্ছি—“ইমং নগরং
সম্পত্তা পবজিতা কথং বসন্তী”তি ?

“কুস্তকারশালায়ং ভন্তে”তি ।

৪ । ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, এই ভিক্ষু বড় দুৰ্বচ ।” ভিক্ষুরা
এই কথা বলিলে শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে যে কেবল এখন দুৰ্বচ
তাহা নয়, পূর্বেও দুৰ্বচ ছিল ।” ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, ওর বর্তমান
দুৰ্বচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল ?” ভগবান
কহিলেন—“তবে ভিক্ষুগণ শুন ।” এই বলিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন :—

“পুরাকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল
নামক এক তাপস আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অন্ন সেবন
করিবার জন্য চারিমাস নগরের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল ।
সে হিমালয় হইতে আসিয়া নগরদ্বারে এক বালককে দেখিতে পাইয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন ?”

“কুস্তকার-শালায় ভন্তে !”

৫ । তাপসো কুস্তকারসালং গস্থা দ্বারে ঠহা “সচে তে ভগ্গব অগরু বসেয়্যাম একরত্তিং সালায়া”তি আহ ।

কুস্তকারো “ময়্হং রত্তিয়ং সালায় কিচ্চং নথি, মহতী সালা, যথাসুখং বসথ ভন্তে”তি, সালং নীয়াদেসি । তস্মিং পবিসিত্তা নিসিন্নে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবন্ততো আগস্থা কুস্তকারং একরত্তিবাসং য়াচি ।

৬ । কুস্তকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সদ্ধিং একতো বসিত্তুকামো ভবেয়্য বা নো বা অন্তানং পরিমোচেস্সামী”তি চিন্তেত্বা “সচে ভন্তে, পঠমমুপগতো রোচেস্সতি তস্ম রুচিয়া বসথা”তি আহ । সো তং উপসংকমিত্তা “সচে তে আচরিয় অগরু ময়্হেপথ একরত্তিং বসেয়্যামা”তি ।

৫ । তাপস কুস্তকার-শালায় গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—
“ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাত্রি শালায় বাস করিব ।”

কুস্তকার—“রাত্রিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা আপনি যথাসুখে থাকুন ভন্তে !” এই বলিয়া শালা প্রদান করিল । সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুস্তকার-শালায় একরাত্রি বাস করিতে প্রার্থনা করিল ।

৬ । কুস্তকার চিন্তা করিল—“পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তিনি এঁর সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি-না তা জানি না, নিজকে বাঁচাইব ।” এই মনে করিয়া বলিলেন—“ভন্তে, পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তাহার যদি অভিরুচি হয়, তবে থাকুন ।” নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—“আচার্য্যবর, যদি আপনার অন্তবিধা না হয়, আমিও একরাত্রি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি ।”

“মহতী সাল্য পবিসিত্বা একমন্ত্বে বস্যা”তি বুতে পবিসিত্বা
পুরেতরঃ পবিট্টাআপরভাগে নিসীদি, উভোপি সারাণীয়ঃ কথং
কথেন্না নিপজ্জিৎসু ।

৭ । শয়নকালে নারদো দেবলম্ নিপজ্জনট্টানঞ্চ দ্বারঞ্চ সল্ল-
ক্কেত্বা নিপজ্জি । সো পন দেবলো নিপজ্জমানো অন্তনা নিসিন্ন-
ট্টানে অনিপজ্জিত্বা দ্বারমঙ্কে তিরিয়ং নিপজ্জি । নারদো রত্তিং
নিক্খমন্তো তম্ জটাসু অকমি ।

“কো মং অকমী”তি চ বুত্তে—

“আচরিয়, অহং”তি আহ ।

“কূটজটিল, অরপ্রোতো আগস্তা মম জটাসু অকমসী”তি ।

“আচরিয়, তুমহাকং ইধ নিপন্নভাবং নজানামি,

“প্রকাণ্ডশালা, প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক ।” সে এই কথা
বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া পূর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল ।
উভয়ে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া শয়ন করিল ।

৭ । শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপ নির্ণয়
করিয়াই শয়ন করিল । দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে
শয়ন না করিয়া দরজায় গিয়া প্রস্থাকারে শয়ন করিল । নারদ রাত্ৰিতে বাহিরে
যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জটা পদদলিত করিল । দেবল বলিয়া
উঠিল—“কে আমাকে মাড়াইয়া গেল ?”

“নারদ উত্তর করিল—“আচার্য্য, আমি ।”

“হে কূটজটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি !”

“আচার্য্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা ত জানি না ;

থমথ মে”তি । বহ্না তন্ম কন্দস্তুগ্গেব বহি নিব্বমি । ইতরো “অয়ং পবিসম্ভোপি মং অকমেয়্যা”তি পরিবত্তিত্বা পাদট্টানে সীসং কত্তা নিপজ্জি । নারদোপি পবিসম্ভো “পঠমম্পাহং আচরিয়ে অপরজ্জিং, ইদানিঙ্গ পাদপাঙ্গেন পবিসিঙ্গামী”তি চিন্তেহা আগচ্ছন্তো গীবায় অক্কমি ।

“কো এসো”তি চ বুত্তে—

“অহং আচরিয়া”তি বহ্না—

“কূটজটিল, পঠমং জটাসু অক্কমিত্বা ইদানি গীবায় অক্ক-
মসি, অভিসপিঙ্গামি তং”তি বুত্তে ঃ—

“আচরিয়, ময়হং দোসো নখি, অহং তুমহাকং এবং নিপন্নতাবং ন জানামি, পঠমম্পি আচরিয়ে অপরজ্জিং, ইদানি

আমাকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সত্ত্বেও বাহিরে গেল। দেবল চিন্তা করিল—“সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদ-দলিত করুক ;” এই ছুরভিসন্ধি করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—“প্রথম একবার আচার্য্যের নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ের দিক দিয়া ঢুকিব।” এই মনে করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল।

দেবল বলিয়া উঠিল—“কে এ ?”

নারদ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—“আমি আচার্য্য।”

“হে কূটজটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার গ্রীবা আক্রমণ করিলি ? আমি তোকে অভিশাপ দিব।”

ইহা শুনিয়া নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, আপনি যে এখানে শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না। আমি আচার্য্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার

পাদপদ্মেন পবিসিদ্ভামী”তি পবির্টোমিহ ; খমথ মে”তি আহ ।

“কূটজ্জটিল, অভিসপিদ্ভামি তং ।”

“মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

সো তস্ম বচনং অনাদিয়িত্বা :—

“সহস্ররংসী সততেজো সুরিয়ো তম বিনোদনো,

পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুক্কা তে ফলতু সন্তধা”তি ।

তং অভিসপিয়েব । নারদো “আচরিয় ময়্হং দোসো নখৌ”তি
মম বদন্তুশ্চৈব তুমেহ অভিসপিদ্ভাথ, যস্ম দোসো অথি তস্ম মুক্কা
ফলতু মা নিদোসমা”তি বত্বা আহ :—

“সহস্ররংসী সততেজো সুরিয়ো তম বিনোদনো,

“পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুক্কা ফলতু সন্তধা”তি ।

আপনার পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই ঢুকিয়াছি ;
আমাকে ক্ষমা করুন ।

“হে কূটজ্জটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব ।”

“আচার্য্য, এইরূপ করিবেন না ।”

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ সূর্য্য তমঃ বিনোদক

প্রভাতে উদিতে তব সাতভাগে ফাটুক মস্তক ।”

নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি
অভিশাপ দিলেন ; যাহার দোষ আছে তাহার মস্তক ফাটুক, নির্দোষের যেন
না ফাটে ।” এই বলিয়া কহিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ সূর্য্য তমঃ বিনোদক,

প্রভাতে উদয় হ’তে সাতভাগে ফাটুক মস্তক ।”

অভিসপি ।

৮ । সো পন মহানুভাবো অতীতে চন্ডালীস অনাগতে চন্ডালীসাত্তি অসীতিকল্পে অনুস্মরতি । তস্মা কস্ম মুখো উপরি সাপো পতি-
 স্ততী”তি উপধারেস্তু আচরিয়স্সাত্তি ঐহা তস্মিঃ অনুকম্পং
 পটিচ্চ ইদ্ধিবলেন অরুণুগ্গমনং নিবারেসি । নাগরা অরুণে
 অনুগচ্ছন্তে রাজঘারং গস্ত্বা “দেব তয়ি রজ্জং কারেস্তু অরুণো
 ন উট্টহতি, অরুণং নো উট্টাপেহী”তি কন্দিংসু । রাজা অন্তনো
 কাম্মকস্মাদীনি ওলোকেস্তু কিঞ্চি অযুত্তং অদিস্বা কিম্মুখো
 কারণন্তি চিন্তেত্বা ‘পব্বজিতানং বিবাদেন ভবিতব্বন্তি’ পরিসঙ্কমানো
 “কচ্চি ইমস্মিঃ নগরে পব্বজিতা অথী”তি পুচ্ছি ।

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল।

৮ । সে মহানুভব ছিল, অতীতের চল্লিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ
 কল্প, এই আশী কল্পের কথা অনুস্মরণ করিতে পারিত। সে, কাহার উপর
 এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া জ্ঞানিতে পারিল যে আচার্য্যের
 উপরই তাহা পড়িবে। ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ
 হইয়া ঋদ্ধিবলে সূর্য্যোদয় নিবারণ করিল। নাগরিকেরা সূর্য্যোদয় হই-
 তেছে না দেখিয়া রাজঘারে যাইয়া কহিল—“দেব, আপনার রাজত্বের
 সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের সূর্য্যোদয় করিয়া দিন।” এই
 বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা আপনার শারীরিক কৰ্ম্মাদি অবলোকন
 করিলেন। কিন্তু নিজের কোন অযুক্তিকর কার্য্য দেখিতে পাইলেন না।
 ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে
 পারে’ এইরূপ সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই নগরে কোন প্রব্রজিত
 আছেন কি ?”

“হীয়ে্যা সায়ং কুস্তকারসালায় আগতা অথি দেবা”তি
বুত্তে—তং খণশ্রেব রাজা উক্বাহি ধারিয়মানাহি তথ গস্তা নারদং
বন্দিত্বা একমন্তুং নিসিমো আহ :—

“কম্বস্তা নপ্লবত্তস্তি জম্বুদীপস্ত নারদ ,

কেন লোকো তমোভূতো তস্মৈ অক্বাহি পুচ্ছিতো”তি ।

৯ । নারদো সৰ্বং তং পবত্তিঃ আচিচ্ছি—“ইমিনা কারণে-
নাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময়্হং দোসো নথি যস্ত
দোসো অথি তস্মৈব উপরি সাপো পততু’তি বহা অভিসপিং,
অভিসপিত্বা চ পন কস্ত নুখো উপরি সাপো পতিস্ততী’তি
উপধারেন্তো সুরিয়ুগামনবেলায়ং আচরিয়স্ত মুক্কা সন্তধা ফলিস্ততী’তি
দিস্বা এতস্মিং অনুকম্পং পটিচ্চ অরুগস্ত উগস্তুং ন দেমী’তি ।

“দেব, গতকল্য সন্ধ্যার সময় ছুইজন আসিয়া কুস্তকার-শালায়
অবস্থান করিতেছেন।” লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মুহূর্তেই
মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপ-
বেশন করিয়া কহিলেন :—

“জম্বুদীপে কস্ম আদি প্রবর্তিত হ’তে না’রে,

তমঃ কেন আবরিল হে নারদ ! এ’সংসারে ?

জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা, সে কারণ বল মোরে ।

৯ । নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—“এই কারণে ইনি
আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন ; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই,
যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক । প্রত্যাভিশাপ দিয়া, কাহার
উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে
সঙ্গেই ইহার মাথা মাত ভাগ হইয়া ফাটিয়া যাইবে । তাহা দেখিয়া
তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া সূর্য্য উঠিতে দিতেছি না ।

“কথম্পনম্ভ ভন্তে, অন্তরায়া ন ভবেয়া”তি ?

“সচে মং খমাপেয়্য ন ভবেয়া”তি ।

“তেন হি খমাপেহী”তি ।

“এসো মহারাজ, মং জটাসু চ গীবায়ং চ অকমি, নাহং
এতং কূটজটিলং খমাপেমী”তি ।

“খমাপেহি ভন্তে, মা এরমকরী”তি ।

“ন মহারাজ, খমাপেমী”তি ।

“মুন্ধা তে সন্তধা ফলিঅতী”তি বুন্তেপি ন খমাপেসি য়েব ।

১০ । অথ নং রাজা “ন ত্বং অন্তনো রুচিয়া খমাপেঙ্গসী”তি
হুখপাদকুচ্ছিগীবাসু তং গাহাপেত্বা নারদম্ভ পাদমূলে ওনমাপেসি,
নারদো “উটেঠহি আচারিয়, খমানি তে”তি বত্বা “মহারাজ,

“ভন্তে, কিসে তাঁহার অন্তরায় হইবে না ?”

“যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অন্তরায় হইবে না ।”

“তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান ।”

“মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কূট-
জটিলের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“ভন্তে, এমন করিবেন না ক্ষমা চান ।”

“না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না ।”

“আপনার মাথা সাত ভাগে ফাটিয়া যাইবে” বলিলেও ক্ষমা চাহিল না ।

১০ । অতঃপর রাজা তাহাকে কহিলেন—“আপনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা
চাহিবেন না !” এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ, কুক্ষি ও গ্রীবাতে
ধরাইয়া নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন । নারদ বলিল—“আচার্য্য,
উঠুন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম ।” রাজাকে কহিল—“মহারাজ,

নায়ং যথামনেন খমাপেতি, নগরম্ অবিদূরে একো সরো অথি, তত্র
নং সীসে মন্তিকাপিণ্ডং কত্বা গলগ্নমাণে উদকে ঠপাপেহী”তি ।

১১ । রাজা তথা কারেসি । নারদো দেবলং আমন্তেত্বা “আচ-
রিয় ময়া ইচ্ছিয়া বিম্বট্টায় সুরিয়সস্তাপে উট্টহন্তে উদকে নিমু-
জ্জিত্বা অপ্ৰেণ ঠানেন উত্তরিত্বা গচ্ছেয়্যাসী”তি আহ । তন্ন
সুরিয়রস্মীহি সক্ষুট্টমন্তেব মন্তিকাপিণ্ডো সত্তথা কলি, সো নিমু-
জ্জিত্বা অপ্ৰেণ ঠানেন পলায়ী”তি ।

১২ । সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা “তদা ভিক্ষবে, রাজা
আনন্দো অহোসি, দেবলো তিস্সো, নারদো অহমেব । এবং
তদাপেস দুব্বচোয়েবা”তি বত্বা তিগ্রন্থেরং আমন্তেত্বা—
“তিগ্র, ভিক্ষুনো হি অসুকেনাহং অকুট্টো, অসুকেন পহটো,

ইনি স্বেচ্ছায় কমা চান নাই, তাই তাঁহার বিপদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই । নগরের
অদূরে এক সরোবর আছে, সেখানে ইনি মস্তকে মাটির পিণ্ড রাখিয়া
তাঁহাকে গলাগ্রমাণ জলে রাখিয়া দিন ।”

১১ । রাজা তাহাই করিলেন । নারদ দেবলকে সন্মোদন করিয়া
কহিল—“আচার্য্য, আমি ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলে যখন সূর্যাসস্তাপ উঠিবে,
তখন জলে ডুব দিয়া অন্তরিক দিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইবেন । সূর্য্যরশ্মি
দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র মন্তিকাপিণ্ড সপ্তথা বিদীর্ণ হইল । সে ডুব দিয়া
অত্র স্থানে পলায়ন করিল ।

১২ । শাস্তা এই ধর্মোপদেশ দিয়া ব্যক্তি নির্দেশ করিলেন—
“হে ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল রাজা ; তিষ্য ছিল দেবল ;
আমি ছিলাম নারদ । তিষ্য তখনও এমন দুঃস্বচ ছিল ।” ইহা
বলিয়া শাস্তা “তিষ্য সূবিরকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—“তিষ্য,
অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে নারিয়াছে,

অম্বুকেন জিতো, অম্বুকো খো মে ভণ্ডং অহাসী'তি চিন্তেস্তম্ভ বেরং
নাম ন বৃপসম্মতি । এবং পন অম্বুপনফ্ফস্তম্ভেব উপসম্মতী"তি
বহ্না ইমা গাথা অভাসি :—

“অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং উপনফ্ফস্তি বেরং তেসং ন সম্মতি । ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং ন উপনফ্ফস্তি বেরং তেসূপসম্মতী"তি । ৪

অম্বুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে, অম্বুক আমার জিনিষ চুরি করিয়াছে,
এইরূপ চিন্তা ভিক্ষুরা করিলে তাহাদের বৈরী ভাবের উপশম হয় না।
যে এইরূপ ভাব পোষণ করে না, তাহারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা
বলিয়া এই গাথাটির ভাষণ করিলেন :—

“ভৎ'সিয়াছে, মারিয়াছে মোরে,
জিনিয়াছে, হরিয়াছে মোর,—
যারা করে উপনদ্ধ তাহা
বৈর সাম্য হ'বে না তা'দের । ৩

ভৎ'সিয়াছে, মারিয়াছে মোরে,
জিনিয়াছে, হরিয়াছে মোর,—
উপনদ্ধ করে না তা' যারা
বৈর সাম্য হ'বে তাহাদের ।” ৪

১৩। তথ “অকোচ্ছী”তি—অকোসি। “অবধী”তি—পহরি। “অজিনী”তি—কূটসন্ধি ওতারগেন বা বাদপটিবাদের বা করণুত্ত-রিয়করণেন বা অকোসি। “অহাসিমে”তি—মম সম্বন্ধং পস্তাদিস্তু কিঞ্চিদেব অবহরি। “য়ে তং”তি—য়ে কোচি দেবা বা মনুয়া বা গহর্টা বা পক্ষিক্তা বা তং। “অকোচ্ছি মং”তি—আদি-বন্ধুকং কোধং সর্কটধুরং ষিয় নন্দিনা, পুতিমচ্ছাদীনি বিয় চ কুসাদীহি পুনঃপুনং বেঠেষ্টা উপনযহস্তি, তেসং সর্কিং উপ্নয়ং বেরং। “ন সম্মতী”তি—ন বৃপসম্মতি। “য়ে তং ন উপনযহস্তী”তি—অসতি অমনসিকার বসেন বা কন্মপচ্চবেক্ষণ বসেন বা য়ে তং অকোসাদিবন্ধুকং কোধং তয়াপি কোচি নিদোসো পুরিমভবে অকুর্টেটা ভবিম্মতি, পহর্টেটা ভবিম্মতি, কূটসন্ধিঃ ওতারেতা জিতো ভবিম্মতি,

১২। তথ “ভংসিয়াছে”—আক্রোশ করিয়াছে। “মারিয়াছে”—প্রহার করিয়াছে। “জিনিয়াছে”—কূট সাক্ষ্যের অবতারণা করিয়া বা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ কার্য্যকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে। “হরিয়াছে”—আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে। “যাহারা তাহা”—যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত তাহা। “আমাকে আক্রোশ করিয়াছে”—ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে শর্কট ধুরের গায় ক্রোধ, কুশাদিদ্বারা পুতি মংস্ত পুনঃপুন বেঠেন করার গায় উপনয়, তাহাদের একবার উৎপন্ন বৈরভাব—“সাম্য হয় না”—উপশম হয় না। “উপনয় করে না তা’ যারা”—যাহারা বিস্মৃতি বা অগ্ৰমনস্কতা বশত উৎপন্ন বৈরী ভাব পোষণ করে না, অথবা কন্ম প্রত্যাবেক্ষণ করিয়া ভাবে যে তুমিও পূর্ব্বজন্মে কোন নির্দোষীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদির দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে,

কল্পচি পসফ্ধ কিঞ্চি অচ্ছিন্নং ভবিষ্যতি, তস্মা নিদোসো
 ছত্বাপি অকোসাদীনি পাপুণাসী'তি এবং ন উপনযহন্তি, তেসু
 পমাদেন উৎপন্নম্পি বেরং ইমিনা অনুপনযহনেন নিরিক্কনো বিয়
 জাতবেদো উপসন্নতী'তি ।

দেশনা পরিয়োসানে সতসহস্রা ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীনি
 পাপুণিংসু । ধর্মদেশনা মহাজনস্স সাত্থিকা অহোসি । দুব্বচোপি
 স্তব্বচো জাতো'তি ।



বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই স্তব্ব তুমি নির্দোষ
 হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ
 করে না । তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব
 পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইক্কন (জ্বালানিকাষ্ঠ) বিহীন অগ্নির
 ত্রায় উপশান্ত হইবে ।

দেশনা অবসানে শতসহস্র ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । ধর্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল । দুব্বচও
 স্তব্বচ হইয়াছিল ।

কালিঙ্গকথিনিয়া-বথু । ৪

১। “নহি বেরেনা”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অপ্রতরং বঞ্জিথিং আরব্বু কথেসি ।

২। একো কির কুটুম্বিকপুত্তো পিতরি কালকতে খেত্তে চ ঘরে চ সৰ্বকম্মানি অন্তনাব করোন্তো মাতরং পটিজ্জগতি ।
অথস্ম মাতা “কুমারিকং তে তাত, আনেস্মামী”তি আহ ।

“অস্ম, মা এবং বদেথ, অহং য়াবজীবং তুমহে পটিজ্জগিস্মামী”তি ।

কালীষক্ষিনীর উপাখ্যান । ৪

১। “বৈরীতায় নহে” এই ধম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় জনৈক বহুয়া নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২। এক কুটুম্বিক-পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের ও গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য নিজে করিয়া মাতৃসেবা করিতেছিল । অনন্তর তাহার মাতা তাহাকে কহিল—“বাবা, তোমার জন্ত একটা ঘেয়ে আনিব ।”

“মা, অমন কথা বলিওনা, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার সেবা করিব ।”

“তাত, খেত্তে চ ঘরে চ কিচ্চং ত্বংয়েব করোসি, তেন মযহং চিত্তসুখং নাম ন হোতি, আনেআমী”তি । সো পুনপ্পুনং পটিক্খিপিহা তুণহী অহোসি । সা একং কুলং গন্তুকামা গেহা নিব্বামি । অথ নং পুত্তো “কতর কুলং গচ্ছথা”তি পুচ্ছিহা—
“অমুকং নামা”তি বৃত্তে তথ গমনং পটিসেধেহা অন্তনো অভি-
রুচিতং কুলং আচিঞ্চি । সা তথ গন্ত্বা কুমারিকং বারেহা দিবসং
ঠপেহা তং ইতরস্স ঘরে অকাসি । সা বঞ্জা অহোসি ।

৩ । অথ নং মাতা “পুত্ত, ত্বং অন্তনো রুচিয়া কুমারিকং
আনাপেসি, সাদানি বঞ্জা জাতা, অপুত্তকঞ্চ নাম কুলং বিনঅতি,
পবেণী ন ঘটীয়তি, তেন অপ্রস্তুে কুমারিকং আনেআমী”তি ।
তেন “অলং অম্মা”তি বুচ্চমানাপি পুনপ্পুনং কথেসি ।

“বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না,—আমি বৌ আনিব ।” সে বারবার অসম্মতি জানাইয়া নীরব হইল । তাহার মাতা বাহির হইল,—কোন এক বাড়ী গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে । পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—
“মা, কাহাদের বাড়ীতে যাইতেছ ?” মা “অমুক বাড়ী” বলিলে, সে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ মত কুল নির্দেশ করিয়া দিল । সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল । বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল । সে বক্ষ্যা হইল ।

৩ । অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—“পুত্র, তুমি নিজের রুচি অনু-
সারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বক্ষ্যা হইল । অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়,
বংশ বক্ষা হয় না, তাই বলি—আর একটি বৌ আনি ।” সে বলিল—
“নিপ্রয়োজন মা,” এইরূপে সে বারণ করিলেও মা পুনঃপুন বলিতে লাগিল ।

বঙ্কিতী তং কথং স্মৃতা “পুত্রা নাম মাতাপিতৃণ্যং বচনং অতিক্রমিতুং
ন স্কোন্তি, ইদানি অশ্রুং বিজায়িনিং ইথিং আনেহা মং দাসি-
ভোগেন পরিভুঞ্জিঅন্তি, যম্ নাহং সয়মেবেকং কুমারিকং আনে-
য়াং”তি চিন্তেহা একং কুলং গম্বা তল্লথায় কুমারিকং বারেহা
“কিং নামেতং অস্ম বদেসী”তি তেহি পটিক্ষিত্তা “অহং বঙ্গা,
অপুস্তকং কুলং নল্লতি, তুমহাকং পন ধীতা পুস্তং পটিলভিত্তা কুটুম্বল
সামিনী ভবিঅতি, দেথ নং ময়হং সামিকআ”তি যাচিত্তা সম্পটি-
চ্ছাপেহা আনেহা সামিকল ঘরে অকাসি। অথআ এতদহোসি,
“সচায়ং পুস্তং বা ধীতরং বা লভিঅতি অয়মেব কুটুম্বল সামিনী
ভবিঅতি, যথা দারকং ন লভিঅতি তথৈব নং কারেতুং
বটুতী”তি। অথ নং আহ—“য়দা তে কুচ্ছিয়ং গম্বো পতিষ্ঠাতি,

বঙ্গা-স্ত্রী সেই কথা শুনিয়া ভাবিল—“ছেলেরা মাতা-পিতার কথা না
রাখিয়া পারে না, এখন অল্প একটি প্রসবকারিণী স্ত্রী আনিয়া আমাকে
দাসীর মত করিয়া রাখিবে। অতঃএব আমি নিজেই একটি মেয়ে ঠিক
করিয়া আনিব।” সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কোন এক বাড়ীতে গিয়া
মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার স্বামীর জন্ত প্রার্থনা করিল। “এ কেমন কথা
বলিতেছ মা!” এই বলিয়া তাহারা উপেক্ষা করিলে, সে বলিল—“আমার
পেটে ত ছেলে ধরিল না, অপুত্রক-কুল নাশ হয়, তোমাদের মেয়ে ছেলের
মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিনী হইবে, আমার স্বামীর জন্ত ওকে দাও।”
এইরূপে সে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে সম্মত করাইয়া মেয়ে আনিয়া
স্বামীর ঘর করাইল। তারপর তাহার ভাবনা হইল—“যদি ইহার ছেলে
মেয়ে হয়, তবে সেই সম্পত্তির কর্ত্রী হইবে, যাহাতে ছেলে না হয়, তাহাই
করিব।” অতঃপর সে উহাকে বলিল—“যখন তোর পেটে ছেলে হবে,

অথ মে আরোচেয়্যাসী”তি । সা ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্বা গত্তে পতি-
ট্ঠিতে তদ্মারোচেসি । তন্না পন সায়েব নিচ্চং য়াণ্ডতত্তং দেতি,
অথন্না আহাৰেনেব সন্ধিং গত্তপাতন ভেসজ্জং অদাসি, গত্তো পতি ।

৪ । দুতীয়ম্পি গত্তে পতিট্ঠিতে তন্না আরোচেসি, ইতরা
দুতীয়ম্পি তথ্বেব পাতেসি । অথ নং পটিবিম্বকিথিয়ো পুচ্ছিংসু—
“কচ্চি তে সপত্তি অন্তুরায়ং করোতী”তি ? সা তমথং আরোচেসি ।
“অন্ধবালে ! কস্মা এবমকাসি ?” অয়ং তব ইম্মরিয়ভয়েন গত্তপাতনং
য়োজেহা দেতি, তেন তে গত্তো পত্ততি । যাম্মু পুন এবমকথা”তি
বুত্তা ততীয়বারে ন কথেসি । অথন্না ইতরা উদরং দিম্বা “কস্মা
ময়হং গত্তম্ম পতিট্ঠিতভাবং ন কথেসী”তি বহা “ত্বং মং
আনেহা বে বারে গত্তং পাতেসি, কিমথং তুয়হং কথেমী ?”তি

তখন আমাকে বলিস্ ।” সে ‘ভাল’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া অন্তঃসৰ্বা
হইলে সপত্নীকে জানাইল । সে তাহাকে সৰ্বদা নিজের হাতেই যাউ-ভাত বাড়িয়া
দিত । একদিন আহাৰের সঙ্গে গৰ্ভপাতের ঔষধ দিলে গৰ্ভ পাত হইল ।

৪ । দ্বিতীয় বারও তাহার গৰ্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল ।
সেবারেও সেইরূপ করিল । অনন্তর একসময় জনৈক প্রতিবেশিনী
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার সতীন কোন অন্তুরায় করিতেছে কি ?”
সে সেইসব কথা বলিল । প্রতিবেশিনী বলিল—“আঁধি ! বোকা কোথা-
কার ! কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে ? সে তোমার সৌভাগ্যের ভয়ে
গৰ্ভপাতের ঔষধ যোগ করিয়া দিতেছে, সেই জন্তই তোমার গৰ্ভপাত
হইতেছে । আর এইরূপ বলিওনা ।” প্রতিবেশিনী এইরূপ বলিলে পর
সে তৃতীয় বারে তাহাকে বলিল না । অতঃপর সতীন তাহার উদর দেখিয়া
বলিল—“কেন আমাকে গৰ্ভ হওয়ার কথা বলিস্ নাই ?”

“তুমি আমাকে আনিয়া দুইবার গৰ্ভপাত করিয়াছ, কেন তোমাকে বলিব ?”

বুতে “নট্টাদানিমহী”তি চিন্তেহা তন্মা পমাদং ওলোকেন্তি পরিণতে
 গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং যোজেহা অদাসি, গন্তো পরিণতত্তা
 পতিতুং অসক্কোন্তো তিরিয়ং নিপজ্জি । খরা বেদনা উপ্পজ্জি,
 জীবিত সংসয়ং পাপুণি । সা “নাসিতমিহ তয়া, ত্বমেব মং আনেহা
 তয়ো দারকে নাসেসি, ইদানি অহম্পি নম্মামি, ইতোদানি চুতা
 যঙ্খিনী হত্বা তব দারকে খাদিতুং সমথা হত্বা নিব্বত্তেয়্যং”তি
 পথনং ঠপেহা কালং কহা তন্মিয়ং য়েব গেহে মজ্জারী হত্বা
 নিব্বত্তি । ইতরম্পি সামিকো গহেহা “তয়া মে কুল্প-
 চেদো কতো”তি কল্পরজ্জুকাদীহি সুপোঠিতং পোঠেসি । সা
 তেনেবা বাধেন কালং কহা তখেব কুকুটী হত্বা নিব্বত্তা ।

সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—“এবার বুঝি আমার
 সর্বনাশ হইল ।” সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অন্বেষণ করিতে করিতে গর্ভের
 পরিণত অবস্থায় সুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ যোগ করিয়া
 দিল । গর্ভ পরিণত হওয়ায় পতিত হইতে না পারিয়া প্রস্রাবকারে রহিল ।
 তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল । সে সতীনকে
 লক্ষ্য করিয়া কহিল—“তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই
 আমাকে আনিয়া তিনটী ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম ।
 মৃত্যুর পর যেন যক্ষিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে
 খাইতে পারি ।” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ
 করিল । মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিড়ালী হইয়া জন্মিল ।
 স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে”
 বলিয়া কনুই ও হাঁটুরদ্বারা বেদম প্রহার করিল । সেই পীড়াতেই
 তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়ীতে কুকুটী হইয়া জন্মিল ।

কুকুটগুণি বিজায়ি, মজ্জারী আগস্থা তানি খাদি । তুতিয়ম্পি ততি-
 যম্পি খাদিয়েব । কুকুটী “তয়ো বারে মম অণুনি খাদিত্বা ইদানি
 মম্পি খাদিতুকামাসি ? ইতো চুতা সপুত্তং তং খাদিতুং লভেয়্যং”তি
 পথনং কহ্বা ততো চুতা দীপিনী হুত্বা নিব্বত্তি । ইতরা মিগী
 হুত্বা নিব্বত্তি । তস্মা বিজাতকালে দীপিনী আগস্থা তয়ো বারে
 পুত্তকে খাদি । মিগী মরণকালে, “ইমায় মে তিচ্ছত্তুং পুত্তকে
 খাদিত্বা ইদানি মম্পি খাদিম্মতি, ইতোদানি চুতা এতং সপুত্তং
 খাদিতুং লভেয়্যং”তি পথনং কহ্বা যস্বিনী হুত্বা নিব্বত্তি । দীপিনীপি
 ততো চুতা সাবথিয়ং কুলধীতা হুত্বা নিব্বত্তি । সা বুদ্ধিপত্তা
 দ্বারগামকে পতিকুলং অগমাসি । অপরাভাগে পুত্তং বিজায়ি ।
 যস্বিনী তস্মা পিয়সহায়িকাবল্লেনাগস্থা “কুহিং মে সহায়িকা ?”তি ।

কুকুটী ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল ।
 দ্বিতীয় বারও খাইল, তৃতীয় বারও খাইল । কুকুটী বলিল—“তিনবার
 আমার ডিম খাইয়া, এখন আমাকেও খাইতে চাও ? এবার মরিয়া ছেলে
 সহ তোমাকে খাইতে পারি মত যেন হই ।” এই প্রার্থনা করিয়াই সে
 প্রাণ ত্যাগ করিল । সে দীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । অপরাজন মৃগী হইল ।
 সে তিনবার প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার
 শাবক খাইয়া ফেলিল । মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—“এ তিনবার আমার
 শাবক খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে । এবার মরিয়া যেন সপুত্র
 একে খাইতেপারি ।” সে যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । দীপিনী মরিয়া শ্রাবণীতে
 কোন এক মনুষ্য কুলে কণ্ঠা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । সে বড় হইলে
 গ্রামাসরে তাহার বিবাহ হইল । সে পতিগৃহে গেল । কিছুদিন পরে সে
 এক পুত্র প্রসব করিল । যক্ষিণী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া
 জিজ্ঞাসা করিল—“আমার প্রিয় সখী কোথায় ?”

“অন্তোগন্ডে বিজাতা”তি ।

“পুস্তন্নুখো বিজাতা উদাহ ধীতরংতি পন্নিআমি নং”তি পবিসিত্বা পন্নিস্তি বিয় দারকং গহেত্বা খাদিত্বা গতা । পুন বারেপি তথেব খাদি । ততিয়বারে ইতরা গরুভারা হত্বা সামিকং আম-
ন্তেত্বা “সামি, ইমন্সিং ঠানে একা য়ঙ্খিনী মম ধে পুন্তে খাদিত্বা গতা,
ইদানি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়িআমী”তি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়ি ।

৫ । তদা সা য়ঙ্খিনী উদকবারং গতা হোতি । বেঙ্গবগন্ড
হি য়ঙ্খিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো সীসপরম্পরায় উদকং
আরোপেস্তি । তা চতুর্মাসচ্চয়েন পঞ্চমাসচ্চয়েন পি মুচ্চস্তি ।
অপরা কিলন্তকায়ী জীবিতক্কয়ম্পি পাপুগন্তি । সা পন উদকবারতো
মুত্তমত্তাব বেগেন তং ঘরং গন্ত্বা “কুহিং মে সহায়িকা”তি পুচ্ছি ।

“বাড়ীর ভিতর সূতিকাগারে আছে ।”

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে ? আমি তাহাকে দেখিব ।”
এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া
পলায়ন করিল । দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল । তৃতীয় বারে সে অন্তঃ-
সকা হইয়া স্বামীকে সন্ধান করিয়া কহিল—“স্বামিন্, এই স্থানে এক
য়ঙ্খিনী আমার দুই পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়া
প্রসব করিব ।” এই বলিয়া সে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল ।

৫ । তখন যঙ্খিনীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পালা পড়িয়াছিল ।
সে জল দ্বিতে গিয়াছিল । অনোতত্ত হুদ হইতে যঙ্খিনীরা শিরঃ পর-
ম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত । তাহারা
চারিমাসে অথবা পাঁচমাসে এই কাজ হইতে মুক্ত হইত । কেহ কেহ
ক্রান্ত হইয়া মরিয়াও বাইত । সেই যঙ্খিনী জলের পালা হইতে মুক্ত হইবা
মাত্র সবেগে সেই বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সখী কোথায় ?”

“কুহিং ত্বং ন পশ্চিঙ্গসি, তস্মা ইমস্মিং ঠানে জাত জাত দারকে যক্ষিণী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতা”তি ।

“সা যথ বা তথ বা গচ্ছতু ন মে মুচ্চিঙ্গতী”তি বের-বেগেন সমুঙ্গাহিত মানসা নগরাভিমুখী পঞ্চন্দি । ইতরাপি নাম-গহণ দিবসে দারকং নহাপেত্বা নামং কত্বা “সামি, ইদানি সকঘরং গচ্ছামা”তি পুত্রং আদায় সামিকেন সন্ধিং বিহারমঞ্জ্জে মগ্গেন গচ্ছন্তি পুত্রং সামিকঙ্গ দত্বা বিহারপোক্করগিয়া নহাত্তা সামিকে নহায়ন্তে পুত্রং পায়মানা ঠিতা যক্ষিণীং আগচ্ছন্তিঃ দিস্বা সঞ্জানিত্বা “সামি ! সামি !! বেগেনেহি বেগেনেহি অয়ং সা যক্ষিণী”তি উচ্চাসদং কত্বা যাব তস্ম আগমনং সণ্ঠাত্তুং অসক্কোন্তি নিবত্তিত্বা অন্তোবিহারাভিমুখী পঞ্চন্দি । তস্মিং সময়ে

“কোথায়, তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে হয় যক্ষিণী খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিয়াছে ।”

“সে যেইখানেই যাউক না, আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না ।” এই বলিয়া সে বৈরীভাবের প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিত্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল । অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে স্নান করাইয়া নাম রাখিয়া স্বামীকে কহিল—“স্বামিন্, এখন চল আপন ঘরে যাই ।” এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহারপুষ্করিণীতে স্নান করিল । আবার স্বামী স্নান করিবার সময় পুত্রকে নিজে লইয়া স্থিতাবস্থায় স্তম্ভপান করাইতে লাগিল । ইত্যবসরে যক্ষিণী সেইদিকে আদিত্তেছে দেখিতে পাইল । যক্ষিণীকে চিনিতে পারিয়া সে আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো ! ওগো ! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, ঐ সে যক্ষিণী ।” স্বামীর আসা যাবৎ স্থিত থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া বিহার অভিমুখে দৌড়িয়া গেল । সেই সময়ে

সখা পরিসমজ্ঞে ধম্মং দেসেতি । সা পুত্রং তথাগতজ্ঞ পাদপীঠে নিপজ্জাপেহা “তুমহাকং ময়া এস দিম্মো, পুত্রজ্ঞ মে জীবিতং দেখা”তি আহ । দ্বার কোট্টকে অধিবথো স্তমনো নাম দেবো যক্কিনিয়া অন্তো পবিসিতুং নাদাসি ।

৬ । সখা আনন্দথেরং আমন্তেহা “গচ্ছানন্দ, তং যক্কিনিং পক্কোসাহী”তি আহ । থেরো পক্কোসি । ইতরা “অয়ং ভন্তে, আগচ্ছতী”তি আহ ।

৭ । সখা—“এতু মা সদমকাসী”তি বহা তং আগম্মা ঠিতং “কম্মা এবং করোসি, সচে তুমহে মাদিসম্ম বুদ্ধম্ম সম্মুখীভাবং নাগমিম্মথ ইম্মফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কল্পট্ঠিতিকং

শাস্তা পরিসদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন । স্ত্রীলোকটি ছেলে-টিকে তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—“একে আপনাকে দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন ।” দ্বারপ্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী স্তমন নামক দেবতা যক্কিনীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ।

৬ । শাস্তা আনন্দ স্তবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“যাও আনন্দ, সেই যক্কিনীকে ডাক ।” স্তবির তাহাকে ডাকিলেন । স্ত্রীলোকটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—“ভন্তে, ঐ আসিতেছে ।”

৭ । শাস্তা বলিলেন—“আসুক, শব্দ করিও না ।” যক্কিনী আসিয়া দাড়াইলে স্তাহাকে শাস্তা কহিলেন—“কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদশ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কুম্বর্ণ ভল্লুক ও ফন্দন বৃক্ষের * গ্রায় এবং কাকোলুকের + গ্রায় তোমাদের শক্রতা কল্পকাল স্থায়ী হইত,

* ফন্দন জাতক দ্রষ্টব্য । + উলুক জাতক দ্রষ্টব্য ।

বো বেরং অভবিম্, কস্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি
অবেরেন উপসম্মতি, নো বেরেনা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো”তি । ৫

৮ । তথ “নহি বেরেনা”তি—যথা হি খেলসিজ্জাণিকাদি অসুচি
মঙ্কিতট্টানং তেহেব অসুচীহি. ধোবন্তো সুদ্ধং নিগন্ধং কাতুং
অসক্কোন্তি ; অথ খো তং ঠানং ভীয়োসোমভায় অসুদ্ধতরঞ্চ
দুগন্ধতরঞ্চ হোতি ; এবমেবং অক্কোসন্তুং পচ্চক্কোসন্তো পহরন্তুং
পটিপহরন্তো বেরেন বেরং বূপসমেতুং ন সক্কোতি । অথ খো
ভীয়ো বেরমেব করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি
কালে ন সম্মন্তি, অথ খো বডন্তিয়েব ।

কেন পরম্পরে শক্রতা আচরণ করিতেছ ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়,
বৈরদ্বারা নহে।” ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

“বৈরীতায় বৈরীভাব সাম্য নহে কদাচন,
অবৈরেতে সাম্য হয় ইহা ধর্ম সনাতন ।” ৫

৮ । তথায় “বৈরীতায় নহে”—যেমন খুখু-শিখনী আদি অশুচি পদা-
র্থের দ্বারা মঙ্কিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধোত করিয়া বিশুদ্ধ
ও নির্গন্ধ করা যায় না ; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অবিশুদ্ধ
ও দুর্গন্ধ হয় ; সেইরূপ আক্রোশ ও প্রতিক্রোশ করিয়া, প্রহার প্রতি-
প্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় না । অধিকন্তু
তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয় । সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা
কম্বিনকালেও সাম্য হয় না, বরঞ্চ বর্দ্ধিত হয় ।

“অবেরেন চ সম্মন্তী”তি—যথা পন তানি খেলাদীনি অশু-
চীনি বিপ্লসম্মেন উদকেন ধোবিয়মানানি নশ্মন্তি, তং ঠানং স্কন্ধঃ
হোতি নিগ্গন্ধঃ ; এবমেব অবেরেন, খন্তিমন্তোদকেন, য়োনিমো-
মনসিকারেন, পচ্চবেক্ষণেন বেরানি বৃপসম্মন্তি, পটিপ্পম্মন্তি,
অভাবং গচ্ছন্তি ।

“এস ধম্মো সনন্তনো”তি—এস অবেরেন বেকুপসমন
সম্মাতো পোরাগকো ধম্মো সবেবসং বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীণাসবানং
গতমগোতি ।

৯ । গাথাপরিয়োসানে যক্ষিনী সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিহি,
সম্পত্তপরিমায় পি দেসনা মাথিকা অহোসি ।

সথা তং ইথিং আহ—“এতিম্মা তব পুত্তং দেহী”তি ।

“ভায়ামি ভন্তে”তি ।

“অবৈরেতে সাম্য হয়”—যেমন পরিষ্কার জলদ্বারা ধোত হইলে নিষ্টিবনাদি
অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ হয় ; তদ্রূপ
অবৈরী ভাবেরদ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রীদ্বারা, সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও
প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতা ভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয় ।

“ইহা ধর্ম সনাতন”—অবৈরদ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা
পুরাতন ধর্ম, সকল বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবগণের অবলম্বিত মার্গ ।

৯ । গাথা অবসানে যক্ষিনী সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।
উপস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

শান্তা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—“তোমার ছেলেটি যক্ষিনীকে দাও ।”

“ভন্তে, আমার ভয় হইতেছে ।”

“মা ভায়ি, নখি তে এতং নিয়ায় পরিপন্থো”তি । সা তস্মা পুস্তং অদাসি । সা তং চুশ্বিত্বা আলিঙ্গিত্বা পুন মাতুয়েব দত্ত্বা রোদিতুং আরভি । অথ নং সখা—“কিমেতং”তি পুচ্ছি ।

“ভন্তে, অহং পুৰে যথা বা তথা বা জীবিকং কল্পেস্তীপি কুচ্ছিপূরং নালখং, ইদানি কথং জীবিত্যামী”তি ।

অথ নং সখা—“মা চিন্তয়ী”তি সমস্মাসেত্বা তং ইথিং আহ—“ইমং নেত্বা অভনো গেহে নিবেসেত্বা অগ্গয়াণ্ডভন্তেহি পটিজ্জাহী”তি ।

১০ । সা তং নেত্বা পিট্ঠিবংসে পতিট্ঠাপেত্বা অগ্গয়াণ্ড ভন্তেহি পটিজ্জগি । তস্মা বীহি পহরণকালে মুসলং মুদ্ধং পহরণ্তং বিয় উপট্ঠাতি । সা সহায়িকং আমন্তেত্বা “ইমস্মিং ঠানে বসিতুং ন সন্ধিআনি, অগ্রথ মং পতিট্ঠাপেহী”তি বত্বা

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না ।” সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল । যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুশ্বন ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল । শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ’ আবার কি ?”

“ভন্তে, আমি পূর্বে যেমন তেনম ভাবে জীবিকার্জন করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব ?”

অতঃপর শাস্তা—“চিন্তা করিও না” এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই জীলোকটিকে কহিলেন—“ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্র খাউ-ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে ।

১০ । সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (টেঁকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্র খাউ-ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল । ধান ভাণিবার সময় তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুষলের আঘাত পড়িতেছে । সে সখীকে ডাকিয়া কহিল—“এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অগ্র যায়গায় রাখ ।”

মুসলমালায়, উদকচাটিয়ং, উদ্ধনে, নিম্বকোসে, সঙ্কারকূটে, গামধারেতি এতেসু ঠানেসু পতিষ্ঠাপিতাপি “ইধ মে মুসলং সীসং ভিন্দন্তুং বিয় উপঠাতি, ইধ দারকা উচ্চিষ্ঠজলং ওতারেস্তু, ইধ সুনথা নিপ-জ্জন্তু, ইধ দারকা অস্চিং “করোন্তু, ইধ কচবরং ছডেত্তু, ইধ গামদারকা লক্ষ্যোগং করোন্তু”তি সর্বানি তানি পটি-ক্షপি । অথ নং বহিগামে বিবিত্তোকাসে পতিষ্ঠাপেত্তা তথস্মা অগয়াগুভদ্রাদীনি হরিংসু । সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে স্কবুট্ঠিকা ভবিস্তুতি, থলঠানে সস্মং করোহি ; ইমস্মিং সংবচ্ছরে দুবুট্ঠিকা ভবিস্তুতি নিষ্ঠানেয়েব করোহী”তি সহায়িকায় আরোচেতি ।

১১ । সেসজনেহি কতসস্মং অতিউদকেন বা অনোদকেন বা নস্তুতি, তস্মা অতিবিয় সম্পজ্জতি । অথ নং “সস্ম,

তাহার কুচি অনুসারে ক্রমে টেঁকিঘরে, জলের চাড়িতে, উনুনে, সাঁইচে, আশ্ঠাকুঁড়ে ও গ্রামধারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও “এখানে আমার মাথায় মুষলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা এঁটো-জল ফেলে, এখানে কুকুর শোয়, এখানে ছেলেরা অশুচি করে, এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলেরা লক্ষ্যবেধ করে ।” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল । অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেখানে তাহাকে অগ্রঘাউ-ভাত ইত্যাদি নিয়া দিতে লাগিল । সে তাহার সখীকে বলিত—“এই বৎসর সুরষ্টি হইবে উচ্চ জমিতে শস্য রোপণ কর ; এই বৎসর অনারষ্টি হইবে নিম্ন ভূমিতে শস্য রোপণ কর ।”

১১ । আর সকলের ফল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার বেশ সূজনা হইত । অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—“হে বকু,

তয়া কতসঙ্গং নেব অচ্চোদকেন ন অনোদকেন নস্মতি, সুব্বুট্ঠি দুব্বুট্ঠিভাবং এত্বা কস্মং করোসি, কিম্মুখো এতং ?”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং সহায়িকা যস্মিনী সুব্বুট্ঠি দুব্বুট্ঠি ভাবং আচিস্খতি, ময়ং তস্মা বচনেন খলনিম্নেসু সঙ্গাদীনি করোম, তেন নো সম্পজ্জতি, কিং ন পস্মথ নিবন্ধং অমহাকং গেহতো য়াণ্ডভত্তাদীনি হরীয়মানানি ? তানি এতিস্মা হরীয়ন্তি । তুমেহপি এতিস্মা অগয়াণ্ডভত্তাদীনি হরুথ, তুমহাকম্পি কস্মন্তে ওলো-কেস্মতী”তি । অথস্মা সকল নগরবাসিনো সঙ্কারং করিংসু সাপি ততো পট্ঠায় সবেসং কস্মন্তে ওলোকেস্মি লাভগগ্নত্তা অহোসি মহাপরিবারা । সা অপরভাগে অট্ঠ সলাকভত্তানি পট্ঠপেসি, তানি যাবজ্জকালং দীয়ন্তিয়েবাতি ।

তোমার শস্ত্র জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি ? কেন এমন হয় ?”

“আমার সখী যস্মিনী সুবৃষ্টি-দুবৃষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শস্ত্র বুনি, তাই আমাদের সূজন্যা হয় । দেখনা আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য ঋণ্ডভাত নিয়া যাওয়া হয় ? তাহা ওর জন্তু নেওয়া হয় । তোমরাও তাহাকে অগ্রযাণ্ডভাত দাও, তোমাদের কাজ-কর্মের প্রতিও নজর রাখিবে ।” অতঃপর সকল নগর-বাসীরা তাহার সংকার করিতে লাগিল । সেও তখন হইতে সকলের কাজ-কর্ম দেখিতে লাগিল । তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বহুলোক তাহার অনুগত হইল । পরে সে অনুক্রমে তাহাকে ভাত দিবার জন্তু আটটি পাল্লা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল । আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে ।



কোসম্বক-বথু । ৫

১। “পরে চ ন বিজ্ঞানন্তী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো কোসম্বকে ভিক্ষু আরবু কথেসি ।

২। কোসম্বিয়ং হি ঘোসিতারামে পঞ্চসত পঞ্চসত পরিবারা দে ভিক্ষু বিহরিংসু বিনয়ধরো চ ধম্মকথিকো চাতি । তেসু ধম্মকথিকো একদিবসং সরীরবলঞ্জং কত্বা উদককোর্টকে আচমন-উদকাবসেসং ভাজনে ঠপেত্বা নিস্কমি, পছা বিনয়ধরো তথ পবির্টেঠা তং উদকং দিস্বা নিস্কমিত্বা ইতরং পুচ্ছি “আবুসো, তয়া উদকং ঠপিতং”তি ?

কৌশাম্বীক উপাখ্যান । ৫

১। “পরেরা জানে না” এই ধম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় কৌশম্বীয় ভিক্ষুদিগের কথাপ্রসঙ্গে कहিয়াছিলেন ।

২। কৌশম্বীর ঘোষকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধম্মকথিক দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন । প্রত্যেকের পাঁচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল । তাহাদের মধ্যে ধম্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে আচমন-জলাবশেষ জলাধারে রাখিয়া নিস্ক্রান্ত হইলেন । পশ্চাৎ বিনয়ধর সেখানে প্রবেশ করিয়া সেইজল দেখিতে পাইলেন । তিনি তাহা দেখিয়া নিস্ক্রান্ত হইয়া অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “আবুস, আপনি ওখানে জল রাখিয়াছেন ?”

“আম আবুসো”তি ।

“কিং পনেথ আপত্তিভাবং নজানাসী”তি ?

“আম ন জানামী”তি ।

“হোতাবুসো, এথ আপত্তী”তি ।

“তেন হি পটিকরিমামি নং”তি ।

“সচে পন তে আবুসো, অসন্ধিচ্চ অসতিয়া কতং নপি আপত্তী”তি ।

৩। সো তস্মা আপত্তিয়া অনাপত্তিদিট্টি অহোসি ।
বিনয়ধরোপি অন্তনো নিম্মিতকানং “অয়ং ধর্মকথিকো আপত্তিং
আপজ্জমানোপি নজানাতী”তি আরোচেসি । তে তস্ম নিম্মিতকে
দিস্বা “তুমহাকং উপজ্জায়ো আপত্তিং আপজ্জিহ্বাপি আপত্তিভাবং
ন জানাতী”তি আহংসু । তে গয়্বা অন্তনো উপজ্জায়আরোচেসুং ।

“হাঁ, আবুস ।”

“ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না ?”

“না. জানি না ।”

“আবুস, ইহাতে ‘আপত্তি’ হয় ।”

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব ।”

“আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া
থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তি হইবে না ।”

৩। ধর্মকথিক ইহা ‘আপত্তি’ নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন ।
বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন— “এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত
হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহার ধর্মকথিকের শিষ্যদিগবে
দেখিয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না
‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহার গিয়া নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন

বঙ্গো]

কোসম্বক-বথু—৫

সো এবমাহ—“অয়ং বিনয়ধরো পুৰ্বে অনাপত্তিঃ ~~ইতি ইতি ইতি~~ আপত্তীতি বদতি, মুসাবাদি এসো”তি।

তে গম্বা “তুমহাকং উপস্থায়ো মুসাবাদী”তি আহংসু। এবং অশ্রমশ্রমঃ কলহং বডচয়িংসু।

৪। ততো বিনয়ধরো ওকাসং লভিত্বা ধর্মকথিকম্ আপত্তিয়া অদমনে উক্ষেপনীয়কম্মং অকাসি। ততো পঠ্যায় তেসং পচয়-দায়কা উপঠ্যাকাপি ধে কোঠ্যাসা অহেসুং। ওবাদপটিগাহকা ভিক্ষুনিয়েো পি আরক্কদেবতাপি সন্দিঠ সন্তত্তা আকাসঠা দেবতাপীতি যাব ব্রহ্মলোকা সন্বে পুথুজ্জনা ধে পক্ষা অহেসুং। চাতুম্মহারাজিকং আদিং কত্বা যাব অকণিঠকভবনা পনীদং কোলাহলং অগমাসি।

তিনি এইরূপ কহিলেন— “এই বিনয়ধর পূর্বে ‘অনাপত্তি’ বলিয়া, এখন বলিতেছেন ‘আপত্তি;’ ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী।”

তাঁহার ঝাইয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।” এইরূপে পরস্পরের মধ্যে কলহ বদ্ধিত হইল।

৪। অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, ধর্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি জ্ঞান করেন নাহি, এই অজুহাতে তাঁহাকে উক্ষেপনীয় নামক দণ্ডকর্ম প্রদান করিলেন। সেই হইতে তাঁহাদের অনবঙ্গ দায়ক উপস্থাপকেরাও ছই ভাগ হইল। যে সকল ভিক্ষুণী তাঁহাদের কাছে ধর্মোপদেশ শুনিতেন তাঁহারাও ছই ভাগ হইলেন। তাঁহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও ছই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রক্ষাদেবতাদের বহুবান্ধব আকাশস্থ দেবতারাও বিধা বিভক্ত হইলেন। ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল পৃথগ্জনই ছই পক্ষ হইলেন। চাতুম্মহারাজিক হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার লাভ করিল।

৫। অথেকো অশ্রুতরো ভিক্ষু তথাগতং উপসংকমিত্বা উক্লেপকানং ধম্মিকেনেবায়ং কস্মেন উক্খিত্তো, উক্খিত্তানুবত্তকানং অধম্মিকেন কস্মেন উক্খিত্তোতি লদ্ধিং, উক্লেপকেহি বারিয়মানা-
নম্পি চ তেসং তং অনুপরিবারেত্বা বিচরণভাবং আরোচেসি।

৬। ভগবা “সমগ্গা কির হোন্তু”তি ষে বারে পেসেত্বা “নয়িচ্ছন্তি ভন্তে. সমগ্গা ভবিতুং”তি স্ত্বা তত্তিয়বারে “ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো, ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো”তি তেসং সন্তিকং গস্ত্বা উক্লেপ-
কানং উক্লেপনে ইতরেসঞ্চ আপত্তিয়া অদম্মনে আদীনবং কথেত্বা পুন তেসং তথেব একসীমায় উপোসথাদীনি অনুজানিত্বা ভত্তগাদীসু ভণ্ডনজাতানং আসনন্তুরিকায় নিসীদিতব্বন্তি ভত্তগে

৫। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—
“বর্জনকারীরা বলিতেছেন— “ধর্ম্মানুসারেই বর্জন করা হইয়াছে .’
বর্জিতেরপক্ষদের বিশ্বাস ‘অধর্ম্মানুসারে বর্জন করা হইয়াছে।’ বর্জকেরা
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।”

৬। ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন— “এক হও।”
দুই বারই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল— “ভন্তে, তাঁহারা এক হইতে
ইচ্ছা করেন না ?” ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে ভগবান বলিয়া উঠিলেন—
“ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল ! ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল !” ভগবান তাহাদের নিকট
গিয়া বর্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বর্জন কাষের কুফল এবং অপরপক্ষকে
তাঁহাদের দোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়াদিলেন। তাঁহাদিগকে
আবার একসীমায় উপোসথকর্ম্মাদি করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায়
দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (আনন্তরিক ভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাসনে

বত্তং পপ্রাণপেত্বা “ইদানি ভগুনজাতা বিহরন্তী”তি স্ত্বা ভুথ
 গস্ত্বা “অলং ভিক্ষবে, মা ভগুনং”তি আদীনি বহা “ভিক্ষবে,
 ভগুন, কলহ, বিগ্গহ, বিবাদা নামেতে অনথকারকা, কলহং
 নিম্মায় হি লটুকিকাপি সকুণিকা হথিনাগং জীবিতক্কয়ং
 পাপেসী”তি লটুকিক জাতকং কথেন্না “ভিক্ষবে, সমগ্গা হোথ
 মা বিবদথ, বিবাদং নিম্মায় হি অনেকসহস্স বট্টকা জীবিতক্কয়ং
 পত্তা”তি বট্টকজাতকং কথেসি ।’

৭ । এবম্পি তেসু ভগবতো বচনং অনাদিয়ন্তেসু অপ্রতরেন ধম্ম-
 বাদিনা তথাগতস্স বিহেসং অনিচ্ছন্তেন “আগমেতু ভন্তে ভগবা ধম্ম-
 ঞ্চামি, অগ্নোঙ্গুক্কে ভন্তে ভগবা, দিট্টধম্মসুখবিহারমমুযুত্তো বিহরতু,

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন । ইহার পরেও শাস্তা
 শুনিতে পাইলেন— “ভিক্ষুরা এখনও ভিন্ন হইয়া আছেন ।” তিনি
 তাঁহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, নিম্প্রয়োজন, ভিন্ন হইও
 না” ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, ভেদ, কলহ,
 বিগ্রহ, বিবাদ এই সব অনর্থকর । কলহের জন্ত চড়ুই পক্ষীও হস্তীনাগের
 প্রাণনাশ করিয়াছিল ।” এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন—শাস্তা আবার
 কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, এক হও, বিবাদ করিও না ; বিবাদের জন্ত অনেক সহস্র
 বর্তক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” এই বলিয়া তিনি বত্তক জাতক কহিলেন ।

৭ । এত বলা সত্ত্বেও তাঁহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না,
 তখন একজন ধর্ম্ববাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্রান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা না
 করিয়া কহিলেন— “প্রভু ভগবন্ ধর্ম্মস্বামী, আপনি ক্রান্ত হউন, উৎকর্থা বিহীন
 চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধর্ম্মপ্রসূত সুখে অনুযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করুন ।

ময়মেতেন ভণেনে কলহেন নিগ্গহেন বিবাদেন পশ্চায়িগ্গামা”তি
বুত্তে অতীতং আহরি :—

“ভূতপুৰ্ব্বং ভিক্ষবে, বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তো নাম কাসি-
রাজা অহোসী”তি ব্রহ্মদত্তেন দীঘীতিগ্গ কোসলরশ্ৰেণা রজ্জং
অচ্ছিন্দিত্বা অশ্ৰাতকবেসেন বসন্তুগ্গ পিতুনো মারিতভাবশ্চেব
দীঘায়ুকুমারেন অন্তনো জীবিতে দ্বিন্নে ততো পট্টায় তেসং সমগ্গ
ভাবশ্চ কথেষা “তেসং হি নাম ভিক্ষবে, রাজানং আদিম্মদগ্গানং
আদিম্মসথানং এবরুপং খন্তিসোরচ্চং ভবিম্মতি, ইধ খো তং ভিক্ষবে,
সোভেথ য়ং তুম্হে এবং স্বাক্ষাতে ধন্যবিনয়ে পব্বজিতা সমানা
খমা চ ভবেয়্যাথ সোরতা চা”তি ওবদিত্বাপি নেব তে সমগ্গে
কাতুং সঙ্খি ।

আমরা তেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ভাবই দেখাইব ।” এইরূপ
বলিলে শাস্তা! অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন”
এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক কোশল রাজ দীঘীতির রাজ্যা-
চ্ছেদ, কুমার দীঘায়ুর অজ্ঞাত বাস, তাহার পিতার নিধন ও তৎকর্তৃক
কাশীরাজের জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাদি
বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের আয় রাজাদেরও
যদি বিনাদেও বিনামন্ত্রে এইরূপ ক্ষান্তি-সৌরাগ্গভাব হয়, এমত স্থলে
কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায় ? যেহেতু তোমরা এমন স্ত্র আখ্যাত
ধর্ম-বিনয় সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়াছ ক্ষমাশীল ও সহৃদয় হইবে ।
এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাদিগকে মিলাইতে পারিলেন না ।

৮ । সো তায় আকিণ্ণবিহারতায় উৎকৃষ্টিতৌ “অহং খো ইদানি আকিণ্ণো দুষ্ক্খং বিহরামি, ইমে চ ভিক্ষু মম বচনং ন করোন্তি, যন্নুনাহং এককোব গণমহা বৃপকট্টো বিহরেয়াং”তি চিন্তেত্বা কোসম্বিয়ং পিণ্ডায় চরিত্বা অনপলোকেত্বা ভিক্ষুসংঘং এককোব অন্তনো পত্তচীবরমাদায় বালকলোণকারামং গস্তা তথ ভগুথেরস্স একচারিকবত্তং কথেত্বা পাচিন্বেস মিগদায়ে তিন্নং কুলপুত্তানং সামঞ্জিরসানিসংসং কথেত্বা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি । তত্রসুদং ভগবা পারিলেয়্যকং উপনিম্মায় রক্ষিতবনসণ্ডে তদসালমূলে পারিলেয়্যকেন হত্থিনা উপর্টহিয়মানো ফাসুকং বস্সাবাসং বসি ।

৯ । কোসম্বিবাসিনোপি খো উপাসকা বিহারং গস্তা সণ্ধারং অপস্সস্তা “কুহিং ভন্তে, সণ্ধা”তি পুচ্ছিত্বা —

৮ । তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাসে উৎকৃষ্টিত হইয়া কহিলেন—“আমি এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া দুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব ।” তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কোশম্বীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসম্মুখে অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালকলোণকারামে গেলেন । তথায় ভগু স্থবিরকে একচারিক ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ যুগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । সেইখানে ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্রশালমূলে পারিলেয়্যক হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে বসাবাস করিতেছিলেন ।

৯ । কোশম্বীবাসী উপাসকেরা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, শাস্তা কোথায় ?”

“পারিলেয়্যকবনসগুং গতো”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“অমেহ সমগ্গে কাতুং বায়মি, ময়ং পনন সমগ্গা অহমহা”তি ।

“কিং ভন্তে, তুমেহ সথুসন্তিকে পব্বজিত্তা তস্মিং সামগ্গিং
করোন্তে সমগ্গা নাহবথা”তি ?

“এবমাবুসো”তি ।

মনুস্সা— “ইমে সথুসন্তিকে পব্বজিত্তা তস্মিং সামগ্গিং করোন্তেপি
সমগ্গা ন জাতা, ময়ং ইমে নিস্সায় সথারং দট্টুং ন লভিমহ,
ইমেসং নেব আসনং দস্সাম ন অভিবাদনাদীনি করিস্সামা”তি ।

১০ । তে ততো পট্টায় তেসং সামীচিমত্তম্পি ন করিংসু ।
তে অপ্লাহারতায় স্সম্মানা কতিপাহেনেব উজ্জুকা হুহা

“পারিলেয়্য বনে গিয়াছেন।”

“কেন ?”

“আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত হই নাট।”

“ভন্তে, আপনারা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে
চাহিলেও আপনারা মিলিলেন না ?”

“এইরূপই আবুস।”

মনুষ্যেরা কহিল—“এই ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া,
তিনি মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের স্ত্র
শাস্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বসিবার আসনও দিব না, অভি-
বাদনাদিও করিব না।”

১০ । সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সৎকার পর্য্যন্ত করিল না । ভিক্ষুরা
অপ্লাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই উজু হইয়া

অশ্রমশ্রমঃ অচয়ং দেসেহা খমাপেহা “উপাসকা, ময়ং সমগ্গা
জাতা, তুম্হে পি নো পুরিমসদিসা হোথা”তি আহংসু ।

“খমাপিতো পন বো ভন্তে, সথা”তি ?

“ন খমাপিতো আবুসো”তি ।

“তেন হি সথারং খমাপেথ, সথু খমাপিতকালে ময়ম্পি ।
তুমহাকং পুৰ্বসদিসা ভবিম্মায়া”তি ।

তে অন্তোবম্মভাবেন সথু সন্তিকং গম্মুং অবিসহন্তা দুস্কেন তং
অন্তোবম্মং বীতিনামেসুং । সথা পন তেন হথিনা উপট্টহিয়মানো
সুথং বসি ।

১১ । সোপি হি হথিনাগো গণম্পহায় ফাসুবিহারথায়ৈব
তং বনসগুং পাবিসি ।

পরম্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ কবিয়া ক্ষমা চাহিলেন । ক্ষমা চাহিয়া
উপাসকগণকে কহিলেন—“হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপ-
নারাও পূর্বের গায় হউন ।”

“ভন্তে, শাস্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি ?”

“না, ক্ষমা করেন নাই, আবুস ।”

“তাহা হইলে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শাস্তা ক্ষমা করিলে
আমরাও আপনাদের নিকট পূর্ব সদৃশ হইব ।”

অন্তবর্ষা হেতু তাঁহারা শাস্তার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না ।
ছুঃখের সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন । শাস্তা কিন্তু সেই হস্তীর
সেবা-শুশ্রূষায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।

১২ । সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইয়া সুখে বাস করিবার জগুই
সেই বনগহনে প্রবেশ করিল ।

যথাহ— “অহং খো আকিরো বিহরামি হ্থীহি হ্থিনীহি
হ্থিকলভেহি হ্থিচ্ছাপেহি, ছিন্নগানি চেব তিগানি খাদামি,
ওভগ্নোভগ্নঞ্চ মে সাখাভঙ্গং খাদন্তি, আবিলানি চ পানীয়ানি
পিবামি, ওগাহন্তুস্স চ মে উত্তিগ্গস্স হ্থিনিয়ো কায়ং উপনিঘং-
'সন্তিয়ো গচ্ছন্তি, যন্নুনাহং একোব গণমহা বৃপকট্টো বিহরেয়াং”তি ।

১২ । অথ খো সো হ্থিনাগো যুথা অপকস্ম যেন পারিলেয়্যকং
রক্ষিতবনসগুং ভদসালমূলং যেন ভগবা তেনুপসংকমি উপসংকমিত্তা
পন ভগবন্তুং বন্দিত্তা ওলোকেন্তো অপ্রং কিঞ্চি অদিস্সা ভদ-
সালমূলং পাদেন পহরন্তো তচ্ছেত্বা সোণায় সাখং গহেত্বা
সম্মজ্জি । ততো পট্টায় সোণায় ঘটং গহেত্বা পানীয়ং পরি-
ভোজনীয়ং উপট্টাপেতি, উণেহাদকেন অথেসতি উণেহাদকং

যথা বলা হইয়াছে-- “আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু
সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, তাহাদের ছিন্নাগ্রতৃণ খাইতে
হইতেছে, আমার ভাঙ্গা ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল
পান করিতে হইতেছে, স্নান করিয়া উঠিবার সময় হস্তিনীসকল গা
ধৌসিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাস
করিব ।”

১২ । অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়াবনে
রক্ষিত ঘনবনাংশে ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেছেন
তথায় উপস্থিত হইল । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল । তথায়
অবলোকন করিয়া অল্প কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ
পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল । শুণ্ডের দ্বারা শাখা লইয়া
সম্মার্জন (পরিষ্কার) করিল । সেই হইতে শুণ্ডের দ্বারা ঘট লইয়া
পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে

পটিয়াদেতি । কথং ? ইথেন কট্টানি ঘংসিত্বা অগ্গিং পাতেতি, তথ দাক্কানি পক্ষিপন্তো জালেত্বা তথ তথ পাসাণে পচিত্বা দারুথণ্ডকেন পবট্টেত্বা পরিচ্ছিন্নায় খুদকসোণ্ডিয়ং থিপতি, ততো ইথং ওতারেত্বা উদকম্ম তত্তভাবে জানিত্বা গম্মা সথারং বন্দতি । সথা “উদকং তে তাপিতং পারিলেয়্যা”তি বত্বা তথ ~~গম্মা~~ নহায়তি । অথম্ম নানাবিধানি ফলানি আহরিত্বা দেতি ।

১৩ । যদা পন সথা গামং পিণ্ডায় পবিসতি, তদা সথু পত্তচীবরমাদায় কুন্তে পতিট্টাপেত্বা সথারা সন্ধিং য়েব গচ্ছতি, সথা গামূপচারম্পত্বা “পারিলেয়্যা, ইতো পট্টায় তং গম্মং ন সকা, আহর মে পত্তচীবরং”তি আহরাপেত্বা গামং পবিসতি । সো পি যাব সথু নিষ্কমণা তথ্বেব ঠত্বা সথু আগমনকালে

জল গরম করিয়া দিত । কি প্রকারে ? শুণ্ডের দ্বারা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্ঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জালিত, তথায় তথায় পাবাণ খণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাষ্ঠশুণ্ডের দ্বারা উন্টাইয়া ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শুণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্ততাব পরীক্ষা করিত, তপ্ততাব জানিয়া, যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিত । তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিতেন— “পারিলেয়্যা, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি ?” এই বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন । অতঃপর ভগবানের জন্তু নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া দিত ।

১৩ । যখন শাস্তা গ্রামে পিণ্ডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন হস্তী শাস্তার পাত্রচীবর লইয়া কুন্তোপরি স্থাপন করতঃ শাস্তার সঙ্গেই যাইত । শাস্তা গ্রামের উপচার সীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন— “পারিলেয়্যা, ইহার পর তুমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাত্রচীবর আমাকে দাও ।” শাস্তা পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । হস্তী শাস্তার নিষ্ক্রমণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত । তাঁহার প্রত্যাবর্তন সময়

পক্ষুগ্গমনং কত্বা পুরিমনয়েনেব পত্ৰচীবরং গহেত্বা বসনট্টানে
ওতারেত্বা বস্তং দম্বেত্বা সাখায় বীজতি । রত্নিং বালমিগপরিপশ্ব
নিবারণখং মহন্তং দণ্ডং সোণ্ডায় গহেত্বা সখারং রক্ষিআমী”তি যাব
অরুণুগ্গমনা বনসগুপ্ত অন্তরন্তরে বিচরতি ।

১৪ । ততো পট্টায়েব কির সো বনসগুপ্তো “রক্ষিতবনসগুপ্তো”
নাম জাতোতি । অরুণে উগ্গতে মুখোদকদানং আদিং কত্বা
তেনেব উপায়েন সৰ্ববস্তানি করোতি ।

১৫ । অথেকো মক্কেটো তং হপিং উট্টায় সমুট্টায়
দিবসে দিবসে তথাগতপ্প আভিসমাচারিকং করোন্তং দিস্বা
“অহম্পি কিঞ্চিদেব করিআমী”তি বিচরন্তো একদিবসং নিম্ম-
ক্ষিকং দণ্ডকমধুং দিস্বা দণ্ডকং ভঞ্জিত্বা দণ্ডকেনেব সন্ধিং

আঙবাড়াইয়া লহিত ও পূর্কের ত্রায় পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে
নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখারদ্বারা বাতাস দিত । রাত্রে
হিংস্রজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্ত গুপ্তের দ্বারা বৃহৎদণ্ড গ্রহণ করিয়া
“শাস্তাকে রক্ষা করিব” এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্যাস্ত বনগহনের
অন্তরান্তরে বিচরণ করিত ।

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রক্ষিতবনসগুপ্ত ।”
হস্তী অরুণ উদয়ে মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই
নিয়মে সম্পাদন করিত ।

১৫ । অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তথা-
গতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—“আমিও
কিছু করিব ।” বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা
বিহীন এক মৌচাক দেখিতে পাইল । সেই দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দণ্ড সহিতই

মধুপটলং সথু সন্তিকং আহরিহ্বা কদলিপত্ভং ছিন্দিহ্বা তথ ঠপেহ্বা
 অদাসি । সথা গণিহ্ব । মক্কেটো ‘করিঅতি নুখো পরিভোগং ন
 করিঅতী’তি ওলোকেন্তো গহেহ্বা নিসিন্নং দিস্বা কিন্নুখো’তি চিন্তেহ্বা
 দণ্ডকোটয়ং গহেহ্বা পরিবন্তেহ্বা উপধারেন্তো অণ্ডকানি দিস্বা তানি
 সনিকং অপনেহ্বা অদাসি । সথা পরিভোগমকাসি । সো তুর্টমানসো
 তং তং সাখং গহেহ্বা নচ্চন্তো, অট্টাসি । অথঅ গহিতসাখাপি
 অক্কন্তুসাখাপি ভিজ্জি । সো একস্মিং খাণুকমথকে পতিহ্বা
 নিব্বিদ্ধগন্তো সথরি পসনেনেব চিন্তেন কালং কহ্বা তাবতিংস
 ভবনে তিংসয়োজ্জনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তি ; অচ্ছরাসহস্রপরি-
 বারো অহোসি ।

মৌচাকখানা শাস্তার নিকট লইয়া আসিল । একখণ্ড কদলী পত্র ছিঁড়িয়া
 পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শাস্তাকে প্রদান করিল । শাস্তা তাহা
 গ্রহণ করিলেন । “শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিন্তা করিয়া
 বানর চাহিয়া রহিল । বানর দেখিল শাস্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া
 আছেন । ‘তাহার কারণ কি’ চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ
 করিয়া মৌচাকখানা উন্টাইয়া দেখিল । তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার
 ডিম্ব রহিয়াছে । মক্ষিকার ডিম্বগুলি বিদূরিত করিয়া প্রদান করিল । শাস্তা
 মধু পান করিলেন । তাহাতে বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শাখা হইতে
 শাখান্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল । অতঃপর তাহার গৃহীত ও
 আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল । সে এক স্থাপুর (গোজার) উপর পড়িল,
 তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল । এই আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল ।
 মৃত্যুকালীন শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিন্তে মরিয়া তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন
 বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল । তথায় সহস্র অঙ্গুরা পরিবৃত হইয়াছিল ।

১৬। তথাগতস্য তথ হথিনাগেন উপট্ঠিয়মানস্য বসনভাবো সকল জম্বুদীপে পাকটো অহোসি। সাবথিনগরতো অনাথপিণ্ডিকো। বিসাখা মহাউপাসিকাতি এবমাদীনি মহাকুলানি আনন্দথেরস্য সাসনং পহিণিংসু—“সথারং নো ভন্তে, দম্মেথা”তি। দিসাবাসিনো পি পঞ্চসতা ভিক্ষু বুদ্ধবজ্জা আনন্দথেরং উপসংকমিত্তা “চিরসুতা নো আনন্দ, ভগবতো সম্মুখা ধম্মি কথা। সাধু ময়ং আবুসো আনন্দ, লভেয়্যাম ভগবতো সম্মুখা ধম্মিং কথং সবণায়্যা”তি য়াচিংসু। থেরো তে ভিক্ষু আদায় তথ গত্ত্বা “তেমাসং এক-বিহারিনো তথাগতস্য সন্তিকং এতকেহি ভিক্ষু হি সন্ধিং উপসঙ্কমিত্তুং অয়ুত্তন্তি” চিন্তেত্ত্বা তে ভিক্ষু বহি ঠপেত্ত্বা এককো সথারং উপসঙ্কমি।

১৬। তথাগত পারিলেয়াবনে অবস্থান করিতেছেন, হস্তীনাগ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্বুদীপে প্রচার হইয়াছিল। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিসাখা ও এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপাসক উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন— “ভন্তে, আমাদিগকে শাস্তাকে দেখান।” বর্ষাবাসের পর নানাধিকবাসী পাঁচশত ভিক্ষু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞা করিলেন— “আয়ুস্থান আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহু দিন পূর্বে; আবুস আনন্দ, আমরা ভগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন মান যাবৎ একাকী বিহরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অযুক্তিকর” এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদিগকে বহির্দেশে রাখিয়া একাকী তথাগতের সম্মুখীন হইলেন।

১৭। পারিলেয়্যকো তং দিস্বা দগুমাদায় পঞ্চান্দি। সখা ওলোকেত্বা “অপেহি পারিলেয়্যক, মা বারয়ি, বুদ্ধুপট্টকো এসো”তি আহ। সো তথ্বেব দগুং ছডেত্বা পত্তচীবর পটিগহণং আপুচ্ছি। থেরো ন অদাসি। নাগো “সচে উগাহিতবন্তো ভবিস্ততি সখু নিসীদনপাসাণফলকে পরিক্খারং ন ঠপেতী”তি চিস্তেসি। থেরো পত্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। “বত্তসম্পন্নাহি গরুনং আসনে বা সয়নে বা। অন্তনো পরিক্খারং ন ঠপেস্তি।” থেরো সখারং বন্দিত্বা একমন্তুং নিসীদি। সখা “এককোব আগতোসী”তি পুচ্ছিত্বা পঞ্চসতেহি ভিক্খুহি সন্ধিং আগতভাবং স্ত্বা “কহং পন তে”তি বত্বা—

“তুমহাকং চিত্তং অজানন্তো বহি ঠপেত্বা আগতোমহী”তি বুত্তে—“পক্কোসাহি নে”তি আহ।

১৭। পারিলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিয়া দগু লইয়া অগ্রসর হইল। শাস্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন—“পারিলেয়্য, আসিতে দাও, বারণ করিও না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক।” হস্তী সেই স্থানেই দগু ছাড়িয়া পাত্র-চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা করিল—“ইনি যদি ব্রত সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শাস্তা বসিবার পাষণ-ফলকে পাত্র-চীবর রাখিবেন না।” স্থবির পাত্র-চীবর ভূমিতে রাখিলেন। “ব্রত সম্পন্নেরা গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন জিনিষ রাখেন না।” স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“একাই আসিয়াছি কি?” পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত আগমনের কথা শুনিয়া শাস্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কোথায়?”

“আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আসিয়াছি।” স্থবির এইরূপ বলিলে শাস্তা তাহাকে আদেশ দিলেন—“তাহাদিগকে ডাক।”

থেরো তথা অকাসি।

১৮। সখা তেহি সন্ধিং পটিসম্ভারং কথা তেহি ভিক্ষুহি
“ভন্তে, ভগবা হি বুদ্ধসুকুমালো চেব খত্তিয়সুকুমালো চ, তুমেহি
তেমাসং এককেহি তিট্টন্তেহি নিসীদন্তেহি চ দুকরং কত্তং, বত্ত-
পটিবত্তকারকোপি মুখোদকাদি দায়কোপি নাহোসি মণ্ণে”তি
বুত্তে “ভিক্ষবে, পারিলেয়্যকহথিনা মম সৰ্বকিচ্চানি কতানি ;
এবরূপং হি সহায়কং লভন্তেন একতো বসিতুং যুত্তং, অলভন্তু
একচারিকভাবোব সেয়্যা”তি বহা ইমা নাগবগ্গে তিট্টো
গাথা অভাসি :—

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
অভিভুয়্য সৰ্বানি পরিঅয়ানি চরেয়্য তেনত্ত মনো সতীমা।”

ঔবির ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন।

১৮। শাস্তা তাহাদের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিলেন। অতঃপর
সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—“ভন্তে ভগবন্, বুদ্ধ সুকুমার, ক্ত্রিয় সুকুমার ;
আপনি তিনমাস যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত-
প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্য্যন্ত দিবার লোক ছিল না
বোধ হয়!” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সৰ্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে ;
এইরূপ বন্ধু লাভীর একত্রে বাস করা উচিত। যে লাভ না করে তাহার
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা
ভাষণ করিলেন :—

“যদি তুমি কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান।
পরাজিয়া সৰ্বভয় সন্তোষ মনেতে,
স্মৃতিমান স্মৃথী হয়ে পারিবে থাকিতে।”

“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
রাজাব রট্টং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরশ্ৰেব নাগো ।”

“একঙ্গ চরিতং সেয়ে্যা নথি বালে সহায়তা
একোচরে ন চ পাপানি কয়িরা
অশ্লোঙ্কো মাতঙ্গরশ্ৰেব নাগো”তি ।

গাথাপরিয়োসানে পঞ্চসতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টহিংসু ।

১৯ । অনন্দথেরো অনাথপিণ্ডিকাদীহি পেসিতং সাসনং
আরোচেত্বা “ভন্তে, অনাথপিণ্ডিকপমুখা পঞ্চ অরিয়সাবক কোটিয়ো
তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসন্তী”তি আহ ।

“যতপি নাঁ কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, সঙ্গাচারী আর জ্ঞানবান ।
রাজা যথা রাজ্যত্যাগি একাকী বিচরে,
অরণ্যে মাতঙ্গসন্তী যেরূপ বিচরে ।

“একাকী করিলে বাস শ্রেয়স্কর হয়,
মুর্থসহ বাসে কভু উপকার নয় ।
একাকী করিবে বাস—

নাঁ করিবে পাপ আচরণ,

অরণ্যে মাতঙ্গ যথা—

নিরাসঙ্গ হয়ে তথা কর বিচরণ ।”

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন ।

১৯ । আনন্দ স্থবির অনাথপিণ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের
সমীপে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ পাঁচ কোটি আৰ্য্য
শ্রাবক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন ।”

সখা—“তেনহি গণহাহি পত্তচীবরং”তি ।

পত্তচীবরং গাহাপেত্তা নিব্বমি । নাগো গত্তা মগ্গে তিরিয়ং
অট্ঠাসি । “কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“তুমহাকং ভিদ্ধবে, ভিদ্ধং দাতুং পচ্চাসিংসতি । দীঘরত্তং
খো পনায়ং মযহং উপকারকো, নান্ন চিন্তং কোপেতুং বট্ঠতি,
নিবত্তথ ভিদ্ধবে”তি ।

২০ । সখা ভিদ্ধু গহেত্তা নিবত্তি, হত্থীপি, বনসত্তং পবি-
সিত্তা পনসকদলিফলাদীনি নানাফলানি সংহরিত্তা রাসিং কত্তা পুন
দিবসে ভিদ্ধুনং অদাসি । পঞ্চসত্তা ভিদ্ধু সত্তানি খেপেতুং
নাসত্তিংসু । তত্তকিচ্চপরিয়োসানে সখা পত্তচীবরং গহেত্তা নিব্বমি ।
নাগো ভিদ্ধুনং অন্তরত্তরেন গত্তা সত্তুপুত্তো তিরিয়ং অট্ঠাসি ।

শাস্তা কহিলেন—“তাহা হইলে পাত্তচীবর গ্রহণ কর ।”

শাস্তা পাত্তচীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । হস্তী যাইয়া পথে
প্রস্থাকারে দাঁড়াইল । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ভন্তে, হস্তী এরূপ করিতেছে কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে । এই হস্তী দীর্ঘ
দিন আমাৰ উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিন্তে হঃখ দেওয়া
উচিত হইবে না । তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও ।”

২০ । শাস্তা ভিক্ষুগণ সহ নিবৃত্ত হইলেন । হস্তী বনগহনে প্রবেশ করিয়া
কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল ।
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল । পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া
শেষ করিতে পারিল না । ভোজন কার্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্ত-
চীবর গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন । হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরাত্তরে যাইয়া
শাস্তার পুরভাগে প্রস্থাকারে স্থিত হইল ।

“কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“অয়ং ভিক্ষবে, তুমেহ পেসেহা মং নিবন্তেতী”তি ।

অথ নং সখা—“পারিলেয়া, ইদং মম অনিবর্তনীয়গমনং, তব ইমিনা অন্তভাবেন ঝানং বা বিপন্নং বা মঙ্গফলং বা নথি, তির্ট ঙং”তি আহ ।

তং স্তুহা নাগো মুখে সোণ্ডং পক্ষিপিত্বা রোদন্তো পচ্ছতো পচ্ছতো অগমাসি । সো হি সখারং নিবন্তেতুং লভন্তো তেনেব নিয়ামেন যাবজীবং পটিজগোয়্য । সখা পন গামূপচারম্পত্বা— “পারিলেয়া, ইতো পর্টায় তব অভূমি, মনুআবাসো সপরিপন্তো, তির্ট ঙং”তি আহ । সো রোদমানো তথৈব ঠত্বা সখরি চক্ষু-পথং বিজহন্তে বিজহন্তে হদয়েন ফলি, তেন কালং কত্বা সখরি

“ভন্তে, হস্তী কি করিতেছে ?”

“ভিক্ষুগণ, হস্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।”

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“পারিলেয়া, ঠত্বা আমার অনিবর্তনীয় গমন । তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল কিছুই লাভ হইবে না ; তুমি স্থিত হও ।”

তাহা শুনিয়া মহাহস্তী মুখে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল । হস্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন সেবা পূজা করিত । শাস্তা গ্রামের উপাচার সীমা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীকে কহিল—“পারিলেয়া, এই হইতে তোমার অভূমি, লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না ।” সে রোদন পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্ষুপথের অন্তর্দ্বারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল । শাস্তার প্রতি

পসাদেন তাবতিংসভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে অচ্ছরা-
সহস্রমধ্যে নিব্বন্তি । পারিলেয়্যক দেবপুত্তো য়েবজ্জ নামং অহোসি ।

২১ । সখাপি অনুপুন্নেন জেতবনং অগমাসি । কোসম্বকা
ভিক্ষু সখা কির সাবখিং আগতোতি সুত্বা সখারং খমাপেতুং
তথ অগমংসু । কোসলরাজা তে কির কোসম্বিকা ভণ্ডনকারকা
ভিক্ষু আগচ্ছস্তীতি সুত্বা সখারং উপসঙ্কমিত্বা “অহং ভন্তে,
তেসং মম বিজিতং পবিসিতুং ঈদম্মামী”তি আহ ।

“মহারাজ, সীলবস্তা তে ভিক্ষু, কেবলং অপ্রমপ্রং বিবাদেন
মম বচনং ন গণিহংসু, ইদানি মং খমাপেতুং আগচ্ছন্তি; আগ-
চ্ছন্তু মহারাজা”তি ।

প্রসন্নতা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে
সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল । তাহার নাম লইল ‘পারিলেয়্য-
দেবপুত্র’ ।

২১ । শাস্তা অন্ত্রক্রমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন । কোশম্বীবাসী ভিক্ষুরা
শুনিতে পাইলেন শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন । তাহারা এই সংবাদ
শুনিয়া শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কোশলরাজ শুনিলেন যে কোশম্বীবাসী সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আসিতেছেন ।
রাজা এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“ভন্তে,
আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না ।”

“মহারাজ, সেই ভিক্ষুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরম্পরের
বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই । তাহারা এখন আমার নিকট
ক্ষমা প্রার্থনার জন্ত আসিতেছে, তাহারা আসুক মহারাজ ।”

অনাথপিণ্ডিকোপি—“অহং তেসং বিহারং প্রবিসিতুং ন দস্যামী”তি বহা তথৈব ভগবতা পটিক্খিত্তো তুণ্হী অহোসি ।

২২ । সাবথিয়ং অনুপ্পস্তানং পন তেসং ভগবা একমন্তে বিবিত্তং কারাপেত্বা সেনাসনং দাপেসি । অশ্রে ভিক্ষু তেহি সন্ধিং নেব একতো নিসীদন্তি ন তিট্ঠন্তি । আগতাগতা সত্তারং পুচ্ছন্তি—“কহং ভন্তে, ভগুনকারকা কোসম্বকা ভিক্ষু”তি ?

সথা—“এতে”তি দস্শেতি ।

তে—“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অঙ্গুলিয়া দন্নিয়মানা লজ্জায় সীসং উচ্ছিপিতুং অসক্কোস্তা ভগবতো পাদ-মূলে নিপজ্জিত্বা ভগবন্তুং ধমাপেসুং ।

২৩ । সথা—“ভারিয়ং বো ভিক্ষবে, কতং ; তুমেহ নাম

অনাথপিণ্ডিকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—“আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না ।” ভগবান পূর্কের ঞ্চায় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন ।

২২ । ভগবান শ্রাবস্তী সম্প্রাপ্তে সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নাসন দেওয়াইলেন । অত্যা অত্যা ভিক্ষুরা তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না । আগতাগতেরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“ভন্তে, ভেদকারী কোশম্বীবাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?”

শাস্তা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—“ইহারা ।”

“ইহারা, ইহারাই” এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল । এই লজ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পাদ-মূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

২৩ । শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা ভারি অত্যা করিয়াছ ; তোমরা

মাদিসস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে পব্বজিত্বা ময়ি সামগ্গিং করোন্তে মম
 বচনং ন করিথ, পোরাণক পণ্ডিতাপি বদ্ধপ্তত্তানং মাতাপিতুস্সং
 ওবাদং সুত্বা তেস্স জীবিতা বোরোপিয়মানেস্সপি তং অনতি-
 ক্কমিত্বা পচ্ছা ধীস্স রটেস্স রজ্জং কারয়িংসূ”তি বত্তা পুনদেব
 কোসম্বিকজাতকং কথেত্বা “এবং ভিক্ষবে দীঘায়ুকুমারো মাতা-
 পিতুস্স জীবিতা বোরোপিয়মানেস্সপি তেসং “ওবাদং অনতিক্কমিত্বা
 পচ্ছা ব্রহ্মদত্তস্স ধীতরং লভিত্বা ধীস্স কাসিকোসলরটেস্স রজ্জং
 কারেসি, তুমহেহি পন মম বচনং অকরোন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি
 বত্তা ইমং গাথমাহ—

“পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,

যে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা”তি । ৬

আমার গ্ৰন্থ বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা করিলে,
 আমার কথা রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও বধদণ্ড প্রাপ্ত
 মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেও, সেই উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে দুই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল।” এই বলিয়া
 পুনরায় কৌশলীক জাতক কহিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—“ভিক্ষুগণ,
 এইরূপে দীর্ঘায়ুকুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ
 অতিক্রম না করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কন্যা লাভ করিয়া কাশী-কোশল
 রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া
 ভারি অগ্রায় করিয়াছ” বলিয়া এই গাথ্য কহিলেন :—

“মূর্খেরা জানে না কভু ‘আমাদের যে মৃত্যু হবে’,

জানিবে যাহারা তাহা, তদা কলহ সাম্য হবে।” ৬

২৪ । তথ “পরেতি” পণ্ডিতে ঠপেহা ততো অশ্রে ভগুনকারকা পরে নাম, তে তথ সজ্জমঙ্কে কোলাহলং করোস্তা ময়ং যমামসে উপরমাম নম্মাম সততং সমিতং মচ্চুসন্তিকং গচ্ছামাতি ন জানন্তি ।

“যে চ তথ বিজানন্তী”তি—যে তথ পণ্ডিতা ‘ময়ং মচ্চু-সমীপং গচ্ছামা’তি বিজানন্তি ।

“ততো সন্মন্তি মেধগা”তি—এবং হি তে জানস্তা যোনিসো মনসিকারং উপ্লাদেহা মেধগানং কলহানং বৃপসমায় পটিপজ্জন্তি, অথ নেসং তায় পটিপন্তিয়া তে মেধগা সন্মন্তী’তি ।

২৫ । অথ বা “পরে চা”তি পূর্বে ময়া “মা ভিক্ষবে ভগুনং”তি আদীনি বহা ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদম্ম অপটিগহণেন অমামকা পরে নাম, ‘ময়ং ছন্দাদিবসেন মিচ্ছাগহণং গহেহা এথ সজ্জমঙ্কে

২৪ । তথায় “পরেরা বা মূর্খেরা”—পণ্ডিতগণ ব্যতীত অগ্ৰাণ্ড কলহ পরাম্পন ব্যক্তিকে পর বলা হয় । তাহারা সজ্জ মধ্যে বিবাদ করিবার সময় জানে না বা মনে করে না ‘আমরা এই সংসারে বিনাশ প্রাপ্ত হই বা সতত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি ।’

“জানিবে বাহারা তাহা”—তাহাদের মধ্যে বাহারা পণ্ডিত তাহারা জানে যে ‘আমরা মৃত্যুকালে পতিত হইতেছি ।’

“তদা কলহ সাম্য হবে”—এইরূপ জ্ঞাত পণ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া কলহ কারীর কলহ উপশম করিবার জন্ত প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয় ।

২৫ । অথবা “পরেরা” এই অর্থে—আমি পূর্বে “ভিক্ষুগণ, বিবাদ করিও না” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন বলিয়া ‘পর ।’ ‘আমরা ছন্দাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া, আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে

ষমামসে ভগুনাঙ্গীনং বুদ্ধিয়া বায়মামা'তি ন বিজানন্তি, ইদানি
 পন যোনিসো পচবেক্ষমানা তথ তুমহাকং অস্তুরে যে পণ্ডিত-
 পুরিসা 'পুৰ্বে ময়ং চন্দাদিবসেন বায়মস্তা অয়োনিসো পটিপন্ন'তি
 বিজানন্তি, ততো তেসং সন্তিকা তে পণ্ডিতপুরিসে নিম্নায় ইমে
 ইদানি কলহসংখাতা মেধগা সন্মন্তী"তি অয়মেথ অথোতি ।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তভিক্ষু সোতাপত্তি ফলাদীসু
 পতিটঠহিংসূতি ।

থাকিব না তাহা না জানিয়া, সজ্জ মধ্যে কলহাদি বুদ্ধির জগু চেষ্টা
 করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে বাহারা
 পণ্ডিত তাহারা সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করাতে জানিতেছে যে 'আমরা
 পূর্বে অসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপ্ত হইয়া গর্হিত কার্য
 করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের কারণেই তাহারা এই কলহ
 হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে ।"

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ
 করিয়াছিলেন ।



চুলকাল মহাকাল বধু । ৬

১ । “সুভানুপঙ্গিঃ বিহরন্তুঃ”তি ইমং ধর্ম্মদেশনং সখা সেত-
ব্যনগরং উপনিষায় বিহরন্তো চুলকাল মহাকালে আরবু কথেসি ।

২ । সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মঞ্জিমকালো মহা-
কালোতি তয়ো ভাতরো কুটুম্বিকা । তেহু জেটঠকণিটঠা দিসানু
বিচরিত্বা সকটেহি ভণ্ডং আহরন্তি । মঞ্জিমকালো আভতং
বিক্ৰিণাতি । অথেকস্মিং সময়ে তে উভোপি ভাতরো পঞ্চহি
সকটসতেহি নানাভণ্ডং গহেত্বা সাবথিং গম্বা সাবথিয়া চ জেতবনঙ্গ

চুলকাল-মহাকালের উপাখ্যান । ৬

১ । “বিহরণ করে যেবা বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ”—এই ধর্ম্মদেশনা
শাস্তা সেতব্য নগরের উপনিষয়ে বাস করিবার সময় চুলকাল ও মহাকালের
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

২ । চুলকাল, মেজকাল ও মহাকাল তিন ভাই সেতব্যবাসী কুটুম্বিক,
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশদেশান্তরে বিচরণ করিয়া
গাড়ীর দ্বারা পণ্য আহরণ করিত । মেজকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত ।
এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়ীতে বিবিধ পণ্য বোঝাই
করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর ও জেতবনের

চ অন্তরে সকটানি মোচয়িংশু । তেহু মহাকালো সায়গহসময়ে
 মালাগন্ধাদি হথে সাবশ্বিবাসিনো অরিয়সাবকে ধ্মসবণথায়
 গচ্ছন্তে দিস্বা “কুহিং ইমে গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্বা তমথং সূত্বা “অহম্পি
 গমিআমী”তি চিস্তেত্বা কণিট্টং আমন্তেত্বা “তাত, সকটেহু অগ্নমন্তো
 হোহি, অহং ধ্মং সোতুং গচ্ছামী”তি বহ্বা গস্ত্বা তথাগতং
 বন্দিত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি । সথা তং দিস্বা তথ
 অক্ষাসয়বসেন আনুপুৰিকথং ‘কথেন্তো দুস্বস্বক্ক সূত্বাদিবসেন
 অনেক পরিয়ায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ
 কথেসি । তং সূত্বা মহাকালো “সব্বং কির পহায় গন্তুব্বং,
 পরলোকং গচ্ছন্তুং নেব ভোগা ন এতায়ো অনুগচ্ছন্তি, কিম্মে
 ঘরাবাসেন ? পবজ্জিআমী”তি চিস্তেত্বা মহাজনে ভগবন্তুং বন্দিত্বা

মধ্য পথে গাড়ী খুলিয়াছিল । মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাসী
 আৰ্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ধ্ম শ্রবণের জন্ত
 যাইতেছেন । সে জিজ্ঞাসা করিল—“ইহারা কোথায় যাইতেছেন” ধ্ম
 শ্রবণের জন্ত যাইতেছেন শুনিয়া “আমিও যাইব” এই চিন্তা করিয়া
 কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—“গাড়ীগুলি ভালরূপে দেখিও তাই, আমি
 ধ্ম শুনিতে যাইব ।” এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা
 করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন । শাস্তা তাহাকে
 দেখিয়া তাহার অধ্যায় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে দুঃখ-
 স্বক্ক সূত্রাদির অবতারণা করিয়া অনেক পর্যায়ে কামের কুফল, অপকারিতা
 ও সংক্লেপের বিষয় কহিলেন । তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের
 উদয় হইল—“তাইত ! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ-
 সম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে যায় না । তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন
 কি ? আমি প্রব্রজিত হইব ।” সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া

পকন্তে সখারং পববজ্জং যাচিহা “নথি তে কোচি অপলোকে-
তবেষা”তি বুত্তে—

“কণিঠেটা মে অথি ভন্তে”তি ।

“অপলোকেহি নং”তি বুত্তে—

“সাধু ভন্তে”তি গস্তা “তাত, ইমং সৰ্ব্বং সাপত্তেয়াং
পটিপজ্জা”তি আহ ।

“তুম্হে পন ভাভিকা”তি ।

“অহং সখু সস্তিকে পব্বজ্জিআমী”তি ।

সো তং নানপ্পকারেহি যাচিহা নিবত্তেতুং অসক্কোন্তো “সাধু সামি,
ষথাঙ্কাময়ং করোথা”তি আহ ।

৩ । মহাকালো গস্তা সখু সস্তিকে পব্বজ্জি । “অহং ভাভিকং গহেত্বাব
উপ্পব্বজ্জিআমী”তি চুলকালোপি পব্বজ্জি । অপরভাগে মহাকালো

চলিয়া গেলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাজ্জা করিলেন । ভগবান
বলিলেন—“অনুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই ?”

“ভন্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে ।”

“তাহার সম্মতি নিয়া আস ।”

“সাধু ভন্তে,” তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—“তাই, তুমি এই
সম্পত্তি গ্রহণ কর ।”

“আপনি দাদা ?”

“আমি শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব ।”

সে তাঁহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া
কহিল—“ভাল, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন ।”

৩ । মহাকাল যাইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন । চুলকাল
ভাবিল—“আমি দাদাকে ফিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব” এই
চিন্তা করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । কিছুদিন পরে মহাকাল

উপসম্পদং লভিত্বা সখারং উপসংকমিত্বা সাসনে কতি ধুরানীতি
পুচ্ছিত্বা সখারা দ্বীস্থপি ধুরেসু কথিতেসু “অহং ভন্তে, মহল্লক-
কালে পব্বজিতত্তা গম্বুধুরং পুরেতুং ন সঙ্খিআমি, বিপন্ননা ধুরম্পন
পুরেআমী”তি যাব অরহত্তা কস্মট্টানং কথাপেত্তা সোসানিক
ধুতঙ্গং সনাদায় পঠময়ামাতিকমে সবেষু নিদং ওকন্তেসু সুসানং
গত্ত্বা পচ্চুসকালে সবেষু অনুট্টিতেসু য়েব বিহারং আগচ্ছতি ।

৪ । অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবডাহিকা খেরঙ্গ
ট্টিতট্টানং নিসিন্নট্টানং চক্কমণট্টানং চ দিস্বা “কে নুখো ইধাগচ্ছতি
পরিগণিহআমি নং”তি । পরিগণিতুং অসক্কোত্তি একদিবসং সুসান
কুটিকায়মেব দীপং জালেত্তা পুত্তধীতরো আদায় গত্ত্বা একমন্তে
নিলীনা মঙ্খিময়ামে খেরং আগচ্ছত্তুং দিস্বা গত্ত্বা বন্দিত্তা, “অয়ে্যা
নো ভন্তে, ইমস্মিং ঠানে বিহরতী ?”তি আহ ।

উপসম্পদা লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধুর জানিতে চাহি-
লেন । শাস্ত! ধুর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন । মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—
“ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রম্বুধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পূর্ণ করিব ।” তিনি অরহত্ত লাভের কস্ম-
স্থান পর্য্যন্ত ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া শ্মশানিক ধুতঙ্গ গ্রহণ করিলেন ।
তিনি রাত্রির প্রথম ষামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্মশানে
যাইতেন এবং প্রত্যুষে কেহ গাত্রোথান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন ।

৪ । অরন্তুর শ্মশান রক্ষিকা কালীনায়ী শবডাহিকা স্থবিরের স্থিতি,
উপবেশন ও চক্কমণের নিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—“কে এখানে আসে ?
তাহাকে ধরিব ।” সে তাহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন শ্মশান কুটারে
প্রদীপ জালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ শ্মশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল ।
মধ্যম ষামে স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্দনা পূর্বক কহিল—
“আমাদের অর্ঘ্য! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি?”

“আম উপাসিকে”তি ।

“ভস্তু, স্ত্রুসানে বিহরন্তেহি নাম বস্তং উগ্গণিত্তুং বটুতী”তি ।

খেরো—“কিং পন ময়ং তয়া কথিতবন্তে বন্তিঙ্গামা”তি

অবহা “কিং কাতুং বটুতি উপাসিকে”তি আহ ।

“ভস্তু, সোসানিকেহি নাম স্ত্রুসানে বসনভাবো স্ত্রুসানগোপ-
কানং চ বিহারে মহাথেরজ চ গামভোজকজ চ কথিতুং বটুতী”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“কতকস্মা চোরা সাম্বিকেহি পদানুপদং অনুবন্ধা স্ত্রুসানে
ভগুকং ছড্বেহা পলায়ন্তি । অথ মনুস্মা সোসানিকানং পরিপশ্বং
করোন্তি, এতেসং পন কথিতে ‘ময়ং ইমজ ভদন্তুজ এত্তকং নাম
কালং এথ বসনভাবং জানাম, অচোরো এসো’তি উপদ্ববং নিবা-
রেন্তি, তস্মা এতেসং কথিতুং বটুতী”তি ।

“ই উপাসিকে ।”

“ভস্তু, শ্মশানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ।”

স্ববির—“তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না
বলিয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে উপাসিকে ?”

“ভস্তু, শ্মশানিক অঙ্গ রক্ষা কারীদের শ্মশান বাসের কথা শ্মশান
রক্ষীদের, বিহারের মহাস্ববিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয় ।”

“কারণ কি ?”

“গৃহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল শ্মশানে
ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া শ্মশান বাসীকে হস্তগত
করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—‘আমরা জানি ইনি
এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন।’ তাহাতে
উপদ্রব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয় ।”

“অশ্রং কিং কাতব্বং”তি ?

“ভস্তু, সুসানে বসন্তেন নাম অয়েন মংসপিট্ঠকপল্লা-
দীনি বজ্জতব্বানি, দিবা ন নিদায়িতব্বং, কুসীতেন ন ভবিতব্বং,
আরদ্ধবিরিয়েন অসঠেন অমায়াবিনা হুত্বা কল্যাণকাময়েন বসিতব্বং,
সায়ং সবেসু সুত্তেসু বিহারতো আগন্তুব্বং, পচ্ছসকালে সবেসু
অনুট্ঠিতেসু য়েব বিহারং গন্তুব্বং। সচে ভস্তু, অয়েয়া ইমস্মিং
ঠানে এবং বিহরন্তো পব্বজিতকিচ্চং মথকং পাপেতুং সন্ধিঅতি,
সচে মতসরীরং আনেত্বা ছড্ডেস্তি, অহং কম্বলকূটাগারং আরোপেত্বা
গন্ধমালাদীহি সকারং কত্বা সরীরকিচ্চং করিআমি ; নোচে সন্ধি-
অতি চিতকং জালেত্বা সংকুনা আকড্ডিহা বহি ঞ্চিপিত্বা করসুনা
কোট্টেত্বা ঞ্চণাথণ্ডিকং ছিন্দিহা অগ্গিমিহ পন্ধিপিত্বা ঞ্চাপেআমী”তি
আহ ।

“আর কি করিতে হয় ?”

“ভস্তু, শ্মশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে
নাই, দিনে ঘুমাইতে নাই, আলস্য ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ
ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাত্ৰিতে সকলে ঘুমাইলে
বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে
যাইতে হয়। যদি ভস্তু আৰ্য্য, এখানে এইভাবে থাকিয়া প্রব্রজ্যা কন্ম
ফলবান হইতে পারেন, তাহা হইলে মরা আনিয়া ফেলিলে, আমি কম্বল-
কূটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা ও গন্ধদ্রব্যে সৎকার করিয়া শরীরকৃত্য
করিব। আর আপনি যদি তাহা না পারেন চিতা জালিয়া শঙ্কু দিয়া
টানিয়া বাহিরে ক্ষেপণ করিব, এবং কুড়ালির দ্বারা ঞ্চণ্ড ঞ্চণ্ড করিয়া
কাটিব, তৎপর আগুনে প্রক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া ফেলিব।”

অথ নং খেরো—“সাধু ভদ্রে, একং পন রূপারম্মং দিস্বা মযহং কথ্যেয়্যাসী”তি আহ।

সা—“সাধু”তি সম্পটিচ্ছি।

৫। খেরো যথাঙ্কাসয়েন সুসানে সমগধম্মং করোতি। চুলকালখেরো পন উট্টায় সমুট্টায় ঘরঘারং চিস্তেতি, পুত্তদারং অনুঅরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কম্মং করোতী”তি চিস্তেতি। অথেকা কুলধীতা তুম্মুল্লত্তসমুট্টিতেন ব্যাধিনা সায়গহসময়ে অমিলাতা অকিলন্তা কালমকাসি। তমেনং এগাতকাদয়ো দারুতেলাদীহি সন্ধিং সায়ং সুসানং নেত্বা সুসানগোপিকায় “ইমং ঝাপেহী”তি ভতিং দত্ত্বা নিয়্যা দেত্ত্বা পকমিংসু। সা তজ্জা পারুত্তবথং অপনেত্ত্বা তং মুহত্তমতং পীণিতপীণিতং সুবল্লবল্লং সরীরং দিস্বা

স্ববির তাহাকে কহিলেন—“সাধু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত-শরীর দেখিলে আমাকে বলিও।”

শ্মশান রক্ষিকা—“ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া সায় মানিল।

৫। স্ববির ইচ্ছানুরূপ শ্মশানে গিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। চুলকাল স্ববির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেন, স্ত্রী-পুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি ভাবেন—“আমার দাদা গুরুভার বহন করিতেছেন।”

একদিন কোন এক গৃহস্থের কণ্ঠা মুহূর্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াহ্ন সময়ে অগ্নান, অক্লান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাকে তাহার জাতিবন্ধুরা কাষ্ঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া শ্মশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—“একে পোড়াও।” এই বলিয়া তাহারা তাহাকে মজুরী চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সে শবের বজ্রাবরণ অপসারিত করিয়া তম্মুহূর্তে মৃত পীণীনে সুবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া

“ইমং অয়্যম্ম দম্মেতুং পতিরূপং আরম্মণং”তি চিস্তেত্বা গম্বা খেরং বন্দিত্বা “এবরূপং নাম আরম্মণং অথি ওলোকেথ অয়্যা”তি আহ।

৬। খেরো “সাধু”তি গম্বা পারূপনং হরাপেত্বা পাদতলতো ষাব কেসগা ওলোকেত্বা “অতি পীগিতমেতং রূপং সুবর্ণবর্ণং, অগ্নিমিহ নং পন্ধিপিত্বা মহাজালাহি গহিতমত্তকালে ময়হং আরোচেয়্যাসী”তি বত্বা সর্কট্টানমেব গম্বা নিসীদি। সা তথা কত্বা খেরম্ম আরোচেসি। খেরো আগম্বা ওলোকেসি, জালায় পহট পহটট্টানং কবরগাবিয়া বিয় সরীরবর্ণং অহোসি, পাদা নমিত্বা ওলম্বিংসু, হথা পতিকুটিংসু, নলাটং নিচ্চম্মহোসি। খেরো “ইদং সরীরং ইদানেব ওলোকেস্তানং অপরিয়ত্তিকরং হত্বা ইদানেব খয়ং পত্তং বয়ং পত্তং”তি রত্তিট্টানং গম্বা নিসীদিত্বা খয়-বয়ং সম্পন্নমানো :-

ভাবিল—“এইটি আর্ধ্যকে দেখাইবার মত আলম্বন বটে।” সে গিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া কহিল—“ভগ্নে, এইরূপ আলম্বন আসিয়াছে, দেখিয়া যান।”

৬। স্থবির “সাধু” বলিয়া যাইয়া বজ্রাবরণ অপসারিত করাইলেন এবং পাদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন—“এমন পীনপীনে সুবর্ণবর্ণ রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিরূপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নিশিখা জড়াইয়া ধরিবে তখন আমাকে বলিও।” স্থবির এই বলিয়া স্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে তদ্রূপ করিয়া স্থবিরকে জানাইল। স্থবির আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অগ্নিজালা লাগিয়া সেই স্বর্ণ-কাস্তি দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর গায় হইয়াছে, পদবুগল নমিত হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, হস্তদ্বয় বক্র হইয়াছে, ললাট নিশ্চর্ম হইয়াছে। স্থবির ভাবিলেন—“এই শরীর এখনই অপর্ষ্যাপ্ত-দর্শন ছিল, আবার এখনই ক্ষয় প্রাপ্ত, ব্যয় প্রাপ্ত হইল।” এই চিন্তা করিতে করিতে ‘রাত্রিস্থানে’ গিয়া উপবেশন করত ক্ষয়-ব্যয় সন্দর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন :-

“অনিচ্ছা বত সন্ধারা উগ্গাদবয়ধম্মিনো,
উগ্গজ্জিহ্বা নিরুজ্জন্তি তেসং বৃপসম্মো সুখো”তি ।

গাথং বহা বিপজ্জনং বড্ঢেত্তা সহ পটিসত্তিদাহি অরহত্তং পাপুণি ।
তস্মিং অরহত্তং পত্তে সথা ভিক্ষুসজ্জপরিবৃত্তো চারিকং চরমানো
সেত্তব্যং গম্বা সিংসপাবনং পাবিসি । চুলকালম্ভ ভরিয়াম্মো সথা
কির অনুপ্পত্তোতি সুহা “অম্বাহকং স্যামিকং গণিহম্মামা”তি পেসেহা
সথারং নিমন্তাপেহুং ।

৭ । বুদ্ধানং পন অপরিচিতটঠানে আসনপঞ্জত্তিং আচিক্খকেন
একেন ভিক্ষুনা পঠমতরং গম্বুং বট্ঠতি । বুদ্ধানং হি মম্মিমটঠানে
আসনং পঞ্জাপেহা তথ দম্মিগত্তো সারিপুত্তথেরম্ভ বামতো মহামোগ্গ-

“উদয়-বিলয়-ধর্মী, হায়! অনিত্য সংস্কার,
জনমে, নিরোধ পায়, উপশমে সুখ তা'র ।

এই গাথা বলিয়া সুবির বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া প্রতिसত্তিদার সহিত অরহত্ত
প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার অরহত্ত প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুসজ্জ পরিবৃত্ত হইয়া
দেখ ভ্রমণ করিতে করিতে খেতব্যে গিয়া শিংসপা বনে প্রবেশ করিলেন ।
চুলকালের স্ত্রীরা শান্তা আসিয়াছেন শুনিয়া “আমাদের স্বামীকে ধরিব”
এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শান্তাকে নিমন্তন করিল ।

৭ । বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে
তাঁহা বলিবার জন্য একজন ভিক্ষুকে আগে যাইতে হয় । বুদ্ধের আসন
মধ্যে দিতে হয়, তাঁহার দক্ষিণে সারিপুত্র সুবিরের, বামে মহামোগ্গল্লায়ন

লান্থেরস চ ততো পট্টায় উভোসু পম্বেসু ভিক্ষুসজ্জস
 আসনং পঞ্জাপেতব্বং হোতি । তস্মা মহাকালথেরো চীবরপারু-
 পনট্টানে ঠহা “হুং পুরতো গত্ত্বা আসনপঞ্জস্তিং আচিঙ্খা”তি
 চুলকালং পেসেসি । তস্ম দিট্টকালতো পট্টায় গেহজনা তেন
 সন্ধিং পরিহাসং করোস্তা নীচাসনানি সজ্জথেরকোটিয়ং অথরস্তি,
 উচ্চাসনানি সজ্জনবককোটিয়ং । ইতরো “মা এবং করোথ
 নীচাসনানি উপরি মা পঞ্জাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্টা”তি আহ ।
 ইথিয়ো তস্ম বচনং অসুগস্তিয়ো বিয় “হুং কিং করোস্তো বিচ-
 রসি ? কিং তব আসনানি পঞ্জাপেতুং ন বটুতি ?” হুং কং
 আপুচ্ছিত্বা পব্বজিতো ? কেন পব্বজিতোসি ? কস্মা ইধাগতোসী”তি
 বহা নিবাসনপারুপনং অচ্ছিন্দিত্বা সেতকানি নিবাসেত্বা সীসে
 মালাচুস্বটকং ঠপেত্বা “গচ্ছ সথারং আনেহি, ময়ং আসনানি

স্ববিরের, তাহার উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসজ্জের আসন দিতে হয় । সেই জন্ত মহাকাল
 স্ববির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া “তুমি আগে যাইয়া কিরূপভাবে
 আসন দিতে হইবে তাহা বলগে” এই বলিয়া চুলকালকে পাঠাইয়া দিলেন ।
 তাঁহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ীর লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া
 নীচাসনসমূহ সজ্জস্ববিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সজ্জনবকের
 আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল । চুলকাল কহিলেন—“এমন করিও
 না, উচ্চাসন নীচে, নীচাসন উপরে দিও না । তাঁহার স্ত্রীগণ যেন তাঁহার
 কথা শুনে নাই এমন ভাবে কহিল—“তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি
 আসন বিছাইতে নাই ? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ ? কে তোমাকে
 শ্রমণ করাইয়াছে ? কেন এখানে আসিয়াছ ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয়
 ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইল এবং খেত বস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-
 মুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—“যাও, শাস্তাকে নিয়া আস, আমরা আসন

প্ৰণামোত্তমামা”তি পহিণিংসু ।

৮ । ন চিরং ভিক্ষুভাবে ঠহা অবজিকাব উন্নবজিতা লজ্জিতুং
ন জানন্তি, তস্মা সো তেনাকল্পেন নিরাসংকোব গম্বা বন্দিত্বা
বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং আদায় আগতো । ভিক্ষুসঙ্ঘস্য পন ভক্তকিচ্চা-
বসানে মহাকালস্য ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তনো সামিকো গহিতো,
ময়ম্পি অম্বাহকং সামিকং গহিহামা”তি চিন্তেহা পুন দিবসথায়
নিমন্তয়িংসু । তদা পন আসন প্ৰণামপনথং অশ্ৰেণা ভিক্ষু অগমাসি ।
তা তস্মিংখণে ওকাসং অলভিত্বা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিসীদাপেহা
ভিক্ষুং অদংসু । চুলকালস্য পন হে ভরিয়ায়ো, মজ্জিমকালস্য
চতম্বো, মহাকালস্য অট্ট । ভিক্ষুসঙ্ঘেহি ভক্তকিচ্চং কাতুকামা
নিসীদিত্বা ভক্তকিচ্চং অকংসু । বহি গম্বুকামা উট্টায় অগমংসু ।

পাতিয়া দিতেছি ।” এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল ।

৮ । দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগীরা লজ্জা
বোধ করে না । তাই সে সেই বেশেই নিরাসঙ্কের গ্ৰাম গিয়া বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল । মহাকালের
স্ত্রীরা ভাবিল—“ইহারা এদের স্বামীকে নিয়েছিল, আমরাও আমাদের স্বামীকে
নিয়ে নিব ।” ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পরদিবসের জন্ত তাঁহা-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিল । সেইদিন আসন বিত্যান দেখাইবার জন্ত অন্ত
ভিক্ষু আসিলেন । তাহারা তখন স্বেযোগ না পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে
বসাইয়া ভিক্ষা দান করিল । চুলকালের দুই স্ত্রী, মধ্যমকালের চারিজন
ও মহাকালের আটজন স্ত্রী । যাহারা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বসিয়া
ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন ।
যাহারা বাহিরে বাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

সখা পন নিসীদিহা ভক্তকিচ্চং করি । ভক্ত ভক্তকিচ্চ পরিযোগানে তা ইথিয়ো “ভক্তে, মহাকালো অমহাকং অনুমোদনং কহা আগচ্ছিত্তি, তুমহে পুরতো গচ্ছথা”তি বদিংহু । সখা “সাধু”তি বহা পুরতো অগমাসি ।

৯ । গাম্ভীরং পহা ভিক্ষুসঙ্ঘো উচ্ছায়ি—“কিং নামেতং সখারা কতং, এতহা মুখো কতং উদাহ অজানিহাতি । হীয়ো চুলকালম পুরতো গতস্তা পবজ্জস্তুরায়ো জাতো, অজ্জ অপ্রম পুরতো গতস্তা অস্তুরায়ো নাহোসি, সখা মহাকালং নিবত্তেহা আগতো, সীলবা ধো পন ভিক্ষু আচারসম্পন্নো, করিঅন্তি মুখো তম পবজ্জস্তুরায়ং”তি ?

১০ । সখা তেসং বচনং স্তহা ঠিতো “কিং কথথ ভিক্ষবে ?”তি পুচ্ছি । তে তমথং আরোচেসুং ।

শান্তা সেখানে বসিরাই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন । তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের জীরা কহিল—“ভক্তে, মহাকাল স্থবির আমাদের দানানুমোদন করিয়া আসিবেন, আপনি আগে যান ।” শান্তা “সাধু” বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন ।

৯ । ভিক্ষুগণ গ্রামদ্বারে উপনীত হইয়া কাণাঘূষা করিতে লাগিলেন— “শান্তা একি করিলেন ? জানিয়া করিলেন ? না, না জানিয়া করিলেন ? গতকল্য আগে গিয়া চুলকালের প্রব্রজ্যার অন্তরায় হইয়াছিল । অদ্য অত্র ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অন্তরায় হইতে পারে নাই । শান্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন । এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচার সম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অন্তরায় করিবে না কি কে জানে ?”

১০ । শান্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ ?” তাহারা তাহা বলিলে শান্তা কহিলেন :—

“কিং পন তুম্হে ভিক্ষবে চুলকালং বিয় মহাকালং সন্নক্খেথা”তি ?

“আম ভস্তু, তন্ন হি বে পজাপতিয়ো, ইমন্ন অট্ট। অট্টহি পরিষ্টিপিত্বা গহিতো কিং করিঅতি ভস্তু”তি ?

সথা—“মা ভিক্ষবে, এবং অবচুখ, চুলকালো উট্টায় সমুট্টায় সুভারন্নণ বহুলো বিহরতি, পপাততটে ঠিত দুব্বলরুক্ষসদিসো। মযহং পন পুত্তো মহাকালো অসুভবিহারী ঘনসেলপক্বতো বিয় অচলো”তি বহ্বা ইমা গাথা অভংসি :—

“সুভানুপস্মিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং,
ভোজনমিহ অমত্তপ্রুং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্ষংব দুব্বলং।” ৭

“ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের স্থায় মনে কর ?”

“ইহা ভস্তু, ওর দুই জী, এ’র আট জী। আটজনে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলে কি করিবে ভস্তু ?”

শান্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, এমন বলিও না। চুলকাল উঠিতে বসিতে সবসময়ে শোভনালঙ্ঘন বহুল হইয়া বিহার করে, সে প্রপাততটে স্থিত দুর্ব্বল বৃক্ষ সদৃশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্ব্বতের স্থায় অচল।” ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথাধ্বয় ভাষণ করিলেন :—

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ,

ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত,

মাত্রাহীন ভোজনে রত,

অলস উত্তমহীন যার আচরণ

বাত্যাহত তরু প্রায় মার তারে করে বিনাশন।” ৭

“অনুভানুপঙ্গিঃ বিহরন্তঃ ইন্দ্রিয়েশু সুসংযুতঃ,
ভোজনমিহ চ মস্ত্রুঃ সন্ধঃ আরক্ণ বীরিয়ং,
তং বে নগ্নসহতি মারো বাতো সেলংব পবতং”তি । ৮

১১ । তথ—“অনুভানুপঙ্গিঃ বিহরন্তঃ”স্তি সুভং অনুপঙ্গন্তঃ
ইষ্টারম্মণে মানসং বিপ্রজ্জ্জ্বা বিহরন্তঃ’তি অথো । যো হি পুঙ্গলো
নিমিস্তগাহঃ অনুব্যঞ্জনগাহঃ গণহন্তো নখা সোভনাতি গণহাতি,
অঙ্গুলিয়ো সোভনাতি গণহাতি, হৃৎপাদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদরং,
খনা, গীবা, ওষ্ঠা, দন্তা, মুখং, নাসা, অক্ষীনি, কণা, ভমুকা, নলাটিং,
কেশা, সোভনাতি গণহাতি ; কেশা লোমা নখা দন্তা তচো
সোভনাতি গণহাতি ; বর্ণো স্ততোসংস্থানং স্তভস্তি গণহাতি ;

“বিহরণ করে যেন বাহু শোভা না করি দর্শন,

যড়’দ্রিয়ে সুসংযত

শ্রদ্ধারক বীর্যযুত,

ভোজনেতে মাত্রাজ্ঞানী হয় সর্বক্ষণ ;

ঝঞ্জাবাতে শিলাগিরি নরে না যেমন,

তেমন তাহাকে মার পরাজিতে পারে না কখন ।” ৮

১১ । তথায়—“বিহরণ করে যেন বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ”—
যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টালম্বনে মনোনিবেশ করিয়া
বিহরণ করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যে নিমিত্ত গ্রহণ
করে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে অনুব্যঞ্জন গ্রাহ বা মুগ্ধ হইয়া নখ ও অঙ্গুলি
সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা,
ওষ্ঠ, দন্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, ক্র, ললাট ও কেশ সুন্দর বলিয়া
মনে করে ; কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক সুন্দর বলিয়া মনে করে ;
বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্তার) সুন্দর বলিয়া মনে করে ;

অয়ং সুভানুপঙ্গি নাম । তং এবং সুভানুপঙ্গিঃ বিহরন্তঃ ।

“ইন্দ্রিয়েশু অসংবৃতঃ”তি—চক্ষুদ্বারাদীনি অরক্ষন্তঃ । পরিবেশনমত্তা পটিগ্গহণমত্তা পরিভোগ-
মত্তাতি ইমিঙ্গা মত্তায় অজ্ঞাননতো ভোজনমিহ চ অমত্তপ্রুঃ ।
অপি চ প্ৰত্যবেক্ষণমত্তা বিমর্জ্জনমত্তাতি ইমিঙ্গাপি মত্তায় অজ্ঞা-
ননতো অমত্তপ্রুঃ । ইদং ভোজনং ধম্বিকং ইদং অধম্বিকস্তিপি
অজ্ঞানন্তঃ । কামব্যাপাদ বিহিংসাবিতক্ৰ বসিকতায় কুসীতং । “হীন-
বীরিয়ং”তি নিষ্কিরিয়ং, চতুশু ইরিয়াপথেশু বিরিয়করণ রহিতং ।
“পসহতী”তি অভিভবতি, অক্ষোথরতি । “বাতো রক্ষং ব
দুৰ্বলং”তি—বলব বাতো ছিন্নতটে জাতং দুৰ্বল রক্ষং বিয় । যথা হি

ইহার নামই সুভানুদর্শী । তাহা এইরূপ শুভমনে করিয়। অহুবিক্ষণ
করিতে করিতে বাস করা ।

“ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত”— চক্ষুদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত, অসংবতে-
ক্রিয়, চক্ষুদ্বারাদি, রক্ষা না করা ।

“মাত্রাহীন ভোজনে রত”— পর্যোষণ মাত্রা, প্রতিগ্রহণ মাত্রা ও
পরিভোগ মাত্রা জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাত্রা ও
বিমর্জ্জন মাত্রাও জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ । এই ভোজন ধর্ম্মানুমোদিত,
ইহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাত্রজ্ঞ ।

“অলস”— কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস,
কাষ্যকারীতা রহিত ।

“উত্তমহীন”— হীনবীর্য্য ; গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি
ইরিয়াপথে বা অবস্থানে বীর্য্যরাহিত্য ।

“পরাত্তব করে”— পরাজয় করে, নিমজ্জিত করে ।

“বাত্যাহত তরুপ্রায়”— ছিন্নতটে জাত দুর্বলীকৃত বৃক্ষকে যেমন

সো বাতো তন্ন রুক্ষম্ পুষ্কপলাসাদিম্পি সাদেতি কিমাসেতি,
 খুদ্রকসাখাপি ভগ্নতি, মহাসাখাপি ভগ্নতি, সমূলকম্পি তং রুক্ষং
 উৰ্বভেদ্বা পাতেদ্বা উৰ্বমূলং অধোসাখং কদ্বা গচ্ছতি ; এবমেবং
 এবরূপং পুগলং অন্তো উগ্নম্নো কিলেসমারো পসহতি, বলববাতো
 দুৰ্বল রুক্ষম্ পুষ্কপলাসাদীনং বিয় খুদানুখুদকাপত্তি আপজ্জনম্পি
 করোতি, খুদ্রকসাখাভগ্ননং বিয় নিস্গিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি
 করোতি ; মহাসাখাভগ্ননং বিয় তেরস সজ্বাদিসেসাপত্তি আপ-
 জ্জনম্পি করোতি । উৰ্বভেদ্বা উৰ্বমূলকং হেট্টা সাখং কদ্বা পাতনং
 বিয় পারাজিকাপজ্জনম্পি করোতি । স্বাঙ্ঘাতসাসনা নীহরিদ্বা
 কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীতি । এবং এবরূপং পুগলং
 কিলেসমারো অন্তনো বসে বভেতীতি অথো ।

১২ । “অশুভানুপত্তিং”তি—দসম্ অশুভেসু অশুভঃ

“অশুভানুপত্তিং” উৎপাটিত করে । যেমন অশুভানুপত্তি সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে,
 ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপত্তন পূর্বক
 ভূমিতে পাতিত করিয়া উৰ্বমূল ও অধোসাখা করিয়া যায় ; তদ্রূপ যে
 ভিক্ষু সৌন্দর্য্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীৰ্য্য ও আলস্যপরায়ণ তাহার অন্তরে
 উৎপন্ন ক্রেশমার তাহাকে পরাভব করে, অশুভানুপত্তি দুৰ্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প
 ছিন্ন করার গ্ৰায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ‘আপত্তি’ প্রাপ্ত করার ; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার গ্ৰায়
 “নিস্গিয়া”দি (নিঃসর্গীর) আপত্তি প্রাপ্ত করার ; মহাশাখা ভগ্ন করার গ্ৰায়
 জ্যোদশ ‘সজ্বাদিশেষ’ আপত্তি প্রাপ্ত করার । উত্তরন করিয়া উৰ্বমূল অধোশির
 করিয়া পতন করার গ্ৰায় ‘পারাজিকা’ আপত্তি প্রাপ্তও করার । সু-আখ্যাত
 শাসন হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাব প্রাপ্ত করার ।
 এইরূপে ক্রেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে প্রবর্তিত করে ।

১২ । “অশুভানুদর্শী”—দশবিধ অশুভের মধ্যে অশুভতর যে কোন অশুভ

পদ্মস্তং পটিকুলমনসিকারে যুক্তং, কেসে অশুভতো পদ্মস্তং লোমে
 নখে দন্তে তচং বর্ণং সঠানং অশুভতো পদ্মস্তং। “ইন্দ্রিয়েসু”তি
 ছসু ইন্দ্রিয়েসু। “সুসংবৃতং”তি নিমিত্তাদিগাহরহিতং পিহিভদ্বারং।
 অমস্ত্রশু তাপটিপক্ষেণ ভোজনমিহ চ মস্ত্রশুং। “সদ্ধা”তি—কশ্মল
 চেব কলম চ সদহনলক্ষণায় লোকিকায় সদ্ধায় চেব তীসু বথুসু
 অবেষ্টমসাদসংখাতায় লোকুত্তরসদ্ধায়চেব সমগ্নাগতং। “আরদ্ধ-
 বীরিয়ং”তি—পঙ্গাহিত বিরিয়ং পরিপূর্ণবিরিয়ং। “তং বে”তি—
 তং এবরূপং পুঙ্গলং যথা দুবলবাতো সনিকং পহরন্তো একঘনং
 সেলং চালেতুং ন স্কোতি, তথা অশুভ্তরে উগ্নজ্জমানোপি দুবল-
 কিলেসমারো নগ্নসহতি, খোভেতুং চালেতুং নস্কোতীতি অথো।

দেখিয়া ঘুণা মনসিকার যুক্ত হইয়া বিহরণ করা; কেশ, লোম, নখ, দন্ত,
 ত্বক, বর্ণ ও সংস্থান অশুভ মনে করিয়া বিহরণ করা।

“ইন্দ্রিয়সমূহে”—ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে।

“সুসংবৃত”—নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত, চক্ষুদ্বারাদি আবদ্ধ রাখা।

“ভোজনে মাত্রস্ত”—ভোজনে অমাত্রস্ত না হওয়া।

“শদ্ধা”—কশ্ম ও তাহার কলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শদ্ধাসম্পন্ন এবং
 বস্ত্রদ্বয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শদ্ধা সম্বিত।

“আরদ্ধবীর্য”—প্রগৃহীত বীর্য, পরিপূর্ণ বীর্য।

“একান্তই তাহা”—যেমন মন্দবারু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও
 সঘন শিলাময় পর্বতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অশুভদর্শী,
 সংযতেন্দ্রিয়, ভোজনমাত্রস্ত, শদ্ধা ও আরদ্ধবীর্য ব্যক্তিকে হর্ষল ক্রেশমায়
 অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত
 করিতে পারে না।

১৩। তাপি খো তস্ম পুরাণ দুতিয়িকায়ো খেরং পরিবারেহা
 “ত্বং কং আপুচ্ছিত্বা পব্বজিতো, ইদানি গিহী ভবিমসী”তি আদীনি
 বহ্না কাসাবং নীহরিতুকামা অহেসুং। খেরো তাসং আকারং
 সল্লঙ্ঘেহা নিসিগ্নাসনা বুট্টায় ইচ্ছিয়া উগ্গতিহা কূটাগারকল্লিকং
 ভিন্দিহা আকাসেনাগস্তা সথরি গাথা পরিয়োসাপেত্তুব সথুসুবল্ল-
 বল্লং সরীরং অভিথবন্তো ওতরিহা তথাগতস্ম পাদে বন্দি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীসু
 পতিট্টহিংসু’তি।

১৩। এদিকে তাঁহার ভার্য্যারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া বলিতে
 লাগিল—“তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী
 হইতে হইবে।” এভাবে তাহার নানা কথা বলিয়া কাষায় বজ্র কাড়িয়া
 লইতে মনস্থ করিল। স্ববির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঋদ্ধি
 বলে আসন হইতে উঠে উঠিয়া কূটাগার কর্ণিকা ভেদ করত আকাশপথে
 ছুটিয়া আসিয়া শাস্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাঁহার সুবর্ণবর্ণ শরীরের
 স্ফুটি করিতে করিতে অবতরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত ভিক্কুগণ সোতাপত্তি ফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

দেবদত্তস্ব-বথু । ৭

১ । “অনিকসাবো”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো রাজগহে দেবদত্তস্ব কাসাবলাভং আরব্বু কথেসি ।

২ । একস্মিং হি সময়ে বে অগসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে
অন্তনো পরিবারে আদায় সখারং আপুচ্ছিহা জেতবনতো রাজগহং
অগমংসু, রাজগহবাসিনো বেপি তয়োপি বহুপি একতো হুহা আগন্তুক
দানং অদংসু । অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং
করোন্তো “উপাসকা, একো সয়ং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি,
সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং ।

দেবদত্তের উপাখ্যান । ৭

১ । “অনিকসাব”— এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার
সময় রাজগৃহে দেবদত্তের কাষায় লাভের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২ । এক সময়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু
পরিজন লইয়া শাস্তার সম্মতি ক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া-
ছিলেন । রাজগৃহবাসীরা দুইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে
আগন্তুক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল । একদিন আয়ুস্মান সারিপুত্র
পুণ্যানুমোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া-
ছিলেন—“হে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে
উৎসাহিত করে না; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না ।

একো পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিবন্ত নিবন্ত-
 ট্টানে পরিবার সম্পদং লভতি, নো ভোগসম্পদং । একো
 সয়ম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিবন্ত নিবন্তট্টানে
 কঙ্কিমন্তম্পি কুচ্ছিপুরং ন লভতি ; অনাথো হোতি নিগ্গচ্চয়ো ।
 একো সয়ম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিবন্ত নিবন্তট্টানে
 অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহস্মেপি অন্তভাব সত সহস্মেপি ভোগ-
 সম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি ।

৩ । তমেকো পণ্ডিত পুরিসো স্তুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো
 ধম্মদেসনা, সুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিন্নং সম্পত্তীনং
 নিফাদকং কস্মং কাতুং বট্টতী”তি চিস্তেত্বা “ভন্তে, স্মে মফ্হং ভিক্ষং
 গণহথা”তি খেরং নিমন্তেসি ।

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না ; সে যেখানে যেখানে
 জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেখানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ
 লাভ করে না । কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে
 না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কাঁড়ি
 মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয় । আর কেহ নিজেও দান দেয়,
 পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও,
 সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন-সম্পদ দুই লাভ
 করে ।” তিনি এইরূপ ধর্মদেখনা করিলেন ।

৩ । তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—“আশ্চর্য্য এই
 ধর্মদেখনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে । এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ
 হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে ।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি
 অগ্রপ্রাবককে কহিলেন—“ভন্তে, আগামী কল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।”
 এই বলিয়া স্ববিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন ।

“কিন্তুকেহি তে ভিক্ষুহি অথো উপাসকা”তি ?

“কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা”তি ?

“সহস্রমতা উপাসকা”তি ।

“সক্বেহেব সন্ধিং শ্বে ভিক্ষং গণহথ ভন্তে”তি ।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিয়ং চরন্তো—“অস্ম, তাত, ময়া ভিক্ষুসহস্রং নিমন্তিতং, তুমহে কিন্তকানং ভিক্ষুনং ভিক্ষং দাতুং সন্ধিঅথ, তুমহে কিন্তকানং”তি সমাদপেসি । মনুজা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসন্নং দস্মাম”—“ময়ং বীসতিয়া”—“ময়ং সতজ্জা”তি আহংসু । উপাসকো—“তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কত্বা একতোব পচিআম, সবেব তিল তণুল সন্ধি ফাগিতাদীনি সমাহরথা”তি একঠানে সমাহরাপেসি ।

“উপাসক, তোমার কয়জন ভিক্ষু চাই ?”

“ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন ?

“সহস্রজন উপাসক !”

“সকলকে নিয়া আগামী কল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন ভন্তে ।”

স্থবির সন্মত হইলেন । উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল—“বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? আপনারা কতজনকে পারিবেন ?” এই বলিয়া সকলকে দান কার্যে উৎসাহিত করিলেন । লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ্য, “আমরা দশজনকে দিব,” “আমরা বিশজনকে দিব,” “আমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ বলিল । উপাসক বলিলেন—“তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব । সকলে ডাল, চাউল, তিল, সর্পি ও গুড়াদি নিয়া আন” এই বলিয়া সকলের জিনিষ একস্থানে আনয়ন করাইলেন ।

৪ । অথশ্চ একো কুটুম্বিকো সতসহস্রাণ্যনিকং গন্ধকাসাব বথং দত্ত্বা “সচে তে দানবটুং পন নপ্নহোতি ইদং বিপ্লভ্জ্জত্বা বদুনং তং পূরেয়্যাসি । সচে পহোতি যপ্পিচ্ছসি তপ্প ভিক্ষুনো দদে- য্যাসী”তি আহ । তপ্প সৰ্বং দানবটুং পহোসি, কিঞ্চি উনং নহোসি । সো মনুষ্বে পুচ্ছি “ইদং অয়্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বত্তা দিম্বং, অতিরেকং জাতং, কপ্প নং দেমা”তি ? একেচে “সারিপুত্তথেরপ্পা”তি আহংসু । একেচে “থেরো সপ্পপাকসময়ে আগত্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অমহাকং মঙ্গলামঙ্গলেসু সহায়ো, উদকমণিকো বিয় নিচ্ছপ্পতিট্ঠিতো, তপ্প তং দেমা”তি আহংসু । সম্বাহুলিকায় কথায়াপি “দেবদত্তপ্প দাতব্বং”তি বত্তারো বহুতরা অহেংসুং । অথ নং দেবদত্তপ্প অদংসু ।

৪ । অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়- বস্ত্র দান করিয়া कहিলেন— “যদি আপনার দানীর দ্রব্যের সঙ্কুলান না হয়, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন । যদি কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন ।” তাঁহার সব দান- সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল । কিছুই কম পড়িল না । তিনি উপস্থিত লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “মহাশয়েরা ! দেখুন, এই কাষায়বস্ত্র খানা একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত হইয়াছে, কাহাকে দিব ?” কেহ কেহ বলিল— “সারিপুত্র স্ববিরকে ।” কেহ কেহ বলিল— “সারিপুত্র স্ববির শশু পাকিলে [সুখের সময়] আসিয়া চলিয়া যান ; দেবদত্ত আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়, বৃহৎ উদক কুন্তের ঞ্চায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব ।” সকলের মত লইয়া দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই ইহা দেবদত্তকে দেওয়া হইল ।

সো তং ছিন্দিহা সংবিদহিহা রজ্জিহা নিবাসেহা পারুপিহা বিচরতি ।
তং দিশ্বা “নয়িদং দেবদত্তে অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্রথেরে অনুচ্ছবিকং,
দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং নিবাসেহা পারুপিহা বিচরতী”তি
বদিংসু ।

৫ । অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবথিং গস্তা
সথারং বন্দিহা কতপটিসস্থারো, সথারা ধিন্নং অগসাবকানং কাসু
বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্টায় সৰং তং পবত্তিং আরোচেসি ।
সথা—“নথো ভিক্ষু, ইদানেবেসো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বথং
ধারেতি পুকেপি ধারেসি য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

৬ । অতীতে বারাগসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্তু বারাগসী-
বাসী একো হথিমারকো হথী মারেহা মারেহা দন্তে চ নখে চ
অস্তানি চ ঘনমাংসঞ্চ আহরিহা বিক্খিগন্তো জীবিকং কপ্পেতি ।

তিনি তাহা ছিড়িয়া শেলাই ও রজ্জিত করিয়া পরিধান পূর্বক
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—
“ইহা দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার
অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন ।”

৫ । অনন্তর অগ্ৰস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে
গমন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন । শাস্তা তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা
করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কেমন আছেন জানিতে চাহিয়া, তিনি প্রথম হইতে
সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন । শাস্তা কহিলেন— “ভিক্ষু, সে যে
এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পূর্বেও করিয়া-
ছিল ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :—

৬ । পূর্বকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাগসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন
বারাগসী বাসী জনৈক হস্তীমারক হস্তী মারিয়া দন্ত, নখ, অঙ্গ ও ঘনমাংস
লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত ।

অধেকশ্মিঃ অরণ্যে অনেকসহস্রাঃ হৃথী গোচরং গহেহা গচ্ছন্তা
 পচেবুদ্ধে দিশ্বা তন্তে। পঠ্যায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্মু-
 কেহি নিপতিহা বন্দিত্বা পকমন্তি । একদিবসং হৃথিমারকো তং
 কিরিয়ং দিশ্বা “অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমন-
 কালে পচেবুদ্ধে বন্দন্তি, কিম্বুখো দিশ্বা বন্দন্তী”তি চিন্তেস্তো
 কাসাবন্তি সল্লঙ্ঘেহা ময়াপিদানি কাসাবং লক্ষুং বটুতী”তি চিন্তেহা
 একজ পচেবুদ্ধজ জাতঅরং ঔরুযহ নহায়ন্তুঅ তীরে ঠপিতেমু
 কাসাবেমু চীবরং খেনেহা তেসং হৃথীনং গমনাগমনমগ্গে সন্তিঃ
 গহেহা সসীসং পারুপিহা নিসীদতি । হৃথী তং দিশ্বা পচেব-
 বুদ্ধোতি সপ্রায় বন্দিত্বা পকমন্তি । সো তেসং সব্বপচ্ছতো
 গচ্ছন্তুং সন্তিয়া পহরিহা মারেহা দন্তাদীনি গহেহা সেসং ভূমিয়ং
 নিখনিহা গচ্ছতি ।

এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে বাইবার সময় এক পচেবুদ্ধকে দেখিতে
 পাইল । সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জানু নত
 করিয়া তাহাকে বন্দনা করিত । একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া
 ভাবিল—“আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি, এরা দেখিতেছি আসিতে
 যাইতে পচেবুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে ?” সে
 ভাবিয়া স্থির করিল—“কাবার বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও
 কাবার বস্ত্র যোগার করিতে হইবে ।” একদিন সে দেখিল জনৈক পচেবুদ্ধ
 সরোবরের তীরে কাষায় বস্ত্র রাখিয়া জলে নামিয়া অবগাহন করি-
 তেছেন । সে সুযোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল । অতঃপর হস্তী সকলের
 গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অঙ্গহস্তে বসিয়া রহিল ।
 হস্তী তাহাকে দেখিয়া পচেবুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল ।
 সে সেদলের সর্বপশ্চাৎ গমনকারী হস্তীকে অস্ত্রের আঘাতে মারিয়া দুষ্টাদি
 গ্রহণ পূর্বক অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত ।

৭ । অপরভাগে বোধিসত্তো হুথিয়োনিয়ং পটিসন্ধিং গহেহা
হুথিজেটঠকো যুথপতি অহোসি । তদাপি সো তথেন করোতি ।
মহাপুরিসো অন্তনো পরিসায় পরিহানিং ঞ্ছা “কুহিং ইমে হুথী
গতা মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিহা —

“ন জানাম সামী”তি বুত্তে—

“কুহিঞ্চি গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিঅন্তি, পরিপঞ্ছেন
ভবিতব্বং”তি চিন্তেহা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিহা নিসি-
ন্নস সন্তিকা পরিপঞ্ছেন ভবিতব্বং”তি পরিসন্ধিহা “তং পরিগণিতুং
বটুতী”তি সবে হুথী পুরতো পেসেহা সয়ং পচ্ছতো বিলম্বমানো
আগচ্ছতি । সো সেসহুথীসু বন্দিহা গতেসু মহাপুরিসং আগ-
চ্ছন্তং দিস্বা চীবরং সংহরিহা সন্তিং বিঅজ্জি । মহাপুরিসো

৭ । পরে এক সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীঘোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া
যুথপতি হস্তীশ্রেষ্ঠ হইল । সে তখনও তেমন ভাবে হস্তী মারিত । মহা-
পুরুষ আপনার দল করিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এই সব
হাতী কোথায় গেল ? কেন কম দেখাইতেছে ?”

হাতীর বালি—“জানি না প্রভু !”

“কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইও না,
বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।” এরূপ চিন্তা করিয়া—“ঐ একস্থানে
কাষায়বন্ত আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভয়ের কারণ হইয়া থাকিবে !”
এই আশঙ্কায় যুথপতি স্থির করিল—“তাহাকে ধরিতে হইবে।” পরদিন
বোধিসত্ত্ব সমস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়া পশ্চাৎ আসিতে-
ছিল । সকল হস্তী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে হস্তীমারক যুথপতিকে
আসিতে দেখিয়া চীবর অপনয়ন করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল । মহাপুরুষ

সত্তিঃ উপট্টপেস্তো আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিকমিত্তা সত্তিঃ বঞ্জেসি ।
অথ নঃ “ইমিনা ইমে হত্থী নাসিতা”তি গণিত্তুঃ পচ্ছন্দি । ইতরো
একং রুচ্ছং পুরতো কথা নিলীয়ি ।

৮ । অথ নঃ রুচ্ছেন সত্তিঃ সোণায় পরিস্খিপিত্তা গহেত্তা
ভূমিয়ং পোথেম্মামী”তি তেন নীহরিত্তা দত্তিতঃ কাসাবং দিস্বা
“সচাহং ইমস্মিং দুস্সিম্মামি অনেকুসহস্সেনু মে বুদ্ধ পচ্চেবুদ্ধ
খীণাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্না ‘ভবিম্মতী’তি অধিবাসেত্তা “তয়া
মে এত্তকা এত্তকা নাসিতা”তি পুচ্ছি ।

“আম সামী”তি বৃত্তে—

“কস্মা এবং ভারিয়ং কস্মমকাসি ? অন্তনো অননুচ্ছবিকং
বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বথং পরিদহিত্তা এবরূপং কস্মং করোন্তেন

সাবধানের সহিত আদিতেছিল, শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র পশ্চাৎ হটিয়া
শক্তি এড়াইল। অতঃপর “এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে” বলিয়া ধরিবার
জন্ত অগ্রসর হইল। সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

৮ । অতঃপর হস্তী বৃক্ষের সহিত তাহাকে শুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া
ভূমিতে প্রোথিত করিতে উদ্ভত হইল। সে কামায় বাহির করিয়া দেখাইল।
তাহা দেখিয়া হস্তীরাজ ভাবিল—“যদি আমি ইহাকে দূষিত করি হাজার
হাজার বুদ্ধ, পচ্চেবুদ্ধ ও ক্ষীণাসবের প্রতি যে আমার লজ্জা-সন্ত্রম আছে,
তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি আমার এতগুলি জাতি নাশ করিয়াছ ?”

“হঁ প্রভু।”

“কেন তুমি এরূপ গুরুতর কার্য করিলে ? নিজের অযোগ্য
বীতরাগগণের পরিধান যোগ্য কাপড় পরিয়া এমন কাজ করিয়া

ভারিয়ং তয়া কতং”তি এবঞ্চ পন বহা উত্তরিম্পি নিগ্গাহন্তো—
“অনিক্সাবো কাসাবং—পে—স বে কাসাবমরহতী”তি বহা “অয়ু-
ত্তন্তে কতং”তি আহ।

৯। সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া—“তদা হথিমারকো দেব-
দত্তো অহোসি, তন্নি নিগ্গাহকো হথিনাগো অহমেবা”তি জাতকং
সমোধানেত্বা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুৰ্বেপি দেবদত্তো অন্তনো
অননুচ্ছবিকং বথং ধারেসিয়েবা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অনিক্সাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেত্ততি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি। ৯
যো চ বস্তকসাবন্ন সীলেন্ন সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতী”তি। ১০

তুমি অত্যন্ত অশ্রয় কাজ করিয়াছ।” এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর
নিগৃহীত করিবার জন্ত—“সকসাব য়েবা বাসে কাষায় চাকিভে গাত্র” ইত্যাদি
বলিয়া কহিল—“তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ।”

৯। শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“তখন দেবদত্ত
ছিল হস্তীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি।” এই
বলিয়া জাতক সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন
নয় পূর্বেও তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল।” এই বলিয়া এই
গাথাষয় ভাষণ করিলেন :—

“‘সকসাব’ য়েবা বাসে কাষায় চাকিভে গাত্র,
দম-সত্য-পরিহীন সে কাষায়াযোগ্য পাত্র। ৯
‘অ-কসাব’ য়েইজন সুষ্ঠুশীলে সমাহিত,
কাষায়ের যোগ্য সেই দম-সত্য সমন্বিত।” ১০

ছদ্মজাতকেনাপি চ অয়মথো দীপেতবোতি ।

১০ । তথ—“অনিষ্কসাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি স্ক-
সাবো । “পরিদহেহতী”তি—নিবাসন পারুপন অথরণবসেন পরি-
ভুঞ্জিঅতি, পরিদহিহতীতি পি পাঠো ।

“অপেতো দমসচেনা”তি—ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচ্চ-
পক্ষিকেন বচীসচেন চ অপেতো বিয়ুত্তো পরিচ্ছত্তোতি অথো ।
“ন সো”তি—সো এবরূপো পুঙ্গলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি ।

“বস্তুকসাবম্মা”তি—চতুহি মগ্গেহি বস্তুকসাবো ছড্ডিতকসাবো
পহীন কসাবো অম্ম ।

“সীলেন্সু”তি—চতুপারিসুঙ্কি সীলেন্সু ।

“সুসমাহিতো”তি—সুট্টু সমাহিতো সুট্ঠিতো ।

‘ছদ্ম’ জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত ।

১০ । তথ— “সকসাব”— কামরাগাদি কসাবের দ্বারা যুক্ত ।
“পরিধান করিবে”— নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আন্তরণ-
রূপে ব্যাবহার করিবে ।

“দম-সত্য-পরিহীন”— ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ষীয় সত্য বাক্
হইতে বিযুক্ত বা পরিত্যক্ত ।

“নে অযোগ্য”— এইরূপ পুঙ্গল কাষায় বস্তু পরিধান করিবার অযোগ্য ।

“অকসাব”— চতুর্দ্বার দ্বারা বাহার কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন
কসাব [কামরাগাদি কসাবহীন] ।

“সীল সমূহে”— চারিপারিসুঙ্কি সীল সমূহে ।

“সুস্থ সমাহিত”— সুসমাহিত, সুস্থিত ।

“উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বুদ্ধধিকারেন সচ্চেন চ উপগতো। “স বে”তি সো এবরূপো পুঙ্গলো, তং গন্ধকাসাববথং অরহতীতি।

গাথা পরিয়োসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্ষু সোতাপন্নো জাতো। অশ্রেণপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসূতি। দেশনা মহাজনেন সাথিকা অহোসী”তি।



“সমন্বিত”— ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের * দ্বারা উপগত।

“যোগ্য সেই”— সেই এইরূপ পুঙ্গল সেই সুগন্ধ কাষায় বস্ত্রের উপবৃত্ত।

গাথা অবসানে আগন্তুক ভিক্ষু সোতাপন্ন হইয়াছিল। অপর বহু-জনও সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল।



* দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও নার্গ সত্য।

অগ্গসাবক-বথু । ৮

১ । “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে বিহরন্তো অগ্গসাবকেহি নিবেদিতং সঞ্জয়ন্ত অনাগমনং আরত্তু কথেসি । তত্রায়ং আনুপুৰ্ব্বীকথা :—

২ । অমহাকং হি সথা ইতো কল্পসতসহস্রাধিকানং” চতুম্নং অসঙ্খ্য্যানং মথকে অমরবতীনগরে সুমেধো নাম ব্রাহ্মণকুমারো হুত্বা সৰ্বসিপ্পেসু নিপ্পত্তিং পত্বা মাতাপিতুম্নং অচ্চয়েন অনেক কোটিসঙ্খং ধনং পরিচচ্ছিত্বা ইসিপব্বজ্জং পব্বজ্জিত্বা হিমবন্তে বসন্তো

অগ্রশ্রাবকের উপাখ্যান । ৮

১ । “অসারে সার মনে করে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় অগ্রশ্রাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলেন । তথায় এই আনুপূর্ব্বিক কথা :—

২ । আমাদের শাস্তা [গোতম বুদ্ধ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে অমরবতী নগরে সুমেধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সর্বপ্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা পিতার মৃত্যুর পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি হিমাগয়ে বাস করিবার সময়

ঝানাভিঞাঃ নিব্বত্তেহা আকাসেন গচ্ছন্তো দীপকর দশবলজ সুদান
বিহারতো রম্মনগরং পবিসনথায় মগ্গং সোধয়মানং জনং দিস্বা
সয়ম্পি একং পদেসং গহেহা তস্মিং অসোধিতে য়েব আগতজ
সথুনো অন্তানং সেতুং কহা কললে অথরিত্বা “সথা সসাবকসজ্জো
কললং অনকমিত্বা মং অকমন্তো গচ্ছতু”তি নিপম্নো। সথারা
তং দিস্বাব “বুদ্ধকুরো এস অনাগতে কল্পসতসহস্রাধিকানং চতুরং
অসজ্জয়্যানং পরিয়োসানে গোতমো নাম বুদ্ধো ভবিম্মতী”তি
ব্যাকতো।

৩। তস্ম সথুনো অপরভাগে কোণ্ডশ্রেণা, মঙ্গলো, সুমনো,
রেবতো, সোধিতো, অনোমদসী, পহুমো, নারদো, পহুমুত্তরো,
সুমোধো, সুজাতো, পিয়দসী, অর্থদসী, ধর্মদসী, সিদ্ধথো, তিস্সো,
ফুস্সো, বিপসী, সিথী, বেষ্ণভু, ককুসক্কো, কোণাগমনো, কল্পপোতি

ধানাভিজ্জা উপর করিয়াছিলেন। একদিন তিনি আকাশপথে যাইবার সময়
দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রম্মনগরে দীপকর দশবলের গমনো-
পলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একস্থানে
গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন। তাঁহার পথ-সংস্কার কার্য
সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্দমের
উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন— “শাস্তা ও
তাঁহার শাবকসত্ত্ব কর্দম মর্দিত না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর
হইতে থাকুন।” শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন— “ইনি বুদ্ধকুর, শত
সহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্য কাল পরে ইনি গোতম নামক বুদ্ধ হইবেন।”

৩। সেই দীপকর বুদ্ধের পরে কোণ্ডা, মঙ্গল, সুমন, রেবত, সোধিত, অনোম-
দর্শী, পহুম, নারদ, পহুমোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী,
সিদ্ধার্থ, তিস্স, ফুস্স, বিপসী, সিথী, বেষ্ণভু, ককুসক্ক, কোণাগমন, কল্পপ

লোকং ওভাসেত্বা উগ্নানং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং সন্তিকে
লঙ্কব্যাকরণো দশপারমিয়ো দশউপপারমিয়ো দশপরমথপারমিয়োতি
সমতিংসপারমিয়ো পুরেত্বা বেঙ্গসুরতভাবে ঠিতো পঠবিকম্পনানি
মহাদানানি দত্বা পুত্রদারং পরিচ্ছজিহ্বা আয়ুপরিয়োসানে তুসিতপুরে
নিব্বত্তিত্বা তথ যাবতায়ুকং ঠত্বা দশসহস্র চক্রবালদেবতাহি সন্ন-
পাতিত্বা—

“কালোয়ং তে মহাবীর উগ্নজ্জ মাতুকুচ্ছিয়ং,
সদেবকং তারয়ন্তো বুদ্ধস্মু অমতং পদং”তি ।

এই ত্রয়োবিংশতি বৃক্ক ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
তাঁহারাও তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তিনি
দশপারমিতা †, দশ উপপারমিতা * ও দশ পরমার্থ পারমিতা ‡ এই ত্রিংশ
পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া ‘বেঙ্গসুর’ জনে পৃথিবী-বিকম্পী মহাদান
দিয়া, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে তুষিত পুরীতে উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন । সেখানে আয়ুকাল থাকিবার পর দশসহস্র চক্রবাল দেবতা একত্রিত
হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—

“এই ত সময় হে মহাবীর, জননী জঠরে জনম নাও,
স্বরার সদেব ভুবন জনে সকলে অমৃত-পদ বুঝাও ।”

† দান, শীল, নৈকুমা, প্রজ্ঞা, বীর্ঘা, কান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা
এই দশবিধ পারমিতা । ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পারমিতা ।

* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা ।

‡ জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা ।

৪। বুভু পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেহা ততো চুতো শাক্যরাজ-
কুলে পট্টিসন্ধিং গহেহা তথ মহাসম্পত্তিয়া পরিহরিয়মাণো অনু-
ক্রমেন ভদ্রয়োবনং পত্না তিগ্নং উতুনং অনুচ্ছবিকেশু তীসু পাসাদেশু
দেবলোকসিরিং বিয় রজ্জসিরিং অনুভবন্তো উয়্যানকীলায় গমন
সময়ে অনুক্রমেন জিগ্ন ব্যাধি মত সম্বাতে তয়ো দেবদূতে দিস্বা
সঞ্জাতসংবেগো নিবন্তিহা চতুর্থবারে পব্রজিতরূপং দিস্বা “সাধু
পব্রজ্যা”তি পব্রজ্যায় রুচিং উগ্নাদেহা উয়্যানং গন্ত্বা তথ দিবসং
খেপেহা মঙ্গলপোক্করনীতীরে নিসিন্নো কপ্পকবেসং গহেহা আগতেন
বিন্ধকম্মুনা দেবপুত্ৰেন অলঙ্কতপটিয়ন্তো রাহুলকুমারস্ম জাতসাসনং
সুত্বা পুত্তসিনেহস্ম বলবভাবং ঞ্জহা “যাব ইদং বন্ধনং ন বজ্জতি
তাবদেব নং ছিন্দিস্মামী”তি চিন্তেহা সায়ং নগরং পমিসন্তো—

৪। দেবতারা এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন
করিলেন। অতঃপর সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজ্য কুলে
জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্র-
যোবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক
শ্রীর ঞ্জায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চান ক্রীড়ায় যাইবার
নয়ন অনুক্রমে জীর্ণ, পীড়িত ও যুতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়া
সঞ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ
দেখিয়া “সাধু প্রব্রজ্যা” বলিয়া প্রব্রজ্যায় অভিক্রুচি উৎপন্ন করত উচ্চানে
প্রবেশ করিয়া সেখানে দিবাতাগ ক্লেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা
দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুঙ্করিণীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলঙ্কত করি-
লেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর
হইল। তিনি পুত্র-স্নেহের বলবদ্ভাব বৃদ্ধিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—
“এই বাঁধন শক্ত না হইতেই ছিঁড়িব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার
সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—

“নিবৃত্তা নূম সা মাতা নিবৃত্তো নূম সো পিতা,
নিবৃত্তা নূম সা নারী বজায়ং ঈদিসো পতী”তি ।

৫। কিশাগোতমিয়া নাম পিতৃচ্ছাধীতায় ভাসিতং ইমং
গাথং শ্রুত্বা “অহং ইমায় নিবৃত্তপদং সাবিতো”তি মুক্তাহারং ওমুক্তিহা
তজ্জা পেসেহা অন্তনো তখনং পবিসিত্বা সিরিসয়নে নিপন্নো নিদ্-
পগতানং নাটকিখীনং বিপ্লকারং দিস্বা নিবিস্বহদয়ো ছন্নং উট্টাপেহা
কন্থকং আহরাপেহা কন্থকং আকুযহ ছন্ন সহায়ো দসসহস্রচক্রবাল
দেবতাহি পরিবৃত্তো মহাভিনিবৃত্তমণং নিবৃত্তমিত্বা অনোমা নাম
নদীতীরে পব্বজিত্বা অনুক্রমেণ রাজগৃহং গন্ত্বা তথ পিণ্ডায়-চরিত্বা
পণ্ডবপৰ্বত পত্তারে নিসিন্নো মগধরাজ্যে রজ্জেন নিমন্তিয়মানো

“নিশ্চয় নিবৃত্তা সে মাতা,
নিশ্চয় নিবৃত্ত সে পিতা,
নিশ্চয় নিবৃত্তা সে নারী,
এমন (তময়) পতি বা যাহারি ।”

৫। ঠাঁহার পিসতুতা ভগিনী কুশাগোতমী তাঁহাকে দেখিয়া এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই গাথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো,
ইনি আমাকে নিবৃত্তপদ শ্রবণ করাইলেন” এই বলিয়া নিজের মুক্তাহার
উন্মুক্ত করিয়া ঠাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্তকীগণের বিকৃতাকার
দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইলেন। ছন্নকে ঘুম হইতে জাগরিত
করিয়া কণ্টক নামক অশ্বকে আনাঠিলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত
দশ-সহস্র চক্রবাল-দেবতার দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ছন্নের সাহায্যে মহা অভি-
নিবৃত্তমণ করিলেন। অনোম নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুক্রমে
রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডব পৰ্বত-গহ্বরে
সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ

তং পটিষ্টিপিহা সন্ধপ্রুতং পত্না অন্তনো বিজিতং আগমনথায়
 ভেন গহিতপটিশ্রেণা আলাবক উদ্ভকক উপসংকমিত্বা তেসং সন্তিকে
 অধিগত বিসেসং অদিত্বা অনলংকরিত্বা চকব্যানি মহাপধানং পদহিত্বা
 বিসাত্থ পুন্নমদিবসে পাভোব স্ত্রজাতায় দিনপায়াসং পরিভুক্তিত্বা নেরঞ্জ-
 রায় নদিয়া স্ত্রবল্পপাতিং পবাহেত্বা নেরঞ্জরায় নদিয়াতীরে মহাবনসণ্ডে
 নানাসমাপত্তীহি দিবসভাগং বীতিনামেত্বা সায়ণহসময়ে সোথিয়েন
 দিনং তিগং গহেত্বা কালেন নাগরাজেন অভিখুতগুণো বোধিমণ্ডং
 আরুফ্হ তিগানি সস্থরিত্বা “ন তাবিমং পল্লকং ভিন্দিত্বামি যাব মে
 অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্ততী”তি পটিশ্রেণং কত্বা পুরথা-
 ভিমুখো নিসীদিত্বা স্ত্রিয়ে অনথমিতে য়েব মারবলং বিধমিত্বা পঠম-
 য়ামে পুর্কনিবাসপ্রোগং মক্ষিময়ামে চুতুপপাতপ্রোগং পত্না পচ্ছিম-

করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে সর্কজ্ঞতা
 প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আনিতে প্রতিশ্রুতি করাইলেন। অনন্তর তিনি
 আলাব ও উদ্ভকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ
 কিছু না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপর্ধ্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া
 কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে স্ত্রজাতার
 প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা ‘সমাপত্তি’
 দ্বারা দিব্যভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াক্ সময়ে সোথিয়ের প্রদত্ত তৃণ
 গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অভিস্কৃত হইয়া, বোধিমণ্ডপে
 আরোহণ পূর্কক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমাকে যাহাতে আর
 জন্ম নিতে না হয়, সেইরূপ ভাবে চিত্ত আশ্রব (তৃষ্ণা) হইতে মুক্ত না হওয়া
 পর্যন্ত আমি এই আসন ভাঙ্গিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূর্কভিমুখী হইয়া
 উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অন্তমিত হইতেই মারসৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া রাজ্যের
 প্রথম যামে পূর্কনিবাস জ্ঞান, মধ্যম যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

যামাবসানে পচয়াকারে এগাং ওতারেহা দশবল চতুবেসারজ্জাদি
 সৰ্বগুণ পতিমণ্ডিতং সৰ্বশ্রুত এগাং পটিবিষ্টিয়া সন্তসস্তাহং বোধি-
 মণ্ডে বীতিনামেহা অট্টমে সত্তাহে অজপালনিগ্রোধমূলে নিসিম্নো
 ধর্মগন্তীরতা পচবেক্ষণেন অগ্নোজ্জুকতং আপজ্জমানো দশসহস্র
 চক্রবাল্ মহাব্রহ্মপরিবারেন সহস্পতি ব্রহ্মনা আয়াচিত ধর্মদেসনো
 বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেহা ব্রহ্মনো চ অঙ্কসনং অধিবাসেহা
 “কল্পমুখো অহং পঠমং ধর্মং দেসেয়ং”তি ওলোকেস্তো আলা-
 রুদ্ধকানং কালকতভাবং এহা পঞ্চবগ্গিয়ানং ভিক্ষুনাং বহুপকারতং
 অনুজরিয়া উট্টায়াসনা কাসিপুরুং গচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে উপকেন
 সন্ধিং মন্তেহা আসাল্লপুণ্ণমদিবসে ইসিপতনে মিগদায়ে পঞ্চবগ্গিয়ানং

শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞানের অবতারণা করিয়া দশবল-
 চতুর্বেশারজ্জাদি সৰ্বগুণ প্রতিমণ্ডিত সৰ্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ।
 তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডপে অতিবাহিত করিলেন । অষ্টম
 সপ্তাহে অজপাল নিগ্রোধমূলে গমন করিলেন । সেখানে উপবেশন
 করিয়া ধর্মের গন্তীর ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মনোৎসাহ হইলেন ।
 ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা সহস্পতি
 আসিয়া তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন । অতঃপর তিনি
 বুদ্ধচক্ষুদ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার ইচ্ছায় সম্মত হইয়া—
 “আমি কাহাকে প্রথম ধর্মদেশনা করিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষু-
 দ্বারা অবলোকন করিলেন । দেখিলেন আবার ও উদ্রক কাল প্রাপ্ত
 হইয়াছেন । তাহার পর পঞ্চবগ্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন । তাঁহা-
 দিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাশীপুর
 অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে উপকের সহিত তাঁহার আলাপ
 হইল । আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ঋষিপতনে যুগদায়ে পঞ্চবগ্গীয় ভিক্ষুর

বসনট্যানং পত্না তে অননুচ্ছবিকেন সমুদাচারেন সমুদাচরন্তে সপ্রো-
 পেত্না অপ্রোকোণ্ডপ্রোপমুখে অর্টারস ব্রহ্মকোটিয়ো অমতং পায়েন্তো
 ধর্মচক্রং পবন্তেত্বা পবন্তবর ধর্মচক্রো পঞ্চমিয়ং পঞ্চম সবেপি তে
 ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টাপেত্না তং দিবসমেব যস্য কুলপুত্রস্য
 উপনিষয় সম্পত্তিং দিস্বা তং রত্তিভাগে নিব্বিজ্জিত্বা গেহং পহায়
 নিব্বন্তুং “এহি য়সা”তি পক্কোসিত্তা তস্মিণ্ণেব রত্তিভাগে সোতাপত্তি
 ফলং পাপেত্না পুন দিবসে অরহন্তুং পাপেসি । অপরেপি তস্য সহায়কে
 চতুপপ্লাস জনে এহিভিক্ষু পবজ্জায় পব্বাজেত্বা অরহন্তুং পাপেসি ।
 ৬ । এবং লোকে একসট্ঠিয়া অরহন্তেসু জাতেসু বুথবস্মো
 পবারেত্বা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং”তি সট্ঠিভিক্ষু দিসাসু পেসেত্বা

বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন । তাঁহারা তাঁহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার
 করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়া “অণ্ড্ণ কোণ্ড্ণ্ণ”
 প্রমুখ করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মাকে অমৃত পান করাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন
 করিলেন । শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই
 ভিক্ষুদের সকলকে অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । সেই দিবসই তিনি কুল-
 পুত্র যশের হেতুনস্পত্তি দেখিলেন, সেই রাত্রিতে কুলপুত্র উদ্বিগ্ন হওত
 গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন “এস বশ” বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান
 করিলেন । সেই রাত্রিমধ্যে তাঁহাকে স্রোতাপত্তি ফল এবং পরদিবস
 অরহত্ত্ব ফল প্রাপ্ত করাইলেন । অনন্তর তাঁহার চুয়ান্নজন বন্ধুকেও ‘এস
 ভিক্ষু’ প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত করিয়া অরহত্ত্ব প্রাপ্ত করাইলেন ।

৬ । এইরূপে জগতে একঘটি জন অরহৎ হইলে বর্ষাবাস করিয়া
 প্রবারণার পর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
 বিচরণ কর ।” এই বলিয়া ষাটজন ভিক্ষুকে দিগদিগন্তে পাঠাইয়া

সয়ং উরুবেলং গচ্ছন্তো। অন্তরামগ্গে কপ্পাসিকবনসণ্ডে ত্ৰিংশজনে
 ভদ্রবগ্গিয়কুমারে বিনেসি। তেসু সৰ্বপচ্ছিমকো সোতাপন্নো
 সৰ্বুত্তমো অনাগামী অহোসি, তেপি সৰ্ব্বে এহিভিক্কু ভাবেনেব
 পৰ্ব্বাজেত্বা দিসাসু পেসেত্বা সয়ং উরুবেলং গন্ত্বা অড্ডুড্যানি
 পাটিহারিয়সহস্রানি দম্বেত্বা উরুবেলকল্পপাদয়ো সহস্রজটিলপরিবারে
 ভেভাতিকজটিলে বিনেত্বা এহিভিক্কু ভাবেনেব পৰ্ব্বাজেত্বা গয়াসীসে
 নিসীদাপেত্বা আদিস্তপরিয়ায়দেসনায় অরহত্তে পতিট্টাপেত্বা তেন
 অরহন্তসহস্রেন পরিবুতো বিম্বিসাররঞো দিয়ং পটিঞং মোচে-
 জামীতি রাজগহনগরুপচারে লট্ঠিবমুয়্যানং গন্ত্বা সথা কির আগ-
 ত্তোতি স্ত্বা ষাদসনহত্তেহি ব্রাহ্মণ গহপতিকেহি সঙ্ঘিঃ আগত্তস
 রঞো মধুরধম্মকথং কথেষ্টো রাজানং একাদসহি নহত্তেহি সঙ্ঘিঃ

তিনি স্বয়ং উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চিমধ্যে কপ্পাসিক বনভাগে
 ত্রিংশজন ভদ্রবগী় কুমারকে বিনীত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম
 জন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন স্রোতাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সকলকে
 'এস ভিক্কু' ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলায়
 গমন করিলেন। সেখানে সার্ক তিন সহস্র শ্রোতিহার্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা
 প্রদর্শন করিয়া উরুবেল কল্পপ প্রভৃতি জটিল ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের অমুচর
 সহস্র জটিলের সহিত বিনীত করিয়া 'এস ভিক্কু' ভাবে প্রব্রজিত করিলেন।
 তাহাদিগকে গয়াশীর্ষে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পর্যায় দেশনাদ্বারা অরহত্তে
 প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র অরহত্তের দ্বারা পরিবৃত হইয়া
 বিম্বিসার রাজার নিকট কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া
 রাজগৃহ নগরের সমীপবর্তী তাল উদ্যানে গমন করিলেন। শাস্ত্র আগমন
 করিয়াছেন শুনিয়া রাজা ষাদশ অবুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন
 করিলেন। তাঁহাদিগকে মধুর ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অবুতের সহিত

সোতাপত্তিকলে পতিষ্ঠাপেত্বা একনহুতং সরণেশু পতিষ্ঠাপেত্বা
 পুনদিবসে সকেন দেবরশ্মা মগবকবল্লং গহেত্বা অভিক্ষুতগুণো
 রাজগহনগরং পবিসিত্বা রাজনিবেসনে কতভুক্তকিচ্ছে। বেলুবনারামং
 পটিগাহেত্বা তথৈব বাসং কল্পেসি। তথ নং সারিপুত্র মোগালানা
 উপসংকমিংসু।

৭। তত্রাপি অয়ং আনুপুষ্কিকথা— অনুপ্লব্ধে য়েব হি বুদ্ধে
 রাজগহতো অবিদূরে উপতিষ্ঠগামো কোলিতগামোতি য়ে ব্রাহ্মণ
 গামা অহেশুং। তেশু উপতিষ্ঠগামে রূপসারিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়া
 গবুত্থ পতিষ্ঠিতদিবসে য়েব কোলিতগামে মোগালিয়া নাম
 ব্রাহ্মণিয়াপি গবুত্বো পতিষ্ঠাহি।

রাজাকে সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অবুতকে শরণে
 প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরদিবস তিনি রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে
 প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণ যুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান
 করিতে লাগিলেন। রাজ-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়া বেলুবনারামে
 প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন। সেখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণ
 তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

৭। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণের আগমনের পূর্বাপর কথা নিয়ে বর্ণিত
 হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রাজগৃহের অদূরে † উপতিষ্ঠ গ্রাম
 ও কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে উপতিষ্ঠ
 গ্রামে রূপসারি নামী ব্রাহ্মণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে
 মৌদগলী ব্রাহ্মণীর গর্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

† বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিষ্ঠ গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত গ্রামের
 নাম কুলভাণ্ডারী।

৮। তানি কির ঘেপি কুলানি যাব সন্তুধা কুলপরিবট্টা আবদ্ধপটিবদ্ধ সহায়কানেব। তাসং ষ্মিন্শ্চি একদিবসমেব গন্তু পরিহারং অদংসু। তা উভোপি দশমাসচ্চয়েন পুন্তে বিজায়িংশু। নামগহণদিবসে সারিয়া ব্রাহ্মণিয়া পুন্তু উপতিগ্গামকে জেট্টকুলগ্ন পুন্তুতা “উপতিগ্গো”তি নামং করিংশু। ইতরগ্ন কোলিতগামে জেট্টকুলগ্ন পুন্তুতা “কোলিতো”তি নামং করিংশু। তে উভো বুদ্ধিমহায় সব্বসিদ্ধানং পারং অগমংশু। উপতিগ্গমাগবগ্ন কীলনথায় নদিং বা উয়্যানং বা গমনকালে পঞ্চ সুবর্ণ সিবিকা-সতানি পরিবারানি হোন্তি। কোলিত মাগবগ্ন পঞ্চ আঙ্কণে-রথসতানি। ঘেপি জনা পঞ্চ পঞ্চ মাগবকসত পরিবারা হোন্তি।

৯। রাজগৃহে চ অনুসংবচ্ছরং গিরগ্গসমচ্ছং নাম হোতি। তেসং

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আয়ীয়া ভাবের দ্বারা আবদ্ধ-পতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন। নাম করণ দিবসে, উপতিগ্গ গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারি-ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিগ্গ এবং কোলিত গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা উভয়েই বয়ো প্রাপ্তে সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিগ্গ ক্রীড়া করিবার জন্ত যখন নদী বা উত্তানে যাইতেন পাঁচশত সুবর্ণ সিবিকা তাঁহার সঙ্গে যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত। দুই জনের পাঁচ পাঁচ শত মাগবক পরিজন ছিল।

৯। রাজগৃহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা

দ্বিলম্পি একটানে ষেব মঞ্চং বন্ধস্তি ষেপি একতোব
 নিসীদিহা সমজ্জং পম্ভস্তা হসিতবট্টানে হসস্তি, সংবেগট্টানে
 সংবেগং জনম্ভস্তি, দায়ং দাতুং যুত্তট্টানে দায়ং দেস্তি । তেসং
 ইমিনাব নিয়ামেন একদিবসং সমজ্জং পম্ভস্তানং পরিপাকগতস্তা
 এগাণম্ পুরিমেষু দিবসেষু বিয় হসিতবট্টানে হাসো বা সংবেগ-
 ট্টানে সংবেগজননং বা দাতুং যুত্তট্টানে দানং বা নাহোসি ।
 ষেপি পন জনা এবং চিন্তয়িংশু—“কিং এথ ওলোকেতবং অথি,
 সবেবিমে অম্ভন্তে বম্ভসতে অপম্ভন্তিকভাবং গমিম্ভস্তি, অমেহি
 পন একং মোক্ষধম্মং পরিয়েসিত্তুং বট্টতী”তি আরম্মণং গহেহা
 নিসীদিংশু । ততো কোলিতো উপতিম্মং আহ—“সম্ম উপতিম্ম,
 ন ত্বং অশ্রেষু দিবসেষু বিয় হট্টপহট্টো ; অনত্তমনধাতুকোসি,
 কিস্তে সল্লঙ্খিতং”তি ?

দুই জনেই একস্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে
 দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মান
 (বাহাবা) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব
 দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক হওয়ার পূর্ব পূর্ব দিনের গায় হাস্ত স্থানে
 হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্নও হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে
 মানও দিলেন না, দুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন— “ইহাতে কি
 দেখিবার আছে ? শত বৎসর না যাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে ।
 কোন এক মোক্ষধর্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিষয় ভাবিতে
 ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিম্মকে কহিলেন—
 বন্ধু উপতিম্ম, অল্পদিনের মত আজ তোমার হাসি-খুসী নাই কেন ? বিমর্ষ
 হইয়াছ কেন ? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে ?”

“সম্ম কোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো নাম নথি, নিরথকমেতং, অন্তনো মোক্ষধম্মং গবেসিতুং বট্টতীতি ইদং চিন্ত-
য়ন্তো নিসিন্নোমিহ । স্বং পন কস্মা অনন্তমনো”তি ? সোপি
তথেব আহ ।

১০ । অথস্ম অন্তনা সন্ধিং একস্সাসয়তং এত্বা উপতিস্সো
আহ— “অমহাকং উত্তিন্নম্পি স্খুচিন্তিতং, মোক্ষধম্মং পন গবে-
সন্তেহি একা পব্বজ্জা লঙ্কুং বট্টতি, কস্ম সন্তিকে পব্বজামা”তি ?

১১ । তেন খো পন সময়েন সঞ্জয়ো পরিব্বাজকো রাজগহে
পটিবসতি, মহতিয়া পরিব্বাজকপরিসায় সন্ধিং । তে তস্ম সন্তিকে
পব্বজিচ্ছামাতি পঞ্চ মাণবক সতানি সিবিকা চ রথে চ গহেত্বা গচ্ছ-
থাতি উয়েয়াজেত্বা পঞ্চহিপি সতেহি সন্ধিং সঞ্জয়স্ম সন্তিকে পব্বজিংসু ।
তেসং পব্বজিতকালতো পট্টায় সঞ্জয়ো অতিরেক লাভগয়সগ্গপ্পত্তো

বন্ধু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া কল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক,
নিজের মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয় । ইহা চিন্তা করিয়াই বসিয়া
আছি । তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?” তিনিও সেইরূপ বলিলেন ।

১০ । উপতিষ্য নিজের সহিত উঁহার একমত জানিয়া কহিলেন—
“আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে । মোক্ষধর্মের গবেষণা
করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্রব্রজ্যা নিতে হয়, কাহার নিকট
প্রব্রজিত হইব ?

১১ । সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক রাজগৃহে এক মহা পরিব্রাজক দলের
সহিত বাস করিতেন । তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইবার মানসে
পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্ত বিদায় দিলেন
এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত
হইলেন । তাঁহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব যশস্বী ও লাভবান

অহোসি । তে কতিপাহেনেব সৰ্বং সঞ্জয়স সময়ং পরিমদিত্বা
“আচরিয় তুমহাকং জাননসময়ো এতকোব উদাহ উত্তরিম্পি
অখী”তি পুচ্ছিঃসু ।

“এতকোব, সৰ্বং তুমেহি এণাতং”তি বুভে চিন্তয়িঃসু—

‘এবং সতি ইমস সন্তিকে ব্রহ্মচরিয়বাসো নিরথকো,
ময়ং ষং মোক্ষধম্মং গবেসিতুং, নিষ্কান্তা তং ইমস সন্তিকে
উপাদেতুং ন স্কোম, মহা খো পন জম্বুদীপো, গামনিগমরাজধানিয়ো
চরন্না অন্ধা মোক্ষধম্মাদেসকং কঞ্চি আচরিয়ং লভিআমা”তি
ততো পট্টায় ষথ ষথ পণ্ডিত সমণ ব্রাহ্মণা অখীতি বদন্তি তথ
তথ গন্তা সাকচ্ছং কেরোন্তি । তেহি পুট্টপঞঃ অশ্রেঃ কথেতুং
ন স্কোন্তি । তে পন তেসং পঞঃ হং বিস্জ্জন্তি ।

হইলেন । কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম অবগত
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচার্য্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ
পর্য্যন্ত ? না, আরও অধিক কিছু আছে ?”

“এই পর্য্যন্ত, সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ ।” আচার্য্য এই কথা
কহিলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—“এইরূপ হইলে ইনির নিকট ব্রহ্মচর্য্য
বাস নিরর্থক । আমরা যে মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি
তাঁহা ইনির নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না । এই জম্বুদীপ মহৎ,
গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের
উপদেষ্টা কোন আচার্য্য লাভ করিব ।” ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে
যেখানে যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে
গিয়া আলাপ করেন । তাঁহাদের পৃষ্ট প্রশ্ন অগ্ণেরা উত্তর করিতে পারে
না । তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন ।

১২ । এবং সকলজম্বুদ্বীপং পরিগণিত্বা নিবন্তিত্বা সকট্টানমেব
 আগত্বা “সম্ম কোলিত, অমেহসু যো পঠমং অমতং অধিগচ্ছতি সো
 ইতরঙ্গ আরোচেতু”তি কতিকং অকংসু । এবং তেহু কতিকং
 কত্বা বিহরন্তেহু সখা বৃত্তানুক্রমেণ রাজগহং পত্বা বেলুবনং
 পটিগাহেত্বা বেলুবনে বিহরতি, তদা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং
 বহুজনহিতায়া”তি রতনভয়গুণপ্লাকাসনখং উয়োজিতানং একসট্ঠিয়া
 অরহস্তানং অন্তরে পঞ্চবগ্গিয়ানং. অন্তরে অঙ্গজিমহাথেরো পটি-
 নিবন্তিত্বা রাজগহং আগতো পুন দিবসে পাতোব পত্তচীবরং আদায়
 রাজগহং পিণ্ডায় পাবিসি । তস্মিৎ সময়ে উপতিঙ্গ পরিব্রাজকে
 পাতোব ভক্তকিচ্চং কত্বা পরিব্রাজকারামং গচ্ছন্তো থেরং দিস্বা
 চিস্তেসি— “ময়্যা এবরূপো নাম পবজিতো ন দিট্টপুবেষা য়েব,

১২ । এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জম্বুদ্বীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যা-
 গমন করিয়া উপতিষ্য কহিলেন— “বহু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে
 প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে ।” তাঁহাদের মধ্যে
 এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল । তাঁহারা এইরূপ কথা করিয়া অবস্থান করি-
 তেছেন এমন সময় শাস্তা উক্তানুক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেণুবন গ্রহণ
 করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন । সেই সময় “ভিক্ষুগণ, বহুজনের
 হিতের জন্ত পর্যাটন কর,” এই কথা বলিয়া রত্নত্রয়ের গুণকীর্তনের জন্ত
 যে ষাট জন অর্হংকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যবর্তী পঞ্চবর্গীয়
 ভিক্ষুগণের অন্ততম অশ্বজিৎ মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহে আসিয়া-
 ছিলেন । তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিয়া
 ভিক্ষার জন্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন । সে সময়ে উপতিষ্য পরি-
 ব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে বাইবার সময়
 স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন— “আমি পূর্বে এরূপ প্রব্রজিত দেখি নাই ।

যে লোকে অরহন্তো বা অরহন্তুমগ্গং বা সমাপন্না, অয়ং তেসং ভিক্ষুং অপ্রতরো, যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং উপসংকমিত্বা পুচ্ছে-
 য্যং “কংসি ত্বং আবুসো উদ্দিম্ম পব্বজিতো ? কো বা তে সখা ?
 কল্প বা ত্বং যম্মং রোচেসী”তি ? অথম্ম এতদহোসি—“অকালো
 খো ইমং ভিক্ষুং পঞহং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবিটেঠা পিণ্ডায়
 চরতি । যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অনুবন্ধেয়্যং,
 অথিকেহি উপপ্ৰাতং মগ্গন্তি ।”

১৩ । সো খেরং লঙ্কপিণ্ডপাতং অপ্রতরং ওকাসং গচ্ছন্তং দিম্বা
 নিসীদিতুকামতং চম্ম এত্ত্বা অন্তনো পরিব্বাজকপীঠকং পপ্ৰাপেত্ত্বা
 অদাসি । তত্ত্বকিচ্চপরিয়োসানে পিম্ম অন্তনো কুণ্ডিকায় উদকং
 অদাসি, এবং আচরিয়বত্তং কত্ত্বা কত্ত তত্ত্বকিচ্চেন খেরেন সন্ধিং
 মধুরপটিসম্ভারং কত্ত্বা এবমাহ— “বিপ্লসম্মানি খো পন তে আবুসো

তাহারা জগতে অরহৎ বা অরহৎ মার্গ সমাপন্ন, ইনি তাঁহাদের
 একজন হইবেন । ইনির নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব— “বন্ধু,
 আপনি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছেন ? কেই বা আপনার শাস্তা ?
 কার ধর্মে আপনার রুচি হইয়াছে ?” তৎপর তাহার মনে হইল, “এই
 ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাগে পিণ্ডের জন্ত
 বিচরণ করিতেছেন । আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব,
 অর্থাৎ মার্গের উপায় জ্ঞাত হইব ।”

১৩ । তিনি স্থবিরকে পিণ্ডপাত লাভ করিয়া অগ্ৰতর অবকাশ বৃদ্ধ
 স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং তাহাকে বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া নিজের পরি-
 ব্রাজক পীড়ি পাতিয়া দিলেন । ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে তাহাকে
 আপনার কুণ্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন । এইরূপে আচার্য্যব্রত করিয়া
 ভোজন শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “বন্ধু, আপনার

ইন্দ্রিয়ানি পরিস্ফুটো ছবিবর্ণো পরিয়োদাতো, কংসি ত্বং আবুসো উদ্দিষ্ট পব্বজিতো ? কোবা তে সথা ? কল্প বা ত্বং ধম্মং রোচেসী”তি পুচ্ছি ।

১৪ । খেরো চিস্তেসি“ইমে পরিব্রাজকা নাম সামনস্স পটিপক্কভূতা, ঠমস্স সামনে গস্তীরতং দম্মেস্সামী”তি অন্তনো নবক-
ভাবং দম্মেস্তো আহ—“অহং খো আবুসো নবো, আচিরপব্বজিতো,
অধুনাগতো ইমং ধম্মবিনয়ং, ন তাবাহং সন্ধিস্সামি বিথারেণ ধম্মং
দেসেতুং”তি । পরিব্রাজকো—“অহং উপতিস্সো নাম, ত্বং যথা-
সন্তিয়া অল্পং বা বলং বা বদতু, এতং নয়সতেন নয়সহস্সেন
পটিবিজ্জিতুং ময়হং ভারো”তি চিস্তেহা আহ—

ইন্দ্রিয় সমূহ প্রশ্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিস্ফুট, উজ্জল ; আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ? আপনার শাস্তা কে ? কার ধর্ম্মে আপনি অভিরুচি সম্পন্ন ?”

১৪ । স্ববির চিন্তা করিলেন—“এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রতি-
পক্কভূত, ইহাকে শাসনের গস্তীরতা প্রদর্শন করিব ।” এই সকল করিয়া
নিজের নবীনত্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“বন্ধু, আমি নবীন, প্রব্রজিত
হইয়াছি বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্ম্ম-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার
ধর্ম্ম দেশনা করিতে আমি পারিব না ।”

পরিব্রাজক বলিলেন—“আমার নাম উপতিষ্য, আপনি যথা শক্তি অল্প
হউক বা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লে-
ষণ করিয়া বুঝিবার ভার আমার উপর ।” এই ভাবে চিন্তা করিয়া গাথার
কহিলেন—

“অগ্নং বা বহুং বা ভাসস্তু অথশ্রেণেব মে ক্রহি,
অথেনেব মে অথো কিং কাহসি ব্যঞ্জনং বহুং”তি ।

১৫ । এবং বুভে থেরো “যে ধম্মা হেতুপ্রভবা”তি গাথং আহ ।
পরিব্রাজকো পঠমপদদ্বয়মেব স্ত্বা সহস্রনয়সম্পন্নে সোতাপত্তি কলে
পতিট্টহি, ইতরং পদদ্বয়ং সোতাপন্ন কালে নিট্টাপেমি । সোপি
সোতাপন্নো হুত্তা উপরিবিসেসে অগ্নবত্তন্তে “ভবিষ্যতি এথ
কারণং”তি সন্নক্খেত্তা থেরং আহ—“ভন্তে, মা উপরি ধম্মদেশনং
বডঢ়য়িণ্ণ, এত্তকমেব হোতু, কুহিঃ অমহাকং সখা বসতী”তি ?

“বেলুবনে আবুসো”তি ।

“তেন হি ভন্তে, তুমহে পুরতো বাথ, ময়্ছং একো সহায়কো

“অগ্ন বা বহু বা কহ, অর্থ কহু আমায়ে

অর্থে মোর প্রয়োজন, বর্ণ বহু কি করে ?”

১৫ । তিনি ইহা বলিলে শ্রবির “যে ধম্মা হেতুপ্রভব” ইত্যাদি গাথা
কহিলেন । পরিব্রাজক প্রথম পদদ্বয় শুনিয়া সত্ত্বা তায় সম্পন্ন সোতাপত্তি
কলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; অপর পদদ্বয় তাঁহার সোতাপত্তি কালে সমাপ্ত
হইল । তিনি সোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গ-কলাদির অপ্রাপ্তে চিন্তা
করিলেন— “ইহার কোন কারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিয়া শ্রবিরকে
কহিলেন—“ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধম্মদেশন' বাড়াইবেন
না ; আমাদের শাস্তা কোথায় বাস করেন ?”

“বেলুবনে আবুস ।”

“তবে ভন্তে, আপনি আগে যান, আমার একজন ধক্কু আছেন,

অথি, অমেহি চ অপ্রমপ্রঃ কতিকা কতা—‘ষো পঠমং অমতং অধি-
গচ্ছতি সো আরোচেতু’তি ; অহং তং পটিপ্রঃ মোচেত্বা মম
সহায়কং গহেত্বা তুমহাকং গতমগোনেব সখুসন্তিকং আগমিঙ্গামী”তি
পঞ্চপতিট্টিতেন খেরঙ্গ পাদেসু নিপতিত্বা তিচ্ছন্তুং পদক্ষিণং কত্বা
খেরং উয়ে্যাভেত্বা পরিব্রাজকারামাভিমুখো অগমাসি ।

১৬ । কোলিতপরিব্রাজকো তং দূরতোবাগচ্ছন্তুং দিস্বা “অজ্জ
ময়হং সহায়কঙ্গ মুখবণো ন অপ্রদিবসেসু বিয়, অঙ্কা নেন অমতং
অধিগতং ভবিঙ্গতী”তি অমতাধিগমং পুচ্ছি । সো পিঙ্গ “আমাবুসো
অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্বা তমেব গাথং অভাসি । গাথা
পরিয়োসানে কোলিতো সোতাপত্তিফলে পতিট্টহিত্বা আহ—
“কুহিং কির সন্ম অমহাকং সখা বসতী”তি ? “বেলুবনে কির
সন্ম, এবং নো আচরিয়েন অঙ্গজিথেরেন কথিতং”তি ।

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—‘যে প্রথমে অমৃত পায় সে অপরকে
বলিবে ।’ আমি সেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া
আপনার গমন পথেই শাস্তার নিকট আসিব ।” ইহা বলিয়া স্থবিরের
পাদমূলে নিপতিত হওত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন
এবং স্থবিরকে বিদায় দিয়া পরিব্রাজকারাম অভিমুখে গমন করিলেন ।

১৬ । কোলিত পরিব্রাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে
মনে কহিলেন—“আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অত্র দিবসের ত্রায় নহে,
নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন ।” তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও “হাঁ আবুস, অমৃত পাইয়াছি ।”
বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
কোলিত স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“সৌম্য, আমাদের
শাস্তা কোথায় বাস করিতেছেন ?” “বেণুবনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য্য
অঙ্গজিৎ স্থবির একুপ কহিলেন ।”

“তেন হি সন্ম আয়াম সথারং পঞ্জিআমা”তি ।

১৭ । সারিপুত্তথেরো চ নামেস সদাপি আচরিয়পূজকোব, তন্মা সহায়কং এবমাহ— “সন্ম, অমেহহি অমতং অধিগতং অমহাকং আচরিয়স্স সঞ্জয়পরিব্রাজকস্সাপি কথেস্সাম বুদ্ধামানো পটিবিজ্জিঅতি, অপটিবিজ্জন্তো অমহাকং সদহিত্বা সথুসন্তিকে গমিঅতি, বুদ্ধানং দেসনং স্ত্বা মগ্গফলপটিবেধং করিঅতী”তি । ততো ঘেপি জনা সঞ্জয়স্স সন্তিকং অগমংসু । সঞ্জয়ো তে দিস্সাব “কিং তাতা ! কোচি বো অমতমগ্গদেসকো লক্কো ?”তি পুচ্ছি ।

“আম আচরিয়, লক্কো । বুদ্ধো লোকে উপ্পন্নো, ধম্মো উপ্পন্নো, সজ্জো উপ্পন্নো, তুমেহ তুচ্ছে অসারে বিচরথ, এথ সথু সন্তিকং গমিআমা”তি ।

“গচ্ছথ তুমেহ অহং ন সঙ্খিআমী”তি ।

“তাহা হইলে সোম্য, চল যাই, শাস্তাকে দেখিগে ।”

১৭ । এই সারিপুত্র স্থবির সর্বদা আচার্য্য পূজক ছিলেন, সেই জন্য বন্ধুকে এরূপ কহিলেন—“সোম্য, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুঝাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শাস্তার নিকট যাইবেন । বুদ্ধের দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন ।” তাহার পর দুই জনেই সঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন । সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বৎসগণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?”

“হঁা আচার্য্য, পাইয়াছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, সজ্জ উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন ; আসুন, শাস্তার নিকট যাই ।”

“তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না ।”

“কিং কারণা”তি ?

“অহং মহাজনস্য আচরিয়ো হুহা বিচরিং, তস্য মে অন্তেবাসি ভাবো চাটিয়া উদধ্বনভাবপ্তি বিয় হোতি, ন সন্ধিআমহং অন্তে-বাসিকবাসং বসিতুং”তি ।

১৮ । “মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

“হোতু তাতা, গচ্ছথ তুমেহ, নাহং সন্ধিআমী”তি ।

“আচরিয়, লোকে বুদ্ধস্য উপলকালতো পট্টায় মহাজনো গন্ধমালাদিহথো গন্তা তমেব পূজেসতি, ময়স্পি তথেব গমিআম তুমেহ কিং করিঅথা”তি ?

“তাতা, কিমুখো ইমস্মিং লোকে দন্ধা বহু উদাহ পণ্ডিতা”তি ?

“দন্ধা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা নাম কতিপয়া এব হোন্তী”তি

“তেনহি তাতা, পণ্ডিতা পণ্ডিতসমগস্য গৌতমস্য সন্তিকং গমি-

“কারণ কি ?”

“আমি বহুজনের আচার্য্য হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাঁহার শিষ্য হইতে যাওয়া জালার হাঁড়িকড়ি হওয়ার গায় হয় । আমি শিষ্য ভাবে থাকিতে পারিব না ।”

১৮ । “আচার্য্য, এরূপ করিবেন না ।”

“থাক ! থাক ! বাছারা ! তোমরা যাও, আমি পারিব না ।”

“আচার্য্য, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে ধাটয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে যাইব, আপনি কি করিবেন ?”

“প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মুর্থ অধিক না পণ্ডিত অধিক ?”

“আচার্য্য, মুর্থই অধিক, পণ্ডিত কয়েক জন মাত্রই ।”

“তবে পণ্ডিতেরা— পণ্ডিত-শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে ;

অস্তি, দন্ধা দন্ধস্য মম সস্তিকং আগমিঅস্তি, গচ্ছথ তুমেহ নাহং গমিআমী”তি ।

তে “পপ্রণায়িঅথ তুমেহ আচরিয়া”তি পক্কমিংসু ।

১৯ । তেসু গচ্ছন্তেসু সঞ্জয়অ পরিসা ভিজ্জি । তন্নিং খণে আরামো তুচ্ছা অহোসি । সো তুচ্ছং আরামং দিস্বা উণহং লোহিতং ছডেডসি । তে হি পি সন্ধিং গচ্ছন্তেসু পঞ্চসু পরিব্রাজক-সতেসু সঞ্জয়্যানি অডতেয়্যসতানি নিবত্তিংসু । তে অভনো অন্তে-বাসিকেহি অডতেয়ে্যহি পরিব্রাজকসতেহি সন্ধিং বেলুবনং অগমংসু । সখা চতুপরিস মচ্ছৈ নিসিন্নো ধম্মং দেসেত্তো তে দূরতোব দিস্বা ভিক্ষু আমন্তেসি “এতে ভিক্ষবে, ধে সহায়কা আগচ্ছন্তি কোলিতো চ উপতিআ চ, এতং মে সাবকয়ুগং ভবিঅতি অগ্গং ভদয়ুগং”তি ।

মূর্খেরা—মূর্খ আমার নিকট আসিবে । তোমরা যাও, আমি বাইব না ।”

“আচার্য্য, আপনি বুঝিবেন ।” এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন ।

১৯ । তাঁহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাঙ্গিয়া গেল । সেই ক্ষণে আরাম শূণ্য হইল । তিনি শূণ্য আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত রক্ত বমি করিলেন । তাঁহাদের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক বাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়ের নিজ শিষ্য আড়াই শত নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা নিজেদের আড়াই শত পরিব্রাজক শিষ্যের সহিত বেণুবনে গমন করিলেন । শাস্তা পরিষদ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আসীন থাকিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সন্্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কোলিত ও উপতিষ্য নামক এই দুইজন বন্ধু আসিতেছে, ইহারা আমার শ্রাবক যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র শ্রাবক যুগল ।”

২০। তে সথারং বন্দিহা একমন্তুং নিসীদিংসু, তে ভগবন্তুং এতদ-
বোচুং—“লভেয়্যাম ময়ং ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পবজ্জং লভে-
য়্যাম উপসম্পাদং”তি ।

“এথ ভিক্ষবো”তি ভগবা অবোচ—“স্বাঙ্খাতো ধম্মো,
চরথ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুঙ্খস্স অন্তুকিরিয়ায়া”তি । সবেব ইন্ধি-
ময় পত্তচীবরধরা বস্মপতিকথেরা বিয়ু অহেসুং ।

২১। অথ নেসং পরিসায় চরিতবসেন সথা ধম্মদেসনং বডেসি
ঠপেহা ধে অগ্গসাবকে অবসেসা অরহত্তং পাপুণিংসু । অগ্গসাবকানং
পন উপরি মগ্গত্তয়কিচ্চং ন নিট্ঠাসি । কিং কারণা ? সাবক-
পারমীঞাগস্স মহত্ততায় । অথায়স্মা মহামোগ্গল্লানো পবজ্জিত
দিবসতো সত্তমে দিবসে মগধরটে কল্লবাল্ গামকং উপনিম্মায়
বিহরন্তো থীনমিদ্ধে ওক্কমন্তে সথারা সংবেজ্জিতো থীনমিদ্ধং বিনো-

২০। তাঁহারা ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করি-
লেন । তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন—“ভন্তে, আমরা ভগবানের
সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিব ।”

“এস ভিক্ষুগণ,” বলিয়া ভগবান কহিলেন—“ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত,
তঃখের অন্ত করিবার জ্ঞান সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর ।” ইহা
বলিতেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর ধারী শতবর্ষ সুবিবের ঞ্চায় হইলেন ।

২১। অনন্তর তাঁহাদের পরিসদে শাস্তা শ্রোতাদের চরিতানুযায়ী
ধর্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন । তই অগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর
সকলে অর্হৎ প্রাপ্ত হইলেন । অগ্রশ্রাবকদের উর্দ্ধতন মার্গত্রয়কৃত্য তখনও
শেষ হয় নাই । কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহত্তর । অনন্তর আয়ুস্মান
মহামৌদগল্যায়ণ প্রব্রজ্যার দিন হইতে সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যে কল্লবাড়-
গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার কালে তাঁহাকে স্ত্যানমিদ্ধ আক্রমণ করিলে
শাস্তার দ্বারা সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ অপনোদন করিলেন ।

দেহা তথাগতেন দিম্নং ধাতুকস্মট্টানং স্তৃগস্তোব উপরি মঙ্গস্তয়-
কিচ্চং নিট্টাপেহা সাবকপারমীঞাণস্ম মথকং পত্তো ।

২২ । সারিপুত্রথেরোপি পব্বজিতদিবসতো অন্ধমাসং অতিকমিত্তা
সখারা সন্ধিং ভমেব রাজ্জগহং উপনিশ্চায় সুকরথতলেনে বিহরন্তো
অন্তনো ভাগিনেয়্যস্ম দীঘনথ পরিব্বাজকস্ম বেদনাপরিগ্গহস্তত্তন্তে
দেসিয়মাণে স্ত্তানুসারেণ এণাণং পেসেহা পরস্ম ষড্ভিতং ভত্তং
ভুঞ্জন্তো বিয় সাবকপারমীঞাণস্ম মথকং পত্তো । ননু চায়স্মা
মহাপপ্পেণা ? অথ কস্মা মহামোঙ্গল্লানতো চিরত্তরেন সাবকপারমী
ঞাণং পাপুণীতি ? পরিকস্মমহত্ততায় ।

২৩ । যথা হি দুগ্গতমনুস্মা যথ কথচি গন্তুকামা থিপ্পমেব
নিব্বমন্তি, রাজ্জনং পন হপিবাহনকপ্পনাদি মহত্তং পরিকস্মং

তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত ধাতু-কস্মস্থান শুনিতে শুনিতেই উদ্ধতন মার্গত্রয়
কৃত্য সমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২২ । সারিপুত্র স্ববিরও প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অন্ধমাস অতিক্রম
করিয়া শাস্তার সত্তিত সেই রাজ্জগহের উপনিশ্চয়ে সুকরথত লেনে যখন
বান করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় দীঘনথ পরিব্রাজককে “বেদনা
পরিগ্রহ সূত্র” দেশনা করিবার সময় স্ত্তানুসারী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের
জন্ম বাড়া-ভাত খাওয়ার গ্রায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।
আয়ুস্মান সারিপুত্র না মহাপ্রাজ্ঞ ? তবে কেন মহামৌদগল্যায়ণ হইতে
দীর্ঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ? পরিকস্ম-
মহত্তহেতু ।

২৩ । যেমন দুর্গত মনুষ্যেরা কোথাও যাইতে চাইলে শীঘ্র বাহির
হয়, রাজাকে কিন্তু হস্তী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি মহা আয়োজন

লক্ষুং বট্টতীতি, এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং । তং দিবসমেব পন সথা
 বড্ঢমানকচ্ছায়ায় বেলুবনে সাবক সন্নিপাতং কহ্বা দ্বিন্নং খেরানং
 অগ্গসাবকট্টানং দহ্বা পাতিমোক্কং উদ্দিসি । ভিক্ষু উজ্জাযিংসু—“সথা
 মুখোলোকেনে ভিক্ষং দেতি, অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন নাম পঠমং
 পব্বজিতানং পঞ্চবগ্গিয়ানং দাতুং বট্টতি, এতে অনোলোকেন্তেন যসথের
 -পমুখানং পঞ্চপল্লাসায় ভিক্ষুং দাতুং বট্টতি, এতে অনোলোকেন্তেন
 যসথেরপমুখানং পঞ্চপল্লাসায় ভিক্ষুং দাতুং বট্টতি, এতে অনো-
 লোকেন্তেন ভদ্রবগ্গিয়ানং, এতে অনোলোকেন্তেন উরুবেল কল্পপাদীনং
 তেভাতিকানং দাতুং বট্টতি : এককে পহায় সব্বপচ্ছা পব্বজিতানং
 অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন মুখং ওলোকেহ্বা দিন্নং”তি বদিংসু । সথা “কিং
 কথেষ ভিক্ষবে”তি পুচ্ছিহ্বা ইদং নামাতি বুদ্ধে “নাহং ভিক্ষবে, মুখং
 ওলোকেহ্বা ভিক্ষং দেমি, এতেসং পন অন্তনা অন্তনা পথিত পথিতমেব

করিতে হয়, ইহা তদ্রূপ জানিতে হইবে । শাস্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে
 বেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া স্থবিরদ্বয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া
 প্রাতিমোক্ক উদ্দেশ করিলেন । ভিক্ষুরা কাণাঘৃষ্যা করিতে লাগিলেন—
 “শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন ! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চ-
 বগীরেরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের বিষয়
 বিবেচনা না করিলে যশস্থবির প্রমুখ পঞ্চান জন ভিক্ষুকে দিতে হয়,
 তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবগীরদের, তাঁহাদিগকে না করিলে
 উরুবেলা কল্প প্রমুখ ভ্রাতৃদ্বয়কে দিতে হয় ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সর্ব-
 শেষ প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে
 হয় ।” শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ ?” ভিক্ষুরা
 তাঁহাদের অনুযোগের কথা বলিলে, শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি
 মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই

দেমি । অগ্রশাকোণ্ডশ্রেণা হি একস্মিং সম্মে নব্বারে অগ্গসন্ন-
দানানি দেশ্ঠো ন অগ্গসাবকট্টানং পথেত্ত্বা অদাসি, অগ্গধম্মং
পন্ন অরহত্তং সৰ্ব্বপঠমং পটিবিজ্জিত্তুং পথেত্ত্বা অদাসী”তি ।

“কদা ভগবা”তি ?

“সুণিঅথ ভিক্ষবে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

২৪ । ভগবা অতীতং আহরি—“ভিক্ষবে, ইতো একনবুতি-
কল্পে বিপস্নী ভগবা লোকে উদপাদি তদা মহাকালো চুল-
কালোতি বে ভাতিকা কুটুম্বিকা মহত্তং সালিক্ষেত্তং বপাপেশুং ।
অথেকদিবসং চুলকালো সালিক্ষেত্তং গত্ত্বা একং সালিগত্তুং ফালেহা
খাদি, তং অতিমধুরং অহোসি । সো বুদ্ধপমুখস্স ভিক্ষুস্সজ্জস্স

দিয়াছি । অর্হৎ কোণ্ড্য এক ফসলের সময় নব্বার অগ্রশস্ত দান দিবার
সময় অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধম্ম অর্হৎ সর্বপ্রথম
বুঝিবার জ্ঞ প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল ।”

“কখন ভগবান ?”

“ভুনিবে ভিক্ষুগণ ?”

“ই ভন্তে ।”

২৪ । ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন— “হে ভিক্ষু-
গণ, এখন হইতে একানব্বই কল্পে বিপস্নী ভগবান সংসারে উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তখন মহাকাল আর চুলকাল নামে দুই ভাই
কুটুম্বিক মহা এক ধাত্তক্ষেত্র বপন করিয়াছিল । একদিন চুলকাল
ধাত্তক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান-ধোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে
খুব মিষ্টি লাগিল । তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে

সালিগবুদানং দাতুকামো হুত্বা জেট্টকভাতিকং উপসংকমিত্বা
“ভাতিক, সালিগবুং ফালেত্বা বুদ্ধানং অনুচ্ছবিকং কত্বা পচাপেত্বা
দানং দেমা”তি আহ।

“কিং বদেসি তাত, সালিগবুং ফালেত্বা দানং নাম নেব
অতীতে ভূতপুৰং, ন অনাগতে ভবিষ্যতি, মা সন্নং নাসয়ী”তি।
সো পুনপ্পুনং ষাচিয়েব।

২৫। অথ নং ভাতা “তেন হি খেত্তং বে কোট্টাসে কত্বা
মম কোট্টাসং অনামসিত্বা অভনো খেত্তকোট্টাসে যং উচ্ছসি তং
করোহী”তি আহ। সো “সাধু”তি খেত্তং বিভজিত্বা বহু মনুস্কে
হথকম্মং ষাচিত্বা সালিগবুং ফালেত্বা নিরুদকে খীরে পচাপেত্বা সপ্পি-
মধুসক্করাহি যোজেত্বা বুদ্ধপমুখস্স তিক্কু সজ্জস্স দানং দত্বা ভত্তকিচ্চ
পরিয়োসানে “ইদং ভন্তে, মম অগ্গদানং অগ্গধম্মস্স সৰ্বপঠমং

ধান-খোর দান করে। সে ছোট ভ্রাতার নিকট ঘাইয়া বলিল— “দাদা,
ধান-খোর চিরিয়া বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়া দান দিব।”

“কি বলিতেছ ভাই, ধান-খোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ
কখনও দেয়নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিওনা।” সে
বারবার দাদার মত চাহিল।

২৫। দাদা শেষকালে বলিল— “তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুই
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না ছুইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা
কর।” সে “উত্তম!” বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর
ডাকিয়া আনিয়া ধান-খোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু দুধ দিয়া পাক
করাইল। তাহাতে ঘৃত, মধু ও গুড় মিশাইয়া বুদ্ধকে আর
তিক্কুসংঘকে দান দিল। ভোজন কার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা
করিল— “ভন্তে, আমার এই অগ্রদান আমার অগ্রধর্ম সর্বপ্রথম

পটিবেধায় সংবত্তু”তি আহ।

২৬। সখা “এবং হোতু”তি অনুমোদনং অকাসি। সো পচ্ছা খেত্তং গম্বা ওলোকেত্তো সকলক্ষেত্তে কৈন্নিকবদ্ধেহি বিষ় সালিসীসেহি সঞ্জম্নং দিম্বা পঞ্চবিধপীতিং পটিলভিত্তা “লাভা বত মেতি” চিন্তেত্তা পুথুককালে পুথুকগ্গং নাম অদাসি, গামবাসীহি সন্ধিং অগ্গসম্মদানং নাম অদাসি, দায়নে দায়গ্গং, বেণিকরণে বেণগ্গং, কলাপাদীসু কলাপগ্গং, খলগ্গং, খলভণ্ডগ্গং, কোট্টগ্গান্তি এবং একসম্মে নব্বব্বারে অগ্গদানং অদাসি। তস্ম সৰ্ব্বব্বারে গহিত গহিতট্টানং পরিপূরি। সস্ম অতিরেকং উট্টানসম্পন্নং অহোসি। ধম্মোহি নামেস অত্তানং রক্ষন্তুং রক্ষতি। তেনাহ ভগবো—

জ্ঞাত হইবার কারণ হউক।”

২৬। শাস্তা— “এইরূপই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন। পরে সে ক্ষেত্রে গিয়া দেখে কুণ্ডলী কৃত হইয়া ধানের শীষ সারাক্ষেত ছাইয়া বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পঞ্চ প্রীতি * লাভ করিয়া চিন্তা করিল— “অহো, আমার কি লাভ!” সে তাহার ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া পুথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পুথুকাগ্রদান দিল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নব্বান্ন দান করিল, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি বাঁধিবার সময় বেণী-অগ্রদান, ‘পালা মারিবার’ সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া খোলায় নিয়া খলভণ্ডাগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রদান এইরূপে এক ফসলে নব্ববার অগ্রদান দিয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শস্ত অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে। তজ্জন্ম ভগবান বলিয়াছেন—

* কুলিকা, কণিকা, অবক্রান্তিকা, উর্দ্ধোত্তলিকা ও সুরগাপ্রীতি।

“ধর্মো হবে রক্ষতি ধর্মচারিঃ,
 ধর্মো সূচিগ্নো সূখনাবহাতি ,
 এমানিসংসো ধর্ম্যে সূচিগ্নে,
 ন দুর্গতিং গচ্ছতি ধর্মচারী”তি ।”

২৭ । এবমেস বিপস্বী সন্ধ্যাসম্বন্ধকালে অগ্নধর্ম্যং পঠমং পটিবিজ্ঞিতুং পথেন্তো নববারে অগ্নদানানি অদাসি । ইতো সতসহস্র-কল্পমথকে পন হংসবতী নগরে পদুমুত্তর বুদ্ধকালেপি সপ্তাহং মহা-দানং দত্ত্বা তস্ম ভগবতো পাদমূলে নিপজ্জিত্বা অগ্নধর্ম্যং পঠমং পটিবিজ্ঞানথমেব পথনং ঠপেসি । ইতি ইমিনা পথিতমেব ময়া দিন্নং. নাহং মুখং ওলোকেত্বা দস্মী ”তি ।

২৮ । “যসকুলপুত্রপমুখা পঞ্চপত্রংপ্রাসজনা কিং কস্ম্যং করিংশু ভন্তে”তি ?

“ধর্ম্যে রক্ষে যেনা ধর্ম্য করে আচরণ,
 ধর্ম-চারী যথা সূখে করে বিচরণ ।
 ধর্ম-চারী দুর্গতিতে কখন না যায়,
 ধর্ম্যাচরণে একল জানিও সবার ॥”

২৭ । একপে সে বিপস্বী সন্ধ্যাসম্বন্ধের সময়ে অগ্নধর্ম্য প্রথম বুঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া নববার অগ্নদান দিয়াছিল । এখন হইতে শতসহস্র কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়েও সপ্তাহকাল মহাদান দিয়া সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগ্নধর্ম্য প্রথম বুঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল । কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

২৮ । “যশ প্রমুখ পঞ্চান জন ভিকু কি কস্ম্য করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“এতেপি একম বুদ্ধম সন্তিকে অরহন্তঃ পথেষ্টা বহুং
 পুত্রকাম্যং কত্বা অপরাভাগে অনুপ্নয়ে বুদ্ধে সহায়কা ত্বা বঙ্গ-
 বন্ধনেন পুত্রানি কুরোস্তা অনাথমতসরীরানি পটিজগস্তা বিচরিংসু ।
 তে একদিবসং সগবুং ইথিং কালকতং দিস্বা “বাপেস্তামা”তি
 সুমানং হরিংসু । এতেসু পঞ্চজনে “তুমেহ বাপেথা”তি সুমানে
 ঠপেত্বা মেসাম গামং পবিট্টা য়সদারকো তং সরীরং সুলেহি
 বিজ্জিত্বা পরিবন্তেত্বা পরিবন্তেত্বা বাপেষ্টো অসুভসপ্রং পটিলভি ।
 ইতরেসম্পি চতুন্নং জনানং “পম্মথ ভো ইমং সরীরং তথ তথ
 বিদ্ধস্তচম্মং কবরগোরূপং বিয় অসুচিং দুগ্গন্ধং পটিকুলং”তি দম্মেসি ।
 তেপি তথ অসুভসপ্রং পটিলভিংসু তে পঞ্চপি জনা গামং গত্ত্বা
 মেস সহায়কানং কথয়িংসু । যসো পন দারকো গেহং গত্ত্বা

“তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য
 কাম্য করিয়াছিল। এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে সকলে বন্ধু হইয়া জন্মিয়া-
 ছিল এবং তাহারা দল বাঁধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্য কাজে
 লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গভিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে
 দেখিয়া দাহ করিবার জন্ত শ্মশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে
 পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্ত শ্মশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়া
 গিয়াছিল। যশকুমার সেই মৃত শরীর শূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উন্টাইয়া
 পান্টাইয়া পোড়াইবার সময় ‘অশুভ সংজ্ঞা’ লাভ করিল। অপর চারিজনকেও
 সে “দেখ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত চর্ম্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র
 গরুর ছায় হইয়াছে; দেখ, কি দুর্গন্ধ! কি অশুচি! কি প্রতিকূল”
 ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অশুভ-সংজ্ঞা লাভ করিল।
 তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্যান্য বন্ধুগণকে বলিল। যশকুমার ঘরে গিয়া

মাতাপিতৃস্বর্গ ভরিয়ায় চ কথেসি । তে সর্ব্বপি অশুভং ভাব-
য়িংশু । ইদমেতেসং পূর্ব্বকস্মৎ । তেনেব যস্ম ইথাগারে স্তসান-
সশ্রণা উপঞ্জিচ্ছ । তায় চ উপনিশ্রয় সম্পত্তিয়া সর্ব্বেসং বিসেসাধি-
গমো নিব্বত্তি । এবং ইমেপি অন্তনা পশ্চিতমেব লভিংশু, নাহং
মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

২৯ । “ভদ্রবগ্নিয় সহায়কা পন কিং কস্মৎ করিংশু ভন্তে”তি ?

“এতেপি পূর্ব্ববুদ্ধানং সন্তিকে অরহন্তং পথোহা পুত্রানি
কহা অপরাভাগে অনুপ্নয়ে বুদ্ধে তিঃসধুতা হহা তুণ্ডিলোবাদং স্তহা
সট্ঠিবস্ম সহস্মানি পঞ্চসীলানি রক্ষিংশু । এবং ইমেপি অন্তনা
পশ্চিতমেব লভিংশু, নাহং মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

৩০ । “উরবেলকস্মপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিংশু”তি ?

পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে বলিল । তাহারা সকলেই অশুভ ভাবনা
ভাবিয়াছিল । এই হইল তাহাদের পূর্ব্বকস্মৎ । সেই জন্মই স্ত্রী-আগারে
যশের শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল । সেই উপনিশ্রয় সম্পত্তির বলে সকলের
অরহন্ত লাভ হইয়াছে । এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ
করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিষ্ট নাই ।”

২৯ । “ভদ্রবর্গীর বন্ধুরা কি কস্মৎ করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“ইহারাও পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া পুণ্য কস্মৎ
করিয়াছিল ; পরে এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে ত্রিশজন ধূর্ত (পাশা
খেলোয়ার) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুণ্ডিল মুনির উপদেশ শুনিয়া ষাট
হাজার বৎসর পঞ্চসীল রক্ষা করিয়াছিল । কাজেই ইহারাও নিজেদের
প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিষ্ট নাই ।”

৩০ । “উরবেল কস্মপ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“তেপি অরহত্তমেব পথেহা পুত্রানি করিংশু । ইতো হি ধে
নবুতিকগ্নে তিষ্মো ফুম্মোতি ধে বুদ্ধা উপ্পজ্জিংশু । ফুম্ম বুদ্ধস্স
মহিন্দো নাম রাজা পিতা অহোসি । তন্নিং পন সম্বোধিং পত্তে
রঞো কণিষ্ঠপুত্তো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপুত্তো তুতীয়সাবকো
অহোসি । রাজা সথুসস্তুিকং গম্বা “জ্যেষ্ঠপুত্তো মে, বুদ্ধো, কণিষ্ঠ
পুত্তো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপুত্তো তুতীয়সাবকো”তি তে
ওলোকেহা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধম্মো, মমেব সম্বো”তি “নমো
তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্সা”তি তিস্কত্তুং উদানং উদা-
নেহা সথুপাদমুলে নিপজ্জিহ্বা “ভস্তুে, ইদানি মে নবুতিবগ্গসহস্স
পরিমাণস্স আয়ুনো কোটীয়ং নিসীদিহ্বা নিদায়নকালো বিয় ;
অঞেসং গেহদ্বারং অগম্বা যাবাহং জীবামি তাব মে চত্তারো পচ্চয়ে

“তাহারাও অরহত্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল । এখন
হইতে বিরানকই কল্প পূর্বে তিষ্মা ও ফুম্মা নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন
ফুম্মা বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা । তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত
হইলে রাজার ছোট ছেলে হইল অগ্রশ্রাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল
দ্বিতীয় শ্রাবক । রাজা শাস্তার নিকট বাইরা চিন্তা করিল—“আমার জ্যেষ্ঠ
পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক,” এই
চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া “বুদ্ধ আমারই, ধর্ম আমারই,
সংঘ আমারই” এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান স্বরে “সেই ভগবান,
অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শাস্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—
“ভস্তুে, এখন আমার নকই হাজার বৎসর আয়ুষ্কালের প্রান্ত সীমায় বসিয়া
নিদ্রা যাওয়ার সময়ের মতই হইয়াছে ; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন
অন্তের গৃহ দ্বারে না বাইরা আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাদি চারি প্রত্যয়েব

অধিবাসেখা”তি পটিশ্রং গহেত্বা নিবন্ধং বুদ্ধপট্টানং করোতি ।

৩১ । রশ্রেণা পন অপরেপি তয়ো পুস্তা অহেশ্বং । তেশ্ব
জ্যেষ্ঠস্ত পঞ্চয়োধসতানি পরিবারা, মজ্জিমস্ত তীনি, কণিষ্ঠস্ত শ্বে ।
তে “ময়ম্পি ভাতিকং ভোজেম্মামা”তি পিতরং ওকাসং ষাচিহ্না
অলভমানা পুনপ্পুনং ষাচস্তাপি অলভিত্বা পচন্তে কুপিতে তস্ত
বুপসমনথায় পেসিতা পচন্তং বুপসমেত্বা পিতুসন্তিকং আগমিংসু ।
অথ তে পিতা আলিজ্জিত্বা সীসে চুম্বিত্বা “বরং বো তাতা !
দম্মী”তি আহ । তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কত্বা পুন
কতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণহথ তাতা, বরং”তি বুত্তে—

“দেব, অমহাকং অশ্রেণেন কেনচি অথো নম্মি, ইতো পট্টায়

ব্যবস্থা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন । বুদ্ধ রাজি হইলে
তিনি নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন ।

৩১ । রাজার আরও তিন ছেলে ছিল । তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের
পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া যোদ্ধা পরিজন ছিল ।
তাহাদেরও ইচ্ছা হইল দাদাকে ভোজন করাইবে । পিতার নিকট গিয়া
অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না । বারবার চাহিয়াও পাইল না ।
এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল । শান্তি স্থাপনের জন্ত তাহারা
প্রেরিত হইল । সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া
আসিল । পিতা পুত্রদের আলিঙ্গন করত শির চুম্বন করিয়া বলিলেন—
“বৎসগণ, তোমাদের বর দিব ।” তাহারা “সাধু দেব,” বলিয়া বর নিতে
রাজি হইল । আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলেদের বলিলেন—“বাবা,
বর নাও ।”

তাহারা বলিল—“দেব, আমাদের অণু কিছুত দরকার নাই, এই হইতে

বগো]

অগ্গসাবক-বথু

ময়ং ভাতিকং ভোজেম্মাম, ইমং নো বরং দেহাতি আহংসু ।

“ন দেমি তাতা”তি ।

“নিচ্চকালং অদেস্সা সন্তসংবচ্ছরানি দেখা”তি ।

“ন দেমি তাতা”তি ।

“তেনহি ছ, পঞ্চ, চত্তারি, তীণি, বে, একং সংবচ্ছরং, সন্ত মাসে, ছমাসে, পঞ্চ মাসে, চত্তারো মাসে, তয়ো মাসে দেখা”তি ।

“ন দেমি তাতা”তি ।

“হোতু দেব, একেকস্স নো একেকং মাসং কড়া তয়ো-মাসে দেখা”তি ।

“সাধু তাতা, তেনহি তয়ো মাসে ভোজেথা”তি ।

৩২ । তেসং পন তিগ্গম্পি একোব কোট্টাগারিকো, একো আয়ুত্তকো, তস্স ষাদস নল্লতং পুরিসপরিবারো । তে তে পক্কোসাপেহা

আমরা দাদাকে ভোজন করাইব, আমাদিগকে এই বর দিন ।”

“না বাবা, তাহা দিব না ।”

“বরাবরের জন্তু না দেন ত সাত বছরের জন্তু দিন ।”

“না বাবা, দেব না ।”

“তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাতমাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাসের জন্তু দিন ।”

“না বাবা, দেব না ।”

“তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন মাস দিন ।”

“আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও ।”

৩২ । তাহাদের তিন জনেরই এক ভাগ্যগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ এবং ষাদশ অযুত পরিষদ । তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—

“ময়ং ইমং তেমাংসং দসসীলানি গহেত্বা কাসায়ানি নিবাসেত্বা সথারা সহবাসং বসিষ্যাম । তুমেহ এন্তকং নাম দানবট্টং গহেত্বা দেবসিকং নবুতি সহস্রানং ভিক্ষুং যোধসহস্রা চ নো সর্বং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং সংবভেষ্যাথ । ময়ং হি ইতো পট্টায় ন কিঞ্চিৎ বক্ষ্যামা”তি বদিংসু । তে তয়োপি জনা পরিবারক পুরিস সহস্রং গহেত্বা দসসীলানি সমাদায় কাসাবনিবথা বিহারে য়েব বসিংসু ।

৩৩ । কোট্টাগারিকো চ আয়ুত্তকো চ একতো হত্বা তিধ্বং ভাতিকানং কোট্টাগারেহি বারেন বারেন দানবট্টং গহেত্বা দানং দেন্তি । কস্মকরানং পন পুত্রা য়াণ্ডভতাদীনং পন অথায় রোদন্তি, তে তেসং ভিক্ষুসঙ্ঘে অনাগতেয়েব য়াণ্ডভতাদীনি দেন্তি । ভিক্ষুসঙ্ঘস্স ভত্তকিচ্চাবসানে কিঞ্চিৎ অতিরেকং ন ভূতপুৰং । তে অপরাভাগে “দারকানং দেমা”তি অন্তনাপি গহেত্বা খাদিংসু ।

“আমরা এই তিন মাস দশশীল নিয়া, কাষায় বঙ্গ পরিয়া শাস্তার সঙ্গে থাকিব । তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নব্বইহাজার ভিক্ষুর ও হাজার যোধকার খাণ্ড-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর । আমরা ইহার পর আর কিছু বলিব না ।” তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ করিয়া, কাষায়বঙ্গ পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল ।

৩৩ । ভাণ্ডারাদ্যক্ষ ও কোষাদ্যক্ষ একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডাগার হইতে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল । কার্য্য কারকদের ছেলেরা য়াণ্ড-ভাতাদির জন্ত রোদন করিত ; তাহারা ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই তাহাদের খাওয়াইয়া দিত । ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত না । পরে পরে তাহারা ছেলেকদের দিতে গিয়া নিজেরা নিয়া খাইতে লাগিল ।

মনুশ্রেণং আহারং দিশ্বা অধিবাসেতুং নাসন্ধিংসু । তে পন চতুরাসীতি
সহস্রা অহেসুং । তে সজ্বল দানদানবটুং খাদিত্বা কায়স ভেদা
পরম্মরণা পেত্তিবিসয়ে নিব্বত্তিংসু ।

৩৪ । তেভাতিকা পন পুরিসমহসেনে সন্ধিং কালং কহ্না
দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা দেবলোকা দেবলোকং সংসরন্তা ধে নবুতি
কল্পে খেপেসুং । এবং তে তস্যো ভাতরো অরহত্তং পথেস্তা তদা
কল্যাণ কস্মং করিংসু । তে অন্তনা পথিতমেব লভিংসু, নাহং
মুখং ওলোকেত্বা দস্মী”তি । তদা পন তেসং আয়ুত্তকো বিম্বি-
সারো অহোসি, কোট্টাগারিকো বিসাখো উপাসকো, তয়ো
রাজকুমারা তয়ো জটিলা অহেসুং । তেসং কস্মকরা তদা পেতেসু
নিব্বত্তিত্বা সুগতি দুগ্গতিবসেন সংসরন্তা ইমস্মিং কল্পে চত্বারি
বুদ্ধান্তরানি পেতলোকেয়েব নিব্বত্তিংসু ।

ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না । তাহারা সংখ্যার
চুরাশী হাজার । তাহারা সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর পর
প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৩৪ । তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী মহসেনের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেব-
লোকে গিয়া উৎপন্ন হইল । তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চরণ
করিতে করিতে বিরানব্বই কল্প ক্ষেপণ করিল । এইরূপে তাহারা তিন
ভাই অরহত্ত প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কৰ্ম্ম করিয়াছিল । তাহারা
নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই । তখন
তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিশাখ উপাসক, তিন
রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল । তাহাদের কর্মচারীরা তখন প্রেতলোকে
উৎপন্ন হইয়া সুগতি দুর্গতি অনুসারে সঞ্চরণ করিয়া এই কল্পে চারি
বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল ।

৩৫ । তে ইমস্মিং কশ্চে সর্বপঠমঃ উপন্নঃ চত্বাশীসহস্রায়ুকঃ
ককুসন্ধঃ ভগবন্তঃ উপসংকমিত্বা “অমহাকং আহারং লভনকালং
আচিক্খথা”তি পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পচ্ছতো
মহাপঠবিয়া যোজনমন্তঃ অভিরুলহায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম
উপঞ্জিঅতি, তং পুচ্ছয়্যাথা”তি আহ । তে তন্তকং কালং
খেপেত্বা তস্মিং উপ্নম্নে তং পুচ্ছিংসু ।

সোপিট— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহা-
পঠবিয়া যোজনমন্তঃ অভিরুলহায় কল্পপবুদ্ধো উপঞ্জিঅতি, তং পুচ্ছয়্যা-
থাতি আহ । তেন বুদ্ধকালং খেপেত্বা তস্মিং উপ্নম্নে তং পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাবকালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া
যোজনমন্তঃ অভিরুলহায় গৌতমো নাম বুদ্ধো উপঞ্জিঅতি ।

৩৫ । তাহারা এই কল্পের সর্ব প্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর
আয়ুক ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমাদের আহার
লাভের সময় কবে বলুন ।”

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন,
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও ।” তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণা-
গমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন কল্পপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিও ।” তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন
হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহা-
পৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন ।

তদা তুমহাকং ঐণাতকো বিম্বিসারো নাম রাজা ভবিম্বতি, সো সখু-
দানং দত্ত্বা তুমহাকং পত্তিং পাপেম্বতি, তদা লভিম্বথা”তি আহ ।

৩৬ । তেসং একং বুদ্ধস্তরং শ্বে দিবসসদিসং অহোসি ।
তে তথাগতে উৎপন্নে বিম্বিসাররঞ্ণা পঠমদিবসং দানে দিনে পত্তিং
অলভিত্বা রত্তিভাগে ভেরবসদং কত্ত্বা রঞ্ণে অত্তানং দম্ময়িংসু ।
সো পুনদিবসে বেণুবনং আগত্ত্বা তথাগতম্ব তং পবত্তিং অরোচেসি ।
সপ্পা— “মহারাজ, ইতো ব্বেনবুতিকল্পমথকে ফুম্ববুদ্ধকালে এতে
তব ঐণাতকা, ভিক্ষু সংঘম্ব দিন্দানবট্টং খাদিত্বা পেতলোকে
নিব্বত্তিত্বা সংসরন্তা ককুসঙ্কাদয়ো বুদ্ধে পুচ্ছিত্বা তেহি ইদম্বিদম্ব
বুত্তা এত্তকং কালং তব দানং পচ্চাসিংসমানা হীয়ো তয়া
দানে দিনে পত্তিং অলভমানা এবমকংসু”তি আহ ।

তখন তোমাদের জাতি বিম্বিসার নামক রাজা হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান
দিয়া পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহার পাইবে।

৩৬ । এক বুদ্ধস্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কল্যের ঞায় হইল।
তথাগত উৎপন্ন হইলে বিম্বিসার রাজা যখন প্রথম দিবস দান দিলেন,
সেই দিন পুণ্য প্রাপ্তি না হওয়ার রাত্রিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিম্বা
নিজকে রাজার নরন গোচর করাইল। তিনি পরদিবস বেণুবনে আসিয়া
তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শাস্তা কহিলেন—“মহারাজ, এখন
হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুম্ববুদ্ধকালে ইহারা আপনার জাতি ছিল।
ভিক্ষুসম্বের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।
সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসঙ্কাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
তাহাদের মুখে একরূপ একরূপ শুনিয়া এতকাল আপনার দান প্রত্যাশায়
ছিল। গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ার
এইরূপ করিয়াছে।

“কিং পন ভন্তে, ইদানিপি দিমে লভিসন্তী”তি ?

“আম মহারাজা”তি ।

৩৭ । রাজা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিমন্তেত্বা পুন দিবসে মহাদানং দত্বা “ভন্তে, ইতো তেসং পেতানং দিবসপানং সম্পজ্জতু”তি পত্তিং অদাসি । তেসং তথৈব নিবত্তি । পুন দিবসে নগ্গা হত্বা অন্তানং দম্মেসুং । রাজা— “অজ্জ ভন্তে, নগ্গা হত্বা অন্তানং দম্মেসুং”তি পুচ্ছি ।

“বথানি তে ন দিম্মানি মহারাজা”তি ।

পুন দিবসে বুদ্ধপমুখস্স সঙ্ঘস্স চীবরানি দত্বা “ইতো তেসং দিবসবথানি হোন্তু”তি পাপেসি । তং খণ্ণেত্ব তেসং দিবসবথানি উপ্পজ্জিৎসু । পেতত্তভাবং বিজ্জহিত্বা দিবসত্তভাবে স্ঠহিৎসু ।

“ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি ?”

“হাঁ মহারাজ !”

৩৭ । রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান দিয়া কহিলেন—“ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্ত হউক ।” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । তাহাদের সেইরূপই লাভ হইল । পরদিবস নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নরন গোচর করাইল । রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আজ নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল ।”

“মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই ।” পরদিবস বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন—“ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক,” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । সেইরূপেই তাহাদের দিব্য বস্ত্র উপন্ন হইল । তাহারা প্রেতাশ্রম্যে ত্যাগ করিয়া দিব্যাশ্রম্যে সংস্থিত হইল ।

সখা অনুমোদনং করোস্তো “তিরোকুডেডসু তিট্টস্তু”তি আদিনা তিরোকুডানুমোদনং অকাসি । অনুমোদনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি । ইতি সখা তেভাতিক-জটিলানং বখুং কথেন্না ইমম্পি ধম্মদেশনং আহরি ।

৩৮ । “অগ্ৰশাবকা পন ভন্তে, কিং করিংসু”তি ?

অগ্ৰশাবকভাবেয় পথনং করিংসু । ইতো কল্পসতসহ-
আধিকল্প হি কল্পানং অসংখ্যেয়স্স মথকে সারিপুত্তো ব্রাহ্মণ
মহাসালকুলে নিব্বত্তি । নামেন শরদমানবো নাম অহোসি ।
মোগ্গল্লানো গৃহপতি মহাসারকুলে নিব্বত্তি । নামেন সিরিবজ্জ
কুটুম্বিকো নাম অহোসি । তে উভোপি সহপংসুকীলায় সহ-
য়কা অহেসুং । তেসু শরদমানবো পিতুঅচ্চয়েন কুলসন্তকং
মহাধনং পটিপজ্জিত্বা একদিবসং রহোগতো চিন্তেসি— “অহং

শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় “দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে” ইত্যাদি বাক্যে ‘তিরোকুড’ সূত্র কহিয়া অনুমোদন করিলেন । অনুমোদনাবসানে চুরাণী হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইল । শাস্তা জটিল ভ্রাতৃত্বের কাহিনী কহিয়া এই ধর্মদেশনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন ।

৩৮ । “ভন্তে, অগ্ৰশাবকেরা কি করিয়াছিলেন ?”

“অগ্ৰশাবকত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল । এই হইতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহার নাম ছিল শরদ মানব । মৌদগল্যায়ন গৃহপতি মহাশাল কুলে, তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীবর্দ্ধ কুটুম্বিক । তাহারা দুইজনে খেলাধুলার সাথী । তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া একদিন নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিল— “আমি

ইখলোকন্তুভাবমেব জানামি নো পরলোকন্তুভাবং, জাতসন্তানং
চ মরণং নাম ধুবং । ময়া একং পব্বজ্জং পব্বজ্জিত্বা মোক্ষধম্ম-
গবেসনং কাতুং বটুতী”তি । সো সহায়কং উপনংকমিত্বা
আহ—“সম্ম সিরিবড্ঢক, অহং পব্বজ্জিত্বা মোক্ষধম্মং গবেসিআমি,
হং ময়া সন্ধিং পব্বজ্জিতুং সন্ধিআসি ন সন্ধিআসী”তি ?

ন সন্ধিআমি সম্ম, হং য়েব পব্বজ্জাহী”তি ।

৩৯ । সো চিস্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তো সহায়কে বা
ঞাতিমিস্তে বা গহেত্বা গতৌ নাম নথি; অন্তনা কতং অন্ত-
নোব হোতী”তি । ততো রতনকোটাগারং বিবরাপেত্বা কপণ-
দ্ধিক বণিকক যাচকানং মহাদানং দত্ত্বা পব্বতপাদং পবিসিত্বা
ইসিপব্বজ্জং পব্বজ্জি । তস্ম একো দে তয়োতি এবং অনু-
পব্বজ্জং পব্বজ্জিত্বা চতুসন্ততিসহস্সমত্তা জটিলা অহেসুং ।

ইহলোকের কথা জানি, পর জন্মের কথা জানি না ; যে সব প্রাণী জন্মগ্রহণ
করিয়াছে তাহাদের মরণ ধুব । কোন ব্রহ্মের প্রব্রজ্যা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম
অন্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ ।” সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—“বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক,
আমি প্রব্রজ্যা নিয়া মোক্ষধর্মের অন্বেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে
প্রব্রজিত হইতে পারিবে কি-না ?”

“না বন্ধু, পারিব না ; তুমিই প্রব্রজিত হও ।”

৩৯ । শব্দ মানব চিন্তা করিল—“পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক
বা জ্ঞাতি-মিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না ; নিজের কৃত কর্মই নিজের
হয় ।” তৎপর সে রত্ন কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিখারীদিগকে বহুদান
দিয়া পব্বত পাদমূলে গিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । অতঃপর একজন
দুইজন করিয়া প্রব্রজ্যা নিয়া চুয়াত্তর হাজার জটিল হইল ।

সো পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্ট চ সমাপত্তিয়ে। নিকন্তেহা তেসং জটিলানং
কলিনপরিবন্ধং আচিক্সি। তে সবে পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্টসমাপত্তিয়ে
নিকন্তেহুং।

৪০। তেন সময়েন অনোমদর্শী নাম বুদ্ধো লোকে উদপাদি।
নগরং বন্ধুমতী নাম অহোসি, পিতা যসবন্তো নাম খত্তিয়ে,
মাতা যসোধরা নাম দেবী, বোধি অজ্জুনরুক্ষেহা, নিসভো চ
অনোমো চ হে অগ্গসাবকা, বরুণো নাম উপট্টাকো, সুন্দরা চ সুমনা
চ হে অগ্গসাবিকা, আয়ু বসসতসহস্রং অহোসি, সরীরং অষ্ট-
পপ্রাণসহস্রুবন্ধং, সরীরপ্ৰভা দ্বাদসয়োজনং করি, ভিক্ষুসতসহস্র-
পরিবারো অহোসি।

সে পঞ্চ অভিজ্ঞা + ও অষ্ট সমাপত্তি * উৎপন্ন করিয়া সেই জটিলদের
'কুৎস পবিকর্ষ' নামক ধ্যানাঙ্গ সঙ্কে উপদেশ দিল। তাহারা সকলে
পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিল।

৪০। সেই সময় অনোমদর্শী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। বন্ধুমতী নগর তাঁহার জন্ম স্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার
পিতা, যশোধরাদেবী মাতা, অজ্জুন বৃক্ষ বোধিদ্রুম, নিসভ ও অনোম দুই
অগ্রশ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, সুন্দরা ও সুমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আয়ুপ্রমাণ
ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল আটাল হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ
যোজন স্ফুরিত হইত। শতসহস্র ভিক্ষু তাঁহার পরিজন ছিল।

+ ঋদ্ধি বিধ জ্ঞান, দিবা শ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি
জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

* রূপাবচর (১) প্রথম ধ্যান, (২) দ্বিতীয় ধ্যান, (৩) তৃতীয় ধ্যান,
ও (৪) চতুর্থ ধ্যান এবং (১) আকাশ অনন্ত (২) বিজ্ঞান অনন্ত, (৩)
আকিঞ্চন আয়তন, (৪) না সংজ্ঞা না অসংজ্ঞা আয়তন এই চারি অরূপাবচর ধ্যান।
চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই মোট অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্ট
সমাপত্তি বলে।

৪১ । সো একদিবসং পচ্চুমকালে মহাকরুণা সমাপত্তিতো
 বুট্ঠায় লোকং ওলোকেন্তো সরদ তাপসং দিস্বা “অজ্জ মযহং
 সরদতাপসস্স সন্তিকং গতপচ্চয়েন ধম্মদেসনা চ মহতী ভবিম্মতি,
 সো চ অগ্গসাবকট্ঠানং পথেম্মতি, তস্স সহায়কো সিরিবড্ঢক
 সেট্ঠিকুটুম্বিকো তুতিয়সাবকট্ঠানং পথেম্মতি, দেসনাপরিয়োসানেব
 চস্স পরিবারা চতুসত্ততিসহস্সা জটিল অরহত্তং পাপুণিঅস্সি ।
 ময়া তথ গম্মুং বট্ঠতী”তি । অন্তনো পত্তচীবরং আদায় অশ্রুং
 কিঞ্চি অনামস্তুত্বা সীহো বিয় একচরো ছুত্বা সরদতাপসস্স
 অন্তেবাসিকেস্সু ফলাফলথায় গতেস্সু “বুদ্ধভাবং জানাতু”তি
 অধিট্ঠহিত্বা পঅন্তুঅেব সরদতাপসস্স আকাসতো ওতরিত্বা পঠবিয়ং
 পতিট্ঠাসি ।

৪২ । তিনি একদিন শ্রদ্ধাষে মহাকরুণাসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া
 বুদ্ধ-চক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে
 পাইলেন । দেখিলেন—“অগ্গ আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধম্ম
 দেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক
 কুটুম্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার
 অন্তর চুম্বান্তর হাজার জটিল অরহত্ত পাইবে । আমাকে তথায় যাইতে
 হইবে ।” এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্র-চীবর নিলেন এবং অগ্গ আর
 কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের স্তায় একাকী চলিলেন । শরদ তাপসের
 শিষ্যেরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান
 করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পথবর্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে
 দাঁড়াইলেন ।

৪২ । শরদতাপসো বুদ্ধানুভাবকেষু শরীরনিষ্কৃতিক দিম্বা
লক্ষণমন্তে সম্প্রসিতা ইমেহি লক্ষণেহি সমগ্নাগতো নাম অগার-
মন্তো বসন্তো রাজাহোতি চক্রবত্তি, পববজন্তো লোকে বিবস্তচ্ছন্দো
সব্বশ্রেণু বুদ্ধো হোতি, অয়ং পুরিসো নিঅংসয়ং বুদ্ধোতি জানিত্বা
পচ্ছুগ্গমনং কহা পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিহা আসনং পঞাপেহা
অদাসি । নিসীদি ভগবা পঞত্তাসনে । শরদ তাপসোপি অন্তনো
অনুচ্ছবিকং আসনং গহেহা একমন্তুং নিসীদি ।

৪৩ । তস্মিং সময়ে চতুসন্ততিসহস্রা জটিল পণীতানি পণী-
তানি ওজবস্তানি ফলাফলানি গহেহা আচরিয়স্স সন্তিকং সম্পত্তা
বুদ্ধানং চেব আচরিয়স্স চ নিসিন্নাসনং ওলোকেহা আহংসু—
“আচরিয় ময়ং ইমস্মিং লোকে তুমেহি মহন্ততরো নখীতি
বিচরাম, অয়ং পন পুরিসো তুমেহি মহন্ততরো মঞে”তি !

৪২ । শরদ তাপস বুদ্ধানুভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের
সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ বাঁহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে
চক্রবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন,
এই পুরুষ নিশ্চয়ই বুদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্যাগমন করিল
এবং পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল । ভগবান তাহার দেওয়া
আসনে বসিলে, শরদ তাপস ও আপনার যোগ্য আসন নিয়া এক পাশে
বসিল ।

৪৩ । সে সময়ে চুয়াত্তর হাজার জটিল সরস ওজগুণ বিশিষ্ট কল-মূল
আহার্য করিয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইল । তাহারা বুদ্ধের ও আচার্যের
বসার আসন দেখিয়া বলিল—“আচার্য্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম,
এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ আপ-
নার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয় !”

“তাতা, কিং বদেথ ? সাসপেন সন্ধিঃ অর্টসট্ঠিয়োজনসত-
সহস্রুব্বেধঃ সিনেকং সমং কাতুং ইচ্ছথ ? সৰ্ব্বজ্ঞবুদ্ধেন সন্ধিঃ
মমং উপমং শ্রী করিথ পুস্তকা”তি ! অথ তে তাপসা “সচায়ং
পুরিসো ইত্তরসত্তো অভবিজ্ঞ ন অম্হাকং আচরিয়ো এবরূপং উপমং
আহরিজ্জতি, যাব মহা বতায়ং পুরিসো”তি, সৰ্ব্বেষ পায়েষু
নিপতিত্বা সিরসা বন্ধিঃসু ।

৪৪ । অথ তে আচরিয়ো আহ— “তাতা, অম্হাকং বুদ্ধানং
অনুচ্ছবিকো দেয়্যধম্মো মথি, সখা চ ভিক্ষাচারবেলায়ং ইধাগতো,
ময়ং যথাবলং দেয়্যধম্মং দম্মাম, তুম্হে যং যং পণীতং ফলাফলং তং
তং আহরথা”তি । আহরাপেত্বা হথে ধোবিত্বা সয়ং তথাগতস্স পত্তে
পতিট্ঠাপেসি । সখারা ফলাফলং পটিগ্গাহিতমত্তেয়েব দেবতা দিব্বোজ্জং
পঙ্খিপিংসু । সো তাপসো উদকম্পি সয়মেব পরিজ্ঞাবেত্বা অদাসি ।

“কি বলিতেছ বৎসগণ ! আটবট্ঠিত যোজন উচ্চ সিনেকর সঙ্গে সরিষার
তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বাছাগণ, সৰ্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা
করিও না ।” অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—“যদি এই লোকটি সামান্য
হইতেন আমাদের আচার্য্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না ; ইনি
মহাপুরুষই হইবেন । তাহার। সকলে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া
বন্দনা করিল ।

৪৪ । অতঃপর আচার্য্য তাহাদিগকে বলিল—“বৎসগণ, বুদ্ধের যোগ্য
আমাদের দেয় কিছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন,
আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল-মূল আনিয়াছ তাহা
নিয়া আস ।” তাহা আনাইয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের
পাত্রে রাখিল । শাস্তা ফল-মূল প্রতিগ্রহণ করিবা মাত্রই দেবতার।
দিব্য ওজ্জ প্রক্ষিপ করিল । সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল ।

সো ততো তত্বকিচ্চং কহা নিসিলে সথরি সবেব অস্তেবাসিকে পকোমিহা সথু সস্তিকে সারাণীয়কথং কথেষ্টো মিসীদি । সথা“ষে অগ্গসাবকা ভিক্ষু সংঘেম সঙ্ঘিঃ আগচ্ছন্তু”তি চিস্তেসি । তে সথু চিস্তং ঐত্ত্বা সতসহস্রখীগাসবপরিবারা আগত্ত্বা সথারং বন্দিত্ত্বা একমন্তুং ঐচ্চন্তু ।

৪৫ । ততো সরদতাপসো অস্তেবাসিকে আমন্তেসি—
“তাতা, বুদ্ধানং নিসিন্নাসনম্পি নীচং, সমগসতসহস্রানম্পি আসনং নথি, তুম্হেহি অজ্জ উলারং বুদ্ধসকারং কাতুং বট্টতীতি । পবতপাদতো বগ্গসসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরথা”তি । কখন-
কালো পপঞ্চো বিয় হোতি, ইদ্ধিমতো পন ইদ্ধিবিসয়ো অচিস্তেয়েয়াতি । মুহন্তেনেব তে তাপসা বগ্গসসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরিত্ত্বা বুদ্ধানং যোজনপ্রমাণং পুফ্ফানং পপ্রোপেসুং ।

তৎপর শাস্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট বসিয়া শ্রবণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল । শাস্তা মনে মনে চিন্তা করিলেন—“অগ্রশ্রাবক ছয় ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আসুক ।” তাহারা শাস্তার মনোভাব জানিয়া শতসহস্র কীণাসবে পরিবৃত হইয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করতঃ একপাশে দাঁড়াইল ।

৪৫ । অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—“বাবারা ! বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার আসনও নাই, তোমাদের আজ জাঁকালো রকনের বুদ্ধপূজা করিতে হইবে । পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ কুল নিয়া আস ।” বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, ঋদ্ধিমানদের ঋদ্ধির বিষয় অচিন্তনীয় । মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিল ।

উভিন্নং অগ্গসাবকানং তিগাবুতং, সেসভিক্কু নং অডটয়োজনিকাডিভেদং,
সজ্জনবকস্স উসত্তমত্তং অহোসি। কথং একস্মিং অস্সমপদে তাব
মহত্তানি আসনানি পঞ্জত্তানীতি ন চিস্তেত্তব্বং, ইন্ধিবিসয়ো হেস।

৪৬। এবং পঞ্জত্তেসু আসনেসু শরদতাপসো তথাগতস্স
পুরতো অঞ্জলিঃ পঞ্জয়্হ ঠিত্তো “ভস্সে, ময়্হং দীঘরত্তং হিতায়
সুখায় ইমং পুস্সাসনং অভিরুয্হথা”তি আহ। তেন বুদ্ধং :—

“নানাপুস্সক্ক গক্কক্ক সন্নিপাতেহা একত্তো,
পুস্সাসনং পঞ্জপেহা ইদং বচনমস্সগবি।

ইদং মে আসনং বীর পঞ্জত্তং তবসুচ্ছবিং,
মম চিত্তং পসাদেত্তো নিসীদ পুস্সাসনে।

অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ত্রি-গব্যুতি * প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্ধ বোজন হইতে
আরম্ভ করিয়া সজ্জনবকের উসত্ত † মাত্র পর্য্যন্ত আসন রচিত হইল।
এক আশ্রমে দেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা
করিও না; এষ্ট সব ঋদ্ধির বিষয়।

৪৬। এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে
কৃতাজ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল— “ভস্সে, আমার চিরদিনের হিতের
ও সুখের জন্ত এই পুস্সাসনে উঠিয়া বসুন।” তাই বলা হইয়াছে—

“নানা গক্ক পুস্প করি’ একস্থানে সমাবেশ,
পুস্সাসন রচি এই বাক্য বলিল যোগেশ,

‘ওহে বীর! রচিয়াছি তবযোগ্য এ আসন,
পুস্সাসনে বস মোর চিত্ত করি প্রসাদন।’

* পোণে দশ মাইল। † ১৪০ হাত।

সত্তরন্তিন্দিবং বুদ্ধো নিসীদি পুফ্ফমাসনে,
মম চিত্তং পসাদেহা হাসয়িত্বা সদেবকে”তি ।

৪৭ । এবং নিসিল্পে সথরি ষে অগ্নসাবকা সেসভিক্খু চ
অন্তনো অন্তনো পত্তাসনে নিসীদিংসু । সরদতাপসো মহন্তুং
পুফ্ফচ্ছত্তং গহেহা তথাগতস্স মথকে ধারেত্তো অট্টাসি । সথা—
“জটিলানং অয়ং সকারো মহপ্ফলো হোতু”তি নিরোধসমাপত্তিঃ
সমাপত্তি । সথু সমাপত্তিঃ সমাপন্নভাবং ঞ্জহা ষে অগ্নসাবকাপি
সেসভিক্খুপি সমাপত্তিঃ সমাপত্তিঃসু । তথাগতো সত্তাহং নিরোধ-
সমাপত্তিঃ সমাপত্তিত্তা নিসিল্পে অন্তেবাসিকা ভিক্খাচারকালে
সম্পত্তে বনমূলফলাফলং পরিভুঞ্জিত্তা সেসকালে বুদ্ধানং অঞ্জলিঃ
পগ্গয়হু তিট্টন্তি । সরদতাপসো পন ভিক্খাচারম্পি অগন্ত্বা পুফ্ফ-
চ্ছত্তং ধারয়মানোব সত্তাহং পীতিসুথেন বীতিনামেসি ।

বুদ্ধ সপ্ত অহোরাত্র চিত্ত আমার তুমিয়া,
পুস্পাসনে বসেছিল নর-দেবে উল্লাসিয়া ।”

৪৭ । এইরূপে শাস্তা বসিলে দুই অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন
আপন আসনে গিয়া বসিল । শরদ তাপস এক খানা বড় ফুলের ছাতা
তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । শাস্তা— “জটিলদের
এই সংকার মহা ফল দায়ক হউক” এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি
ধ্যানে মগ্ন হইলেন । শাস্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই
অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল ! তথাগত সত্তাহ
নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষ্যেরা ভিক্ষার সময়
উপস্থিত হইলে বনের ফল মূল খাইয়া আর বাকী সময় বুদ্ধের সম্মুখে
কৃতাজলি হইয়া থাকিত । শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না যাইয়া ফুলের
ছাতা ধরিয়াই সত্তাহ প্রীতি-সুখে অতিবাহিত করিল ।

৪৮ । সখা নিরোধা বুট্টায় দক্ষিণপঙ্গে নিসিঃ অগ্গসাবকঃ
 নিসভথেরঃ আমন্তেসি— “নিসভ, সঙ্কারকারকানং তাপসানং
 পুফাসনানুমোদনং করোহী”তি । থেরো চক্রবত্তিরণেণ সন্তিকা
 পটিলক মহালাভো মহায়োধো বিয় তুট্টমানসো সাবকপারমীঞাণে
 ঠহা পুফাসনানুমোদনং আরভি । তন্ন দেশনাবসানে দুত্তিয়-
 সাবকঃ আমন্তেসি— “তুপি ভিক্ষু, ধম্মং দেশেহী”তি । অনোম-
 থেরো তেপিটকং বুদ্ধবচনং সম্মসিদ্ধা ধম্মং কথেসি । ত্বিন্নং
 সাবকানং দেশনায় একজ্ঞাপি অভিসময়ো নাহোসি । অথ সখা
 অপরিমাণে বুদ্ধবিসয়ে ঠহা ধম্মদেশনং আরভি । দেশনাবসানে
 ঠপেত্তা শরদতাপসং সবেপি চতুসত্ততিসহস্র জটিল্য অরহত্তং
 পাপুগিংসু । সখা— “এথ ভিক্ষবে”তি হথং পসারেসি ।

৪৮ । শান্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট
 অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে নমোহন করিয়া বলিলেন—“নিসভ, সঙ্কার-
 কারী তাপসদের পুপাসন অনুমোদন কর ।” রাজচক্রবর্তী হইতে মহা-
 পুরস্কার লাভী মহায়োধের ঞায় স্থবির সন্তুঃ চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমী-
 জ্ঞানে স্থিত হওতঃ পুপাসন অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিল । তাহার
 দেশনা শেষ হইলে শান্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন— “ভিক্ষু,
 তুমিও ধর্মদেশনা কর ।” অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া
 ধর্ম ব্যাখ্যা করিল । শ্রাবকদ্বয়ের দেশনায় একজনেরও জ্ঞানোন্মেষ হইল
 না । অতঃপর শান্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধর্ম দেশনা করিতে
 আরম্ভ করিলেন । দেশনা শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুয়ত্তর হাজার জটি-
 লের সকলেই অর্হত্ত পাইল । “এস ভিক্ষুগণ !” বলিয়া শান্তা হাত বাড়াইলেন ।

তেসং তাবদেব কেসমগ্ননি অন্তরধায়িংসু, অর্টপরিষ্কারা কায়ে
পটিমুকা চ অহেসুং ।

৪৯ । সরদতাপসো কস্মা অরহত্তং ন পণোতি ? বিক্ষিত-
চিন্তা । তস্ম কির বুদ্ধানং তুত্ৰিয়াসনে নিসীদিহা সাবকপারমী
এণে ঠহা ধম্মং দেসয়তো অগ্নসাবকস্ম ধম্মদেসনং সোতুং
আরদ্ধকালতো পর্টায় “অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উগ্নজ্জনকস্ম
বুদ্ধস্ম সাসনে ইমিনা সাবকেন পটিলঙ্কং ধুরং পটিলভেয়্যাস্তি”
চিন্তং উগ্নজ্জি । সো ভেন পরিবিতকেন মগ্নফলপটিবেধং কাতুং
নাসম্মি । তথাগত্তং পন বন্দিহা সম্মুখে ঠহা আহ—“ভস্তু,
তুমহাকং অন্তরাসনে নিসিম্মো ভিক্ষু তুমহাকং সাসনে কো নাম
হোতী”তি ?

তখনই তাহাদের কেশ-শ্যশ্র অন্তর্হিত হইল, অষ্ট পরিষ্কার * শরীরে
আদিয়া লাগিল ।

৪৯ । শরদ তাপস কেন অর্হত্ত পাইল না ? তাহার মন বিক্ষিপ্ত
হইয়াছিল বলিয়া । বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জানে
স্থিত হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধম্ম দেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ
করিবার কাল হইতে তাহার মন হইল—“অহো ! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে
যে বুদ্ধ হইবেন তাহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম !” সে
এই পরিবিতকের জন্ত মার্গফল ব্ৰহ্মিতে পারে নাই । সে তথাগতকে
বন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—“ভস্তু, আপনার নিকটবর্তী আসনে
ঐ যে ভিক্ষু বসিয়া আছেন, উনি আপনার শাসনে কে হন ?

* ত্রিচীবর [(১) একখানি সংঘাটি বা ছুই পাটা চীবর, (২) একখানি উত্তরা-
দক্ষ বা গায়ের একপাটা চীবর, (৩) একখানি পরিধানের চীবর], (৪) ভিক্ষাপাত্র,
(৫) গুর বা ছুরি, (৬) সঁচ, (৭) কোনর বন্ধনী, (৮) জল চাঁকিবার বস্ত্র খণ্ড ।

“ময়া প্রবর্তিতং ধর্মচক্রং অনুপবর্তন্তো সোপি শ্রাবক-
পারমী এগণম্ কোটিপ্লতো সোলসপত্রা পটিবিজ্জিত্বা ঠিতো মযহং
সাসনে অগ্গসাবকো নাম এসো”তি ।

“ভন্তে, য্বায়ং ময়া সত্তাহং পুস্পছত্তং ধারেন্তেন সঙ্কারো
কতো, অহং ইমম্ম ফলেন অপ্রং সঙ্কত্তং বা বুদ্ধত্তং বা ন
পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিসত্তথেরো বিয় একম্ম বুদ্ধম্ম
অগ্গসাবকো ভবেয়্যং”তি পথনং অকাসি ।

৫০ । সখা— “সমিচ্ছিম্মতি মুখো ইমম্ম . পুরিসম্ম পথনা”তি
অনাগতংসপ্রাণং পেসেহা ওলোকেন্তো কল্পসতসহস্রাধিকং একং
অসংখ্য্যং অতিকমিত্বা সমিচ্ছানভাবং অদস । দিস্বা শরদ-
তাপসং আহ— “ন তে অয়ং পথনা মোঘা ভবিস্সতি । অনাগতে
পন কল্পসতসহস্রাধিকং একং অসংখ্য্যং অতিকমিত্বা গোতমো নাম

“সে আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অনু-
প্রবর্তক ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা
তাহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে ।”

“ভন্তে, আমি যে সত্তাহ পুস্পছত্র ধরিয়া সংকার করিয়াছি, আমি
ইহার ফলে ইন্দ্র বা ব্রহ্ম কিছই চাহি না, এই নিসত্ত স্থবিরের গায়
ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্রশ্রাবক হই ।” এই বলিয়া প্রার্থনা
করিল ।

৫০ । শাস্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির
প্রার্থনা সফল হইবে কিনা দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন— শত
সহস্র কল্পাধিক এক অসংখ্য অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা
দেখিয়া শরদ তাপসকে কহিলেন— “তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে
না । ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গোতম নামে

বুদ্ধো লোকে উল্লঙ্ঘিত্তি, তন্ন মাতা মহামায়া নাম দেবী
ভবিষ্যতি, পিতা শুদ্ধোদনো নাম রাজা ভবিষ্যতি, পুত্রো রাহুলো
নাম, উপর্টঠাকো আনন্দো নাম, দুতীয়সাবকো মোগ্গল্লানো নাম,
ত্বং পনন্ন অগ্গসাবকো ধম্মসেনাপতি সারিপুত্তো নাম ভবি-
ষ্যতী”তি । এবং তাপসং ব্যাকরিত্বা ধম্মকথং কথিত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘ-
পরিবৃত্তো আকাশং পচ্ছন্দি ।

৫১ । সরদতাপসোপি অশ্বেবাসিকথেরানং সন্তিকং গত্ত্বা
সহায়কন্ন সিরিবড্ঢক কুটুম্বিকন্ন সাসনং পেসেসি— “ভস্কে,
ময়্হং সহায়কন্ন বদেথ, সহায়কেন তে সরদতাপসেন অনোমদসী
বুদ্ধন্ন পাদমুলে অনাগতে উল্লঙ্ঘনকন্ন গোতমবুদ্ধন্ন সাসনে
অগ্গসাবকর্টঠানং পথিতং, ত্বং দুতীয় সাবকর্টঠানং পথেহী”তি ।

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন । তাঁহার মাতা হইবেন মহামায়া নামী দেবী,
পিতা হইবেন শুদ্ধোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ
নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামৌদগল্যায়ণ, তুমি তাঁহার ধর্ম-সেনাপতি
সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে ।” শাস্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী
প্রকাশ করিয়া, ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ
পথে গমন করিলেন ।

৫১ । শরদ তাপসও শিষ্য স্থবিরদের নিকট গিয়া বহু শ্রীবর্দ্ধক
কুটুম্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল—“ভস্কে, আপনারা আমার
বহু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিককে বলুন যে—তোমার বহু শরদ তাপস ভবিষ্যদ্বুদ্ধ
গোতমের শাননে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্য অনোমদর্শী বুদ্ধের পাদ-
মূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর ।”

এবঞ্চ পন ব্হা থেরেহি পুরেতরমেব একপম্মেন গত্তা সিরিবডকম্ম
নিবেসনদ্বারে অট্টাসি । সিরিবডকো— “চিরম্মং বত মে অয়ে্যা
আগতো”তি আসনে নিসীদাপেত্তা অন্তনো নীচতরে আসনে
নিসিন্নো “অন্তেবাসিকপরিমা পন বো ভন্তে, ন পঞ্জায়ন্তী”তি
পুচ্ছি ।

“আম সন্ম, অম্মহাকং অম্মমং অনোমদম্মীবুদ্ধো আগতো,
ময়ং তম্ম অন্তনো বলেন সন্ধারে অকরিমহ । সখা সবেবসং
ধম্মং দেসেসি । দেসনা পরিহোসানে ঠপেত্তা মং সেসা অরহত্তং
পম্মা ঃপকবজ্জিংসু । অহং সখু অগ্গসাবকং নিসত্তথেরং দিম্বা
অনাগতে উগ্গজ্জনকম্ম গোতমবুদ্ধম্ম নাম সাসনে অগ্গসাবকট্টানং
পথেসিং । ত্বম্পি তম্ম সাসনে দুত্তিয়সাবকট্টানং পথেহী”তি ।

“ময়হং বুদ্ধেহি সন্ধিং পরিচয়ো নখি ভন্তে”তি ।

এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিয়া স্থবিরদের আগে গিয়া শ্রীবর্দ্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল ।
শ্রীবর্দ্ধক “বহুদিন পরে আমার আর্ঘ্য আনিয়াছেন” বলিয়া আসনে বসাইয়া
স্বয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনার শিক্ষা-
দিগকে যে দেখা যাইতেছেননা ?”

“হাঁ বন্ধু, আমাদের আশ্রমে অনোমদর্শী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা
তাঁহাকে আমাদের বখাশক্তি সংকার করিয়াছিলাম । শাস্তা সকলকে
ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন । দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে
অর্হত্ত পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে । আমি শাস্তার অগ্রশ্রাবক নিসত্ত স্থবিরকে
দেখিয়া ভবিষ্যবুদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি ।
তুমিও তাঁহার শাসনে দ্বিতীয় শ্রাবক স্থান প্রার্থনা কর ।”

“বুদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই ভন্তে !”

“বুদ্ধেহি সন্ধিং কথনং ময়হং ভারো হোতু, ত্বং মহন্তং
অধিকারং সজেহু”তি ।

৫২ । সিরিবডো তন্ন বচনং সূত্বা অন্তনো নিবেসনদ্বারে
রাজ্ঞমানেন অর্টকরীসমত্তং ঠানং সমতলং কারেত্বা বালিকং
ওকিরাপেত্বা লাজ্জপঞ্চমানি পুফানি বিকিরাপেত্বা নীলুপ্পলচ্ছদনং
মণ্ডপং কারেত্বা বুদ্ধাসনং পঞ্জাপেত্বা সেসভিক্ষুন্স্পি আসনানি
পটিয়াদেত্বা মহন্তং সকারসম্মানং সজেহু বুদ্ধানং নিমন্তুগথায়
সরদতাপসন্ন সঞ্জং অদাসি । তাপসো বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসংঘং
গহেত্বা তন্ন নিবেসনং অগমাসি । সিরিবডোপি পচ্ছুগমনং
কত্বা তথাগতন্ন হত্বতো পত্তং গহেত্বা মণ্ডপং পবেসেত্বা পঞ্জাত্তা-
সনেসু নিসিন্নন্ন বুদ্ধপমুখন্ন ভিক্ষুসঙ্ঘন্ন দক্ষিণোদকং দত্বা
পণীতভোজনেন পরিবিসিত্বা ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে বুদ্ধপমুখং

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রছিল, তুমি সংকার
কার্যের বিপুল আয়োজন কর ।”

৫২ । শ্রীবর্দ্ধ তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করীষ পরি-
মাণ স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, থৈ সহ পঞ্চপুষ্প ছড়াইয়া
দিল, নীল পদ্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত
অপর ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহা সংকার-পূজা সাঁজাইল; তৎপর বুদ্ধকে
নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত শব্দ তাপসকে ইঙ্গিত করিল । তাপন বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । শ্রীবর্দ্ধকও আগু-
বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া
গেল । বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণো-
দক দিয়া উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল । ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধ প্রমুখ

ভিক্ষুসংঘং মহারহেহি বথেহি অচ্ছাদেহা—“ভস্তু, নায়ং আরস্তো
অগ্নমন্তকট্টানথায়, ইমিনাব নিয়ামেন সত্তাহং অনুকম্পং করোথা”তি
আহ । সথা অধিবাসেসি ।

৫৩ । সো তেনেব নিয়ামেন সত্তাহং মহাদানং পবন্তেহা
ভগবন্তুং বন্দিত্বা অঞ্জলিম্পগয়ুহু ঠিতো আহ— “ভস্তু, মম সহায়ো
সরদতাপসো যন্ন সথুন্ন অগ্নসাবকো ভবেয়্যংতি পথেসি, অহং
তন্নেব দুতিয়সাবকো ভবেয়্যংতি । সথা অনাগতং ওলোকেহা
তন্ন পথনায় সমিচ্ছানভাবং দিস্বা ব্যাকাসি— “ত্বং ইতো কল্প-
সতসহস্রাধিকং অসঙ্কেয়্যং অতিকমিত্বা গোতমবুদ্ধন্ন দুতিয়সাবকো
ভবিম্মসী”তি ।

বুদ্ধানং ব্যাকরণং সুত্বা সিরিবজ্জকো হট্টপহট্টো অহোসি । সথা
ভুত্তানুমোদনং কত্ত্বা সপরিবারো বিহারমেব গতো “অয়ং ভিক্ষবে,

ভিক্ষু সঙ্ঘকে মহার্ঘ বস্তু দান করিল এবং শাস্তাকে কহিল— “ভস্তু, এই
আয়োজন সামান্ত স্থানের জন্তু নহে, এই নিয়মে সত্তাহ আমাকে অনুগ্রহ
করিবেন ।” শাস্তা সন্মত হইলেন ।

৫৩ । সে সেই নিয়মেই সত্তাহ মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ
কুতাঞ্জলি পুটে বলিল— “ভস্তু, আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শাস্তার
অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার দ্বিতীয়
শ্রাবক হই ।” শাস্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল
হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন— “তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক
কল্প অতিক্রম করিয়া গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইবে ।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীবর্দ্ধক হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইল । শাস্তা
ভুত্তানুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ সহ বিহারে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ, ইহা

মম পুন্তেহি তদা পথিত পথনা, তে ষথাপথিতমেব লভিংসু,
নাহং মুখং ওলোকেহা দেমী”তি ।

৫৪ । এবং বুভে ধে অগ্গসাবকা ভগবন্তুং বন্দিত্বা— “ভন্তে,
ময়ং অগারিয়ভূতা সমানা গিরগসমজ্জং দঅনায় গতা”তি যাব
অঅজিত্থেরঅ সন্তিকা সোতাপত্তিকলপটিবেধা সব্বং পচ্ছুপ্পন্নবথুং
কথেহা তে “ময়ং ভন্তে আচরিয়অ সন্তিকং গস্তা তং তুমহাকং
পাদমূলং আনেতুকামা তঅ লন্ধিয়া নিআরভাবং কথেহা ইধাগমনে
আনিসংসং কথয়িমহ । সো “ইদানি ময়হং অন্তেবাসিবাসো নাম
চাটিয়া উদঞ্চনভাবপ্পত্তিসদিসো, ন সন্ধিয়ামি অন্তেবাসিবাসং
বসিতুং”তি বহা “আচরিয়, ইদানি মহাজনো গন্ধমালাদিহথো
গস্তা সথারমেব পূজেঅতি, তুমহে কথং ভবিঅথা”তি বুভে—

আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই
পাইয়াছে; আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৫৪ । শান্তা এইরূপ করিলে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ভগবানকে বন্দনা করিয়া—
“ভন্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম”
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অশ্বজিৎ স্ববিরের নিকট স্রোতাপত্তি ফল
লাভ করা পর্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা করিয়া ভগবানকে
বলিল— “ভন্তে, আমরা আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলাম । তাঁহাকে আপ-
নার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের অসারত্ব সম্বন্ধে বলিয়া-
ছিলাম এবং এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম । তিনি
বলিলেন— “এখন আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাকা জলের জালার হাঁড়িকুঁড়ি
হওয়ার ঞ্চয় হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না ।” আমরা বলিলাম—
“আচার্য্য, এখন দলে দলে সকলে গন্ধমালাদি হস্তে গিয়া শাস্তাকে পূজা করিবে,
আপনি কেমন হইবেন ।” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—

“কিং পন ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাহ দক্ষা”তি ?

“দক্ষা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা কতিপয়া”তি কথিতে—

“তেনহি পণ্ডিতা পণ্ডিতস্য সমগজ গৌতমস্য সন্তিকং
গমিস্তিস্তি, দক্ষা দক্ষস্য মম সন্তিকং আগমিস্তিস্তি, গচ্ছথ তুম্হে”তি
বহা আগস্তুং নয়িচ্ছি ভস্তু”তি ।

৫৫ । তং স্তুত্বা সখা “ভিক্ষবে, সঞ্জয়ো অন্তনো মিচ্ছাদিট্ঠিতায়
অসারং সারোতি সারঞ্চ অসারোতি গণিহ । তুম্হে পন অন্তনো
পণ্ডিততায় সারং সারতো অসারং চ অসারতো এত্বা অসারং
পহায় সারমেব গণিহণা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি —

“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্মিনো,

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা । ১১

“এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্খ বেশী ?”

“আচার্য্য, মূর্খ বেশী, পণ্ডিত কম ।” এইরূপ বলিলে তিনি
কহিলেন— “তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট
যাইবে, মূর্খেরা আমি যে মূর্খ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও ।”
এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না ।”

৫৫ । তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজের
মিথ্যা-দৃষ্টিতার জন্ম অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করি-
য়াছে । তোমরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে
অসাররূপে জানিয়া অন্যর ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ ।” এই বলিয়া
শাস্তা এই গাথাঙ্গয় কহিলেন :—

“অসারেতে সারজানী সারে ভাবে যে অসার,

সে মিথ্যা-সঙ্কল্পকারী পেতে নাহি পারে সার । ১১

সারঞ্চ সারতো ঐত্বা অসারঞ্চ অসারতো,

তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্যাসঙ্কল্পগোচরা”তি । ১২

৫৬ । তথ “অসারে সারমতিনো”তি— চন্ডারো পচ্চয়া, দস-
বথুকা মিচ্ছাদিট্ঠি, তন্মা উপনিশ্রয়ভূতা ধর্মদেসনাতি, অয়ং অসারো
নাম, তস্মিং সারদিট্ঠিনোতি অথো ।

“সারে চাসারদস্মিনো”তি— দসবথুকা সম্যাদিট্ঠি, তন্মা
উপনিশ্রয়ভূতা ধর্মদেসনাতি, অয়ং সারো নাম, তস্মিং নারং
সারোতি অসারদস্মিনো ।

“তে সারং”তি— তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহণং গহেহা
ঠিতা কামবিতর্কাদীনং বসেন মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা হুহা শীলসারং,
সমাধিসারং, পঞ্জাসারং, বিমুক্তিসারং, বিমুক্তিঞাণদস্মনসারং, পরমথ-
সারং, নিব্বাণঞ্চ নাধিগচ্ছন্তি ।

সারে জেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার,

সে নাধু-সঙ্কল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার ।” ১২

৫৬ । তথায় “অসারেতে সার-মতি”— চারি ‘প্রত্যয়’ * ও দশবিষয়িনী
মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া
মনে করে ।

“সারে যে অসারদর্শী”— দসবিষয়িনী সম্যক্‌দৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত
ধর্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে ।

“সে মিথ্যা-সঙ্কল্পকারী পেতে নাহি পারে সার”— সে মিথ্যাদৃষ্টি
পরায়ণ হইয়া কামবিতর্কাদির বশে মিথ্যাসঙ্কল্প কারী হইয়া শীলসার,
সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থসার
নিব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

* (১) চীবর, (২) পিণ্ডপাত, (৩) যোগীর পথ্য, ও (৪) ঔষধ ।

“সারংতা”তি— তমেব সীলসারাди सारं सारो नाम अयं
बुद्धकारं च असारं असारो अयंति ष्ट्वा ।

“তে সারং”তি— তে পণ্ডিতা এবং সন্ন্যাসিনঃ গহেত্বা
ঠিতা নৈক্স্মসঙ্গাদীনঃ বসেন সন্ন্যাসসঙ্গগোচরা হত্বা তং বুद्ध-
कारं सारं अधिगच्छतीति ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসু ।
সন্নিপত্তিতানং সান্থিকা ধর্মদেসনা অহোসী’তি ।

“সারে জেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার”—শীল সারাদিকে সার,
উক্ত প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া ।

“সে সাধু-সঙ্কল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার”—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি
সম্যক দর্শন পরায়ণ হইয়া নৈক্রম্য সঙ্কল্পাদির বশে সম্যক-সঙ্কল্পকারী হইয়া
উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয় ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ;
সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্ম দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

नन्दथेन वधु । २

१ । “यथागारं”ति इमं धर्मदेशनं सथा जेतवने विहरन्तो आयुश्चतुः नन्दं आरभु कथेसि ।

सथा हि पवन्ति वरधर्मचक्रो राजगृहं गत्वा वेलुवने विहरन्तो “पुत्रं मे आनेत्रा दसेथा”ति सुद्धोदन महाराजेन पेशितानं सहस्र सहस्र परिवारानं दसस्रं दूतानं सकपच्छतो गत्वा अरहन्तुतेन कालुदायिथेरेन गमनकालं एतथा मग्गवणनं

नन्द सुविनेर उपाथान । २

१ । “यथागारं” एह धर्मदेशना शास्ता जेतवने वास करिवार समय आयुश्चतुः नन्दे कथा प्रसङ्गे कहिष्ठाछिलेन ।

शास्ता श्रेष्ठ धर्मचक्र प्रवर्तन करिवार पर राजगृहे गिया वेणुवने वास करितेछिलेन । सुद्धोदन महाराजा से संवाद सुनिया “आमार छेलके आनिष्ठा आमाके देखाउ” एह वलिष्ठा दशजन दूत पाठायिष्ठा छिलेन । अत्येक दूत हाजार जन अनुचरेर द्वारा परिवृत हईष्ठा गिष्ठा छिल । किन्तु ताहारा केह किरिया ना आनाते सकपक्षेने कालुदायी गेलेन । तिनिउ प्रवर्जित हईष्ठा अर्हक प्राप्ति हईलेन । अनन्तर तिनि समय बुविष्ठा शास्ता कपिलपुरे गमनेर प्रवृत्ति जन्माइवार जन्म कपिलवास्तु मार्गशोभा

বলেহা বীসতিসহস্র খীণাসবপরিবৃত্তো কপিলপুরং নীতো এগাতি-
সমাগমে পোন্ধরবস্মঃ অর্টুপ্তিঃ কহা বেঙ্গস্তুরজাতকং কথেন্না
পুনর্দিবসে পিণ্ডায় পবির্টো। “উত্তির্টে নম্নমজ্জয়্যা”তি গাথায়
পিতরং সোতাপত্তিকলে পতির্টোপেত্রা “ধন্মং চরে”তি গাথায়
মহাপজাপতিঃ সোতাপত্তিকলে রাজানঞ্চ সকদাগামিকলে পতির্টো-
পেসি। ভুক্তকিচ্চাবসানে পন রাহুল-মাতৃগুণকথং নিশ্চায় চন্দকিন্নর-
জাতকং কথেন্না ততো দুতীয়দিবসে নন্দকুমারস্ম অভিষেক-
গেহপ্নবেসন বিবাহমঙ্গলেস্তু বন্তুমানেস্তু পিণ্ডায় পবিসিত্তা নন্দকুমারস্ম
হথে পত্তং দত্তা মঙ্গলং বত্তা উর্টোয়াসনা পক্কমন্তো কুমারস্ম
হথতো পত্তং নগণিত্ত।

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অর্হৎ পরিবৃত্ত
হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন। তথায় জাতি সমাগমে ভগবান পুঙ্কর বৃষ্টি *
সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া ‘বেঙ্গস্তুর’ জাতক কহিলেন। পরদিবস ভিক্ষার
জন্তু কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া “উঠ, প্রমত্ত হওয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি গাথায়
পিতাকে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। “ধর্ম্মাচরণ করিবে” ইত্যাদি
গাথায় মহাপ্রজাপতি গোতমীকে স্রোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে সকদাগামী
ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাহুল-মাতার গুণ-
কথা প্রসঙ্গে ‘চন্দকিন্নর জাতক’ বলিলেন। ইহার পর দিবস রাজকুমার
নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল। সে দিন ভগবান
ভিক্ষার জন্তু রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া
কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।
তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না।

* বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই পুঙ্কর বৃষ্টি হইয়া থাকে ;
এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিদ্ধ হয়, যে ইচ্ছা না করে সে সিদ্ধ হয় না।

২ । সোপি তথাগতে গারবেন পত্নং বো ভন্তে, গণহথাতি বত্বুং নাসম্বি, এবং পন চিস্তেসি— “সোপানসীসে পত্নং গণিহ-
 স্ততী”তি । সথা তস্মিন্পি ঠানে ন গণিহ । ইতরো— “সোপান-
 পাদমূলে গণিহস্ততী”তি চিস্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ । ইতরো—
 “রাজ্ঞনে গণিহস্ততী”তি চিস্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ । কুমারো
 নিবস্তিতুকামো অরুচিয়া গচ্ছন্তো সথুগারবেন “পত্নং গণহথা”তি
 বত্বুং ন স্কোতি । “ইধ গণিহস্ততি, এথ গণিহস্ততী”তি
 চিস্তেস্তো গচ্ছতি । তস্মিং খণে জনপদকল্যাণিয়া আচিক্খিংসু—
 “অয়ো, ভগবা নন্দরাজানং গহেহা গতো, তুমেহি তং বিনা করি-
 স্ততী”তি । সা উদকবিন্দু হি পগ্বরন্তেহেব অডুল্লিখিতেহি কেসেহি
 বেগেন গম্বা— “তুবটং খো অয়্যপুত্ত, আগচ্ছয়্যাসী”তি আত ।

২ । কুমারও তথাগতের প্রতি গৌরব করিয়া “ভন্তে, আপনার পাত্র গ্রহণ
 করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না । তিনি ভাবিয়াছিলেন— “সোপান
 শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন ।” কিন্তু ভগবান সেখানেও
 তাহা গ্রহণ করিলেন না । কুমার অতঃপর ভাবিলেন— “সোপান পাদমূলে
 গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না । কুমার ভাবিলেন— “রাজা-
 ঙ্গনে নিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না । কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন
 করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি
 গৌরব ভাব প্রযুক্ত “পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না ।
 “এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” এরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন ।
 সে সময়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল— “আর্যো, ভগ-
 বান নন্দরাজাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে ঠাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবেন ।”
 তিনি অর্দ্ধ আঁচড়ান বা আলুলায়িত কেশে ছুটিলেন, সিক্তচুল হইতে জলবিন্দু
 পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন— “আর্য্য পুত্র, ত্বরায় আসিবেন ।”

তং তস্মা বচনং তস্মৈ হৃদয়ে তিরিয়ং পতিত্বা বিয় চিতং ।

৩। সখাপি তস্মৈ হৃদয়ে পতন্তঃ অগণিত্বাব তং বিহারং নেত্বা
— “পবজিঙ্গাসি নন্দা”তি আহ । সো বুদ্ধগারবেন “ন
পবজিঙ্গামী”তি অবত্বা “আম পবজিঙ্গামী”তি আহ । সখা—
“তেন হি নন্দং পব্বাজেথা”তি আহ । সখা কপিলপুরং গম্ব্বা
ততিয়দ্বিবসে নন্দং পব্বাজেসি । সপ্তমে দিবসে রাহুলমাতা
কুমারং অলঙ্করিত্বা ভগবতো সন্তিকং পেসেসি, “পল্প তাত এতং
বীসতিনহস্ম সমণপরিবুতং সুবল্লবল্লং বুদ্ধরূপিবল্লং সমণং, অয়ং
তে পিতা, এতস্ম মহন্তা নিধয়ো অহেসুং, ত্যস্ম নিচ্ছামণতো
পট্টায় ন পস্সাম । গচ্ছ, তং দায়জ্জং ষাচ”— “অহং তাত,
কুমারো অভিসেকং পত্বা চক্রবত্তি ভবিম্মামি, ধনেন মে অণো,

তাঁহার সে বচন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রস্থাকারে পতিত হইয়া রহিল ।

৩। এদিকে ভগবানও তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ না করিয়া ক্রমে
তাঁহাকে বিহারে নিয়া গেলেন । বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ,
প্রব্রজিত হইবে ?” তিনি বুদ্ধের প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “প্রব্রজিত
হইব না” না বলিয়া কহিলেন— “হাঁ, প্রব্রজিত হইব ।” ভগবান ভিক্ষু-
দিগকে কহিলেন— “তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর ।” ভগবান কপিল-
পুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । সপ্তম দিবসে
রাহুলমাতা রহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া
দিলেন, বলিয়া দিলেন— “বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে সুবর্ণ-
বর্ণ, ব্রহ্মরূপী-বর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, তাঁহার যে বৃহৎ নিধিকুন্ত
সকল ছিল, তাঁহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না ।
যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—
পিতা, আমি এখন কুমার, অভিযুক্ত হইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের দরকার,

ধনং মে দেহি, সামিকো হি পুত্রো পিতৃসন্তকন্মা”তি ।

৪ । কুমারো ভগবতো সন্তিকং গম্বাব পিতৃসিনেহং পটি-
লভিত্বা হৃষ্টচিত্তো—“সুখা তে সমগ ছায়া”তি বত্বা অপ্রম্পি বহুং
অন্তনো অনুরূপং বদন্তো অর্টাসি । ভগবা কতভক্তকিচো
অনুমোদনং কত্বা উর্টায়াসনা পকামি । কুমারোপি—“দায়জ্জং
সমগ, মে দেহি ; দায়জ্জং সমগ, মে দেহী”তি ভগবন্তুং অনুবন্ধি ।
ভগবা কুমারং ন নিবত্তাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা সন্ধিং গচ্ছন্তুং
নিবন্তেতুং নাসন্ধি । ইতি সো ভগবতা সন্ধিং আরামমেব
অগমাসি । ততো ভগবা চিন্তেসি—“যং অয়ং পিতৃসন্তকং ধনং
ইচ্ছতি তং বট্টানুগতং, সবিঘাতং । হন্দস্স বোধিতলে পটিলক্কে
সত্তবিধং অরিয়ধনং দেমি, লোকুত্তর দায়জ্জস্স নং সামিকং করোমী”তি ।

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী ।”

৪ । কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃস্নেহে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহি-
লেন—“শ্রমণ, আপনার ছায়া সুখস্পর্শ !” আরও তদনুরূপ বালক-সুলভ
আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহার কার্য
শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূর্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান
করিলেন । “শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন ,” (শ্রমণ, আমাকে
পৈতৃক সম্পত্তি দিন)” বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না । পরিজনেরাও
তাঁহাকে ভগবানের সঙ্গে যাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি
ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন । তৎপর ভগবান চিন্তা
করিলেন—“এ’ বালক পিতার নিকট যেই পৈতৃক ধন বাঞ্ছা করিতেছে,
তাহা আবর্তাবহ ও দুঃখদায়ক । বোধিতলে প্রাপ্ত সত্তবিধ আৰ্য্যধনই
ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।”

আয়স্মন্তং সারিপুত্রং আমন্তেসি— “ভেন হি ঙ্গ সারিপুত্র, রাহুল
কুমারং পব্বাজ্জেহী”তি । খেরো কুমারং পব্বাজ্জেসি ।

৫ । পব্বজ্জিতে চ পন কুমারে রঞো অধিমন্তং দুস্সং
উপ্পজ্জি, তং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ভগবতো নিবেদেত্বা— “সাধু
ভন্তে অয়্যা, মাতাপিতূহি অননুঞাতং পুত্রং ন পব্বাজ্জেয়ুং”তি
বরং ষাচি । ভগবা তস্ম তং বরং দত্বা পুনেকদিবসং রাজ-
নিবেসনে কতপাতরাসো একমন্তং নিসিয়েন রঞো— “ভন্তে,
তুমহাকং দুস্করকারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিত্বা ‘পুত্রো
তে কালকতো’তি আহ । অহং তস্মা বচনং অসদদহন্তো—
‘ন ময়্হং পুত্রো বোধিঃ অল্পত্বা কালং করোতী’তি পটিক্খি-
পিং”তি বুত্তে—

তিনি আয়ুস্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“তাহা হইলে সারিপুত্র,
তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর ।” সারিপুত্র স্ববির কুমারকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করিলেন ।

৫ । রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব দুঃখিত হইলেন ।
রাজা তাহা সহ করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মন্বাস্তিক
দুঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন— “ভন্তে অয়্যা, পিতা-মাতার
অনুমতি জ্ঞাত না হইয়া পুত্রকে প্রব্রজিত করাইবেন না ।” ভগবান
তাঁহাকে সেই বর দিলেন । অতঃ একদিন রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রাতঃরাশ
ভোজনের পর রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আপনি
যখন দুস্কর তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট
আসিয়া বলিয়াছিলেন— ‘আপনার পুত্র কাল প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ আমি
তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম— ‘আমার পুত্র বোধি না
পাইয়া মরিতে পারে না ।’ এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম ।”
রাজা এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন—

“ইদানি কিং সদ্ধিঅথ, পুবেপি অট্টিকানি দম্ভেহা
‘পুত্তো তে মতো’”তি বুত্তে ন সদ্ধিথা”তি । ইমিমা অট্টপ্পত্তিয়া
মহাধম্মপাল জাতকং কথেসি । কথা পরিয়োসানে রাজা অনাগামি-
কলে পত্তিট্ঠহি ।

৬ । ইতি ভগবা পিতরং তীসু কলেসু পত্তিট্ঠাপেহা ভিক্ষু-
সঙ্ঘপরিবুতো পুনদেব রাজগৃহং গম্বা ততো অনাথপিণ্ডিকেন
সাবথিং আগমনথায় গহিতপটিশ্ৰেণা নিট্ঠিতে জেতবন মহাবিহারে
তথ গম্বা বাসং কপ্পেসি । এবং সথরি জেতবনে বিহরন্তু
আয়স্মা নন্দো উক্কত্তিহা ভিক্ষুং এতমথং আরোচেসি—
“অনভিরতো অহং আবুসো, বুদ্ধচরিয়ং চরামি, ন সন্ধোমি
বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিন্ধং পচ্চন্ধায় হীনায়াবত্তিআমী”তি ।

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন ? পূর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া
যখন বলিয়াছিল— “আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস
করেন নাই ।” এই কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া তিনি মহাধর্মপাল
জাতক कहিলেন । কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী কলে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন ।

৬ । এই প্রকারে ভগবান পিতাকে ‘ফলদ্রয়ে’ প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া পুনরায় রাজগৃহ নগরে গমন করিলেন । ইতিমধ্যে
জেতবন বিহারের নির্মাণ কার্য শেষ হইল । অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে
শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি তাঁহার পূর্বপ্রতিক্রতি অঙ্ক-
সারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন
আয়ুস্মান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ कहিলেন— “বহুগণ, আমি
অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে আমি পারিব না,
শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাসেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব ।”

ভগবা তং পবতিং স্তুত্বা আয়স্মন্তুং নন্দং পকোসাপেত্বা এতদবোচ—
“সচ্চং কির ত্বং নন্দ, সম্বহলানং ভিক্ষুং এত্তমথং আরোচেসি—
‘অনভিরতো অহং আবুসো, বুদ্ধচরিয়ং চরামি, নসক্কোমি বুদ্ধ-
চরিয়ং সন্ধারেতুং, সিদ্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়াবত্তিআমী’তি ?

“এবং ভন্তে”তি ।

“কিঅ পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো বুদ্ধচরিয়ং চরসি,
ন সক্কোসি বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিদ্ধং পচ্চক্ষায় হীনায়া বত্তি-
আসী”তি ?

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরী নিদ্ধমন্তুঅ অড্ডুল্লি-
খিতেহি কেসেহি অপলোকেত্বা এতদবোচ—“তুবটং খো অয়্যপুত্ত,
আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো খো অহং ভন্তে, তদমুত্তরমানো অনভি-
রতো বুদ্ধচরিয়ং চরামি, ন সক্কোমি বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেতুং,

ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুস্থান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন—
“সত্য নাকি নন্দ ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ— “বুদ্ধগণ, আমি অনিচ্ছায়
ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া
দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্তন করিব ?”

“হঁা ভন্তে ।”

“কি জন্তু নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ,
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন
গৃহবাসে ফিরিয়া যাইবে ?”

“ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম,
তখন শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্দ্ধ আনুলাম্বিত কেশে আসিয়া
আমার দিকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল—“আর্য্যপুত্র, ত্বরায় আসিবেন ।”
সে কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময়ে জাগিতেছে । তাই আমি অনিচ্ছায়
ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না ।

সিদ্ধং পচক্ষায় হীনায়া বন্তিআমী”তি ।

৭ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং বাহায় গহেহা ইন্ধি-
বলেন তাবতিংসদেবলোকং নেন্তো অন্তুরামগে একস্মিং ঝামক্খেভে
ঝামখাণুকে নিসিন্নং ছিন্নকল্পনাসানসুট্টং একং পলুট্টমক্কাটিং
দম্বেহা তাবতিংসভবনে সক্কম্ম দেবরশ্ৰেণা উপট্টানং আগতানি
ককুটপাদানি পঞ্চ অচ্ছরাসতানি দম্বেসি ।

ককুটপাদানীতি রত্তবল্লতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি ।
দম্বেহা চ পনাহ— “তং কিং মশ্ৰুসি নন্দ, কতমা মুখো অভিরূপ-
তরা চ দম্মনীয়তরা চ প্রাসাদিকতরা চ সাকিয়ানী বা জনপদকল্যাণী
ইমানি বা পঞ্চ অচ্ছরাসতানি ককুটপাদানী”তি ?

শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া গ্রীন গৃহবাসে ফিরিয়া যাইব ।”

৭ । অনন্তর ভগবান আয়ুস্মান নন্দকে বাহুতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে ত্রয়ো-
ত্রিংশৎ দেবলোকের দিকে নিয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দগ্ধ ক্ষেত্রে
দক্ষীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংশাবশেষে উপবিষ্ট ছিন্ন কর্ণ-নাসা-লাঙ্গুল বিশিষ্টা
এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া ত্রয়োত্রিংশৎ দেবভবনে উপনীত হইলেন
এবং সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্যার জন্ত আগত পঞ্চশত কপোত
চরণা অঙ্গরাকে দেখাইলেন ।

কপোত চরণা অর্থ— পারাবতের পায়ের ঞ্চার রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা ।
অঙ্গরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ, কাহাকে
তুমি অভিরূপতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর ? শাক্যকুমারী
জনপদ কল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অঙ্গরাকে ?

“সেয়াথাপি সা ভন্তে, ছিন্নকল্পনাসানঙ্গুট্টা পলুট্টমকটী, এবমেব খো ভন্তে, সাকিয়ানী জনপদকল্যাণী ইমেসং পঞ্চম্নং অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সঙ্ঘম্পি ন উপেতি কলম্পি ন উপেতি কলভাগম্পি ন উপেতি । অথ খো ইমান্বেব পঞ্চ অচ্ছরা সতানি অভিরূপতরানি চেব দম্পনীয়তরানি চ পাসাদিকতরানি চা”তি ।

“অতিরম নন্দ, অহং তে ,পাটিভোগো পঞ্চম্নং অচ্ছরা সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনঃ”তি ।

“সচে মে ভন্তে ভগবা, পাটিভোগো পঞ্চম্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভিরমিঙ্গামি অহং ভন্তে, ভগবা বুদ্ধ-চরিয়ে”তি ।

৮ । অথ খো ভগবা আয়স্বন্তুং নন্দং গহেহ্বা তথ অন্তরহিতো

“ভন্তে, শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাণ কাটা, নাক কাটা, ল্যাজ ছেঁড়া, সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরাদের কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন । ইহাদের কাছে তাহার উপমা করা হয় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগাংশও না । এই পাঁচশত অঙ্গরাই নিশ্চয় সুন্দরতরা, দর্শনীয় তরা, প্রাসাদিক তরা ।”

“নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্য্যে রত হও, পাঁচশত পায়রা-পা অঙ্গরা পাইবে, তজ্জন্ম আমি প্রতিভূ থাকিলাম ।”

“ভন্তে ভগবন, আপনি যদি পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরা লাভে আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভন্তে, আমি ভগবানের বিধান অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ।”

৮ । অতঃপর ভগবান আয়ুস্থান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া

জেতবনে যের পাতুরহোসি । অম্মোসুং খো ভিক্ষু “আয়স্মা
কির নন্দো ভগবতো ভাতা মাতুচ্ছাপুত্তো অচ্ছরানং হেতু
বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স পাটিভোগো পঞ্চস্সং অচ্ছরাসতানং
পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি । অথ খো আয়স্মতো নন্দস্স
সহায়কা ভিক্ষু আয়স্মস্তুং নন্দং ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন
চ সমুদাচরন্তি— “ভতকো কিরায়স্মা নন্দো, উপক্কিতকো কিরা-
য়স্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরস্স
পাটিভোগো পঞ্চস্সং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

৯ । অথ খো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিক্ষুং
ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন চ অট্টিয়মানো হরায়মানো
জিগুচ্ছমানো একো বৃপকট্টো অপ্রমত্তো আতাপী পহিতত্তো

জেতবনে প্রাহুভূত হইলেন । ভিক্ষুরা শুনিতে পাইলেন যে—
“ভগবানের ভ্রাতা মাতৃস্বনাপুত্র আয়ুস্মান্ নন্দ কপোত-চরণ! অপর! লাভের
জগ্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন; ভগবান নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত-
চরণ! অপর! লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন ।” অতঃপর আয়ুস্মান্ নন্দের
সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপক্রীতবাদে তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—“ও ! ও ! আয়ুস্মান্
নন্দ মজুর ! আয়ুস্মান্ নন্দ ভাড়াটে ! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দেখিতেছি অপরার
জগ্ন, ভগবান তাঁহার পাঁচশত পায়রা-পাদ অপর! পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ
হইয়াছেন ।”

৯ । অনন্তর আয়ুস্মান্ নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভৃত্যবাদে ও উপক্রীতবাদে
নিজকে নিন্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্তুকাম ও কেশকাম
হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্ত ভাবে, উদ্যমের সহিত, তন্ময় চিত্তে

বিহরন্তো ন চিরঞ্জৈব যশ্মথায় কুলপুস্তা সশ্মদেব অগারস্মা
 অনগারিয়ং পব্বজ্জস্তি তদনুত্তরং বুদ্ধচরিয়পরিয়োসানং দিটেট্ঠবধস্মে
 সয়ং অভিঞা সচ্ছিক্কা উপসম্পজ্জ বিহাসি, খীণা জ্জাতি, বুমিতং
 বুদ্ধচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইথস্তায়াতি অবুঞাসি, অঞ-
 তরো চ খো পনায়স্মা অরহতং অহোসি ।

১০ । অথেকা দেবতা রত্নিভাগে সকলং জেতবনং ওভাসেহা
 সখারং উপসংকমিত্বা বন্দিত্বা আরোচেসি— “আয়স্মা ভন্তে, নন্দো
 ভগবতো মাতুচ্ছাপুস্তো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিঃ পঞা-
 বিমুত্তিঃ দিটেট্ঠব ধস্মে সয়ং অভিঞা সচ্ছিক্কা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।
 ভগবতো পি খো এগাণং উদপাদি— নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং

শ্রমণ-ধর্ম পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্ম কুলপুত্রেরা অগার
 ত্যাগ করিয়া সম্যক্রূপে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের
 অনুত্তর পর্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া
 ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে,
 ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্ম
 আর যে কিছু বাকী রহিল না তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন । ভগ-
 বানের অর্হৎ শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুস্মান নন্দও একজন অর্হৎ হইলেন ।

১০ । অতঃপর এক দেবতা রাত্রিভাগে সকল জেতবন আলোকিত
 করিয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—
 “ভন্তে ! ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুস্মান নন্দ আশ্রবের [তৃষ্ণার]
 ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্ত-চিন্ততা ও মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং
 অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন ।”
 ভগবানও জ্ঞানচক্রে দেখিলেন— নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব,

চেতোবিমুক্তিঃ পপ্রণাবিমুক্তিঃ দির্টেষ্ঠব ধম্মে সয়ং অভিপ্রণা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।

১১ । সোপায়স্মা নন্দো তস্মা রত্তিয়া অকয়েন ভগবন্তুং উপ-
সংকমিত্বা বন্দিত্বা এতদবোচ— “যং মে ভন্তে, ভগবা পাটিভোগো
পঞ্চন্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, মুঞ্চামহং ভন্তে,
ভগবন্তুং এতস্মা পটিস্ববা”তি ।

“ময়াপি খো নন্দ, চেতসা চেতো পটিচ্চ বিদিতো— ‘নন্দো
আসবানং খয়া অনাসবং চেতো বিমুক্তিঃ পপ্রণা বিমুক্তিঃ দির্টেষ্ঠব
ধম্মে সয়ং অভিপ্রণা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী’তি ; দেবতাপি
মে এতমথং আরোচেসি—‘আয়স্মা ভন্তে. নন্দো---পে—বিহরতীতি ।’
যদেব খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্তং, অথাহং
মুক্তো এতস্মা পটিস্ববা”তি । অথ খো ভগবা এতমথং বিদিত্বা

মুক্ত-চিত্ততা মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া,
সম্প্রাপ্ত হইয়া বান করিতেছে ।”

১২ । আয়ুস্মান নন্দও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে
বন্দনা করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, ভগবান যে পাঁচশত কপোত চরণা
অপ্সরা লাভের জন্ত আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, ভগবানকে আমি সে
প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিলাম ।”

“নন্দ, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন
করিয়া জানিয়াছি— ‘নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্তচিত্ততা,
মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পন্ন
করিয়া বিহরণ করিতেছে ।’ দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে ।
নন্দ, [তুমি আসক্তি বশে কিছু] গ্রহণ না করাতে আশ্রব হইতে খে
তোমার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাতেই আমি জামিনের দাবী হইতে মুক্ত
হইয়াছি ।” অতঃপর ভগবান নন্দের অর্হক প্রাপ্তির বিষয় জানিয়া

তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদানেসি—

“যস্য নিভিগ্নো পক্ষো চ মদিতো কামকণ্টকো,

মোহস্বয়ং অনুপ্ততো সুখদুঃস্বৈ ন বেদতী”তি ।

১২ । অথেক দিবসং ভিক্ষু তং আয়স্মন্তং নন্দং পুচ্ছিংসু—
“আবুসো নন্দ, ত্বং উক্ঠিতোমহীতি পবেদেসি, ইদানি তে
কথং”তি ?

“নথি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি । তং
সুত্বা ভিক্ষু— “অভূতং আয়স্মা নন্দো কথতি, অশ্রং ব্যাক-
রোতি, অতীতদিবসেসু উক্ঠিতোমহীতি বত্বা ইদানি নথি মে
গিহীভাবায় আলয়োতি কথতী”তি । গস্ত্বা তে ভগবতো তমথং
আরোচেসুং ।

সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন—

“অতিক্রান্ত-পঙ্কদম মদিত কাম-কণ্টক যার,

সুখে দুঃখে সে জন অচল ক্ষয় প্রাপ্ত মোহ তার ।”

১২ । অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুস্মান্ নন্দকে ভিজ্ঞান্য করিলেন—
“বন্ধু নন্দ, তুমি উৎকৃষ্ট হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি
কেমন আছ ?”

“বন্ধু, গৃহী হইবার জন্ত আমার আর ইচ্ছা নাই ।” তাহা শুনিয়া
ভিক্ষুরা কহিলেন—“আয়ুস্মান্ নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অর্হৎ ভাবের
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে মন ছট্ফট করিতেছে বলিয়া এখন
বলিতেছে গৃহী হইবার জন্ত আমার ইচ্ছা নাই ।” তাহারা গিয়া ভগবানকে
সে কথা কহিলেন ।

ভগবান—“ভিক্ষবে, অতীত দিবসেসু নন্দন অন্তভাবো দুচ্ছন্নং
গেহসদিসো অহোসি, উদানি সুচ্ছন্নগেহ সদিসো জাতো । অয়ং
দিবচ্ছন্নানং দির্টকালতো পট্টায় পব্বজিতকিচ্ছন্ন মথকং পাপেতুং
বায়মন্তো তং কিচ্ছং পত্তো”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিচ্ছতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিচ্ছতি । ১৩

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিচ্ছতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিচ্ছতী”তি । ১৪

১৩ । তথ—“অগারং”তি— যং কিঞ্চি গেহং । “দুচ্ছ-
ন্নং”তি— বিরলচ্ছন্নং, চিদাবচ্ছিদং । “সমতিবিচ্ছতী”তি—
বদ্ববুট্ঠি বিনিবিচ্ছতি । “অভাবিতং”তি— তং অগারং বুট্ঠি বিয়
ভাবনারহিতত্তা অভাবিতং চিত্তম্পি রাগো সমতিবিচ্ছতি ;

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আশ্রমভাব দুচ্ছন্ন গৃহের
আয় ছিল, এখন সুচ্ছন্ন গৃহের আয় হইয়াছে । সে দিব্য অঙ্গরাদিগকে
দেখিয়া অর্থাৎ প্রব্রজিত কাব্যের সাকল্যের জ্ঞান বদ্বপর হইয়া তাহা পাই-
য়াছে ।” এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাদ্বয় ভাবণ করিলেন—

“যথা বৃষ্টি বিঁধে অতি দুরাচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিঁধে অতি অভাবিত মনে । ১৩

যথা বৃষ্টি বিঁধে নাক সু-আচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিঁধে নাক সুভাবিত মনে ।” ১৪

১৩ । তথায়—“আগারং”—যে কোন গৃহ । “দুরাচ্ছন্নং”—বিরল আচ্ছন্ন.
চ্ছিদ বিচ্ছিদ । “বিঁধে অতি”—বৃষ্টির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে [বৃষ্টির জল পড়ে] ।
“অভাবিতং”—দুচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে, তদ্রূপ
ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিত্তকে কামরাগে বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে ;

ন কেবলং রাগোব দোস মোহ মানাদয়ো সন্মকিলেসা তথারূপং চিত্তং অতিবিয় বিদ্ধান্তিয়েব । “সুভাবিতং”তি—সমথ-বিপজনা ভাবনাহি সুভাবিতং ; এবরূপং চিত্তং সুচ্ছন্নগেহং বুট্ঠি বিয় রাগাদয়ো কিলেসা অতিবিদ্ধিতুং ন সঙ্কোস্তী”তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসু । মহাজনন্স সাথিকা দেসনা অহোসি ।

১৪ । অথ ভিক্ষু ধর্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসুঃ— “আবুসো, বুদ্ধা নাম অচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিজ্জায় উক্খিত্তো নামা-য়স্মা নন্দো সথারা দেবচ্ছরা আমিসং কত্তা-বিনীতো”তি ।

সথা আগস্তা—“কায়নুথ ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্মিসিন্না”তি পুচ্ছিত্তা ইমায় নামাতি বুত্তে—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুকেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেত্তা বিনীতো য়েবা”তি বত্তা অতীতং আহরি :—

কেবল রাগ নহে, ঘেব, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তদ্রূপ চিত্তকে অতীব বিদ্ধ করে । “সুভাবিত”—শমথ-বিদর্শন ভাবনাদ্বারা সুভাবিত ; সু-আচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তদ্রূপ সুভাবিত চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

১৪ । অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভার কথা তুলিলেন— “বন্ধু, বুদ্ধের আশ্চর্য্য কমতা, আয়ুস্মান্ নন্দ জনপদ কল্যাণীর জন্ম ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শান্তা তাঁহাকে দেবাপ্ররার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন ।”

ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্ম তোমরা এখানে সমাসীন হইয়াছ ?” তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয় বলিলে তিনি কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয়, পূর্বেও একে জীর প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছি ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন—

১৫। “অতীতে বারাণসিয়ং বুদ্ধদন্তে রজ্জং কারেন্তে বারা-
ণসিবাসি কপ্পটো নাম বাণিজ্জে অহোসি। তন্মেকো গদ্রভো
কুন্তভারং বহতি, একদিবসেন সত্তয়োজনানি গচ্ছতি। সো
একস্মিং সময়ে গদ্রভ ভারকেহি সন্ধিং তকসিলং গস্তা যাব ভণ্ডম
বিম্বজ্জনং গদ্রভং চরিতুং বিম্বজ্জসি। অথম্ম সো গদ্রভো
পরিখাপিঠে চরমানো একং গদ্রভিং দিস্বা উপসংকমি। সা
তেন সন্ধিং পটিমহারং করোন্তি আহ— “কুতো আগতোসী”তি ?”

“বারাণসিতো”তি।

“কেন কস্মেনা”তি ?

“বণিজ্জকস্মেনা”তি।

“কিস্তকং ভারং বহসী”তি ?

১৫। “পুরাকালে বারাণসীতে যখন বুদ্ধদন্ত রাজা রাজ্য শাসন
করিতেছিলেন তখন সে নগরে ‘কপ্পট’ নামে এক বণিক্ বাস করিত।
তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলসী হাঁড়িকুড়ি বহিয়া নিয়া
যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বণিক্ একদিন গাধার
পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া তকশিলায় গেল। তথায় গিয়া মাল
বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত গাধাটিকে চরিবার মত ছাড়িয়া দিল। অতঃপর
গাধা পরিখা পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার
কাছে গেল। গাধী তাহাকে সাদর সস্তাষণ করিয়া বলিল—

“কোথায় হইতে আসিয়াছ ?”

“বারাণসী হইতে।”

“কি কাজে আসা হইয়াছে ?”

“ব্যবসা উপলক্ষে।”

“কি বোঝা বহ গা ?”

“কুস্তভারং”তি ।

“এস্তকং ভারং বহন্তো কতিয়োজনানি গচ্ছসী”তি ?

“সত্তয়োজনানী”তি ।”

“গতর্টানে কাচি তে পাদপরিকম্ম পিট্ঠিপরিকম্মকরা
অথী”তি ?

“নথী”তি ।”

“এবং সন্তে মহাদুচ্ছং নাম অনুভোসী”তি ।

১৬ । কিঞ্চাপি হি তিরচ্ছানগতানং পাদপরিকম্মাদিকারকো
নাম নথি, কামসংয়োজনঘট্টনথং এবরূপং কথতি । সো তস্মা
কথায় উক্খতি । কল্পটোপি ভণ্ডং বিম্বজ্জত্বা তস্ম সন্তিকং আগত্তা—
“এহি তাত, গমিস্সামা”তি আহ ।

“গচ্ছথ তুমেহ, নাহং গমিস্সামী”তি ।

“হাঁড়িকুঁড়ির বোঝাই ।

“এই ভার নিয়া কত বোজন যাও ?”

“সাত বোজন ।”

“যেখানে যাও সেখানে পা-পিট্ টিপিবার কোন দরদী আছে কি ?”

“না ।”

“তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় !”

১৬ । তিয্যক্ প্রাণীর আবার পাদসেবাদি করিবার কেহ থাকে না,
কাম-সন্তোগ ঘটাইবার জন্ত এরূপ বলিতেছে । গাধা গাধীর কথায়
কামাকুল চিত্ত হইল । কল্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া
বলিল— “এস বাছা, এখন যাই ।”

“তুমি যাও, আমি যাব না ।”

অথ নং পুনপুনং ষাচিত্বা অনিচ্ছন্তং 'ভায়েহা নং নেআমী'তি
চিন্তেহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং তে করিআমি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
সঙ্খিন্দিআমি তে কায়ং এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

১৭ । তং স্ত্বহা গদ্রভো— “এবং সন্তে অহম্পি তে কন্তকং
জানিআমী”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং মে করিআসি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
পুরতো পতিট্টাহিহান উদ্ধরিহান পচ্ছতো ;
দন্তং তে সাবয়িআমি এবং জানাহি কপ্পটা”তি ।

তং স্ত্বহা বাণিজ্জো “কেন নুখো কারণেন এস এবং বদতী”তি
চিন্তেহা ইতো চিতো চ ওলোকেন্তো তং গদ্রভিং দিস্বা “ইমায়েস

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন সে বাইতে রাজি হইল
না, তখন তাহাকে 'ভয় দেখাইয়া নিয়া বাইব' ভাবিয়া বলিল—

“সোল আঙ্গুল কাটা দিয়ে করব রে তোর পাচন বারি,
জানরে গাধা একপেতে লইব গো তোর চামড়া ছিঁড়ি ।”

১৭ । তাহা শুনিয়া গাধা বলিল— “তাহা যদি হয়, আমিও তোমার
কর্তব্য জানিব ।” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

“সোল আঙ্গুলকাটা দিয়ে পাচন আমার করবে ?

সামনের পায়ে ভর করিয়ে

পিছনের ডই পা উত্তোলিয়ে

ঝাড়ব তোমার দাঁত ক'পাটি এ' কপ্পট, জানবে ।”

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল— “কেন সে এমন বলিতেছে ?”
এদিক সেদিক দেখিতে দেখিতে সে গাণীকে দেখিতে পাইল । সে মনে

এবং সিদ্ধাপিতো ভবিষ্যতি, ‘এবরুপিং নাম তে গদ্রভিঃ আনে-
জামী’তি মাতুগামেন নং পলোভেহা নেজামী’তি ইমং গাথমাহ—

“চতুশ্চাদিঃ সঙ্ঘমুখিঃ নারিঃ সৰ্বত্র সোভিনিং,
ভরিয়ং তে আনয়িষ্যামি এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

তং স্ত্রী তুর্টচিভো গদ্রভো ইমং গাথমাহ—

“চতুশ্চাদিঃ সঙ্ঘমুখিঃ নারিঃ সৰ্বত্র সোভিনিং,
ভরিয়ন্তে আনয়িষ্যসি কল্পট ভিয়ো গমিষ্যামি—
যোজনানি চতুদ্দশা”তি ।

১৮ । অথ নং কল্পটো—“তেন হি এহী”তি গহেহা সর্কটানং
অগম্যসি । সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ—“ননু মং তুমেহ ‘ভরিয়ন্তে
আনয়িষ্যামী’তি অবোচুথা”তি ?

করিল—“এই গাধীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে । সে
বুদ্ধি খাঁটিল—‘তোমার জন্তু এইরূপ একটি গাধী আনিব’ এইরূপে স্ত্রী-
লোভ দেখাইয়া তাহাকে নিয়া যাইব ।” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

“চার পেয়ে এক শঙ্ঘমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,
এনে গাধা বে দিব তোমর জানিসরে তা’ আর ধেরে ।”

তাহা শুনিয়া গাধা সন্তুষ্ট চিত্তে এই গাধা বলিল—

“চার পেয়ে এক শঙ্ঘমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,
এনে আমার বে দিবে, হ্যাঁ ! চল কল্পট, যাই ধেরে ;
যেতাম সাত যোজন, এখন যাব চৌদ্দ যোজন ।”

১৮ । অতঃপর কল্পট তাহাকে বলিল—“তাহা হইলে আস ।” তাহাকে
নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । গাধা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—
“তুমি না আমার জন্তু বৌ আনিবে বলিয়াছিলে ?”

“আম বৃত্তং, নাহং অন্তনো কথং ভিন্দিম্যামি, ভরিয়ন্তে
আনেম্যামি, বট্টং পন তুযহং এককমেব দম্যামি, তুযহং পন
অন্তুতুতিয়ন্ত পহোতু বা মা বা হমেব জানেয়্যাসি, উত্তিমং বো
সংবাসমম্বায় পুত্তাপি জায়িঅন্তি, তেহি বহুহি সন্ধিঃ তুযহং তং
পহোতু বা মা বা হমেব জানেয়্যাসী”তি । গদ্রভো তন্নিঃ কথেষু
কথেষু য়েব অনপেক্ষো অহোসি ।

সখা ইমং দেসনং আহরিহা— “তদা ভিক্ষবে, গদ্রভী
জনপদকল্যাণী অহোসি, গদ্রভো নন্দো, বানিজো অহমেব । এবং
পুৰ্বেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেহা বিনীতো”তি জাতকং, নিট্টা-
পেসী”তি ।

“হঁ। বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না, তোমার জন্ত বো
আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে
কি না তাহা তুমিই জানিবে । তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে মেরেও
হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কি না তাহা
তুমিই বুঝিবে ।” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ
করিল ।

ভগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, তখন
গাধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি । এইরূপে
পূর্বেও আমি ইহাকে স্ত্রীর প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছিলাম ।”
এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন ।

চুন্দসুকরিক বণ্ড ১১০

১। “ইধ সোচতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে
বিহরন্তো চুন্দসুকরিকং নাম আরব্বু কথেসি।

সো কির পঞ্চপন্নাস বন্মানি সুকরে বধিত্বা খাদন্তো চ
বিষ্ণিন্তো চ জীবিকং কপ্পেসি। জাতকালে সকটেন বীহিং
আদায় জনপদং গন্ত্বা নালিন্দেনালিন্দেন গামসুকরপোতকে কিণিহ্বা
সকটং পুরেত্বা আগন্ত্বা পচ্ছানিবেসনে বজ্জং বিয় একং ঠানং পরি-
চ্ছিন্দিত্বা তথেষ তেসং নিবাপং রোপেত্বা তেস্থ নানাগচ্ছে চ সরীর-
মলঞ্চ খাদিত্বা বড্ডিতেস্থ। যং যং মারেতুকামো হোতি তং তং

শোকরিক চুন্দের উপাখ্যান ১১০

১। “ইহলোকে করে শোক” এই ধর্মদেশনার ভগবান বেণুবনে
বাস করিবার সময় শোকরিক চুন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

চুন্দ পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ শূকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত
জীবিকা নিবাহ করিত। শূকরদের বাচ্চাদেওয়ার সময় সে গাড়ী করিয়া
ধান লইয়া গ্রামে বাইত এবং সেসে ডইসের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য
শূকরের চানা কিনিয়া গাড়ী করিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীর পিছনে
একটা স্থান ঠিক করিয়া ব্রজের মত করিয়া সে শূকরের ভক্ষ্য [কচু ইত্যাদি
গাছ-গুল্ম] লাগাইয়া রাখিত। শূকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র খাইয়া
বাড়িয়া উঠিত। যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত সেটা সেটা

আলাহনে নিচ্চলং বন্ধিত্বা শরীরমংসম্ উদ্ধুমায়িত্বা বহলভাবথং চতুরঙ্গমুগারেন পোথেত্বা বহলমংসো জাতোতি এত্বা মুখং বিব-
রিত্বা অস্তুরে দণ্ডকং দত্বা লোহখালিয়া পকট্ঠিতং উণেহাদকং
মুখে আসিঞ্চতি ।

২ । তং কুচ্ছিং পবিসিত্বা পকট্ঠিতং করীসং আদায় অধো-
ভাগেন নিষ্কমতি । যাব খেকম্পি করীসং অথি তাব আবিলং
হত্বা নিষ্কমতি, স্ক্কে উদরে অচ্ছং অনাবিলং নিষ্কমতি । অথঙ্গ
অবসেসং উদকং পিট্ঠিয়ং আসিঞ্চতি । তং কালচন্মং উপ্পাটেত্বা
গচ্ছতি । ততো তিগুঙ্কায় লোমানি ঝাপেত্বা তিণেহন অসিনা
সীসং চিন্দতি । পগ্বরগকং লোহিতং ভাজনেন পটিগাহেত্বা মংসং
লোহিতেন বডেত্বা পচিত্বা পুত্তদারমঙ্কে নিসিম্নো খাদিত্বা সেসং
বিক্টিগাতি ।

শ্মশানে নিয়োগিয়া যাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে
বাঁধিত । শরীরমাংস ফুলিয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্ত চৌপাট খুণ্ডর দিয়া প্রহার
করিত । মাংসের বৃদ্ধিভাব জানিয়া মুখ মেলিয়া মুখের ভিতরে এক খানা কাঠ
লাগাইয়া দিত । উত্তপ্ত গরম জল লোহখালায় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত ।

২ । তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক মল সহ গুহ্মপথে বাহির হইত ।
পেটের সামান্য নল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত, পেটের
সব পরিশুদ্ধ হইয়া গেলে পরিষ্কার নিম্নল জল বাহির হইত । অতঃপর
অবশিষ্ট গরমজল পিঠে ঢালিয়া দিত । তাহাতে কালচন্ম উঠিয়া বাইত ।
তারপর খড়ের মশাল জালিয়া লোমগুলি পুড়িয়া ফেলিত । পোড়া হইলে
ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত । ধারা নহিয়া যে রক্ত পড়িতে
পাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত । তাহা মাখাইয়া মাংস
বাড়াইয়া লইত, কতক পাক করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত, বাকী
যাহা বিক্রয় করিত ।

৩। তস্য ইমিনাব নিয়ামেন জীবিকং কল্পেস্তস্য পঞ্চপলাস
বঙ্গানি অতিকল্পানি, তথাগতে ধুরবিহারে বসন্তে একদিবসম্পি
পুষ্কমুট্ঠিমন্তেন পূজা বা কটচ্ছুমন্তং ভিক্ষাদানং বা অশ্রুং বা কিঞ্চি
পুশ্রুং নাম নাহোসি। অথস্য সরীরে রোগো উল্লজ্জি, জীবন্ত-
শ্বেব অবীচি মহানিরয়সস্তাপো উর্ট্ঠহি। অবীচিসস্তাপো নাম
ষোজনসতে ঠত্বা ওলোকেস্তস্য অক্ষীনং ভিজ্জনসমথো পরিলাহো।
বুস্তম্পিচেতং—“সমস্তা ষোজনসতং ফরিত্বা তির্ট্ঠতি সৰ্বদা”তি।
নাগসেনথেৱেন পনস্য পাকতিকগিসস্তাপতো অধিমন্ততায় অয়ং
উপমা বুত্বা—“যথা মহারাজ কূটাগারমন্তো পাসাণোপি নৈরয়ি-
কগিমিহ খণেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিবন্ত সস্তা পনেথ। কস্যবলেন
মাতুকুচ্ছিগতা বিয় ন বিলীয়ন্তী”তি।

৩। সে এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছিল।
ভগবান তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন
তাঁহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই,
কিংবা আর কিছু পুণ্যকাজ করে নাই। অনন্তর তাহার শরীরে রোগ
হইল। জীবিতাবস্থাতেই সে অবীচি মহানরকের জালা অনুভব করিতে
লাগিল। অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে
থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু
জলিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত
হইয়া ইহা সৰ্বদা অবস্থিত। নাগসেন স্থবির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার
তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্ত এই উপমা দিয়াছেন—“যথা, মহারাজ! কূটা-
গার প্রমাণ পাষণ্ড ও নৈরয়িক অগ্নিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু
ইহাতে জাত প্রাণী কস্মবলে মাতৃ জঠরের জ্বার অবস্থান করে; বিলীন
হয় না।”

৪। তন্ন তন্নিং সস্তাপে উপটঠিতে কন্মসরিষ্ককো আকারো উৎপঞ্জি^১ গেহমঙ্কোয়েব সূকররবং রবিহা জন্নুকেহি বিচরন্তো পুরথিমবথু^২ পচ্ছিমবথু^৩ গচ্ছতি । অথন্ন গেহমানুসকা তং দলহং গহেহা মুখং পিদহন্তি । কন্মবিপাকো নাম ন সকা কেনচি পটিবাহিতুং । সো বিরবতেব, সমন্তা সন্তনু ঘরেন্ন মনুঙ্গা নিদং ন লভন্তি । মরণভয়েন তঞ্জিতন্ন তন্ন বহি নিস্কমনং বারেতুং সন্ধ্যা গেহপরিজনো যথা অন্তো ঠিতো বিচরিতুং ন স্কোতি, তথা গহেহা দ্বারানি থকেহা বহি গেহং পরিবারেহা রক্ষন্তো অচ্ছতি ।

৫। ইতরো অন্তো গেহেয়েব নিরয়সস্তাপেন বিরবন্তো ইতো চিতো চ বিচরতি । এবং সন্তদিবসানি বিচরিহা সন্তমে দিবসে

৪। সেই সস্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কন্মানুরূপ আকার উৎপন্ন হইল। সে বাড়ীর মধ্যেই শূকরের গায় রব করিয়া হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়া পূর্ব পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শঙ্ক করিয়া মুখ বাঁধিয়া দিল [যাহাতে শব্দ না হইতে পারে]। কন্মের বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শূকরের গায় শব্দ করিতেই লাগিল। তাহার শব্দে চারিদিকে সাত বাড়ীর লোক ঘুমাইতে পারিত না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজনেরা সে যাহাতে বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া চৌকী দিতে লাগিল।

৫। সে ঘরের মাঝেই নরকের সস্তাপে তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এরূপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে

কালং কহা অর্থাৎ মহানিরয়ে নিবন্ধি । অর্থাৎ মহানিরয়ো দেবদূতস্বস্তেন বর্ণিতব্যে । ভিক্ষু তন্ন ঘরদ্বারেণ গচ্ছন্তা তং সদং সূত্রা সূকরসদোতি সপ্রিনো হুহা বিহারং গচ্ছা সখু সস্তিকে নিসিন্না এবমাহংসু— “ভস্তু, চুন্দসূকরিকল্প গেহদ্বারং পিহহিহা সূকরানং মারিয়মানানং অঙ্ক সন্তমো দিবসো, গেহে কাচি মঙ্গলকিরিয়া ভবিষতি মশ্রে । এতকে নাম ভস্তু, সূকরে মারেস্তম একম্পি মেস্তচিহ্নং বা কারুণ্যং বা নথি, ন বত এবরূপো কচ্ছলো করসো সন্তো দিট্টপুবেষা”তি ।

৬ । সখা— “ন ভিক্ষবে, সো ইমে সন্তদিবসে সূকরে মারেতি, কন্মসরিক্কং পনন্ম বিপাকং উদপাদি, জীবন্তুস্বেব অর্থাৎ মহানিরয়সন্তাপো উপট্টাসি । সো তেন সন্তাপেন সন্তদিবসানি সূকরবং রবন্তো অন্তোনিবেসনে বিচরিহা অঙ্ক কালং কহা

প্রাগত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল । অর্থাৎ মহানিরয় ‘দেবদূত স্বস্তা’ অনুসারে বর্ণিতব্য । ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের দ্বার দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শূকর-শব্দ মনে করিয়া বিচারে গিয়া ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন— “ভস্তু, আজ সাতদিন যাবৎ শূকর ওয়ালা চুন্দ ঘরের দ্বার বাঁধিয়া শূকর মারিতেই আছে ; তাহার বাড়ীতে বোধ হয় কোন মঙ্গল উৎসব আছে । ভস্তু, এতগুলি শূকর মারিতেছে তবু তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চার হইল না ! এমনতর কঠোর, নির্ভর লোক ত আর কখনও দেখি নাই !”

৬ । ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শূকর মারে নাই । তাহার কন্মানুরূপ অবস্থা হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অর্থাৎ মহানরকের সন্তাপ অনুভব করিয়াছে । সে সেই সন্তাপের দ্বারা সাতদিন যাবৎ শূকরের দ্বার শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া খুরিয়া আজ মরিয়া

অবীচিমিহ নিবন্তো”তি বহা—

“ভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিহা পুন গস্থা সোচনট্টা-
নেয়েব নিবন্তো ?”তি বুন্তে—

“আম তিব্ববে, পমন্তো নাম গহট্টো বা হোতু পবজিতো
বা উত্তয়থ সোচতি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উত্তয়থ সোচতি,

“সো সোচতি সো বিহুপ্রতি দিস্বা কস্মকিলিট্টমন্তনো”তি । ১৫

৭ । তথ “পাপকারী”তি—নানপ্ধকারপ্প পাপকস্মপ্প কারকো
পুগ্গলো—‘অকতং’ বত মে কল্যাণং, কতং পাপং’তি একংসেনেব
মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদমপ্প কস্মসোচনং । বিপাকং অনুভোন্তো

অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে ।”

ভিক্ষুরা বলিলেন—“ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া
আবার গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?”

“ইহা ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক
উত্তয় স্থানেই শোক করে ।” ইহা বলিয়া ভগবান এই গাথাটি বলিলেন—

“ইহলোকে করে শোক, শোক পরলোকে,

পাপকারী করে শোক এ’উত্তয় লোকে ;

কলুষিত কস্মই সে দেখি আপনার,

করে শোক, হত হয়, [করে হাহাকার] । ১৫

৭ । তথায় “পাপকারী”—নানা প্রকার পাপকর্মকারী ব্যক্তি— ‘কল্যাণ
কর্ম করি নাই, পাপ কর্ম করিয়াছি’ বলিয়া একান্তই মরণ-সময়ে ইহলোকে
শোক করে, ইহা তাহার কর্মশোচনা । পরে পাপকর্মের বিপাক অনুভব

পন পেচ্চ সোচতি, ইদমস্স পরলোকে বিপাকসোচনং । এবং
সো উভয়থ সোচতি য়েব । তেনেব কারণেন জীবমানো য়েব
সো চুন্দসূকরিকোপি “দিস্সা কস্মকিলিট্টং”তি—অন্তনো কিলিট্টকস্মং
পস্সিহ্বা সোচতি, নানপ্পকারকং বিলপস্তুা বিহপ্পতী,তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং । মহাজনস্স
সাথিকা দেশনা জাতা’তি । •

করিতে করিতে শোক করে, ইহা তাহার পরলোকে বিপাক শোচনা । এই-
রূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকরিক চুন্দও
জীবন্ত থাকিতেই “কলুষিত কস্ম দেখি”— আপনার কলুষিত কস্ম দেখিয়া
শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে হুঃখ পাইতেছে ।

গাথা অবদানে অনেকে স্রোতাপন্নাদি হইল । দেশনা জনগণের
দার্থক হইয়াছিল ।



ধর্মিক উপাসকসুস বণ্ণু । ১১

১ । “ইধ মোদতী”তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো ধর্মিকং উপাসকং আরবু কথেসি ।

সাবথিয়ং কির পঞ্চসতা ধর্মিকউপাসকা নাম জহেসুং ।
তেসু একেকস পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা । যো
তেসং জেটঠকো তসু সন্ত পুত্রা সন্ত ধীতরো । তেসু একেকস একেকা
সলাকয়াগু সলাকভত্তং পাক্কিকভত্তং নবচন্দভত্তং বস্সাবাসিকং ।

ধার্মিক উপাসকের উপাখ্যান । ১১

১ । “ইহ লোকে প্রমোদিত হু” ভগবান জেতবনে বাস করিবার
সময় ধার্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই ধর্মদেশনা কহিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেকের
আবার পাঁচশত পাঁচশত উপাসক লইয়া এক একটি দল ছিল । তাঁহাদের
মধ্যে ষিনি প্রধান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকন্যা । তাহাদের প্রত্যেকের
এক এক বার পালানুক্রমে যাগু, পালানুক্রমে ভাত, পার্কিক ভাত,
[নুতন চক্র উদিত হইলে] নবচক্র ভাত ও বর্ষাবাসিক ভাত দিত ।

তেপি সৰ্বেষ্ব অনুজাতপুত্রা নাম অহেন্সুং । ইতি চুদসন্নঃ
পুত্রানং ভরিয়ায় উপাসকস্মাতি সোলস সলাকয়াণ্ড আদীনি
পবন্তস্তু । ইতি সো সপুত্রদারো সীলবা কল্যাণধন্যো দানসংবি-
ভাগরতো অহোসি ।

২ । অথঙ্গ অপৰভাগে রোগো উল্লজ্জি, আয়ুসম্বারো পরি-
হায়ি । সো ধন্যং সোভুকামো অর্ট বা সোলস বা ভিক্কু পেসে-
খাতি সখু সন্তিকং পহিণি । সখা পেসেসি । তে গস্তা তঙ্গ মঞ্চঃ
পরিবারেত্বা পশ্ৰুন্তেসু আসনেসু নিসিমা । “ভন্তে, অয়্যানং মে
দন্ননং দুন্নভং ভবিম্মতি, দুব্বলোমিহ, একং মৈ স্তত্তং সঙ্ঘায়থা”তি
বুত্তে—

“কত্তরং স্তত্তং সোভুকামো উপাসকা”তি ?

“সব্ববুদ্ধানং অবিজ্জহিতং সতিপট্ঠান স্তত্তং”তি বুত্তে—

তাহারা সকলেই অনুজাত পুত্র [বাপ্কা বেটা] হইয়াছিল । উপাসকের
নিজের, স্ত্রীর ও ছেলে মেয়ে চৌদ্দটির দান লইয়া ষোলটি পালাসুক্রমে
বাণ্ডদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত । এইরূপে স্ত্রী-পুত্র-কন্তাগণ সহ তিনি
শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দাননিরত হইয়াছিলেন ।

২ । অনন্তর এক সময় তাহার রোগ হইল, আয়ু ফুরাইয়া আদিল ।
তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি
ষোলজন ভিক্কু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্কু পাঠাইলেন । তাহারা
গিয়া তাহার মঞ্চ ঘিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন ।

উপাসক বলিলেন— “ভন্তে, আপনাদের দর্শন আমার পক্ষে দুন্নভ
হইবে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি স্তত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনান ।”

“কোন্ স্তত্র শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?”

“সকল বুদ্ধের অপরিহার্য্য ‘সতিপট্ঠান’ স্তত্র ।”

বুদ্ধে “একায়নো অয়ং ভিক্ষবে, মগ্গো সন্তানং বিস্কিন্না”তি
সুত্তন্তুং পট্টপেস্তুং ।

৩ । তন্নিং খণে ছহি দেবলোকেহি সর্কালঙ্কারপতিমণ্ডিতা
সহস্রসিদ্ধবয়ুতাং দিয়ডুরোজনসতিকা ছ রথা আগমিংসু । তেসু ঠিতা
দেবতা আমহাকং দেবলোকং নেম্মাম অমহাকং দেবলোকং নেম্মামাতি
— “অন্তো, মত্তিকভাজনং ভিন্দিহা সুবল্লভাজনং গগহন্তো যিয়
অমহাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিব্বত্তাহী”তি বদিংসু । উপা-
সকো ধম্মসবণন্তুরায়ং অনিচ্ছন্তো—“আগমেথ, আগমেথা”তি আহ ।
ভিক্ষু ‘অমেহ বারেতী’তি সংঞায় তুণিহ অহেসুং । অথস্স পুত্তধীতরো—
“অমহাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিত্তো অহোসি, ইদানি পন ভিক্ষু
পক্কোসাপেহা সঙ্কায়ং কারেহা সয়মেব বারেতি । মরণস্স অভায়ন্তো

ভিক্ষুরা— “এই এক অয়ন ভিক্ষুগণ, এই এক মার্গ, সর্কদিগের বিস্কিন্না”
ইত্যাদি বলিয়া ‘সতিপট্টান’ সূত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩ । সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সর্কালঙ্কার-প্রতিমণ্ডিত, সহস্র
অশ্বযুক্ত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় খানি রথ আসিল । রথে স্থিত
থাকিয়া দেবতারা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্ত তাঁহাকে ডাকিতে
লাগিলেন । তাঁহারা কহিলেন— “ওহে, মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া সোণার পাত্র
গ্রহণের ঞ্চায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস ।” উপা-
সক ধর্মশ্রবণ কালীন তাঁহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া
কহিলেন— “আপনারা এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন ।”
ভিক্ষুরা “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন ।
তাঁহার পুত্রকণ্ঠারা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল— “আমাদের পিতা ধর্ম
শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃপ্তি হয় নাই [অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত
শুনিবার ইচ্ছা করিতেন], এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া সূত্র পাঠে
প্রবৃত্ত করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরণকে ভয় করে না

নাম নথী”তি বিরবিংসু । ভিক্ষু ইদানি অনোকাসোতি উট্টায়
পকমিংসু ।

৪ । উপাসকো খোকং বীতিনামেহা সতিং লতিহা পুত্তে
পুচ্ছি— “কম্মা কন্দথা”তি ?

“তাত, তুম্হে ভিক্ষু পকোসাপেহা ধম্মং সুগন্তো সয়মেব
বারয়িথ, অথ ময়ং মরণজ্জ অভায়নকসন্তো নাম নথী”তি কন্দিম্হা”তি ।

“অয়্যা পন কুহিং”তি ?

“অনোকাসোতি উট্টায়াসনা পকন্তা”তি ।

“তাতা, নাহং অয়েহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা”তি ?

“ছহি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিহা আদায়
আকাসে ঠহা ‘অম্হাকং দেবলোকে অভিরম, অম্হাকং দেবলোকে

এমন কেহই নাই ।” ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

৪ । উপাসক অলঙ্কণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমরা কাঁদিতেছ কেন ?”

“বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম শুনিতে শুনিতে
নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন
কেহ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি ।”

“আর্ঘ্যেরা কোথায় ?”

“অসময় বুঝিয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।”

“বাবারা, আমি ত আর্ঘ্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই !”

“তবে বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?”

“ছয় দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছয়খানি রথে দেবতারা আসিয়া
আকাশে থাকিয়া ‘আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে

অভিরমা”তি সদং করোন্তি, তাহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পশ্যামা”তি বুভে—

“অথি পন ময়হং গম্বিতানি পুশ্ফানী”তি ?

“অথি তাতা”তি ।

“কতর দেবলোকো রমণীয়ো”তি ?

“সব্ববোধিসত্তানং বুদ্ধমাতাপিতুন্নঞ্চ বসিত্তট্টানং তুসিতভবনং
রমণীয়ং তাতা”তি ।

“তেনহি ‘তুসিতভবনতো আগতরথে লগাতু’তি পুশ্ফদামং
খিপথা”তি ।

৫ । তে খিপিংসু । তং রথধুরে লগিত্বা আকাশে ওলম্বি ।
মহাজ্জনো তদেব পশ্যতি, রথং ন পশ্যতি ।

উপাসকো—“পশ্যথেষং পুশ্ফদামং”তি বহা—

অভিরমিত হও ।’ এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে কহিয়াছি ।”

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না !”

“আমার জন্ত ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে ?”

“আছে বাবা !”

“কোন্ দেবলোক রমণীয় ?”

“বাবা, ভূষিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে সকল বোধিসত্ত আর
বোধিসত্তের পিতামাতা বাস করেন ।”

তাহা হইলে ‘ভূষিত স্বর্গ হইতে যেই রথ আনিয়াছে তাহাতে লগ্ন
হউক’ এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড় ।”

৫ । তাহারা ছুড়িল । মালা রথের চাকায় লাগিয়া আকাশে বুলিতে
লাগিল । সমবেত লোকেরা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না ।

উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি ?”

“আম পঞ্জামা”তি বুন্তে—

“এতং তুসিতভবনতো আগতরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুম্হে মা চিন্তয়িথ, মম সন্তিকে নিব্বত্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতনিয়ামেনেব পুঞ্জানি করোথা”তি বহ্বা কালং কত্বা রথে পতিট্টাসি । তাবদেবম্ম তিগাবুতপ্পমাণে সট্ঠিসকটভারালঙ্কার পতিমণ্ডিতো অন্তভাবো নিব্বত্তি । অচ্ছরা সহস্রং পরিবারেসি, পঞ্চ-বীসতি ষোড়শিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি ।

৬ । তে ভিক্ষু বিহারং অনুপ্নত্তে সথা পুচ্ছি—“সুতা ভিক্ষবে, উপাসকেন ধম্মদেসনা”তি ?

“আম ভন্তে, অন্তরায়েব পন আগমেথাতি বারেসি । অথম্ম পুত্তধীতরো কন্দিংসু । ময়ং ইদানি অনোকাসোতি

“ইহা দেখিতেছি ।”

“ইহা তুসিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই ঝুলিতেছে, আমি তুসিত ভবনে যাইব, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্য্য সমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য্য করিতে থাক ।” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন এবং তুসিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখনই তাঁহার ষাট গাড়ীর বোঝাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গবুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল । তিনি সহস্র অঙ্গুরা পরিবৃত হইলেন । তাঁহার জন্ম পঁচিশ ষোড়শ প্রমাণ এক কনক বিমান প্রোহৃত হইল ।

৬ । এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাসক ধম্মদেশনা অনিয়াছে ত ?”

“ইহা ভন্তে, অনিয়াছেন কিন্তু অনিতে অনিতে মাঝখানে ‘আপ-নারা অপেক্ষা করুন’ বলিয়া বারণ করিলেন । তারপর তাঁহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল । আমরা তখন অসময় বুঝিয়া

উঠায়াসনা নিব্বন্তা”তি ।

“ন সো ভিক্ষবে, তুমেহি সন্ধিঃ কথেসি, ছহি পন দেব-
লোকেহি দেবতা ছ রথে অলকরিয়া আহরিয়া তং উপাসকং
পক্কোসিংসু, সো ধম্মদেশনায় অনুরায়ং অনিচ্ছন্তো তেহি সন্ধিঃ
কথেসী”তি ।

“এষং ভন্তে”তি ?

“এবং ভিক্ষবে”তি ।

“ইদানি ভন্তে, সো কুহিং নিব্বন্তো”তি ?

“তুসিত ভবনে ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, ইদানি ইধ ঞ্জাতিমন্ডো মোদমানো বিচরিয়া
ইদানেব গত্তা পুন মোদনট্টানে য়েব নিব্বন্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, অপ্রমত্তা হি গহট্টা বা পব্বজিতা বা সব্বণ

আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।”

“ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই । ছয় দেবলোক
হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাঁজাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপা-
সককে ডাকিতেছিল, সে ধর্মদেশনার দাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেব-
তাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“তাই ভিক্ষুগণ !”

“ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?”

“তুসিত ভবনে ভিক্ষুগণ !”

“এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকিয়া, আবার
এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সবস্থানেই

মোদন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুণ্ণো উভয়থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কস্মবিসুদ্ধিমন্তনো”তি । ১৬

৭। তথ “কতপুণ্ণো”তি—নানল্পকারঙ্গ কুসলঙ্গ কারকো
পুণ্ণলো, ‘অকতং বত মে পাপং কতং কল্যাণং’তি ইধ কস্ম-
মোদনেন পেচ্চ বিপাক মোদনেন মোদতি, এবং উভয়থ মোদতি
নাম ।

“কস্মবিসুদ্ধিঃ”তি—ধর্মিক উপাসকোপি অন্তনো কস্মবিসুদ্ধিঃ
পুণ্ণকস্ম সম্পত্তিঃ দিস্বা কালকিরিয়তো পুবে ইধ লোকেপি মোদতি,

ভাহারা আমোদিত হয়। এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্য জন,
উভয় লোকেতে হয় প্রমোদিত মন ।
বিশুদ্ধি দেখিয়া নিজ কর্ম অতিশয়;
আমোদিত হয় রে সে প্রমোদিত হয় ।” ১৬

৭। তথায় “কৃতপুণ্য”—নানাপ্রকার কুশল কর্মের কারক । কৃতপুণ্য
ব্যক্তি ‘আমি পাপ করি নাই, পুণ্যই করিয়াছি’ বলিয়া ইহলোকে কর্মের
আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকর্মের ফলভোগের আনন্দ পায় ; এইরূপে
সে উভয়ত্র আনন্দিত হয় ।

“কর্ম-বিশুদ্ধি”—ধর্মিক উপাসক আপনার কর্ম-বিশুদ্ধি পুণ্য-
কর্ম সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে,

কালং কত্বা ইদানি পরলোকেপি অতিমোদতি য়েবাতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেস্বং, মহাজনম
সাথিকা ধর্মদেসনা জাতাতি ।

মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।

দেবদত্তস্য বন্ধু । ১২

১ । “ইধ তপ্ততী”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো দেবদত্তং আরত্তু কথেসি ।

দেবদত্তস্য বন্ধু পব্বজিতকালতো পট্টায় যাব পঠবিপ্লবেসনা
দেবদত্তং আরত্তু ভাসিতানি সৰ্বানি জাতকানি বিখারেত্বা কথি-
তং, অয়ং পনেথ সংখেপো । সখরি অনুপিয়ং নাম মল্লানং
নিগমো তং নিম্মায় অনুপিয়স্বরনে বিহরন্তে’ মের তথাগতস্য লক্ষণ-
পট্টিগাহণ দ্বিবেসে য়েব অসীতি সহস্সেহি ঞ্ণাতিকুলেহি রাজা বা
হোতু বুদ্ধো বা, খত্তিয়পরিবারোব বিচরিম্মতীতি অসীতি সহস্সপুত্তা
পট্টিঞাতা । তেসু য়েভুয়েন পব্বজিতেসু ভদ্বিয় রাজানং

দেবদত্তের উপাখ্যান । ১২

১ । “ইহ লোকে পায় তাপ” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে বাস
করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যাকাল চইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্য্যন্ত তাহার জীবনের
ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ।
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই— অনুপ্রিয় ছিল মল্লদের নগর । ভগবান
সেই অনুপ্রিয় নগর আশ্রয় করিয়া অনুপ্রিয় আম্র বনে বাস করিতেছিলেন ।
তথাগতের জন্মের পর তাঁহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাঁহার আশি
হাজার জাতিরা চিন্তা করিলেন— “ইনি রাজা চউন অথবা বুদ্ধই হউন,
কত্রিয় পরিভূত হইয়াই বিচরণ করিবেন ।” এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদের
আশি হাজার কত্রিয় কুমার দিবার প্রস্তাব করিলেন । যথা সময়ে সেই
কত্রিয় কুমারদের অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ভদ্রিয় রাজাদের মধ্যে

অনুরুদ্ধং, আনন্দং, ভগুং, কিম্বিলং, দেবদত্তস্তি ইমে ছ সকে অপক্ব-
জন্তে দিস্বা “ময়ং অন্তনো পুন্তে পক্বাজেম, ইমে ছ সকা ন
এগাতকা মশ্রে, তন্মা ন পক্বজন্তী”তি কথং সমুট্টাপেশুং ।

২ । অথ খো মহানা মো সকে অনুরুদ্ধং উপসকমিত্বা—
“তাত, অমহাকং কুলে পক্বজিতো নথি, ভং বা পক্বজ অহং বা
পক্বজিগ্গামী”তি আহ ।

সো পন সুকুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নথীতি বচনম্পি
তেন ন সুতপুস্বং । এক দিবসং হি তেসু ছসু খত্তিয়েসু গুল-
কীলং কীলন্তেসু অনুরুদ্ধো পূবেন পরাজিতো, পূবথায় পহিণি ।
অথজ্জ মাতা পূবে সজ্জেক্কা পহিণি । তে খাদিহা পুন কীলিঃসু ।

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া
লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— “আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজ্যা
দিয়া দিলাম, এই ছয়জন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্যা নিল না,
বোধ হয় তাহারা বুদ্ধের জ্ঞাতি নয় ।”

২ । অনন্তর মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; ছয়
ভূমি প্রব্রজ্যা নাও, না ছয় আমি নিই ।”

অনুরুদ্ধ ছিলেন সুকোমল, ভোগ বিলাসী । ‘নাই’ এই শব্দও কোন
দিন শুনেন নাই । এক দিবস তাঁহাদের ছয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গুটিখেলা
হইতেছিল । খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাজী রাখিল, সে পরাজয়
হইলে পিঠা খাওয়াইবে । খেলা করিতে করিতে অনুরুদ্ধের পরাজয় হইল ।
তিনি পিঠার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার মাতা পিঠা সাঁজাইয়া
পাঠাইলেন । তাঁহারা তাহা খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন ।

পুনঃপুনঃ তন্মৈব পরাজয়ো হোতি । মাতা পনস পহিতে তিক্তত্বং
পূবে পহিগিত্বা চতুথে বারে পূবং নখীতি পহিগি । সো নখীতি
বচনস্ব অমৃতপুন্দ্রতা “এসাপেকা পূববিকতি ভবিষ্যতী”তি মশ্রুমানো
“নখিপূবং মে আহরথা”তি পেসেসি ।

৩ । মাতা পনস “নখিপূবং পন অয়ে, দেখা”তি বুভে
“মম পুন্তেন নখীতি পদং ন স্তুতপুন্দ্রং, ইমিনা পন উপায়েন
এতমথং জানাপেসামী”তি তুচ্ছং স্তুবধপাতিং অশ্রায় স্তুবধপাতিয়া
পটিকুজ্জিত্বা পেসেসি । নগর পরিগ্গাহিকা দেবতা চিস্তেস্বং
“অনুরুদ্ধসকেন অন্তভার কালে অন্তনো ভাগভত্তং উপরিষ্ঠপচেক
বুদ্ধস্ব দত্তা. ‘নখীতি মে বচনস্ব সবণং মা হোত্‌তি, ভোজনুপ্তিয়া

বার বার তাঁহারই পরাজয় । তিনিও পুনঃপুন মাতার নিকট পিঠার জন্ত
প্রেরণ করিলেন । মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিসা
নাই বলিয়াই ফিরাইয়া গিলেন । সে ফিরাইয়া আসিয়া বলিল ‘পিঠা নাই ।’
তিনি যে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শুনে নাই, তাই তাহাও একপ্রকার
পিঠা বিশেষ মনে করিলেন । তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া
দিলেন— “যাও, আমার জন্ত ‘নাইপিঠা’ নিয়া আস ।”

৩ । সেও যাইয়া বলিল— “আযো, ‘নাইপিঠা’ দেন ।” অনুরুদ্ধের
মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে ‘নাই’ শব্দ কোন
দিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে ‘নাই’ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিব”
এই চিন্তা করিয়া, শূন্য এক সোণার ভাজন অথ এক সোণার ভাজনের
দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তখন নগর রক্ষক দেবতা চিন্তা করি-
লেন— “অনুরুদ্ধ শাক্য পূর্ষজন্মে অন্তভার নাম ধারণ করিয়া যখন জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিজের অংশের ভাত উপরিষ্ঠ নামক ‘পচেক’
বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন । দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—
‘কখনও ‘নাই’ শব্দ যেন আমি না শুনি, আর আমার উৎপদের

জাননং মা হোতু'তি পথনা কতা ; সচায়ং তুচ্ছপাতিং পশ্মিঅতি
দেবসমাগমং পবিসিতুং ন লভিস্যাম ; সীসম্পি নো সন্তধা ফলেয়্যাতি ।

৪ । অথ নং পাতিং দিব্বপূবেহি পুণ্ণং অকংসু । তস্মা গুল-
মণ্ডলে ঠপেহা উগ্ঘাটিত মন্তায় পূবগম্ভো স্ককল নগরে ছাদেহা
ঠিতো, পূবখণ্ডং মুখে ঠপিতমত্তমেব সত্ত রসহরণীসহস্রানি অনু-
করি । সো চিস্তেসি— “নাহং, মাতু পিয়ো, এত্তকং মে কালং
উমং নস্থিপূবং নাম ন পচি । উতো পট্টায় অঞ্ঞং পূবং নাম
ন খাদিস্যামী”তি । গেহং গন্তাপি মাতরং পুচ্ছি— “অস্ম, তুমহাকং
অহং পিয়ো অশ্মিয়ো”তি ?

“তাত, একস্মিনো অস্মি বিয় চ হৃদয়ং বিয় চ অতিপিয়ো
মে”তি ।

কারণও যেন আমাকে জানিতে না হয় ।” তিনি যদি এই শূন্য পাত্র দেখেন,
তাহা হইলে আমি আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না; মাথাও
আমার সাতভাগে কাটিয়া যাইবে ।”

৫ । অতঃপর দেবতা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠায় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ।
পাত্রটি গুলি-মণ্ডলে রাখিয়া ঢাকনি উল্টাইবামাত্রই পিঠার স্তম্ভ
নগর স্তম্ভময় হইল । পিঠাখণ্ড মুখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার রস-
হরণীতে বিস্তার লাভ করিল । তখন অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন— “আমি
মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই ‘নাটপিঠা’ পাক
করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না ।” তিনি
পুছে যাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “মা, আমি কি তোমার প্রিয়,
না অপ্রিয় ?”

“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে ভাঙ্গার একচক্ষু যেমন প্রিয়,
হৃদয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।”

“অথ কস্মা এতুকং কালং ময়হং নখিপূবং ন পচিৎ
অস্মা”তি ?

সা চুল্লপট্টাকং পুচ্ছি— “অথি কিঞ্চি পাতিয়ং তাতা”তি ?

“পরিপুণ্ণা অয়ে, পাতি পূবেহি, এবরুপং পূবং নাম মে
ন দিট্টপূবং”তি ।

সা চিন্তেসি— “ময়হং পুত্তো পুঞ্জবা কতাতিনীহারো ভবি-
স্সতি, দেবতাহি পাতিং পুরেহা পূবা পহিতা ভবিস্সন্তী”তি ।

অথ নং পুত্তো— “অস্ম, ইতো পট্টায়াহং অঞ্জং পূবং
নাম ন খাদিগ্গামি, নখিপূবমেব পচেয়্যাসী”তি ।

৫ । সাপিগ্গ ততো পট্টায় “পূবং খাদিতুকামোম্হী”তি বৃত্তে
তুচ্ছপাতিমেব অঞ্জায় পাতিয়া পটিকুজ্জিহ্বা পেসেতি ।

“তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই
‘নাইপিঠা’ পাক কর নাই ?”

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “বাবা, পাত্রে
কিছু ছিল কি ?

“আর্য্যো, পাত্র পিঠার পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে
দেখি নাই ।”

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে পুণ্যানান, পূর্ব-
কৃত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠা
পাঠাইয়া থাকিবেন ।”

অন্তঃপর অনুরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন— “মা, এই হইতে আমি আর
অল্প পিঠা খাইব না ; এই ‘নাইপিঠা’ই আমার জন্ম পাক করিও ।”

৫ । সেই হইতে অনুরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও
এক শূণ্ণ পাত্র অল্প এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন ।

যাব অগারমন্ডে বসি তাবল দেবতা দিবসপূবে পহিণিংসু । সো
এতকম্পি অজানন্তোব পবজ্জং নাম কিং জানিঅতি, তস্মা
“কা এসা পবজ্জা নামা”তি ভাতরং পুচ্ছিহা “ওহারিত কেস-
মজ্জুনা কাসাব নিবথেন কট্টথরকে বা বিদলনকে বা নিপ-
জ্জিহা পিণ্ডায় চরন্তেন বিহাতবং, এসা পবজ্জা নামা”তি বুত্তে—

“ভাতিক, অহং সুকুমালো, নাহং সন্ধিঅামি পবজ্জিতুং”
তি আহ ।

“তেনহি ভাত, কস্মন্তুং উগাহেহা ঘরাবাসং বস, ন হি সকা
অমেহসু একেন অপবজ্জিতুং”তি ।

অথ নং—“কো এস কস্মন্তো নামা ?”তি পুচ্ছি ।

ভত্তুট্টানট্টানম্পি অজানন্তো কুলপুত্তো কস্মন্তুং নাম কিং
জানিঅতি ?

অনুরুদ্ধ ষতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার জন্ত দিব্য পিঠা
পাঠাইয়াছিলেন । তিনি এতদূরও জানেন না, প্রব্রজ্যার বিষয় আর কি
জানিবেন ! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— “এই প্রব্রজ্যা কি ?”
তদ্বত্তরে তিনি বলিলেন— “চুল ও গোপদাড়ী ছেদন করিতে হয়, কাষার
বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠাস্তরণে অথবা বেত্রমঞ্চে শুইতে হয়, পিণ্ডা-
চরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, এই হইল প্রব্রজ্যা ।”

তিনি এইরূপ বলিলে অনুরুদ্ধ কহিলেন— “দাদা, আমি সুকোমল,
আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিব না ।”

“তাহা হইলে তাই, কাজকর্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাদের
একজনও প্রব্রজ্যা না নিয়া পারিব না ।”

অতঃপর অনুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “এই কাজকর্ম কেমন ?”

যেই কুলপুত্র ভাত উৎপন্নের স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজ-
কর্মের বিষয় কি জানিবেন ?

৬। একদিবসং হি তিগ্নং খন্ডিয়ানং কথা উদপাদি—“ভক্তং নাম কুহিং উট্টহতী”তি ?

কিঞ্চিলো আহ—“কোট্টকে উট্টহতী”তি ।

অথ নং ভদ্রিয়ো—“ত্বং ভক্তুট্টানট্টানং ন জানাসি, ভক্তং নাম উক্কালিয়ং উট্টহতী”তি আহ ।

অনুরুদ্ধো—তুমেহ ষেপি ন জানাথ, ভক্তং নাম রতন মকুলায় সুবল্লপাতিয়ং উট্টহতী”তি আহ ।

তেসু কির কিঞ্চিলো এক দিবসং কোট্টকতো বীহিং ওতরিয়মানে দিস্বা ‘এতে কোট্টকেব জাতা’তি সপ্রিঃ অহোসি । ভদ্রিয়ো একদিবসং উক্কালিতো ভক্তং বড্রিয়মানং দিস্বা ‘উক্কালিয়ণ্ণেব উপ্পয়ন্তি’ সপ্রিঃ অহোসি । অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোটেট্টা,

৬। এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কথা উত্থাপিত হইল—“ভাত কোথায় উৎপন্ন হয় ?”

“কিঞ্চিল কহিলেন—“গোলায় উৎপন্ন হয় ।”

ভদ্রিয় কহিলেন—“তুমি-ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন হয় পাত্রে ।”

অনুরুদ্ধ কহিলেন—“তোমরা তই জনেই জান না, ভাত উৎপন্ন হয় রত্ন মুকুল সদৃশ সোণার থালায় ।”

তাছাদের মধ্যে কিঞ্চিল একদিন দেখিয়াছিলেন— গোলা চটতে ধান পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—‘ইহা গোলা-তেই উৎপন্ন হইয়াছে ।’ ভদ্রিয় একদিন দেখিয়াছিলেন— পাতিল চটতে ভাত চালিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ‘ভাত পাতিলাতেই উৎপন্ন হয় । অনুরুদ্ধ কিন্তু ধান ভানিতে:

ন ভক্তং পচন্তা, ন বডেচন্তা দির্ঘপুৰ্ব্বা, বডেচন্তা পন পুরতো
ঠপিতমেব পশ্চতি ; সো 'ভুঞ্জিতুকামকালে ভক্তং পাতিয়ং
উর্চহতীতি সশ্রমকাসি ।'

৭ । এবং তয়োপি ভক্তুর্টানট্যানং ন জানন্তি । তেনায়ং
কো এস কস্মন্তো নামাতি পুচ্ছিত্বা পঠমং খেদ্রং কসাপেত-
বন্তি । আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কন্তুবকিচ্চং স্তুত্বা "কদা
কস্মন্তানং অন্তো পশ্রায়িত্বাতি, কদা ময়ং অশ্লোশুক্কা ভোগে
ভুঞ্জিআমা"তি বহ্না কস্মন্তানং অপরিয়ন্ততায় অক্সাতায় "তেন হি
ত্রেণেব ঘরাবাসং বস, ন ময়হং এতেনপো"তি মাতরং
উপসংকমিত্বা "অনুজানাহি অস্ম মং পব্বজিআমী"তি বহ্না
তায় তিক্কত্তং পটিক্কিপিত্বা "সচে তে সহায়কো ভদ্রিয় রাজা

ভাত রাধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল
দেখিয়াছেন— ভাত ঢালিয়া সন্মুখে স্থাপন মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে
করিলেন— 'ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয় ।'

৭ । এইরূপ তিন জনেই ভাত উৎপনের কারণ জানেন না । তাই
অমুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কাজকর্ম কেমন ?' তদ্বত্তরে 'প্রথম ক্ষেত্র
কর্ষণ করিতে হইবে' ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কর্তব্য কর্মের কথা
শুনিয়া কহিলেন— "কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে ? আর
কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া সুখে ভোগ সম্পাদি
পরিভোগ করিব ।" এই বলিয়া কস্মান্তের অনমাপ্তি ও অক্ষয়তা ভাব
দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন— "তাহা তইলে আপনিই ঘরে থাকুন,
আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই ।" এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট
উপস্থিত হইয়া কহিলেন— "মা, অনুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ।"
মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন— "তোমার বন্ধু ভদ্রিয় রাজা

পক্বলিঅতি তেন সন্ধিং পক্বজাহী”তি বুস্তে তং উপসংকমিত্বা “মম
খো সশ্য পক্বজ্জা তব পটিবদ্ধা”তি বধ্বা তং নানগ্গকারেহি সপ্রগাপেহা
সত্তমে দিবসে অন্তনো সন্ধিং পক্বজনথায় পটিপ্রঃ গণিহ ।

৮ । ততো ভদ্রিয়ো সাক্যরাজা অমুরুদ্ধো, আনন্দো, ভণ্ড, কিঞ্চিলো, দেবদত্তোতি ইমে ছ খত্তিয়া উপালিকগ্গকসত্তমা দেবা
বিয় দিবসসম্পত্তিঃ সত্তাহং অমুভবিত্বা উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয়
চতুরঙ্গিয়্যা সেনায় নিব্বমিত্বা পরবিসয়ং পত্তা রাজাগায়
সেনং নিবস্তেহা পরবিসয়ং ওকমিংসু । তথ ছ খত্তিয়া অন্তনো
অন্তনো আভরণানি ওমুকিত্বা ভণ্ডিকং কত্তা “হন্দ তনে উপালি
নিবস্তম্মু, অলং তে এত্তকং জীবিকায়্যা”তি তস্ম অদংসু ।

সহি প্রব্রজিত হই, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও ।”
মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবদ্ধ” এই বলিয়া তাঁহাকে
নানা প্রকারে বুঝাইয়া সপ্তম দিবসে তাঁহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্ত
প্রতিজ্ঞা করাইলেন ।

৮ । তৎপর শাক্যরাজ-কুলের ভদ্রিয়, অমুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিঞ্চিল
ও দেবদত্ত এই ছয় কত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালি সহ এই সাতজন
সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য সম্পত্তি অমুভব করিলেন । সপ্তম
দিবসে উয়ানে যাওয়ার স্থায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন ।
তাঁহার অপরাধ সপ্রাপ্ত হইলে সত্তগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্যে
প্রস্থান করিলেন । তথায় ছয় কত্রিয় আপন আপন আভরণ সমূহ
খুলিয়া লইয়া পুটলি বাধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—
“ওহে উপালি, তুমি বিরত হও, হঁহাতেই তোমার জীবিকার জন্ত যথেষ্ট হইবে।”

সো তেসং পাদমূলে পবট্টেহা পরিদেবিহা আণং অতিকমিতুং অসকোস্তো
 উট্টায় নিবন্তি । তেসং বিধা জাতকালে বনং আরোদনপ্লভং
 বিয় পঠবী কম্পমানাকারপ্লভা বিয় অহোসি । উপালি খোকং
 নিবন্তিয়া “চণ্ডা খো শাকিয়া, ইমিনা কুমারা নিপ্পাতিতা”তি
 ঘাতেষ্যাম্পি মং, ইমে হি নাম সাক্যকুমারা এবরূপং সম্পত্তিং
 পহায় ইমানি অনগ্যানি আভরণানি খেলপিণ্ডং বিয় ছডেডহা
 পবজিহন্তি, কিমল্পপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুঞ্চিহা তানি আভ-
 রণানি রুক্ষে লগেহা “অথিকা গণহন্তু”তি বহা তেসং সন্তিকং
 গহ্বা তেহি “কস্মা ন নিবন্তোসী”তি পুটেটা তমথং আরোচেসি ।

এই কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া
 কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া
 উঠিয়া নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদন করি-
 তেছে, পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি
 অল্পক্ষণ নিবৃত্ত থাকিয়া চিন্তা করিলেন— “শাক্যগণ উগ্র, হরতঃ তাঁহারা
 উহাও মনে করিতে পারেন— ‘ইহাছারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।’
 এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা
 যদি এমনতর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য
 আভরণ সমূহ খুখুর ভায় ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, আমার আর
 কথাই বা কি !” এই মনে করিয়া পুটলি খুলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহারা
 গ্রহণ করুক” এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর
 তিনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা
 করিলেন— “কি হে, কিরিয়া আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে
 তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া कहিলেন ।

৯। অথ নং তে আদায় সখু সস্তিকং গস্তা “ময়ং ভন্তে, সাকিরা নাম মাননিগিতা, অয়ং অমহাকং দীঘরত্তং পরিচারকো, ইমং পঠমত্তরং পব্বাজেথ, ময়মস্স পঠমত্তরং অভিবাদনাদীনি করি-
আম ; এবং নো মানো নিস্সানয়িগ্গতী”তি বহ্বা তং পঠমত্তরং পব্বা-
জেহা পচ্ছা সয়ং পব্বজিংসু ।

১০। তেসু আয়স্সা ভদ্বিগ্গে তেনেব অস্তুরবগ্গেন তেবিজ্জো
অহোসি ; আয়স্সা অনুরুদ্ধো দিব্বচক্ষুকো হহ্বা পচ্ছা মহাপুরিস
বিতক্কস্তুত্তং স্তুহা অরহত্তং পাপুণি, আয়স্সা আনন্দো সোতাপত্তি
ফলে পত্তিট্ঠহি ; ভগ্গুথেরো চ কিম্বিলথেরো চ অপরভাগে বিপস্সনং
বজেহা অরহত্তং পাপুণিংসু, দেবদত্তো পোথু জ্জনিকং ইঙ্কিং পত্তো ।

৯। অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত
হইলেন। যাইয়া ভগবানকে কহিলেন—“ভন্তে, আমরা শাক্য মাত্রই
অভিমানী, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমতর ইহাকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব; এইরূপ হই-
লেই আমাদের অভিমান ধ্বংস হইবে।” এই বলিয়া প্রথমতর তাঁহাকে
প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রব্রজিত হইলেন।

১০। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুস্সান ভদ্বির সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ত্রিবিগ্গা
লাভী হইলেন; আয়ুস্সান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে ‘মহাপুরুষ
বিতর্ক স্তুত্র’ গুনিয়া অর্হহ লাভ করিলেন; আয়ুস্সান্ আনন্দ স্রোতাপত্তি
ফল লাভ করিলেন; অগ্গ সময় ভগু স্ববির ও কিম্বিল স্ববির বিদর্শন
জাবনা বর্দ্ধিত করিয়া অর্হহ লাভ করিলেন; দেবদত্ত পৃথগ্জন ঋদ্ধি
পাইলেন।

১১ । অপরভাগে সখরি কোসস্থিয়ং বিহরন্তে সমাবক-
সজ্জম তথাগতম মহন্তো লাভসকারো নিব্বত্তি—বথভেসজ্জাদি-
হথা মনুস্সা বিহারং পবিসিত্বা “কুহিং সথা, কুহিং সারিপুত্তথেরো,
কুহিং মোগ্গল্লানথেরো, কুহিং মহাকম্পপথেরো, কুহিং ভদ্রিয়থেরো,
কুহিং অনুরুদ্ধথেরো, কুহিং আনন্দথেরো, কুহিং ভণ্ডথেরো, কুহিং
কিম্বিলথেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্নট্টানং ওলোকেহা
বিচরন্তি । “দেবদত্তথেরো কুহিং নিসিন্নো বা ঠিত্তো বা”তি
বত্তাপি নথি । সো চিন্তেসি—“অহং এতেহি সদ্ধিং য়েব পব্বজিত্তো,
এতেপি খত্তিয়পব্বজিত্তো, অহম্পি খত্তিয়পব্বজিত্তো, লাভসকারহথা
মনুস্সা এতে পরিয়েসন্তি, মম নামং গহেতাপি নথি ; কেন নুখো
সদ্ধিং একতো হহা কং পসাদেহা মম লাভসকারং নিব্বত্তেয়্যন্তি ।”

১১ । অনন্তর ভগবান যখন কোশস্থিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন
ভগবান ও তাঁহার শ্রাবক সংঘের মহা লাভ সংকার উৎপন্ন হইয়াছিল ।
লোকেরা বজ্র-ভৈষজ্যাদি হস্তে বিহারে যাইতেন । তাঁহারা বিহারে প্রবেশ
করিয়া — “ভগবান কোথায়, শারিপুত্র স্তবির কোথায়, মৌদ্গল্যায়ন স্তবির
কোথায়, মহাকম্প স্তবির কোথায়, ভদ্রিয় স্তবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্তবির
কোথায়, আনন্দ স্তবির কোথায়, ভণ্ড স্তবির কোথায়, কিম্বিল স্তবির কোথায় ?”
এইরূপ বলিতে বলিতে অসীতি মহাশ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে
দেখিতে বিচরণ করিতেন । “দেবদত্ত স্তবির কোথায় উপবিষ্ট বা স্থিত ”
এই কথা বলিবারও কেহ ছিল না । তিনি চিন্তা করিলেন— “আমি ইহাদের
সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি ; ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্র-
জিত । মনুষ্যেরা দানীয় বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে তালাস করে,
আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাই ; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া,
কাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার লাভ সংকার উৎপাদন করি ।”

১২ । অথচ এতদহোসি— “অয়ং খো রাজা বিশ্বিসারো পঠম দক্ষনেবে একাদসহি নহতেহি সন্ধিং সোতাপত্তিকলে পতিট্ঠিতো, ন সন্ধা এতেন সন্ধিং একতো ভবিতুং । কোসলরপ্রা চ সন্ধিং ন সন্ধা । অয়ং খো পন রপ্রা পুত্তো অজাতসত্তু কুমারো কপ্পচি শুগদোসে ন জানাতি, এতেন সন্ধিং একতো ভবিম্মামী”তি ।

১৩ । সো কোসম্বিতো রাজগৃহং গম্বা কুমারবর্ণং অভিনিম্মি-
ণিত্বা চন্দারো আসিবিসে চতুস্ব হত্থপাদেসু, একং গীবায় পিলঙ্কিত্বা,
একং সীসে চুম্বটকং কত্ত্বা, একং একংসং করিত্বা ইমায় অহি-
মেখলায় আকাসতো ওরুযহ অজাতসত্তু উচ্ছঙ্গে নিসীদিত্বা
তেন ভীতেন “কোসি ত্বং”তি বুত্তে “অহং দেবদত্তো”তি বত্ত্বা
তস্ম ভয়বিনোদনথায় তং অন্তভাবং পটিসংহরিত্বা সঙ্ঘাটিপত্ত-
চীবরধরো পুরতো ঠত্ত্বা তং পসাদেত্ত্বা লাভসঙ্কারং নিব্বত্তেসি ।

১২ । অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন— “এই বিশ্বিসার রাজা ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অবুত লোকের সহিত শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছেন, ইনিয় সহিত মিলিতে পারিব না । কোশলরাজের সহিত ও পারিব না । এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষশুণ সন্মুখে জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব ।”

১৩ । এই মনে করিয়া দেবদত্ত কোশম্বি হইতে রাজগৃহে গমন করিলেন । তথায় যাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সর্প চারি হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মস্তকে পাগড়ীর গ্ৰায় বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন । এইরূপে তিনি সর্পের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশত্রুর কোলের উপর গিয়া বসিলেন । অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আপনি কে ?” “আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাঁহার ভয়বিনোদনের জন্ত সেই বেশ পরিবর্তন করিয়া সংঘটি পাত্র চীবর ধারী ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন । এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সংকার উৎপাদন করাইলেন ।

সো লাভসকারাভিভূতো “অহং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিহরিষ্যামী”তি পাপকং
চিন্তং উৎপাদেহা সহ চিন্তুপাদেন ইচ্ছিতো পরিহায়িত্বা সখারং
বেলুবনবিহারে সরাজিকায় পরিসায় ধম্মং দেসেন্তুং বন্দিত্বা
উট্ঠায়াসনা অঞ্জলিং পগ্গয়্হ— “ভগবা ভন্তে, এতরহি জিণ্ণো বুদ্ধো
মহল্লকে। অম্মোঅুকো দিট্ঠধম্মসুখবিহারং অনুয়ুজ্জতু, অহং ভিক্ষু-
সঙ্ঘং পরিহরিষ্যামি, নীয়াদেথ মে ভিক্ষুসঙ্ঘং”তি বহা সখারা
খেলাসিকাবাদেন অপসাদেহা পটিক্খিত্তো অনত্তমনো ইমং পঠমং
তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি ।

১৪ । অথচ ভগবা রাজগৃহে পকাসনীয়কম্মং
কারেসি । সো “পরিচ্ছত্তোদানি অহং সমণেন গোতমেন,

দেবদত্ত লাভ সংকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন— “আমি
ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিব ।” এই পাপ-চিন্তা উৎপাদনের সঙ্গে
সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি পরিহীন হইল । অনন্তর একদিবস ভগবান
বেলুবন বিহারে পৃথগ্জন পরিসদের মধ্যে বসিয়া ধর্ম দেশনা করিতে-
ছিলেন । সেই ধর্মদেশনার সময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া
আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন— “ভন্তে ভগবন্,
আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সাধিক্য হইয়াছেন ; এই হইতে আপনি
নিরিবিলা চিন্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস করুন, আমি ভিক্ষুসংঘ পরি-
চালনা করিব, ভিক্ষুসংঘের ভার আমাকে প্রদান করুন । ভগবান তাঁহাকে
শ্লেষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন । দেবদত্ত
তিরস্কৃত হইয়া হুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি এই প্রথম শত্রুতা পোষণ
করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

১৪ । অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তাঁহাকে ‘প্রকাশনীয়’ নামক দণ্ডকর্ম্মপ্রদান
করিলেন । তিনি ভাবিলেন— “শ্রমণ গোতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,

ইদানিঞ্চ অনথং করিষ্যামী”তি অজাতসন্তুঃ উপসংকমিত্বা আহ--“পূৰ্বে
খো কুমার, মনুষ্যা দীঘায়ুকা, এতরহি অগ্নায়ুকা, ঠানং খো পনেতং
বিজ্জতি ষং ষং কুমারোব সমানো কালং করেয়্যাসি, তেন হি ষং
কুমার পিতরং হস্তা রাজা হোহি, অহং ভগবন্তুং হস্তা বুদ্ধো ভবি-
ষ্যামী”তি বহা তস্মিৎ রজ্জ পতিট্ঠিতে তথাগতজ বধায় পুরিসে
পয়োজ্জেত্বা তেহু সোতাপত্তিকলং গত্বা নিবন্তেহু সয়ং গিঞ্চকূটং অভি-
রুহিত্বা “অহমেব সমগং গোতমং জীবিতা বোরোপেষ্যামী”তি সিলং
পবিজ্জিত্বা রুধিরপ্লাদকস্মং কত্বা ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং
অসকোশ্তো পুন নালাগিরিং বিজ্জাপেসি । তস্মিৎ আগচ্ছন্তে
আনন্দথেরো অন্তনো জীবিতং সখু পরিচ্ছজিত্বা পুরতো অট্ঠাসি ।

এখন তাঁহার অনর্থ করিব ।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন— “কুমার, পূর্বে ছিল মানুষের
দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অল্পায়ু, হয়তঃ এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে
পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটতে পারে ।
তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা
হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব ।” অজাতশত্রু
রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্ত দেবদত্ত কয়েকজন লোক
নিযুক্ত করিলেন । তাঁহারা সকলেই সোতাপত্তিকল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যা
কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন । দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গোতমের জীবন
নাশ করিব” এই মনে করিয়া স্বয়ং গৃধকূট পর্বতে আরোহণ পূর্বক শিলা
নিষ্ক্রেপ করিলেন । [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে
[একবিন্দু] রক্ত বিগলিত হইল । এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না
পারিয়া পুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন । হস্তী আসিনার
কালীন আনন্দ স্থবির নিজের জীবন বুদ্ধের জন্ত বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের
পুরোভাগে স্থিত হইলেন ।

১৫ । সখা নাগং দমেত্রা নগরা নিষ্কমিত্বা বিহারং আগস্ত্বা অনেকসহস্ৰেহি উপাসকেহি অভিহট মহাদানং পরিভুক্ত্বা তস্মিং দিবসে সন্নিপতিতানং অষ্টারসকোটিসঙ্ঘাতানং রাজগৃহবাসীনং আনু-পূৰ্ব্বিকথং কথেন্বা চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধৰ্ম্মাভিসময়ে জ্ঞাতে, “অহো, মহাগুণো আয়স্মা আনন্দো তথাকুপে নাম হৃথিনাগে আগচ্ছন্তে অন্তনো জীবিতং পরিচ্ছজিত্বা সখু পুরতো অট্টাসী”তি থেরস গুণকথং স্ত্বা “ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্ব্বপেস মমথায় জীবিতং পরিচ্ছজিয়েবা”তি বহা ভিক্ষুহি যাচিতো চুলহংস মহা-হংস ককটকজাতকানি কথেসি ।

১৫ । বুদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া বিহারে চলিয়া আসিলেন । বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয় বস্তু নিয়া আসিয়াছেন, ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন । সেই দিবসে রাজগৃহবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন । ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপূৰ্ব্বিক ভাবে ধৰ্ম্মদেশনা করিলেন । ধৰ্ম্ম শুনিয়া চুরাশি হাজার প্রাণীর ধৰ্ম্মজ্ঞান হইয়াছিল । ভিক্ষুরা আনন্দ স্থবিরের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন— “অহো, আয়স্মান্ আনন্দ মহাগুণ সম্পন্ন, এমনতর প্রকাণ্ড হাতী আদিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের পুরোভাগে স্থিত হইলেন !” স্থবিরের এই গুণ-কথা শুনিয়া ভগবান কহিলেন— “হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূৰ্বেও সে আমার জন্ম জীবন ত্যাগ করিয়াছিল ।” সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্ম ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও ককট জাতকাহি কহিলেন ।

১৬ । দেবদত্তরাজাপি কশ্মঃ নেব পাকটং অহোসি তথা রশ্রেণে মারাপিতত্তা, ন বধকানং পয়োজ্জিতত্তা, ন সিলায় পবিদ্ধত্তা ; পাকটং অহোসি যথা নালাগিরি হস্থিনো বিজ্জিতত্তা, তদা হি মহাজনো— “রাজাপি দেবদত্তেনেব মারাপিতো, বধকা পয়োজ্জিতা, সিলাপি অপবিদ্ধা । ইদানি পন তেন নালাগিরি বিজ্জাপিতো এবরুপং নাম পাপকং গহেত্বা রাজা বিচরতী”তি কোলাহলমকাসি । রাজা মহাজনস্ম কথং স্তত্ত্বা পঞ্চথালিপাকসতানি নীহরাপেত্বা ন পুন তস্মুপট্টানং অগমাসি । নাগরাপিস্ম কুলং উপগতস্ম ভিক্ষা-মস্তম্পি ন অদংস্তু ।

১৭ । সো পরিহীন লাভসঙ্কারো কোহশ্রেণে জীবিতুকামো

১৬ । দেবদত্ত রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণ নাশের জন্ত বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল ; এইসব করাতেও জন-সমাজে তাহার কৰ্ম্ম সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কৰ্ম্ম সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল । তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল— “দেবদত্ত রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্ত বধক নিয়োজিত করিয়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে, এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে !” রাজা লোকজনের এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদত্তের জন্ত যেই পাঁচশত পাতিল ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন । পুনরায় তিনি আর তাঁহার সেবার্ধ আসিলেন না । ভিক্ষার জন্ত উপস্থিত হইলেও নগরবাসীরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না ।

১৭ । দেবদত্তের লাভ সংকার পরিহীন হইল । অগত্যা কুহক ভানের দ্বারা [বক-ধার্মিকের ত্রায়] জীবিকা নির্বাহ করিবার মানসে

সথারং উপসংকমিত্বা পঞ্চবখ্ণি যাচিত্বা ভগবতা—“অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো আরণ্যকো হোতু”তি পটিঙ্খিত্তো । “কঙ্গাবুসো বচনং সোভনং, কিং তথাগতস্য উদাহ মম বাতি ? অহং হি উক্কট্টবসেন এবং বদামি—‘সাধু ভন্তে, ভিক্ষু যাবজ্জীবং আরণ্যকা অস্মু, পিণ্ডপাতিকা, পংসুকুলিকা, রুক্ষমূলিকা, মচ্ছ-মংসং ন খাদেয়্যুস্তি’ যো দুঙ্খা মুক্তিভুকামো সো ময়া সঙ্কিং আগচ্ছতু”তি বহ্বা পক্কামি । তস্ম বচনং শুত্বা একচে নবক-পব্বজিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো আহ, এতেন সঙ্কিং বিচরিস্সামা”তি তেন সঙ্কিং একতো অহেসুং ।

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ বিষয় যাচ্ছা করিলেন । ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, নিপ্রয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।” এই বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“আবুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ? আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভন্তে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাংশুকুল বা ধূলা মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন ; (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া তিনি প্রশ্নান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লক্ক কোন কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত ভালইত বলিতেছেন, আমরা ইনির সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পঞ্চসতেহি ভিক্ষুহি সন্ধিঃ তেহি পঞ্চহি
 বঞ্চুহি লুখন্সন্নং জনং সঞ্জ্ঞাপেস্তো কুলেস্থ বিপ্রাপেহা বিপ্রা-
 পেহা ভুঞ্জন্তো সজ্জভেদায় পরকমি । সো ভগবতা—“সচ্চং কির
 ত্বং দেবদত্ত, সজ্জভেদায় পরকমসি চক্রভেদায়া”তি পুটেঠা “সচ্চং”তি
 বহ্বা “গরুকো খো দেবদত্ত, সজ্জভেদো”তি আদীহি ওবদিতোপি
 সঞ্চু বচনং অনাদিয়িত্বা পঞ্চস্তো জায়স্মন্তুঃ আনন্দং রাজগৃহে পিণ্ডায়
 চরন্তুঃ দিম্বা—“অজ্জতগ্গে জানাহং আবুসো আনন্দ অপ্রোত্রৈব
 ভগবতা অপ্রোত্র ভিক্ষুসজ্জেন উপোসথং করিঙ্গামি সজ্জকম্মং করি-
 ঙ্গামী”তি আহ ।

১৯। থেরো তমথং ভগবন্তুঃ আরোচেসি । তং বিদিহ্বা
 সথা উপ্পন্ন ধম্মসংবেগো তত্ত্বা “দেবদত্তো স দেবকম্ম লোকম্ম অনপ-

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল। তিনি সেই
 পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোক
 গুলাকে বুঝাইয়া তাহাদের হইতে যাক্রা করিয়া করিয়া খাইতে লাগিলেন।
 সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জন্তুও পরাক্রম করিলেন। ভগবান
 জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রভেদের
 জন্তু পরাক্রম করিতেছ ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন—“হাঁ, সত্য।” ভগবান
 কহিলেন—“দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ।” ইত্যাদিরূপে উপদেশ
 দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়
 রাজগৃহে জায়ুস্থান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“আবুস
 আনন্দ, অত্ন হইতে জানিয়া রাখ ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপো-
 সথ করিব ও সংঘকর্ম করিব।”

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া
 ভগবানের ধর্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। “দেবদত্ত দেব-মনুষ্যলোকের এই অনর্থ

নিপ্পিতং অন্তনো অবীচিমিহ পচনক কন্মং করোতী”তি পরিবিতকেদ্রা—

“সুকরানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,
যং চে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুষ্করং”তি ।

ইমং গাথং বহু পুন ইমং উদানং উদানেসি :—

“সুকরং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুষ্করং,
পাপং পাপেন সুকরং পাপমরিয়েহি দুষ্করং”তি ।

২০ । অথ খো দেবদত্তো উপোসথদিবসে অন্তনো
পরিসায় সন্ধিং একমন্তুং নিসীদিহা— “যন্নিমানি পঞ্চবধু নি

করার দরুণ নিজকে অবীচিতে পক করার কারণ করিতেছে ।” এই চিন্তা
করিয়া ভগবান সংবেগ চিত্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“আপন অহিত অন্ত যাগ
করম করিতে সুকর তাহা ;
মঙ্গল কুশল করম যাহা
সাধিতে পরম দুষ্কর তাহা ।”

এই গাথা কহিয়া পুনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“সাধুজনে সাধুকাজ করিতে সুকর,
পাপীজনে সাধুকাজ করিতে দুষ্কর ;
পাপীজনে পাপকাজ করিতে সুকর,
আর্য্যগণে পাপকাজ করিতে দুষ্কর ।”

২০ । অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিষদের সহিত কোনও
এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “যাহার এই পাঁচটি বিষয়

খমস্তি সো শলাকং গণহতু”তি বহা পঞ্চসতেহি বর্জিতপুত্রকেহি নবকেহি
অপ্লকতপ্রু হি শলাকায় গহিতায় সজ্জং ভিন্দিহা তে ভিক্খু আদায়
গয়াসীসং অগমাসি । তন্ন তথ গতভাবং সুহা সখা তেসং ভিক্খুনং
আনয়নথায় ধে অগাসাবকে পেসেসি । তে তথ গস্থা
আদেসনা পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া চ ইন্ধি পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া
চ অনুসাসস্তা তে অমতং পায়েরু আদায় আকাসেনাগমিংসু ।

২১ । কোকালিকো পি খো—“উঠেহি আবুসো দেবদত্ত, নীতা
তে ভিক্খু সারিপুত্রমোগল্লানেহি, ননু ত্বং ময়া বুত্তো ‘মা আবুসো,
সারিপুত্রমোগল্লানে বিশ্বাসী’তি । পাপিচ্ছা” সারিপুত্রমোগল্লানা
পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি বহা জল্পুকেন হৃদয়মঙ্কে পহরি ।

মনোনীত হয় সে শলাকা [টিকেট] গ্রহণ কর।” নূতন প্রব্রজিত অল্পবুদ্ধি
সম্পন্ন পাঁচশত বর্জিতপুত্র শলাকা গ্রহণ করিলেন। দেবদত্ত সেই ভিক্কু-
গণকে লইয়া সংঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন। তিনি তথায়
গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্কুগণকে আনিবার জন্ত ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে
পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তথায় যাইয়া প্রাতিহার্য্য বৃত্ত দেশনা অনুশাসন
দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করতঃ ভিক্কুগণকে
অর্হত্বপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে
আগমন করিলেন।

২১ । তখন কোকালিক * যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল—“আবুস
দেবদত্ত, শয্যা ত্যাগ কর, সারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন তোমার ভিক্কুগণকে লইয়া
যাইতেছে ; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম—“আবুস, সারিপুত্র-মৌদগ-
ল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না ; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার
বশীভূত ।” এই বলিয়া সে জানুরবারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল ।

তন্ন তথৈব উগ্ৰং লোহিতং মুখতো উগ্গচ্ছি । অয়স্মন্তুং পন
সারিপুত্রং ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃতং । আকাসেনাগচ্ছন্তুং দিষ্ট্বা ভিক্ষু
আহংসু— “ভন্তে, আয়স্মা সারিপুত্রো গমনকালে অভদ্রুতিয়ো
গতো, ইদানি মহাপরিবারো আগচ্ছন্তো সোভতী”তি ।

সথা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিকট-
কালেপি মম পুত্রো মম সন্তিকঃ আগচ্ছন্তো সোভতি যেষা”তি
বহা—

“হোতি সীলবতং অথো পটিসম্ভারবুদ্ধিনং,
লক্ষণং পন্ন আয়ন্তুং এগতিসঙ্ঘ পুরস্কৃতং ;
অথ পন্নসিমং কালং সুবিহীনং ব এগতিহী”তি ।

সেখানেই দেবদত্তের মুখ দিয়া গরম রক্ত বমি হইল । ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত
হইয়া আয়স্মান্ শারিপুত্রকে আকাশ মার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ
ভগবানকে কহিলেন— “ভন্তে, আয়স্মান্ শারিপুত্র যাইবার সময় সঙ্কে
করিয়া একজন মাত্র নিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া আসি-
বার কালীন শোভা পাইতেছে ।”

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন
হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবার কালীন শোভা পাইয়াছিল ।”
এই বলিয়া লক্ষণমুগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“সদাচারী সদালাপী উপদেষ্টা জন,
ইহ-পর লোকে হয় কল্যাণ ভাজন ।
লক্ষণ ফিরিছে, হের, জ্ঞাতিগণ সাংখে,
হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে ।
কিন্তু কালমুগে সবে কর ধরশন,
আসিতেছে পরিহীন হয়ে জ্ঞাতিগণ ।”

ইদং জাতকং কথেসি ।

২২ । পুন তিক্খুহি— “ভস্কে, দেবদত্তো কির মে অগ্গসাবকে উত্তোম্মু পম্মেম্মু নিসীদাপেত্তা ‘বুদ্ধলীলায় ধম্মং দেসিআমী’তি তুম্মহাকং অমুকিরিয়ং করী”তি বুষ্কে—

“ন তিক্খবে, ইদানেব, পুৰ্বেপেস মম অমুকিরিয়ং কাতুং বায়মি, ন পন সঙ্খী”তি বহা—

“অপি বীরক পম্মেসি সকুনং মঞ্জুভাগকং,
ময়ুরগীবসংকাসং পতিং ময়হং সবিট্ঠকং ।”

“উদক থল চরম্ম পম্মিনো নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজিনো,
তম্মানুকরং সবিট্ঠকো সেবালে পলিগুত্তিতো মতো”তি ।

২২ । পুনরায় তিক্খুগণ কহিলেন— “ভস্কে, দেবদত্ত ‘বুদ্ধলীলায় ধম্ম-
দেশনা করিব’ এই মনে করিয়া অগ্রপ্রাবকদ্বয়কে তাহার উভয় পার্শ্বে
বসাইয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিল ।” তিক্খুরা এইরূপ বলিলে ভগবান
বলিলেন :—

“তিক্খুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অনুকরণ করি-
বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই ।” এই বলিয়া সেই পুরাতন
কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এষ্ট গাথা দুইটি কহিলেন :—

“মধুর ভাবী ময়ুর-গ্রীব পতি মম সবিট্ঠক,
দেখেছ যদি, বলগো মোরে, কোথা তিনি হে বীরক !”

বীরক কহিল :— “জলে স্থলে বিচরে পাখী,

সর্বদা কাঁচা মৎস্ত ভোজী ।

সবিট্ঠক অনুকরণ করিয়া তাহার মতন,

শৈবালে জড়িয়া তার ঘটিল মরণ ।”

আদিনা জাতকং কথেন্না অপরাপরেসুপি দিবসেসু তথারুপি-
মেব কথং আরবু :—

“অচরি বতায়ং বিতুদং বনানি
কট্টঙ্গরুক্ষেসু অসারকেসু,
অথাসদা খদিরং জাতসারং
যথবুদা গরুলো উত্তমঙ্গং”তি ।

“লসী চ তে নিফলিতা মথকো চ বিদালিতো,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা অজ্জ খো ভুং বিরোচসী”তি চ ।

এবমাদীনি জাতকানি কথেসি ।

২৩ । পুন অকতত্রু দেবদত্তোতি কথং আরবু :—

এই জাতক কহিয়া পরে পরে অন্যান্য দিবসেও সেইরূপ কথা
প্রসঙ্গেই কন্দলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাটির
কহিলেন :—

“অসার কাঠের বনে করি বিচরণ,
চঞ্চুদিয়া করিয়াছে তাহা বিদারণ;
কিছু যবে সারবান খদিরে ঘা দিল,
গরুড়ের তুণ্ড-শির বিচূর্ণ হইল ।”

“মস্তক তব বিদলিত, মস্তিষ্ক হল বিগলিত,
সকল অস্থি চূর্ণীকৃত, আজ হলেরে বিরোচিত ।”

২৩ । পুনরায় দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা সঙ্ক্ষে জবশকুন জাতকটি কহিয়া
এই গাথাটির ভাষণ করিলেন :—

“অকরমহঁস তে কিচ্চং যং বলং অহুৰমহঁসে,
মিগরাজ নমোত্যথু অপি কিঞ্চি লভামসে।”

“মম লোহিত ভক্ষয় নিচ্চং লুদানি কুব্বতো,
দন্তুন্তুরগতো সন্তো তং বহুং যমিহ জীবসী”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি। পুন বধায় পরিসকনং পনম
আরত্তু :—

“এণাতমেতং কুরঙ্গয়ং ত্বং সেপল্লি সেয়াসি,
অশ্রুং সেপল্লিং গচ্ছামি ন মে তে কুচ্চতে ফলং”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি।

“নমস্কার মগরাজ, যথাশক্তি তবকাজ

করেছিলাম, হয় কি স্মরণ ?

প্রতিদান কিছুতার ভাগ্যে আছে কি আমার
জানিতে উৎসুক বড় মন।”

মগরাজ কহিল :— “নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে,
প্রবেশিয়া তুই মম দন্তুর ভিতরে ;
তবুও তুই যে ওতে, আছিহ্ম বাচিয়া,
এই বহু প্রতিদান, আখরে ভাবিয়া।”

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা শ্রবণে কুরঙ্গমগ জাতক কহিয়া
এই গাথাটি বলিলেন :—

“ওহে সপ্তপর্নী, আজি কেলিতেছ ফল বাহা,
কুরঙ্গ মগের কাছে অবিদিত নহে তাহা ;
সেই হেতু চলিলাম অল্প সপ্তপর্নী তলে,
কিছু মাত্র রুচি মম নাহি তব এই ফলে।”

২৪ । এবং রাজগৃহে বিহরন্তো পুন উভতো পরিহীনো
দেবদত্তো লাভসংকারতো চ সামঞ্জস্যতো চাতি কথাসু পবত্তমানাসু—
“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্ব্বোপেস পরিহীনো য়েবা”তি বহা—

“অস্মি ভিন্না পটো নর্টেটা সখীগেহে চ ভগুনং,
উভতো পদুর্টকস্মন্তো উদকমিহ খলমিহ চা”তি ।

আদীনী জাতকানি কথেসি । এবং রাজগৃহে বিহরন্তো
দেবদত্তং আরবু বহুনি জাতকানি কথেন্না রাজগৃহতো সাবখিং
গস্তা জেতবনবিহারে বাসং কল্পেসি ।

২৪ । এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাভ-
সংকার ও শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া
ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল । তখন ভগবান কহিলেন—
“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল ।”
এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোত্রষ্ট জাতক কহিলেন । জাতক
বলার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“পতির গেল চক্ষুযুগল, বস্তুচুরী আর,
সখীর ঘরে বিবাদ করি পত্নী খায় মার;
বড়নী স্ত্রীবি প্রদুষ্ট মনে অণ্যায় আচারী,
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি হল ভারি ।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্ত সম্বন্ধে এইরূপ অনেক-
গুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গেলেন । তথায় তিনি
জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন ।

২৫ । দেবদন্তোপি খো নবমাসে গিলানো, পচ্ছিমে কালে
সথারং দট্টুকামো ছহা অন্তনো সাবকে আহ— ‘অহং সথারং
দট্টুকামো, তং মে দন্তেথা”তি বুত্তে—

“ত্বং সমথকালে সথারা সন্ধিং বেরী ছহা অচরি, ন ময়ং
তং তথ নেম্মামা”তি বুত্তে—

“মা মং নাসেথ, ময়া সথরি আঘাতো কতো সথু পন
ময়ি কেসগমন্তোপি আঘাতো নথি । সো হি ভগবা—

“বধকে দেবদত্তমিহ চোরে অঙ্গুলি .মালকে,
ধনপালে রাহলে চেব সব্বথ সম মানসো”তি ।

২৫ । দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অন্তিম
কালে ভগবানকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল । তিনি তাঁহার
শ্রাবকগণকে কহিলেন— “আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে
আমায় দেখাও ।”

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল— “তোমার যখন শক্তি ছিল,
তখন ভগবানের সহিত শক্রতা আচরণ করিয়াছ ; আমরা তোমাকে তথায়
নিবনা ।”

“আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শক্রতা পোষণ
করিলেও, ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শক্রতা পোষণ করেন
নাট । সেই ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :—

“বধক দেবদত্ত যেমন,
চোর অঙ্গুলীমালা তেমন ;
ধনপাল, রাহলও আর,
সর্বত্র সম চিত্ত আমার ।”

“দস্মেথ মে তং ভগবন্তুঃ”তি পুনঃপুনঃ যাচি ।

২৬ । অথং নং তে মঞ্চকেনাদায় নিষ্কমিংসু । তন্ন আগ-
মনং স্ত্বা ভিক্ষু সথু আরোচেসুঃ— “ভস্মে, দেবদত্তো কির
ভুমহাকং দন্ননথায় আগচ্ছতী”তি ।

“ন ভিক্ষবে, সো তেনত্তভাবেন মং পস্মিতুং লভিস্মতী”তি ।

ভিক্ষু কির পঞ্চন্নং বথুনং আয়াচিতকালতো পট্টায় পুন
বুদ্ধে দর্টুং ন লভিস্তি, অয়ং ধম্মতা ।

“অস্ককট্টানং চ অস্ককট্টানং চ আগতো ভস্মে”তি ।

“যং ইচ্ছতি তং করোতু ; ন সো মং ভিক্ষবে, পস্মিতুং
লভিস্মতী”তি ।

“ভস্মে, ইতো যোজনমত্তং আগতো, অড্ডয়োজনং,

“আমায় সেই ভগবানকে দেখাও ।” এই বলিয়া তিনি পুনঃপুন
যাক্ষা করিতে লাগিলেন ।

২৬ । অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মঞ্চকের উপর লইয়া বাহির হইল ।
দেবদত্ত আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—
“ভস্মে, দেবদত্ত না-কি আপনাকে দেখিবার জন্ত আসিতেছে ।”

“ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আনাকে দেখিতে পাইবে না ।”

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাক্ষা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধের দর্শন
পায় না ; এইটা ধর্ম্মতঃ নিয়ম ।

“ভস্মে, সে অমুক অমুক স্থানে আসিয়াছে ।”

“ভিক্ষুগণ, ওর যাহা ইচ্ছা তাহা করুক ; সে কিন্তু আমার দর্শন
লাভ পাইবে না ।”

“ভস্মে, সে জেতবন হইতে এক যোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্ধ যোজন,

গাবুতং, জেতবন পোন্ধরগী সমীপং আগতো”তি ।

“সচে অশ্তো জেতবনংপি পবিসতি নেব মং পস্খিতুং
লভিস্তী”তি ।

২৭ । দেবদত্তং গহেহা আগতা জেতবনপোন্ধরগীতীরে
মঞ্চং ওতারেহা পোন্ধরগিং নহায়িতুং ওতরিংসু । দেবদত্তোপি
খো মঞ্চতো বুট্টায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেহা নিসীদি । পাদা
পঠবিং পবিসিংসু । সো অনুকমেন যাব গোপ্ফকা, যাব জম্বুকা,
যাব কটিতো, যাব খনতো, যাব গীবতো পবিসিত্বা হনুকট্ঠিকম
ভূমিয়ং পতিট্ঠিত কালে :—

এক গব্যতি *, জেতবন পুন্ধরিণীর সমীপে আসিয়াছে ।”

যদিও বা সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার
দর্শন লাভ পাঠবে না ।”

২৭ । দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন পুন্ধরিণীর
তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্য পুন্ধরিণীতে অবतरণ
করিল । দেবদত্তও নাকি মঞ্চ হইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া
বসিলেন । তখন তাহার পাদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । অনুক্রমে
তাহার পায়ের গোড়ালি, জাম্বু, কটি, স্তন ও গ্রীবা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া
যখন জম্বুকাস্থি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুকের
শরণাপন্ন হইলেন :—

“ইমেহি অট্ঠীহি তমগাপুগ্গলং
 দেবাতিদেবং নরদম্ম সারথিং,
 সমন্তচক্ষুং সতপুণ্ণলক্ষণং
 পাণেহি বুদ্ধং সরণং গতোম্মী”তি ।

ইমং গাথমাহ ।

২৮ । ইদং কির ঠানং দিস্বা তথাগতো দেবদত্তং পব্বাজেসি ।
 সচে হি সো ন পব্বজিঅ গিহী হত্বা কস্মঞ্চ ভারিয়ং অকরিঅ,
 আয়তিভবঅ চ পচ্চয়ং কাতুং ন সঙ্খিঅ । পব্বজিত্বা পন কিঞ্চাপি
 কস্মং ভারিয়ং করিঅতি, আয়তিভবঅ পচ্চয়ং কাতুং সঙ্খিঅ-
 তীতি । তেন তং সণ্ণা পব্বাজেসি । সো হি ইতো সতসহস্র-
 কল্পমথকে অট্ঠিসরো নাম পচ্চেক বুদ্ধো ভবিঅতি ।
 সো পঠবিং পবিসিত্বা অবাচিমিহ্ নিব্বত্তি । নিচ্চলে বুদ্ধে

“দেবাতিদেব, সমন্তচক্ষু, নরদম্ম সারথি,
 এই কহালে শ্রীপদে তব করিতেছি প্রণতি;
 অগ্রপুদ্গল ওহে বুদ্ধ, শত পুণ্য লক্ষণ,
 জীবন ব্যাপী শরণে তব করিতেছি গমন ।”

২৮ । এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গুরুতর কৰ্ম
 করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না ।
 কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গুরুকৰ্ম করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের
 কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে ‘অট্ঠিসর’ নামক ‘পচ্চেক’ বুদ্ধ হইবেন ।
 তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবাচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । নিশ্চল বুদ্ধের প্রতি

অপরকৃত্যভাবে পন নিচ্চলো হুত্বা পচ্চত্বুতি যোজনসতিকে অস্তো
অবীচিমিহ যোজন সত্বুবেধমেবঙ্গ সরীরং নিব্বত্তি । সীসং যাব কল্প-
সঙ্খলিতো উপরি অয়কপালং পাবিসি, পাদা যাব গোপ্ফকা
হেট্টা অয়পঠবিয়ং পবিট্টা । মহাতালবৃক্ষ পরিমাণং অয়সূলং
পচ্ছিমভিত্তিতো নিব্বমিত্বা পিট্ঠিমঙ্কং ভিন্দিহা উরেন নিব্বমিত্বা
পূরথিমং ভিত্তিং পাবিসি । অপরং দক্ষিণ ভিত্তিতো নিব্বমিত্বা
দক্ষিণপঙ্গং ভিন্দিহা উত্তরপঙ্গেন নিব্বমিত্বা উত্তর ভিত্তিং পাবিসি ।
অপরং উপরি কপল্লতো নিব্বমিত্বা মথকং ভিন্দিহা অধোভাগেন
নিব্বমিত্বা অয়পঠবিং পাবিসি । এবং সো তথ নিচ্চলো হুত্বা
পচ্চতি ।

২৯ । ভিক্ষু— “এতুকং ঠানং আগস্তা দেবদত্তো সথারং
দর্ট্টুং অলভিত্বাব পঠবিং পবিট্টো”তি কথং সমুট্টাপেঙ্গুং ।

অপরাধ করার দরুণ নিশ্চল ভাবে পরিপক হইবার জন্য শত যোজন
উচ্চতা সম্পন্ন অবীচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উপর
হইল । তাঁহার মস্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উপরের লৌহপাটে
প্রবেশ করিল, পায়ে গুল্ফ পর্য্যন্ত নীচের লৌহপাটে প্রবেশ করিল,
মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের
মধ্যদেশ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল দিয়া বাহির হওতঃ পূর্বদিকের ভিত্তিতে
প্রবেশ করিল । অত্র একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার
দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া উত্তর পার্শ্বে বাহির হওতঃ উত্তর ভিত্তিতে
প্রবেশ করিল । অত্র একটি উপরের লৌহপাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক
ভেদ করিয়া অধঃভাগে বাহির হওতঃ লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।
এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া পরিপক হইতে লাগিলেন ।

২৯ । ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন— “দেবদত্ত এতদূর আসিয়া
ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।”

সখা— “ন ভিক্ষবে, দেবদত্তো ইদানেব ময়ি অপরাধিত্বা
পঠবিং পাবিসি, পুৰ্ব্বোপি পবির্টেঠা য়েবা”তি বহা হথিরাজ কালে
মঙ্গমূলহং পুরিসং সমঙ্গাসেত্বা অন্তনো পিট্ঠিং আরোপেত্বা খেমন্তং
পাপিতেন তেন পুন ভিক্ষন্তুং আগস্ত্বা অগ্গট্টানে, মঞ্জিমট্টানে,
নুলেতি এবং দন্তে ছিন্দিত্বা ত্তিয়বারে মহাপুরিসঙ্গ চক্ষুপথং
অতিকমন্তুয় পঠবিং পবির্টেঠাবং দীপেতুং—

“অকতঞ্জুয় পোসয় নিচ্চং বিবরদঙ্গিনো,

সব্বং চে পঠবিং দজ্জা নেব নং অভিরায়য়ে”তি ।

৩০ । ইমং জাতকং কথিত্বা পুনপি পুনপি তথৈব কথায়
সমুট্ঠিতায় খন্তিবাদীভূতে অন্তনি অপরাধিত্বা কলবুরাজভূতয় তয়

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার
প্রতি অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে
এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে ।” এই বলিয়া শীলব হস্তীরাজকালে পথদ্রষ্ট পুরুষকে
আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌছাইয়া দিল ;
সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তীরাজের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ
ও মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপুরুষের চক্ষুপথ অতি-
ক্রম করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার জন্য
এই গাথাটি কহিলেন :—

“অকৃতজ্ঞ জন, সদা করে ছিদ্র অব্বেষণ,

দিলেও সবপৃথ্বী, তার হয় না তৃপ্ত মন ।”

৩০ । এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পরেও সেইরূপ কথা
পুনঃপুন উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুণ কলবুরাজ নিজে

পঠবিং পবিট্টভাবং দীপেতুং ঋষিবাদীজাতকং, চুলধম্মপালভূতে
অন্তনি অপরচ্ছিত্বা মহাপ্রতাপরাজভূতস্স তস্স পঠবিং পবিট্টভাবং
দীপেতুং চুলধম্মপালজাতকঞ্চ কথেসি ।

৩১ । পঠবিং পবিট্টে পন দেবদন্তে মহাজনো হট্টতুট্টো
ধজপটাকা কদলিয়ো উজ্জাপেহা পুণ্ণঘটে ঠপেহা “লাভা বত নো *”
তি মহস্তুং ছনং অনুভোতি, উমথং ভগবতো আরোচেসুং ।
ভগবা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব দেবদন্তে মতে মহাজনো তুস্সতি,
পুকেপি তুস্সিষেবা”তি বহা সস্বজনস্স অস্সিয়ে, চণ্ডে, ফরুসে
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজনস্স তুট্টভাবং দীপেতুং—

অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য ঋষি
বাদী জাতক कहিলেন । বোধিসত্ত্ব চুলধম্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে
তাহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ
করিয়াছিল; সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া চুলধম্মপাল জাতক
কহিলেন ।

৩১ । দেবদত্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সমুদ্রে
হইয়া ধ্বজা-পতাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পূর্ণঘট স্থাপন করিল ।
“আমাদের লাভ হইয়াছে” এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল ।
ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । ভগবান বলিলেন— “ভিক্ষুগণ,
দেবদত্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা
নহে, পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া সকলের অপ্রিয়, উদ্ধত,
নিষ্ঠুর বারাণসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সমুদ্রিভাব বর্ণনা করিবার
জন্য ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন —

“সবেবা জনো হিংসিতো পিঙ্গলেন,
তস্মিৎ মতে পচ্চয়া বেদীয়ন্তি ;
পিয়ো নু তে আসি অকণহনেত্তো,
কস্ম্যা নু ত্বং রোদসি ষারপাল ।”

“ন মে পিয়ো আসি অকণহনেত্তো,
ভায়ামি পচ্চাগমনায় তঙ্গ ;
ইতো গতো হিংসেয়্য মচ্চুরাজং,
সো হিংসিতো আনয়েয়্য পুন ইধা”তি ।

ইদং পিঙ্গলজাতকং কথেসি ।

৩২ । ভিক্শু সথারং পুচ্ছিংসু— “ইদানি ভন্তে, দেবদত্তো
কুহিং নিব্বত্তো”তি ।

“পিঙ্গলের উৎপীড়িত সকল মানব,
মরিলে সে, করে সবে আনন্দ উৎসব ;
প্রিয় তব ছিল বৃষি পিঙ্গল নয়ন !
কেন তুমি ষারপাল ! করিছ ক্রন্দন ?”

“ছিল না গো প্রিয় মম পিঙ্গল নয়ন,
ভয় হয়, পরে তার হয় আগমন ;
এখান হতে যেয়ে সে, মৃত্যু রাজে যদি হিংসে,
মৃত্যু রাজ উৎপীড়িত হয়ে সেইখানে,
নিশ্চয় আনিয়া দিবে পুনঃ এই স্থানে ।

এইরূপে ভগবান এই পিঙ্গলজাতক কহিলেন ।

৩২ । ভিক্শুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন দেবদত্ত
কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“অবীচি মহানিরয়ে ভিক্ষবে”তি ।

“ভস্তু, ইধ তপ্তন্তো বিচরিষ্বা পুন গন্ত্বা তপ্তনট্টানে য়েব
নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, পব্বজিতা বা হোন্তু গহট্টা বা পমাদ-
বিহারিনো উভয়থ তপ্তন্তি য়েবা”তি বস্বা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ তপ্ততি পেচ্চ তপ্ততি
✓পাপকারী উভয়থ তপ্ততি,
পাপং মে কতন্তি তপ্ততি
ভীয়ো তপ্ততি দুগ্গতিং গতো”তি । ১৭

৩৩ । তথ— “ইধ তপ্ততী”তি—ইধ কস্মতপ্তনেন দোমনঅ-
মন্তেন তপ্ততি ।

“অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ !”

“ভস্তু, সে ইহলোকে অন্ততপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পুনঃ কি
অবার অন্ততপ্তস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রমত্ত হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত
হউক অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অন্ততপ্ত হয় ।” এই
বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পায় তাপ, তাপ পর লোকে,
পাপকারী পায় তাপ এ’উভয় লোকে ;
‘করিয়াছি পাপ’ বলে তাপ পায় মনে,
ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে ।” ১৭

৩৩ । তথায়— “ইহলোকে তাপ পায়”— ইহলোকে পাপকর্ম করিবার
সময় দোষ্মনস্তের দ্বারা তাপ পায় ।

“পেচা”তি—পরলোকে পন বিপাক তপ্নেন অতি দারুণেন
অপায়দুশ্চেন তপ্নতি ।

“পাপকারী”তি—নানপ্কারম্ পাপম্ কভা ।

“উভয়থা”তি—উমিনা বুধপ্কারেন তপ্নেন উভয়থ তপ্নতি
নাম ।

“পাপম্”তি—সো হি কশ্ম তপ্নেন তপ্নন্তো পাপম্ কভন্তি
তপ্নতি তং অপ্নম্ভকং তপ্ননং, বিপাকতপ্নেন পন তপ্নন্তো ।

“ভীয়ো তপ্নতি দুর্গতিং গতো”তি—অতি করুসেন তপ্নেন
অতিবয় তপ্নতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং, দেসনা
মহাজনম্ সাথিকা জাতাতি ।

“তাপ পরলোকে”— পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায়
দুঃখে তপ্ত হয় ।

“পাপকারী”— নানা প্রকার পাপ কর্মের কর্তা ।

“উভয়লোকে”— ইহ-পর-লোকে, উক্তপ্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয় ।

“করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে”— সে ‘পাপ কর্ম করিয়াছি’
বলিয়া পাপকর্মের তাপে তপ্ত হয় । সে তাপ কিন্তু অত্যন্ন মাত্র ।

“ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে”— দুর্গতি স্থানে গমন করিয়া
অধিকতর নিদারুণ বিপাক-দুঃখ ভোগ করে ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



সুমনাদেশিষা বধু । ১৩

“ইধ নন্দতী”তি ইমং ধন্যদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
সুমনাদেবিং আরত্তু কথেসি ।

১ । সাবথিয়ং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকল্প গেহে ধে ভিক্ষু
সহস্রানি ভুঞ্জস্তি । তথা বিসাখায় মহাউপাসিকায় । সাবথিয়ং চ যো
যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বাব
করোতি । কিং কারণা ? তুমহাকং দানগং অনাথপিণ্ডিকো বা
বিসাখা বা আগতা”তি পুচ্ছিত্বা “নাগতা”তি বুত্তে সতসহস্রং বিস্সজ্জত্বা
কতদানম্পি “কিং দানং নামেতং”তি গরহস্তি । উভোপি তে
ভিক্ষুসজ্জম্ম রুচিং চ অনুচ্ছবিককিচ্চানি চ অতিবিয় জানন্তি ।

সুমনাদেশীর উপাখ্যান । ১৩

“ইহলোকে নন্দিত হয়” এটি ধর্ম দেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান
করিবার সময় সুমনাদেশীর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু
ভোজন করেন । সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও । শ্রাবস্তীতে
না-কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অনাথ পিণ্ডিক ও বিশাখা
এই দুই জনের অবকাশ লইয়াই দানকার্য্য আরম্ভ করেন । কেন না,
লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন — “তোমাদের দানকার্য্যে অনাথপিণ্ডিক অথবা
বিশাখা আসিয়াছেন কি না ?” যদি আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা-
হইলে শতসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একটা
কি দান !” বলিয়া উপহাস করেন । তাহারা উপাসক উপাসিকা দুইজনেই
ভিক্ষুসংঘের অভিকুচি ও অনুরূপ কাজ সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন ।

বঙ্গো]

সুমনাদেবিয়া বখু—১

১৯৩

তেসু বিচারন্তেষু ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জন্তি, তস্মা সৰ্বৈঃ দানং দীক্ষুঃ
কামা তে গহেত্বাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্ষু
পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিশাখা—“কো নু খো মম ঠানে
ঠত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিত্বতী”তি উপধারেন্তি পুত্রস্ত্র ধীতরং দিস্বা
তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তস্মা নিবেসনে ভিক্ষুসঙ্ঘং
পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদং নাম জেট্ঠধীতরং
ঠপেসি । সা ভিক্ষুং বেয়্যাবচ্চং করোন্তি, ধম্মং সুগন্তি,
সোতাপন্ন হত্বা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদং ঠপেসি ।
সাপি তথৈব করোন্তি, সোতাপন্ন হত্বা পতিকুলং গতা ।

২ । অথ সুমনাদেবিং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি ।

ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা
যথাক্রমে আহাৰ করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায়
তাঁহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরি-
বেশন করিতে পারেন না । তাই বিশাখা চিন্তা করিলেন—“আমার স্থানে
কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে ।” এই চিন্তা করতঃ তাঁহার
পুত্রের কণ্ঠকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করি-
লেন । তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।
অনাথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্রাকে তাঁহার কাজের ভার অর্পণ করিলেন ।
এই অবসরে মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন ।
অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়া আসিলেন । তৎপর তাঁহার কণ্ঠা ছোট
সুভদ্রার উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাবে
ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে স্রোতাপন্ন হইয়া পতিকূলে চলিয়া
গেলেন ।

২ । অতঃপর তাঁহার ছোট মেয়ে সুমনাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন ।

স্বা পন সকদাপামিফলং পত্না কুমারিকাব হত্বা তথারূপেন অফা-
স্বুকেন আতুরা আহারূপচ্ছেদং কত্বা পিতরং দর্শুকামা হত্বা
পক্কোসাপেসি । সো একস্মিং দানগ্গে তস্মা সামনং সুহাব আগস্তা—
“কিং অস্ম সুমনে ?”তি আহ ।

সাগি নং আহ—“কিং তাত কণিট্টভাতিকা”তি ?

“বিপ্ললপসি অস্মা”তি ?

“ন বিপ্ললপামি কণিট্টভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অস্মা”তি ?

“ন ভায়ামি কণিট্টভাতিকা”তি ।

৩ । এতুকং বহায়েব পন সা কালমকাসি । সো সোতাপন্নোপি
সমানো সেট্ঠিধীতরি উপ্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ধীতু
সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সথু সন্তিকং গস্তা “কিং গহপতি,

ইনি সকদাগামী ফল লাভ করিলেন । ইনি না-কি কুমারী অবস্থাতেই
ছিলেন । এসময় তাঁহার রোগ হয় ; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলেন । মৃত্যুর আসন্ন কাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায়
ডাকাইয়া পাঠাইলেন । তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে ।
তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন । আসিয়া মেয়েকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা সুমনে, তুমি কি বলিতে চাও ?”

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—“কি বলিতেছ কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“মা, প্রলাপ বকিতেছ ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“ভয় পাইতেছ মা ?”

“না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

৩ । এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল । শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হইলেও
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

হুষ্টি দুশ্মনো অশ্রু মুখো রুদমানো উপাগতোসী”তি বুস্তে—

“ধীতা মে ভস্তে, সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্ম্যা সোচসি ? ননু সবেবসং একংসিকং মরণং”তি ?

“জানামেতং ভস্তে, এবরূপা পন মে হিরোস্তপ্সম্পন্না ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচ্চুপট্টাপেতুং অসকোস্তি বিপ্লনপমানা মতাতি মে অনপ্পকং দোমনস্সং উপ্পজ্জতী”তি ।

“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্ঠী”তি ?

“অহং তং ভস্তে, ‘অস্ম সুমনে’তি আমন্তেসিং, অথ মং আহ ‘কিং তাত কণিট্ঠ ভাতিকা’তি ? ততো “বিপ্লনপসি অস্মা”তি ? “ন বিপ্লনপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি । “ভায়সি অস্মা”তি ?

ভগবান তাহাকে কহিলেন— “কি গৃহপতি, তুমি যে হঃখিত মনে, অশ্রু-মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ ?” এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন— “আমার মেয়ে ভস্তে, সুমনাদেবী মারা গিয়াছে ।”

“তবে সেই জন্তু এত অনুশোচনা কেন ? তুমি কি জান না, সকলেরই মৃত্যু একান্ত অনিবার্য ?”

“তাহা-ত জানি ভস্তে. আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাণীলা. পাপকে বড় ভয় করিত ; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে পারিল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড় হঃখ উৎপন্ন হইতেছে ।”

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠী ?”

“আমি ভস্তে, তাহাকে ‘মা সুমনে’ বলিয়া ডাকিলাম ; সে আমাকে জবাব দিল— ‘কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ তৎপর আমি বলিলাম— ‘প্রলাপ বকিতেছ মা ?’ ‘না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।’ ‘ভয় পাইতেছ মা ?’

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠ ভাতিকা”তি । এতকং বহা কালমকাসী”তি ।

৪ । অথ নং ভগবা আহ— “ন তে মহাসেট্টি ধীতা বিপ্লল-
পতী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাহা”তি ?

“কণিষ্ঠত্বায়েব, ধীতা হি তে গৃহপতি মঙ্গফলেহি তয়া
মহল্লিকা, স্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে সকদাগামিনী ; সা
মঙ্গফলেহি মহল্লিকত্বা এবমাহা”তি ।

“এবং ভস্তু”তি ?

“এবং গৃহপতী”তি ।

“ইদানি কুহিং নিবত্তা ভস্তু”তি ?

“তুসিতভবনে গৃহপতী”তি বুত্তে—

“ভস্তু, মম ধীতা ইধ এণাতকানং অন্তুরে নন্দমানা বিচরিত্বা

‘না, তর পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভাতা ।’ এতদূর বলিয়া সে মারা গেল ।”

৪ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার মেয়ে
প্রলাপ বকে নাই ।”

“তবে এরূপ বলিল কেন ?”

“তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কণ্ঠা মার্গফল হিসাবে তোমা হইতে
বড় । তুমি নাকি সোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল সকদাগামিনী. সে মার্গ-
ফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে ।”

“তাই নাকি ভস্তু ?”

“হাঁ, গৃহপতি ! তাই আর কি ।”

“ভস্তু, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“তুসিত ভবনে গৃহপতি ।”

“ভস্তু, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞান্টি গণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া,

ইতো গন্তাপি নন্দনর্টানেয়েব নিব্বত্তা”তি ?

অথ নং সথা— “আম গহপতি, অপ্রমত্তা নাম গহট্টা বা পব্বজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দন্তি ষেবা”তি বহ্বা ইমং গাথমাহ :—

“ইধনন্দতি পেচ্চ নন্দতি কুতপুণ্ণেণ উভয়থ নন্দতি,
পুণ্ণেয়ে কতন্তি নন্দতি ভিয়ো নন্দতি সুগ্গতিং গতো”তি । ১৮

৫ । তথ—“ইধা”তি—ইধলোকে কস্মনন্দনেন নন্দতি ।

“পেচ্চা”তি—পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি ।

“কতপুণ্ণেণ”তি—নানপ্রকারস্য পুণ্ণস্য কত্তা ।

পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপন্ন হইল ?”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “হাঁ গৃহপতি, বাহারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক অথবা প্রব্রজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয় ।” এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পরলোকে কুতপুণ্যবান,
উভয় লোকেতে হয় আনন্দিত প্রাণ ;
ভুলোকে নন্দিত হয় কুশল করিয়া,
অধিক নন্দিত হয় ছালোকে যাইয়া ।”

৫ । তথায় “ইহলোকে”—ইহলোকে কস্মানন্দে আনন্দিত হয় ।

“পরলোকে”—পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয় ।

“কুতপুণ্যবান”—নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তা ।

“উভয়থা”তি—ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপস্তি নন্দতি ; পরথ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি ।

“পুণ্যশ্চে”তি—ইধ নন্দন্তো পন পুণ্যশ্চে কতস্তি সোম-
নশ্চমন্তুকেন বা কশ্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

“ভীয়ো”তি—বিপাক নন্দনে পন স্তুগতিং গতো সন্ত-
পশ্চাস বশ্চকোটিয়ো সট্ঠিকঃ বশ্চসতসহস্রানি দিব্বসম্পত্তিঃ অনুভ-
বন্তো তুসিতপুরে অতিবিয় নন্দতী”তি ।

গাথাপরিয়োমানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং । মহাজ-
নশ্চ সাথিকা ধম্মদেশনা জাতা’তি ।



“উভয় লোকে”—ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই,
এই মনে করিয়া আনন্দিত হয় ; পরলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব
করিয়া আনন্দিত হয় ।

“আমি পুণ্য করিয়াছি”—ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হই-
তেছে—‘আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি’ এই সৌমনশ্চের দ্বারা অথবা কশ্ম
আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয় ।

“অধিক”—বিপাক নন্দন হইল—দেবলোকে যাইয়া সাতপঞ্চাশ কোটি
দ্বাটি লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অনুভব করত তুসিত পুরে অধিকতর
আনন্দ পায় ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপনাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন । সম-
বেত মনুষ্যগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

দে সহায়ক ভিক্খুনং বণ্ণু । ১৪

“বহম্পি চে”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
দে সহায়কে আরত্তু কথেসি ।

১ । সাবণ্ণি বাসিনো হি. দে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং
গত্ত্বা সণ্ণু ধম্মদেসনং সূত্বা কামে পহায় সাসনে উরং দহা
পব্বজিতা পঞ্চ বস্মানি আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে বসিত্বা সথারং
উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা বিপজ্জনাধুরঞ্চ গম্বধুরঞ্চ বিথারতো
সূত্বা একো তাব “অহন্তুন্তে, মহল্লককালে পব্বজিতো, ন সঙ্খিআমি
গম্বধুরং পূরেত্তুং, বিপজ্জনাধুরং পন পূরেআমী”তি যাব অরহত্তা

দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১৪

“বহুও” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময়
দুই বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীবাসী দুইজন কুলপুত্র বন্ধুতাসুত্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন
উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিলেন । তাঁহারা
ধর্ম শুনিয়া কামলালসা বর্জন দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য্য উপাধ্যায়ের নিকট
বাস করার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ শাসনে
কয়টি ধূর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । বিদর্শন ধূর ও গ্রন্থধূরের কথা বিস্তারিত
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন— “ভস্তুে, আমি অধিক বয়সে
প্রব্রজ্যা নিয়াছি ; তাই গ্রন্থধূর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধূরই পূর্ণ
করিব । বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জগ্গ তিনি ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হত্ত লাভ করিতে পারেন,

বিপন্ননং কথাপেত্বা ঘটেন্তো বায়মন্তো সহ পটিঅস্তিদাহি অরহন্তং
পাপুণি ।

২ । ইতরো পন “অহং গম্বধুরং পুরেআমী”তি অনুক্রমেন
তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গাণিহ্বা গতগতট্টানে ধম্মং দেসেতি, সর-
ভঞ্জং ভগতি, পঞ্চন্নং ভিক্ষুসতানং ধম্মং বাচেন্তো বিচরতি,
অট্টারসন্নং মহাগগানং আচরিয়ো অহোসি । ভিক্ষু সথু সন্তিকে
কম্মট্টানং গহেত্বা ইতরস্স খেরস্স বসনট্টানং গম্বা তম্মোবাদে ঠহা
অরহন্তং পত্বা খেরং বন্দিত্বা— “সথারং দট্টুকামমহা”তি বদন্তি ।

থেরো— “গচ্ছথাবুসো, মম বচনেন সথারং বন্দিত্বা অসীতি
মহাথেরে বন্দথ, সহায়কথেরম্পি মে ‘অমহাকং আচরিয়ো তুম্হে
বন্দতী’তি বন্দথা”তি ।

ততদূর বর্ণনা করিয়া কহিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি-
সন্তিদার সহিত অর্হক লাভ করিলেন ।

২ । অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন— “আমি গ্রন্থধুর পূর্ণ করিব ।”
অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে
যান মধুর স্বরে ধর্মদেশনা করেন । পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্ম শিক্ষা
দেন; আঠারটি মহাগণের (পরিবদের) আচার্য্য ছিলেন । ভিক্ষুরা ভগ-
বানের নিকট কম্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্হৎ-স্ববিরের নিকট যাইতেন
এবং তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া অর্হক প্রাপ্ত হইতেন । অতঃপর তাঁহারা
স্ববিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন— “ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ।”

স্ববির তাঁহাদিগকে কহিতেন— “যাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া
ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাশ্রাবককে বন্দনা করিও ।
আমার বন্ধু স্ববিরের নিকট যাইয়াও “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা
করিতেছেন” এই বলিয়া বন্দনা করিও ।”

৩। তে বিহারঃ গম্বু সখারঞ্চ খেরে চ বন্দিত্বা “ভন্তে, অম্বাহকং আচারিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে ইতরেন চ “কো নাম এসো”তি বুন্তে “তুম্বাহকং সহায়কভিক্ষু ভন্তে”তি বদন্তি। এবং খেরে পুনঃপুনঃ সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্ষু খোকং কালং সহিত্বা অপরাভাগে সহিত্বং অসক্বোন্তো। “অম্বাহকং আচারিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে “কো এসো”তি বত্বা “তুম্বাহকং সহায়কভিক্ষু”তি বুন্তে “কিম্পন তুম্হেহি তস্ম সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিসু অপ্রতরো নিকায়ো, তীসু পিটকেসু একং পিটকং”তি বত্বা “চতুঃপদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংসুকুলং গহেত্বা পব্বজিতকালে-ষেব অরপ্রং পবিটেঠা, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তস্ম আগত-কালে ময়া পপ্রং পুচ্ছিত্বং বট্টতী”তি চিন্তেসি।

৩। তাহার বিহারে যাইয়া ভগবান ও স্থবিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আমাদের আচার্য্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্থবিরের বহুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন— “সে কে ?” স্থবির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন— “আপনার বহু ভিক্ষু ভন্তে !” এইরূপে স্থবির পুনঃপুনঃ সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘদিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। পুনরায় “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন” এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন— “সে কে ?” “আপনার বহু ভিক্ষু।” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্ নিকায় ? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন্ পিটক ?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন— “সে চারি পদ যুক্ত একটা গাথাও জানেনা, পংসুকুল অঙ্গ লইয়া প্রব্রজিত কাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিষ্য ছুটাইয়া ফেলিয়াছে। সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।”

৪ । অথাপরভাগে খেরো সখারং দট্টুমাগতো সহায়কথেরঅ সন্তিকে পত্তচীবরং ঠপেত্বা গস্তা সখারং চেব অসীতিমহাথেরে চ বন্দিত্বা সহায়কঅ বসনট্টানং পচ্চাগমি । অথঅ সো বত্তং কারেত্বা সমগ্নমাগং আসনং গহেত্বা পপ্রঃ পুচ্ছিআমী'তি নিসীদি । তন্সিং খণে সখা—“এস এবরুপং মম পুত্তং বিহেঠেত্বা নিরয়ে নিব্ব-
ত্তেয়্যা”তি তন্সিং অনুকম্পায় বিহারচারিকং চরন্তো বিয় তেসং নিসিন্নট্টানং গস্তা পপ্রত্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি ।

তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিক্ষু বুদ্ধাসনং পপ্রাপেত্বাব নিসীদন্তি । তেন সখা পকতিপপ্রত্তে য়েব আসনে নিসীদি ।

৪ । অনন্তর একদিন স্থবির ভগবানকে দেখিবার জন্ত আসিলেন । বজ্জস্থবিরের নিকট পাত্রচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন । পরে আশিজন মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বজ্জর আবাসে ফিরিয়া আসি-
লেন । অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক-ব্রত সম্পাদনের পর সমান আসন লইয়া “প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন । তখন ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—“এই ভিক্ষু আমার এই-
রূপ পুত্রকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে ।” এই ভাবিয়া ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকায় বিচরণ করিতেছেন এইরূপ ভাবে যাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্ত স্বতন্ত্র আসন একখানা প্রস্তুত করিয়াই বসেন । তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জন্ত স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই বসিলেন ।

৫। নিসজ্জ খো পন গম্বিকভিক্ষুং পঠমঙ্কানে পঞ্হং
পুচ্ছিত্বা তন্নিং কথিতে দুতীয়ঙ্কানং আদিং কত্বা অট্টসুপি
সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞ্হং পুচ্ছি, ইতরো সৰ্বং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগ্গে পঞ্হং পুচ্ছি। ইতরো কথেতুং
নাসম্বি। ততো খীণাসবথেরং পুচ্ছি। থেরো কথেসি। সখা
“সাধু সাধু ভিক্ষু”তি অভিনন্দিত্বা সেসমগ্গেসুপি পাটিপাটিয়া
পঞ্হং পুচ্ছি, গম্বিকো একম্পি কথেতুং নাসম্বি, খীণাসবো
পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কথেসি। সখা চতুসু ঠানেসু তস্ম সাধুকারং
অদাসি। তং সুত্বা ভুম্মদেবে আদিং কত্বা যাব ব্রহ্মলোকা
সৰ্বদেবতা চেব নাগসুপপ্পা চ সাধুকারমদংসু।

৫। ভগবান বসিয়াই নাকি ত্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান
সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয়
ধ্যানাদি অষ্ট সমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।
ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে শ্রোতাপত্তি মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অর্হত স্ববিরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ববির উত্তর দিলেন। ভগবান “সাধু! সাধু!! ভিক্ষু”
বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অগ্গাণ্ড মার্গ সম্বন্ধে ও
পাটিপাট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রহধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর
দিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষীণাসব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর
প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।
তাহা শুনিয়া ভূমিবাসী দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত
দেবগণ এবং নাগ-সুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬। তং সাধুকারং সূত্বা তন্ম অস্তেবাসিকা চেব সন্ধিবিহারিনো
চ সখারং উজ্জায়িংসু—“কিং নামেতং সখারা কতং, কিঞ্চি অজানন্তু
মহল্লকথেরস চতুসু ঠানেসু সাধুকারং অদাসি, অমহাকং পনাচরিয়স
সবপরিয়ত্তিধরস পঞ্চসু ভিক্ষুসতানং পামোক্কস পসংসামত্তম্পি ন
করী”তি ।

অথ নে সখা—“কিং নামেতং ভিক্ষবে, কথেনা”তি পুচ্ছিত্বা
তস্মিং অথে আরোচিত্তে ভিক্ষবে, তুমহাকং আচরিয়ে মম সাসনে
ভতিয়া গাবো রক্ষণক সদিসো । মযহং পন পুত্তো যথা রুচিয়া
পঞ্চগোরসে পরিভুঞ্জনক সামিসদিসো”তি বহা ইমা গাথা
অভাসি—

৬। সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী
ভিক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধে কাণায়ুসা করিতে লাগিলেন— “ভগবান একি
করিলেন ; এই বৃদ্ধ স্থবির কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার
সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচার্য্য বিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক
ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও করি-
লেন না ।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, তোমরা
কি বলিতেছ ?” ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ,
তোমাদের আচার্য্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপালকের মত । আমার পুত্র
কিহু যথাক্রমে পঞ্চ গোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ ।” এই বলিয়া এই
গাথা দুইটি বলিলেন —

“বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্রো হোতি নরো পমত্তো,
গোপোব গাবো গগয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামপ্রস হোতি ।” ১৯

“অপ্পস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস হোতি অনুধম্মচারী,
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো স্তবিমুক্তচিত্তো ;
অনুপাদিয়ানো উথ বা ছরং বা
স ভাগবা সামপ্রস হোতী”তি । ২০

৭ । তথ—“সহিতং”তি—তেপিটকস্ব বুদ্ধবচনস্বতং নামং ।
তং আচরিয়ে উপসংকমিত্বা উগ্গাণিহিত্বা বহুস্পি পরেসং “ভাসমানো”

“প্রমত্ত নরের তাহা কাজে নাহি আসে,
ত্রিপিটক বুদ্ধবাণী যদি বহু ভাষে ।
গোপালক যথা গগে গাতী অপরের,
কতু সে ছর না ভাগী সেট গোরসের ।” ১৯

“ধম্ম-অনুধম্ম যেনা করে আচরণ,
ধম্মকথা অল্প যদি সে করে ভাষণ ।
রাগ ঘেদ মোহ ধম্ম প্রতীণ কবিয়া,
স্তবিত্ত স্তবিমুক্ত চিত্ত সে হটয়া ।
উত-পরলোকে কতু উৎপন্ন না ছর,
শ্রামণ্য ফলের ভাগী সে ছর নিশ্চয় ।” ২০

৭ । তথ—“সহিতং”— ইহা ত্রিপিটক বুদ্ধ বচনের নাম । আচার্যের
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করতঃ অধিকতররূপে পরকে বলিলেও

বাচেন্তো, তং ধর্মং সূত্বা যং কারকেন পুঙ্গলেন কর্তব্যং
 তং কেরো ন হোতি । কুকুটস্য পক্ষপহারণমন্তুস্পি অনিচ্ছাদি বসেন
 ষোনিসোমনসিকারং নল্পবন্তেতি ; এসো যথা নাম দিবসং ভতিয়া
 গাবো রক্ষন্তো গোপো পাতোব পটিচ্ছিত্বা সায়ং গণেত্বা সামি-
 কানং নিয়্যাদেত্বা দিবসভতিমন্তুং গণহাতি, যথারুচিয়া পন পঞ্চ-
 গোরসে পরিভুঞ্জিতুং ন লভতি, এবমেব কেবলং অন্তেবাসিকানং
 সন্তিকা বহুপটিবহুকরণমন্তুস্পি ভাগী হোতি, সামগ্র্য পন ভাগী
 ন হোতি । যথা পন গোপালকেন নিয়্যাদিতানং গুরং গোরসং
 সামিকাব পরিভুঞ্জন্তি, তথা তেন কথিতং ধর্মং সূত্বা কারকপুঙ্গলা
 যথানুসিট্টং পটিপঞ্জিত্বা কেচি পঠমজ্ঞানাদীনি পাপুগন্তি, কেচি
 বিপন্নং বডেত্বা মগ্গফলানি পাপুগন্তীতি— গোসামিকা গোরসজেব
 সামগ্র্য ভাগিনো হোন্তি । ইতি সখা শীলসম্পন্নস্য বহুতুস্পি

শিক্ষা দিলে, সেই ধর্ম শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে
 সেইরূপ কিছু করা হয় না । যুরগীর পক্ষপ্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাদি
 বশে চিত্তের সম্যক একাগ্রতা লাভ করা যায় না । যেমন দৈনিক বেতন
 ভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু বুঝিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার
 সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ
 করে, কিন্তু যথারুচি পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না ; সেইরূপ
 গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী
 হয়, কিন্তু শ্রামণ্য ধর্মের ভাগী হইতে পারে না । যেমন গোপালক গরু
 আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে;
 সেইরূপ তাহাদের কথিত ধর্ম শুনিয়া কর্মীলোকেরা যথাক্রমশাসিত মতে
 প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ
 বিদর্শন বর্জিত করিয়া মার্গফল সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার
 গোরসের স্থায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয় । এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন বহুতুস্পি,

পমানবিহারিনো অনিচ্ছাদিবসেন যোনিসোমনসিকারে অগ্নবন্তু
ভিক্ষুনো বসেন পঠমগাথং কথেন্নি, ন দুসীলস্স ।

৮ । দ্বিতীয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কস্মং করোসুস্স
কারকপুগলস্স বসেন কথিতা ।

তথ— “অগ্নম্পি চে”তি—থোকং একবগা দ্বিবগামস্তুম্পি

“ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী”তি— অগ্নমপ্রণায়, ধম্মমপ্রণায়,

নবলোকুত্তরধম্মস্স অনুরূপধম্মং পূৰ্বভাগপটিপদাসস্সাতং চতুপারিসুস্কি
সীল, ধুতঙ্গ, অসুভকস্মট্টানাতিভেদং চরণতো অনুধম্মচারী হোতি,
অঙ্গ অঙ্গোবাতি পটিবেধং আকস্মন্তো বিচরতি । সো ইমায়
সম্মাপটিপত্তিয়া রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মা হেতুনা নয়েন

প্রমানবিহারী. অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত
হয় না, তাঁহার অন্তর্হি প্রথম গাথা বলিয়াছেন, দুঃশীলের অন্ত নহে ।

৮ । দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কৰ্ম করেন, সেই
কৰ্ম্মলোকের জন্ম বলা হইয়াছে ।

তথার— “অগ্নও”— সামান্ত, একবর্গ দুইবর্গ মাত্র ।

“ধম্ম অনুধম্ম যেনা করে আচরণ”— অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নয়
লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মর্গফল লাভের পূর্বভাগ শিক্ষাস্বরূপ চারি
পরিশুদ্ধ শীল, ধুতঙ্গ ও অশুভ কৰ্ম্মস্থানাতি ভেদে আচরণ করিলে অনুধম্মচারী
নামে কথিত হয় । অগ্ন, অগ্ন না হইলে আগামীকাল্য জ্ঞাত হইব, এই
আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্মের
দ্বারা সে রাগ, হেয় ও মোহ প্রলীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ত্যায়ের দ্বারা
পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয় । পরিজ্ঞাত হইয়া তদঙ্গ বিমুক্তি
অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্ম হইতে অল্পকণের জন্য

পরিজানিতকথমে পরিজানন্তো তদঙ্গ, বিক্ৰান্তন, সমুচ্ছেদ, পটিগ্নজঙ্ঘি,
নিষ্করণ বিমুক্তীনং বসেন স্ত্রবিমুক্তচিত্তো ।

“অনুপাদিয়ানো উধ বা ত্বরং বা”তি উধলোক পরলোক
পরিয়াপন্ন বা অকৃত্তিকবাহিরা বা খন্ডায়তনধাতুরো চতুহি উপা-
দানেহি অনুপাদিয়ন্তো মহাখীগাসর্বো মঙ্গসম্ভাত্তম সামঞ্জস্য বসেন
আগতম ফলসামঞ্জস্য চেব পঞ্চ অসেক্ষ ধ্মক্কম্ভম্ভ চ ভাগী
হোতী’তি ।

বিমুক্ত হয় । পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ কপাবচর ও অকপাবচর কুশল
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জন্ম পাপধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে,
সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম হইতে চিত্ত বিমুক্ত থাকে । সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ
লোকোত্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ছেদন করে, অকুশল
ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ
বিমুক্তি । প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন
হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া
চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি । নিঃসরণ বিমুক্তি
অর্থাৎ লোকোত্তর কুশলচিত্ত নিষ্কাশন অবলম্বন দ্বারা পাপধর্মকে সমূলে
ছেদন করিয়া সংসার চঃখ হইতে নিষ্করণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি
বলা হয় । এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তি
বশে চিত্ত স্ত্রবিমুক্ত ।

“উধলোকে পরলোকে উৎপন্ন না হয়”— উধলোকে পরলোকে
উৎপাদন শীল অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক ঋদ্ধ আয়তন ধাতু চারি উপাদান
দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া মহাখীগাসব মার্গ ও কল শ্রামণোর এবং অরহতের
পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয় ।

রতনকূটেন বিয় অগারঅ অরহন্তেন দেসনাকূটং গণহী'তি ।
 গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং, দেসনা
 মহাজনঅ সাথিকা জাতাতি ।

যমকবগ্গ বগ্গনা নিট্ঠিতা ।

পঠমো বগেগা ।

অর্থাৎ অরহতের মন কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান
 ও আত্মবাদ-উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইহলোক, পরলোক,
 নিজের শরীর বা অন্তের শরীর আশ্রয় না করিয়া তৃষ্ণা হইতে প্রশমিত মার্গ
 ও ফল এবং অহতের বিমুক্ত পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয় ।

গৃহী রত্নকূট গ্রহণের ত্রায় অর্হং হইয়া ধম্মকূট গ্রহণ করিলেন ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপনাদি হইলেন । সমবেত জন সমূহের
 পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

প্রথম ভাগ

যমক বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত



